ADMINISTRATIVE REFORM

বাংলাদেশ
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি

রিপোর্ট
প্রথম খণ্ডঃ প্রাথমিক স্তর

মূল্যঃ ১১.৭০ পয়সা

12 APR 1987

বাংলাদেশ
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী
প্রণয়ন কমিটি

Bangladesh Administrative Staff College Library
DACCA

রিপোর্ট
প্রথম খণ্ড: প্রাথমিক স্তর

(ডিসেম্বর, ১৯৭৬)

লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার ঢাকা

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

12 APR 1987

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

(পটভূমি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা)

লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার ঢাকা
12 APR 1987

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম	ভূমিকা : পটভূমি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা	১—২৪
দ্বিতীয়	তত্ত্বগতভিত্তি ও নীতিমালা	২৫—৩৬

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

তৃতীয়	মাতৃভাষা—বাংলা	৩৭—৫৮
চতুর্থ	গণিত	৫৯—১১২
পঞ্চম	পরিবেশ পরিচিতি	১১৩—১৬৪
ষষ্ঠ	শারীরিক শিক্ষা	১৬৫—১৮৮
সপ্তম	চারু ও কারুকলা	১৮৯—২০২
অষ্টম	সংগীত	২০৩—২১৬
নবম	ইসলামিয়াত	২১৭—২২৮
দশম	হিন্দুধর্ম	২২৯—২৪০
একাদশ	বৌদ্ধধর্ম	২৪১—২৫২
দ্বাদশ	খৃষ্টান ধর্ম	২৫৩—২৬২
ত্রয়োদশ	ইংরেজী	২৬৩—২৭৮
পরিশিষ্ট	শিক্ষাক্রমের কাঠামো	২৭৯

১·১ পটভূমি

১·১·১ জাতীয় আদর্শ, সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সংস্কার ও ক্রম পরিবর্তন যে-কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় তার গতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে বর্তমানে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রচলিত আছে তা স্বাধীনতা পূর্বকালে প্রায় ষোল বছর আগে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশে ১৯৭৩-৭৪ সালে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল এবং এ সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। শিক্ষার বিষয়বস্তুর উন্নতি ও আধুনিকীকরণ যদি কোন কারণে বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হয়, শিক্ষার্থীদের জন্য এবং দেশের জন্য তাহলে এক অপূরণীয় ক্ষতি হবে। বাংলাদেশে জাতীয় আদর্শভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনও তাঁদের রিপোর্টে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পুনর্বিন্যাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। এ পটভূমিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রেজুলিউশন নং শা-১/৫৬০ শিক্ষা, তারিখ ১১-১১-৭৫-এর মাধ্যমে "কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবাবলী ও সুপারিশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন এবং পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর উপযুক্ত পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব পরামর্শ প্রদানের জন্য "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি" গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১·১·২ সরকার এ কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপভাবে নির্দেশ করেছেনঃ

(ক) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সকল শিক্ষাঙ্গনে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সমধরণের উচ্চমান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও নীতিভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করার জন্য পরামর্শ দান।

(খ) বর্তমান বিশ্বের প্রগতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিশ্চিতকরণ।

(গ) শিক্ষা কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী), মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং নবম ও দশম শ্রেণী), উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) এবং কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রস্তুত করতে সাহায্যকরণ।

(ঘ) বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচী প্রণয়নকারী কমিটির নির্দেশের জন্য সাধারণ নীতিমালা প্রণয়নকরণ।

(ঙ) প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচী প্রণয়নে সাহায্য করণ।

(চ) বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নকারী কমিটিসমূহের প্রস্তাবাদি পরীক্ষা করণ এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রমকে সমন্বিত ও সুসমঞ্জস করা নিশ্চিতকরণ।

(ছ) নবোদ্ভাবিত পাঠ্যক্রম প্রবর্তনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষোপকরণ সরবরাহ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির প্রয়োজনের আভাস প্রদান।

(জ) উল্লেখিত সকল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান।

১·১·৩ মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রফেসর আবুল ফজল ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৬ তারিখের সকাল ৯টায় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন এবং এর দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

ঐদিন বিকাল সাড়ে চারটায় মহামান্য প্রেসিডেণ্ট বিচারপতি আবু সা'দত মোহাম্মদ সায়েম বঙ্গভবনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়নে যেসব জটিল সমস্যা রয়েছে তার সমাধানে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সে সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

১·২ সাংগঠনিক ব্যবস্থা

১·২·১ স্ব স্ব ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রথমে ৩৫ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। পরে এ কমিটিকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক করার উদ্দেশ্যে আরো ১২ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে সহযোজন করে কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ৪৭ জনে উন্নীত করা হয়। নিম্নে জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও বর্তমান সদস্যদের নাম উল্লেখ করা হলোঃ

প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক	চেয়ারম্যান।
ডঃ আবদুল করিম, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।	সদস্য।
ডঃ মফিজউল্লাহ কবীর, প্রো—ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
ডঃ এ, এম, শরফুদ্দিন, যুগ্ম-সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা।	ঐ
ডঃ মোহাম্মদ সেলিম, শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব মোহাম্মদ নূরুস-সাফা, জনশিক্ষা পরিচালক, বাংলাদেশ, ঢাকা।	ঐ
জনাব এম, এ, সাত্তার, পরিচালক, কারিগরী শিক্ষা, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	ঐ
প্রফেসর এ, কে, রফিকউল্লাহ, ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
প্রফেসর স, হ, খ, ইউসুফ জাই, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
প্রফেসর শ, ম, আজিজুল হক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
প্রফেসর হারুণ-অর-রশীদ, প্রধান, পদার্থ বিজ্ঞান (তাত্ত্বিক) বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
প্রফেসর শেখ গোলাম মাহবুব, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	ঐ
প্রফেসর এ, কে, এম, নূরুল ইসলাম, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
প্রফেসর মুহাম্মদ মুহীয়ুদ্দীন, ডিরেক্টর, আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ

প্রফেসর মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — সদস্য

প্রফেসর আবদুল লতিফ মিয়ান, প্রধান, এগ্রোনমী বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। — ঐ

প্রফেসর এম. এ. রকিব. ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — ঐ

প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — ঐ

প্রফেসর আমানুল্লা আহমদ, প্রধান, ইংরেজী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। — ঐ

জনাব সৈয়দ আহমদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা। — ঐ

ডঃ শামসুদ্দিন মিয়া, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। — ঐ

ডঃ খলিলুর রহমান. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী। — ঐ

ডঃ মুহম্মদ সিরাজুদ্দিন, চেয়ারম্যান. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা। — ঐ

ডঃ মোহাম্মদ হারুণ আর রশীদ. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর। — ঐ

জনাব আবদুর রশীদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেকনিকাল এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা। — ঐ

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ. চেয়ারম্যান. মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা। — ঐ

ডঃ আবু হামিদ লতিফ, নির্বাহী পরিচালক, জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। — ঐ

ডঃ মুহম্মদ নুরুল হক. পরিচালক, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা। — ঐ

জনাব মীর এনায়েত হুসাইন. উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। — ঐ

ডঃ এ. এইচ. এম. করিম. ডীন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — ঐ

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী. অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা। — ঐ

জনাব হামিদ আলী শাহ্, অধ্যক্ষ, কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
জনাব খোদা বক্স, অধ্যক্ষ ইন্টারমেডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ, ঢাকা	ঐ
ডঃ আলিমউল্লাহ খাঁন, প্রকৌশলী সংসদ, ঢাকা।	ঐ
জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সহ-অধ্যক্ষ, মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল।	ঐ
মিসেস হোসনে আরা শাহেদ, অধ্যক্ষা, শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্যা
মৌলানা মোহাম্মদ সালেহ, অধ্যক্ষ, আলীয়া মাদ্রাসা, খুলনা	সদস্য
জনাব খলিলুর রহমান, সভাপতি, বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি।	ঐ
খোন্দকার আলী আজম, চীফ্ ইনস্ট্রাক্টর, ফাউণ্ড্রী এণ্ড মেটালুর্জি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।	ঐ
জনাব রজব আলী, সুপারিনটেনডেন্ট, পি, টি, আই, খুলনা	ঐ
জনাব হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ, হেড মাষ্টার, সরকারী লেবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।	ঐ
মিসেস শামসুন্নাহার, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।	সদস্যা
মিসেস আনোয়ারা মনসুর, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব আবদুর রশীদ সরকার, প্রধান শিক্ষক, ওয়েষ্ট এণ্ড হাই স্কুল, ঢাকা।	সদস্য
জনাব জসীম উদ্দিন আহমদ, প্রধান শিক্ষক, ঝিগাতলা প্রাইমারী স্কুল, ঢাকা।	ঐ
জনাব মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, বাংলাদেশ, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

১·২·২ শিক্ষা সংস্কার একটি দুরূহ ও জটিল বিষয় এবং স্বভাবতই বিতর্কমূলক। সবদেশে সবসময়ই এ বিষয়ে বিতর্ক চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। এ বিতর্ক নতুন চিন্তা ধারার নব নব পথ অন্বেষণে সহায়ক হয়। পাঠ্যসূচীতে এই পরিবর্তিত চিন্তাধারার প্রতিফলন একান্ত প্রয়োজন। এ কারণে পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কাজকে একটি ধারাবাহিক গতিশীল প্রচেষ্টা রূপে দেখতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির উপর আরোপিত দায়িত্বকে একটি ধারাবাহিক গতিশীল প্রচেষ্টার প্রারম্ভিক পর্যায় বলে গণ্য করা ঠিক হবে।

জাতীয় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সঙ্গে দেশের জনশক্তির সংযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখে পাঠ্যসূচী প্রণয়নে সাহায্য করার জন্য জাতীয় কমিটি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একটি বিস্তৃত নীতিমালা রচনা করেন। এ নীতিমালার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কাজ সুসম্পাদনের নিমিত্ত শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও বিষয়ের জন্য নির্বাচিত

বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ১০টি উপকমিটি এবং ২৭টি বিষয় কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন কমিটির কাজের মধ্যে সমন্বয় বিধান এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় কমিটিকে সাহায্য করার জন্য একটি নির্বাহী কমিটিও গঠিত হয়।

১·২·৩ নির্বাহী কমিটি, উপকমিটিসমূহ এবং বিষয় কমিটিসমূহের নাম ও তাদের সদস্যদের নামঃ

নির্বাহী কমিটি

প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক	চেয়ারম্যান।
ডঃ মোহাম্মদ সেলিম, শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য।
প্রফেসর এ. কে. রফিকউল্লাহ, ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
প্রফেসর স. হ. খ ইউসুফ জাই. পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব মোহাম্মদ নুরুস্-সাফা, জনশিক্ষা পরিচালক, বাংলাদেশ, ঢাকা।	ঐ
জনাব এম, এ, সাত্তার, পরিচালক, কারিগরী শিক্ষা, ঢাকা	ঐ
জনাব মীর এনায়েত হুসাইন, উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	ঐ
ডঃ মুহম্মদ নুরুল হক, পরিচালক, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	ঐ
জনাব হামিদ আলী শাহ, অধ্যক্ষ, কারিগরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

উপ-কমিটিসমূহ

(১) প্রাথমিক শিক্ষা উপ-কমিটিঃ

ডঃ মোহাম্মদ সেলিম. শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
জনাব জসীমউদ্দীন আহমদ, প্রধান শিক্ষক, ঝিগাতলা সরকারী প্রাইমারী স্কুল, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব রজব আলী, সুপারিনটেনডেন্ট, পি. টি, ইনস্টিটিউট, খুলনা	ঐ
মিসেস রোকেয়া মান্নান, শিক্ষয়িত্রী, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়. ঢাকা	সদস্যা

ডঃ হালিমা খাতুন, সহযোগী অধ্যাপিকা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
ডঃ আজহার আলী, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
মিসেস রাশিদা জামান, শিক্ষয়িত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় লেবরেটরী স্কুল, ঢাকা।	ঐ
ডঃ কামরুন্নেসা বেগম, সহযোগী অধ্যাপিকা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ খান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা উপকমিটিঃ

ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক, পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	চেয়ারম্যান
জনাব হাফিজউদ্দিন আহম্মদ, প্রধান শিক্ষক, সরকারী লেবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।	সদস্য।
ডঃ আসিম উল্লাহ খাঁন, প্রকৌশলী সংসদ, ঢাকা	ঐ
ডঃ বদরুল মিল্লাত, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব আবদুর রশীদ সরকার, প্রধান শিক্ষক, ওয়েস্ট-এন্ড হাই স্কুল, ঢাকা।	ঐ
প্রফেসর আকবর হুসাইন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	ঐ
জনাব কাজী আব্দুল মান্নান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উপকমিটিঃ

ডঃ খলিলুর রহমান, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।	চেয়ারম্যান।
প্রফেসর মুহম্মদ ইকবাল মাহমুদ, কেমি কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।

প্রফেসর শ. মো, আজিজুল হক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
মিসেস হোসনে আরা শাহেদ, অধ্যক্ষা, শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্যা
ডঃ বিনীত ওয়াজিহুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
ডঃ কা, ফ, ম, গোলাম কিবরিয়া, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব এ, কে, এম, বোরহানউদ্দিন, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৪) **বিজ্ঞান শিক্ষা উপকমিটিঃ**

প্রফেসর এ. কে, রফিক উল্লাহ্, ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
ডঃ এ, এম, শরফুদ্দিন, যুগ্ম-সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	সদস্য।
প্রফেসর এম. এ, রকিব, ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব ইকবাল আজিজ মোস্তাকি, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব মুহম্মদ জাফর আলী, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সরকারী লেবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।	ঐ
জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৫) **মানবিক বিষয় উপকমিটিঃ**

প্রফেসর মুহম্মদ মুহীয়ুদ্দীন, পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
ডঃ আবদুল মতিন, চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
মিস আজিজুন্নেছা, যুগ্ম-পরিচালক, জনশিক্ষা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।	সদস্যা

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৬) সামাজিক বিজ্ঞান উপকমিটিঃ

ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর, প্রো—ভাইসচ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান। (১৩-১১-৭৬ থেকে)
**(প্রফেসর আবদুল্লাহ ফারুক ১২-১১-৭৬ পর্যন্ত এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।)	
ডঃ মুহম্মদ ফজলুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
ডঃ নাজমা চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
মিস সালমা আখতার, প্রভাষিকা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব মোঃ আবদুল হাই, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৭) কারিগরী শিক্ষা উপকমিটিঃ

জনাব আবদুর রশীদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
প্রফেসর স, হ, খ. ইউসুফ জাই, প্রধান, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
প্রফেসর আবদুল মতিন পাটওয়ারী, তড়িৎ-কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব আবদুর রফিক, অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	ঐ
ডঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ টেকস্টাইল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	ঐ
ডঃ করম আলী, অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ লেদার ইনস্টিটিউট, ঢাকা	ঐ
জনাব আমিনুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্সিয়াল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	ঐ
জনাব এ, কে, এম, এ, কুদ্দুছ, সেক্রেটারী, বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা।	ঐ

জনাব মোহাম্মদ রফিকুল হক, অধ্যক্ষ, কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা।	সদস্য।
শ্রী রমানন্দ মল্লিক, প্রকল্প পরিচালক, কারিগরী শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা।	ঐ
ডঃ জহুরুল আলম, অধ্যক্ষ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
ডঃ মুহম্মদ নুরুল হক, পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা।	ঐ
ডঃ বদরুল মিল্লাত, সহযোগী অধ্যাপক, আই, ই, আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব ছাইফুল হক, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা	সদস্য-সচিব।

(৮) মাদ্রাসা শিক্ষা উপকমিটিঃ

ডঃ এ, কে, এম, আইয়ুব আলী, অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য।
মৌলানা আলাউদ্দিন আল-আজহারী, অধ্যাপক, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা।	ঐ
ডঃ মোহাম্মদ ইসহাক, চেয়ারম্যান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
ডঃ এনামুল হক, প্রাক্তন উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব এ. কে. এম. বোরহানউদ্দিন, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৯) শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকমিটিঃ

ডঃ এ, এইচ. এম. করিম, ডীন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব মুহম্মদ ওসমান গণি, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।	ঐ
জনাব মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	ঐ

ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক, পরিচালক, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্য
জনাব হামিদ আলী শাহ, অধ্যক্ষ, কারিগরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
কাজী জাহানারা খান, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্যা
জনাব মুসলিমউদ্দীন আহমদ, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
খন্দকার আবদুল জব্বার, সুপারিটেনডেন্ট, পি, টি, আই, ময়মনসিংহ।	ঐ
জনাব, রজব আলী, সুপারিনটেনডেন্ট, পি, টি, আই, খুলনা	ঐ
জনাব আবদুর রহিম, প্রধান শিক্ষক, ধানমন্ডি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	ঐ
জনাব খান আলাউদ্দিন সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব শামসুল কবীর, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	ঐ
জনাব খবিরউদ্দীন আহমেদ, প্রভাষক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব মুজিবুর রহমান, বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	ঐ
ডঃ এস, এ, খান, খন্ডকালীন প্রভাষক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব মোঃ আবদুর রশীদ খান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, বাংলাদেশ, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(১০) কৃষি শিক্ষা উপকমিটিঃ

প্রফেসর শেখ গোলাম মাহবুব, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	চেয়ারম্যান।
জনাব এ, বি, এম, ফজলে ওয়াহেদ, সহযোগী অধ্যাপক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য।
প্রফেসর আবদুল লতিফ মিয়ান, এগ্রোনমী ডিপার্টমেন্ট, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	ঐ
প্রফেসর এ কে, এম, আমিনুল হক, ডীন, মৎস্য অনুষদ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	ঐ
জনাব মোঃ আমীর হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	ঐ

জনাব গিয়াস উদ্দিন, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্য
জনাব জাকীর হোসেন, প্রধান, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব মোঃ সদরুল আমিদ, কৃষি অধ্যাপক, মহীপুর হাজী মহসীন কলেজ, পাঁচ বিবি, বগুড়া।	ঐ
জনাব মোঃ ফসী উল্লাহ, কৃষি শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক, নান্দিনা পাইলট হাই স্কুল, ময়মনসিংহ।	ঐ
ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

বিষয় কমিটিসমূহ

(১) বাংলা বিষয় কমিটি:

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মহা-পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।	চেয়ারম্যান (১৪-৭-৭৬ থেকে)
প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	(১৩-৭-৭৬ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন) সদস্য।
প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক, পরিচালক, আই, ই, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব ওসমান গণি, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা	ঐ
জনাব মোহাম্মদ আবদার রশীদ, সচিব, টেকস্ট বুক বোর্ড, বাংলাদেশ, মতিঝিল, ঢাকা।	ঐ
ডঃ হালিমা খাতুন, সহযোগী অধ্যাপিকা এবং চেয়ারম্যান প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, আই, ই, আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
জনাব শামসুল কবির, বিশেষজ্ঞ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্য
জনাব শওকত আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।	ঐ
জনাব কাজী নূরুল হক, প্রধান শিক্ষক, সরকারী মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
বেগম জাহান আরা, অধ্যাপিকা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্যা
শ্রীরামলাল সরকার, মাতৃভাষা শিক্ষক, সরকারী কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	সদস্য
জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(২) ইংরেজী বিষয় কমিটিঃ

প্রফেসর মুহাম্মদ মুহিয়ুদ্দীন, পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
মিঃ ই, টি, জে, ফিলিপস্, বৃটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ, ঢাকা।	সদস্য।
মিঃ জিমজে মামি, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	ঐ
মিসেস রোকেয়া সুলতানা, উপাধ্যক্ষা, টিচার্স ট্রেণিং কলেজ, ঢাকা।	সদস্যা।
মিসেস রাজিয়া খান আমীন, সহযোগী অধ্যাপিকা, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
ডঃ বি, ওয়াজিহুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, আই, ই, আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব আবদুল মতিন, অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।	ঐ
জনাব সেখ মুঃ ওমর আলী, লেকচারার, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা।	ঐ
মিসেস রাশিদা হক, শিক্ষিকা, বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা।	সদস্যা।
জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, ঊর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৩) আরবী ও ইসলামিয়াত বিষয় কমিটিঃ

ডঃ মুহম্মদ সিরাজুল হক, এমেরিটাস প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
মওলানা আলাউদ্দিন আল আজহারী, অধ্যাপক, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।	সদস্য।
মওলানা আবদুল জব্বার, ক্লাসিক্যাল বিষয়ের শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) ঢাকা।	ঐ
ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ

জনাব আবদুর রকীব, সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।	সদস্য।
ডঃ সৈয়দ লুৎফল হক, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব আহমদ হুসাইন, এ, ডি, পি, আই, লাইব্রেরী বিজ্ঞান (অবসরপ্রাপ্ত)।	ঐ
জনাব আবদুস সালাম খান, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামি শিক্ষা ও আরবী বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।	ঐ
জনাব মাহফুজুল হক খান, ক্লাসিক্যাল বিষয়ের শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।	ঐ
জনাব এ, কে, এম, বোরহানউদ্দিন, ঊর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৪) হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃত বিষয় কমিটিঃ

মিঃ রবীন্দ্র নাথ ঘোষ ঠাকুর, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
মিসেস ফয়জুন্নেছা বেগম, অধ্যাপিকা, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্যা।
মিঃ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
মিঃ চুনিলাল রায় চৌধুরী, অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
মিঃ লাল মোহণ চক্রবর্তী, শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	ঐ
বেগম জাহান আরা, সহকারী অধ্যাপিকা, আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্যা-সচিব।

(৫) বৌদ্ধ ধর্ম ও পালি বিষয় কমিটিঃ

মিঃ রবীন্দ্র নাথ ঘোষ ঠাকুর, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।

ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
মিঃ শাসন রক্ষিত ভিক্ষু, অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
বেগম জাহান আরা, সহকারী অধ্যাপিকা আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্যা-সচিব।

(৬) ল্যাটিন ও খৃষ্টান ধর্ম:

রেভাঃ আর, এন, বারই, চেয়ারম্যান, শিক্ষা কমিটি, জাতীয় চার্চ পরিষদ, ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চ, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
রেভাঃ ফ্রান্সিস জেঃ গোমেজ, প্রফেসর অব থিওলজি, আর্চ বিশপ হাউজ, রমনা, ঢাকা।	সদস্য।
ব্রাদার থমাস মোর, সি, এস, সি, প্রধান শিক্ষক, সেন্ট যোশেফ হাই স্কুল, ঢাকা।	ঐ
এ, কে, এম, বোরহানউদ্দিন, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা	সদস্য-সচিব।

(৭) উর্দু বিষয় কমিটি:

জনাব ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, উর্দু ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুল গফ্ফার, অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।	সদস্য।
মিসেস জাহেরা জুবেরী, উপাধ্যক্ষা, চট্টগ্রাম গার্লস কলেজ, চট্টগ্রাম।	সদস্যা।
জনাব এ, কে. এম, বোরহান উদ্দিন, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৮) ফারসী বিষয় কমিটি:

জনাব ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
জনাব নেয়ামুল বশির, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব এ, টি, এম, মোসলেম উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব এ, কে. এম, বোরহান উদ্দিন, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(৯) **চারু ও কারুকলা:**

জনাব শফিকুল আমিন, কার্যনির্বাহী পরিচালক, লোক শিল্প যাদুঘর, সোনার গাঁ, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
জনাব মীর মোস্তফা আলী, অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব হাসেম খান, অধ্যাপক, মৃৎশিল্প বিভাগ, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
জনাব আমিনুল ইসলাম, শিক্ষক, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা।	ঐ
মিসেস হোসনা বানু খানম, সহকারী অধ্যাপিকা, কলেজ অব হোম ইকনমিকস, ঢাকা।	সদস্যা।
কাজী আবদুল মান্নান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(১০) **সংগীত বিষয় কমিটি:**

মিসেস ফিরোজা বেগম, সংগীত শিল্পী।	চেয়ারম্যান।
মিঃ বারীন মজুমদার, অধ্যক্ষ, সংগীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
মিসেস ফেরদৌসী রহমান, সংগীত শিল্পী।	সদস্যা।
জনাব আজাদ রহমান, সুরকার।	সদস্য।
বেগম জাহান আরা, অধ্যাপিকা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্যা-সচিব।

(১১) **নীতিশিক্ষা বিষয় কমিটি:**

ডঃ আবদুল মতীন, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
জনাব সাইয়েদ আবদুল হাই, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব আবদুর রাজ্জাক, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।	ঐ
জনাব আবদুল বারী, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।	ঐ
মিসেস হোসনে আরা শাহেদ, অধ্যক্ষা, শেরে বাংলা মহিলা কলেজ, ঢাকা।	সদস্যা
জনাব মুঃ আবদুল আজিজ, ঊর্ধতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(১২) পদার্থবিদ্যা বিষয় কমিটিঃ

প্রফেসর হারুণ অর রশীদ, চেয়ারম্যান, পদার্থ বিদ্যা, (তাত্ত্বিক) বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
ডঃ জহিরুল ইসলাম ভূঞা, উর্ধতন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব এস. এম. দামান আলী, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।	ঐ
মিস হামিদা বানু, সহযোগী অধ্যাপিকা, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্যা।
জনাব মহম্মদ জাফর আলী, সহকারী প্রধান শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব আবদুস সোবহান, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সরকারী মুসলিম হাই স্কুল, ঢাকা।	ঐ
ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(১৩) রসায়নবিদ্যা বিষয় কমিটিঃ

প্রফেসর মোহাম্মদ মাহবুবুল হক, রসায়ন বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
ডঃ আবদুস সবুর চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।	সদস্য।
মিসেস রাজিয়া বেগম, সহযোগী অধ্যাপিকা, রসায়ন বিদ্যা বিভাগ, ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা।	সদস্যা।
জনাব মোহাম্মদ মতিউল্লাহ, সহকারী শিক্ষক, সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব মোঃ আবদুল জব্বার, সহকারী প্রধান শিক্ষক, মোহাম্মদপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
মিসেস রিজিয়া খানম, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্যা-সচিব।

(১৪) জীব বিজ্ঞান কমিটিঃ

জনাব কাজী জাকের হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণী বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান। (৯-৭-৭৬ থেকে)
প্রফেসর এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম, ডীন, জীব বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য। (৮-৭-৭৬ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন)
ডঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ, সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য।

ডঃ এ, কে, এম, ওবায়দুল্লাহ, ঊর্ধতন বিশেষজ্ঞ, সদস্য।
শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

ডঃ কিউ, এ, টি, এম, হাবিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ঐ
প্রাণী বিদ্যা বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

ডঃ সৈয়দ মোঃ হুমায়ুন কবির, সহযোগী অধ্যাপক, ঐ
প্রাণী বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ডঃ জিয়া উদ্দিন আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, ঐ
উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খান, সহকারী শিক্ষক, ঐ
সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক, সদস্য-সচিব
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।

(১৫) গণিত বিষয় কমিটিঃ

প্রফেসর মোঃ রমজান আলী সরদার, চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান।
গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব এ, কে, মনজুরুল হক, অধ্যাপক, সদস্য।
গণিত বিভাগ, নটরডেম কলেজ, ঢাকা।

ডঃ এম, এম, সরফুদ্দিন, গণিত বিশেষজ্ঞ, ইনষ্টিটিউট অব ঐ
এ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব সাইন্স এণ্ড টেকনলজি ঢাকা।

জনাব আ, স, ম, শহীদুল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, ঐ
গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব কাজী আবুল কাসেম, সহযোগী অধ্যাপক, ঐ
গণিত বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

জনাব জাফর আলী খান, প্রধান শিক্ষক, ঐ
মতিঝিল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব মোঃ আনোয়ার আলী, বিশেষজ্ঞ, সদস্য-সচিব।
শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইন্‌ষ্টিটিউট, ঢাকা।

(১৬) ভূগোল বিষয় কমিটিঃ

প্রফেসর মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান।
ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব এ, বি, এম, রেজাউল হক, সহযোগী অধ্যাপক, সদস্য।
ভূগোল বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

মিসেস আফরোজ জাহান, সহযোগী অধ্যাপিকা, সদস্যা।
ভূগোল বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

জনাব খান আলাউদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক, সদস্য।
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।

জনাব কাজী নূরুল হক, অধ্যক্ষ, ঐ
বাওয়ানী একাডেমী, ঢাকা।

মিস আকলিমা খাতুন, সহকারী শিক্ষিকা, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্যা।
মাহবুব নাজমা কিবরিয়া, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, বাংলাদেশ, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(১৭) পরিসংখ্যান বিষয় কমিটিঃ

ডঃ কাজী সালেহ আহম্মদ, চেয়ারম্যান, পরিসংখ্যান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুস সামাদ পাটওয়ারী, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।	সদস্য।
জনাব মোহাম্মদ, হাবিবুল্লা, প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	ঐ
মিয়া আবুল বাসার, প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	ঐ
জনাব এ, মতিয়র রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ইনষ্টিটিউট অব ষ্টেটিষ্টিক্যাল রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(১৮) মনোবিজ্ঞান বিষয় কমিটিঃ

ডঃ মোহাম্মদ রওশন আলী, সহযোগী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
মিসেস মাহমুদা খানম, সহযোগী অধ্যাপিকা, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।	সদস্য।
জনাব আশরাফ আলী, সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।	ঐ
জনাব মফিজুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম।	ঐ
জনাব বদিউল আলম, সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ ঢাকা।	ঐ
ডঃ কা, ফ, ম, গোলাম কিবরিয়া, সহযোগী অধ্যাপক, আই, ই, আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব।

(১৯) গার্হস্থ্য অর্থনীতি কমিটিঃ

মিসেস হামিদা খানম, অধ্যক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা।	চেয়ারম্যান।
মিসেস শামসুন নাহার হোসেন, উপাধ্যক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা।	সদস্যা।
ডঃ সুফিয়া খাতুন, সহকারী পরিচালক, জনসংখ্যা কার্যক্রম, ঢাকা।	ঐ
মিসেস আনোয়ারা আক্তার সোবহান, সহকারী অধ্যাপিকা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা।	ঐ

মিসেস হুসনা বানু খানম, সদস্যা।
সহকারী অধ্যাপিকা, গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা।

মিসেস হালিমা রহমান, ঐ
সহকারী অধ্যাপিকা, পুষ্টি বিজ্ঞান,
গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা।

মিসেস রোকেয়া মান্নান, ঐ
সহকারী শিক্ষিকা, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়,
আজিমপুর, ঢাকা।

মিসেস সিদ্দিকা খাতুন, সদস্য-সচিব।
সহকারী অধ্যাপিকা, গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ,
ঢাকা।

(২০) বাণিজ্য বিষয় কমিটিঃ

প্রফেসর মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, চেয়ারম্যান।
ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব কাজী আব্দুল হোসেন, সদস্য।
প্রধান অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

জনাব মোঃ শাহ্‌জাহান খান, ঐ
প্রধান অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ,
জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

জনাব শফিকুল ইসলাম, ঐ
প্রধান অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ভূঞা, ঐ
প্রধান শিক্ষক, টেগোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব মোঃ আবদুল হাই, সদস্য-সচিব।
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও
পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা।

(২১) যুক্তি বিদ্যা কমিটিঃ

ডঃ আবদুল মতিন, চেয়ারম্যান।
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য।
প্রধান অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

মিসেস নায়ার মনসুর, সদস্যা।
প্রধান অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

জনাব মোশাররাফ হোসেন, উপাধ্যক্ষ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা। — সদস্য।

জনাব সাইয়েদ আব্দুল হাই, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — ঐ

জনাব মোঃ আব্দুল হাই, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা। — সদস্য-সচিব।

(২২) **অর্থনীতিঃ**

ডঃ মালিক খসরু চৌধুরী, প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — *চেয়ারম্যান। (১০-১০-৭৬ তারিখ থেকে)

মিসেস জাহানারা হক, সহযোগী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ, ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা। — সদস্যা।

জনাব এস, এম, সাইফুল্লাহ খালেদ, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা। — সদস্য।

জনাব আমিনুল হুদা মজুমদার, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা। — ঐ

জনাব এ, এস, এম, সালাহ উদ্দিন, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা। — ঐ

জনাব মুহম্মদ আলা উদ্দীন ভুঞা, সহকারী শিক্ষক, ধানমণ্ডি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা। — ঐ

জনাব আবদুর রশীদ, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, ঢাকা। — সদস্য-সচিব।

*(প্রফেসর কে, টি, হোসাইন, ৯-১০-৭৬ পর্যন্ত এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন)।

(২৩) **পৌরনীতিঃ**

ডঃ মিসেস নাজমা চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপিকা, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — চেয়ারম্যান।

জনাব নূরুল মোমেন, চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — সদস্য।

জনাব এ, কে, এম, মহী উদ্দীন, প্রধান অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা। — ঐ

জনাব সৈয়দ আলী নকী, সহকারী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — ঐ

জনাব মোঃ জুনাইদ, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা। — ঐ

জনাব মোঃ শহীদুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা। — সদস্য।

জনাব আবদুর রশীদ, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, বাংলাদেশ, ঢাকা। — সদস্য-সচিব।

(২৪) **ইতিহাস বিষয় কমিটিঃ**

প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবির, প্রো-ভাইসচ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — চেয়ারম্যান।

জনাব আবুল হোসেন, সচিব, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা — সদস্য।

মিসেস জুলেখা হক, প্রধান অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা। — সদস্যা।

জনাব এ, কে, এম, আবদুল আলীম, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — সদস্য।

জনাব জিয়া উদ্দীন আহমদ, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা। — ঐ

জনাব এ আর এম জাকির হোসেন সহকারী শিক্ষক, আরমানিটোলা গভঃ হাই স্কুল, ঢাকা। — ঐ

জনাব মুনতাসীর মামুন, প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — ঐ

জনাব আবদুর রশীদ, বিশেষজ্ঞ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি, বাংলাদেশ, ঢাকা। — সদস্য-সচিব।

(২৫) **ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টিঃ**

জনাব রেজাই করিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — চেয়ারম্যান।

জনাব মাহফুজুল হক, প্রধান অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — সদস্য।

অধ্যক্ষ কে আলী, ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থের রচয়িতা। — ঐ

জনাব এ, কে, এম শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ, শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজ, ঢাকা। — ঐ

মিসেস রাশেদা ওয়ায়েজ, সহকারী অধ্যাপিকা, ইসলামের ইতিহাস, বিভাগ, সরকারী বদরুন্নেছা কলেজ, ঢাকা। — সদস্যা।

জনাব তাজুল হাশমী, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। — সদস্য।

মাহবুব নাজমা কিবরিয়া, সদস্যা-সচিব।
বিশেষজ্ঞ,
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি,
বাংলাদেশ, ঢাকা।

(২৭) শারীরিক শিক্ষা বিষয় কমিটিঃ

জনাব কাজী আবদুল আলীম, চেয়ারম্যান।
অধ্যক্ষ, শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা।

জনাব আবদুল হক ভূইয়া, সদস্য।
উপাধ্যক্ষ, শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা।

জনাব আফসার উদ্দিন আহম্মদ, ঐ
প্রধান শিক্ষক, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল,
ঢাকা।

জনাব মাহবুবুল হক চৌধুরী, ঐ
সহকারী পরিচালক (টিকিম প্রোগ্রাম),
জনশিক্ষা পরিচালনালয়, ঢাকা।

জনাব আবু মুহম্মদ,
সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়াদি),
শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা।

জনাব আবদুর রশীদ, — সদস্য-সচিব।
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি,
ঢাকা।

(২৬) সমাজ কল্যাণ বিষয় কমিটিঃ

প্রফেসর, এ, কে আহ্‌মাদ উল্লাহ্, — চেয়ারম্যান।
পরিচালক, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা
ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জনাব মোঃ আবদুল মোমেন, — সদস্য।
সহকারী অধ্যাপক, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা
ইন্‌ষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ডঃ আহম্মদ উল্লাহ মিএগা, — ঐ
সহকারী অধ্যাপক, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা
ইন্‌ষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মিসেস হোসনেয়ারা কামাল, — সদস্যা।
সহকারী অধ্যাপিকা সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা
ইন্‌ষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মিসেস খাদিজা রহমান, — ঐ
সহকারী অধ্যাপিকা, সমাজ কল্যাণ বিভাগ,
জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

বেগম রাবেয়া খাতুন, সদস্যা।
প্রভাষিকা, শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা।

শাহ্‌ মোঃ শামসুল হক, সদস্য-সচিব।
বিশেষজ্ঞ,
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি,
ঢাকা।

উপদেষ্টা ঃ

জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক,
প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক,
বাংলাদেশ।

খোন্দকার আবুল কাসেম,
প্রাক্তন চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ টেক্সট্‌ বুক বোর্ড, ঢাকা।

** বিঃদ্রঃ—জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সদস্য হিসেবে কিছু কালের জন্য সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

জনাব এম. বি. চৌধুরী
প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক,
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রফেসর আবদুল্লাহ ফারুক
সদস্য, প্ল্যানিং কমিশন,
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

জনাব আতাউল হক,
প্রাক্তন যুগ্ম সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

জনাব সাদত হোসাইন,
প্রাক্তন উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

ডঃ খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম,
প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
বগুড়া সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।
(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটিতে বর্তমানে
উপ-পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত।)

১.২.৪ পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশেও প্রচলিত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকগুলো বিশেষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করার দায়িত্ব জাতীয় কমিটির কাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের উপর অর্পিত হয়। তাঁদের গবেষণা লব্ধ তথ্যসমূহ নূতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কাজে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি এবং বিষয়-কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। এ তথ্য এবং বিভিন্ন সদস্যদের মূল্যায়ন

মতামতের উপর ভিত্তি করে উপ-কমিটি এবং বিষয়-কমিটিগুলো স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচীর খসড়া প্রস্তুত করেন। জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপ-কমিটি ও বিষয়-কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য-সচিববৃন্দ এবং নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এ দুটি পৃথক খসড়া পাঠ্যসূচীকে সমন্বিত করে একটি খসড়ায় রূপান্তরিত করা হয়। এ খসড়া পাঠ্যসূচী জাতীয় কমিটির অধিবেশনে বিশদভাবে আলোচিত হয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনের পর চূড়ান্তরূপে অনুমোদিত হয়।

১·২·৫ঃ বর্তমান রিপোর্টটি জাতীয় কমিটির সদস্য সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি ও বিষয়-কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান, সদস্য-সচিব, সদস্যবৃন্দ এবং কমিটির উপদেষ্টা, পরিচালক, উপ-পরিচালক, ঊর্ধতন বিশেষজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, রিসার্চ অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ অন্যূন, ১৫০ জন ব্যক্তির সম্মিলিত ধ্যান-ধারণা ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতি। তাঁদের সকলকে আমি এ নিরলস প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির কার্যক্রমের বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সর্বদা কমিটিকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছেন। এজন্য তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট—ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়, বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ এবং ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশন নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা;
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬।

মুহম্মদ শামসু-উল-হক
চেয়ারম্যান,
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তত্ত্বগত ভিত্তি ও নীতিমালা

২.১ তত্ত্বগত ভিত্তি

২.১.১ঃ প্রধান লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপাদান

শিক্ষা জাতির ভবিষ্যত উন্নতির চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সঞ্চিতজ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং কৃষ্টিগত অধিকারকে নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত করে স্ব স্ব জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর করে দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথকে সুগম করা। শিক্ষা এভাবেই জাতির আশা আকাঙ্খা ও ভবিষ্যত সমাজ জীবনকে সার্থকভাবে প্রতি ফলিত এবং বিকশিত করে। সাধারণভাবে শিক্ষার এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হলেও বাংলাদেশের জন্য এ বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, কেননা অনেক দিনের পুঞ্জীভূত অব্যবস্থা, অবহেলা এবং ঔদাসীন্য বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক দুর্যোগময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণকল্পে শিক্ষাকে জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন এবং সমাজগঠনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক ও গতিশীল করে নির্মাণ করা প্রয়োজন। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে। যাঁদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে দেশকে নতুন করে গড়ার সুযোগ এসেছে, তাঁদের আশা ছিল বাংলাদেশ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে এবং এদেশের জনগণ জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলোর মত বাংলাদেশকেও একটি সমৃদ্ধ, উন্নত এবং সুখী দেশ হিসাবে গড়ে তুলবে। এ আশা ও আকাঙ্খাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করার জন্য প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সংস্কার, উন্নয়ন এবং পুনর্বিন্যাস মূল লক্ষ্য হিসাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমিতে শিক্ষার যে প্রধান উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী রচিত হয়েছে তার সারাংশ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

(ক) ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলীর সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

(খ) প্রতিস্তরের শিক্ষার্থীদের মনে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি করা এবং ন্যায়বোধ, কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ এবং দেশের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতাবোধের জাগরণ।

(গ) মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ ও প্রীতি, মানবাধিকার এবং পারস্পরিক সমঝোতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করা।

(ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দেশের সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য দক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি প্রস্তুত করা।

(ঙ) কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি এবং জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা।

(চ) ব্যক্তিকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট পেশার জন্য প্রস্তুত এবং দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা।

২.১.২ঃ বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমিতে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য

(ক) **ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের পুনঃ প্রতিষ্ঠাঃ** বর্তমান সমাজ জীবনে বাংলাদেশ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন তার মূলে রয়েছে মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতা। আমাদের জাতীয় জীবনের মূল সমস্যাগুলো সমাধানের পূর্বশর্ত হিসাবে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, ন্যায়বোধ, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা ও কর্তব্যজ্ঞান ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটাতে হবে। এ মূলবোধগুলো সঞ্চারের জন্য সামগ্রিকভাবে পাঠ্যসূচী, শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষকের আচরণ, শিক্ষার পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ভাষা ও সাহিত্য এবং পরিবেশ পরিচিতির পাঠ্যসূচীতে যেন এসব বোধ

সঞ্চারক পাঠ সন্নিবেশিত হয় তার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ্যসূচীতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষাকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর শিশুদের গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সকল বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে এ মূল্যবোধগুলোকে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গির এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(খ) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপঃ** ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব অতি জটিলরূপ পরিগ্রহ করেছে। এ মূল সমস্যা সমাধানের উপর জাতির ভবিষ্যত অগ্রগতি নির্ভর করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যার আশু সমাধানের জন্য নতুন পাঠ্যসূচীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নের বাস্তব ক্ষেত্রে এ শিক্ষা যেন সার্থকভাবে কার্যকর হয় শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের মাধ্যমে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখা হয়েছে। অতীতে এ উদ্দেশ্যে যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, সেগুলো তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। তার অন্যতম কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিল্পোন্নত দেশগুলোতে তাদের সমাজের প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে বাস্তব পটভূমিতে গড়ে উঠেছে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে সে পরিবেশ ও অর্থনীতির সমস্যাগত মিল খুব সামান্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে ধার করা কেতাবী শিক্ষায় পরিণত না করে তাকে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আমাদের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে নির্মাণ করার প্রচেষ্টার উপর নতুন পাঠ্যসূচীতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই অবশ্য পাঠ্য হিসাবে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি নতুনভাবে পরিকল্পনা করে সমাজ বিজ্ঞান ও প্রকৃত বিজ্ঞানের মৌল ধারণাগুলো শিক্ষার্থীর মনে শৈশবকাল থেকেই স্থাপন করার জন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয় পাঠের ফলে শিক্ষার্থী যেমন তার পরিবেশ ও তার সমস্যাকে জানতে পারবে, তেমনি এ পরিবেশ ভিত্তিক সমস্যাগুলোকে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের আলোকে সমাধানের জন্য সচেষ্ট হবে এবং নব নব সৃজন ক্ষমতায় উজ্জীবিত হবে।

(গ) **মানবিক ও সামাজিক গুণের বিশেষ স্থানঃ** গত দু'দশকের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উন্নয়নের মূল উৎস হলো উন্নয়নের জন্য সক্রিয় আগ্রহ, সমস্যা সমাধানের জন্য সৃষ্টিমুখী ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা, কর্মনিষ্ঠা এবং জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতাবোধ। এ মানবিক ও সামাজিক গুণসমূহ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যথার্থ ভূমিকা পালনে সফলকাম হবে না। এজন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক এবং সামাজিক শিক্ষার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান বিষয় সমন্বিত সাধারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবিক গুণগুলোর ক্রমবিকাশ ও পরিবর্ধন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার যে প্রবণতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে, তাতে বৃহত্তর জনসমষ্টি যেমন শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা দ্বারা উপকৃত হননি তেমনী অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের প্রকৃত সমস্যা উপলব্ধি করতে ও তার সমস্যা সমাধানে সফল হননি।

নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য পাঠ্যসূচী নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মজীবি মানুষের শ্রম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগানো এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনে কর্মমুখী উদ্যোগ গ্রহণের প্রেরণা সঞ্চারের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীতে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং কর্মমুখী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এর ফলে মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষার্থীর মধ্যে অখন্ড ঐক্যবোধের সঞ্চার হবে এবং সকলে যৌথভাবে উন্নয়নশীল কাজে প্রচেষ্টা, দক্ষতা এবং কর্মকুশলতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

(ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা—পৃথক এবং বিশেষ ধারাঃ দেশের ক্রমবর্ধমান গণবেকারত্ব এবং শিক্ষিত বেকারের সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বস্তরে শিক্ষাকে যেমন কর্মমুখী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে তেমনি পাঠ্যসূচীতে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার নিমিত্ত যে ধরণের শিক্ষাসূচী ইতিপূর্বে প্রণীত হয়েছিল তার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় এ শিক্ষাপ্রাপ্তদের অনেকেই বেকার থেকে গেছে। পল্লীভিত্তিক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় সম্পদ এবং প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করেই কৃষিশিল্পে এবং অন্যান্য শিল্পের সহায়তার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার দ্বারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত কারিগরের কর্মসংস্থান ও জীবিকা অর্জন সহজ হবে এবং দেশের উন্নয়নমূলক কাজে তার দক্ষতাকে সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে। বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য. বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে অংশ গ্রহণের জন্য উপযোগী দক্ষ কারিগর তৈরী করা। যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্নস্তরে প্রান্তিক শিক্ষার পর বা শিক্ষা সমাপ্ত না করে অথবা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে. সেসকল শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে দক্ষ কর্মশক্তিতে পরিণত করা দরকার। সেজন্য নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরের শেষে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ধারায় দেশের বিপুল জনশক্তিকে উৎপাদনমুখী জীবন যাত্রার জন্য উপযোগী করে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি ধারার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যে সকল শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য অগ্রসর হবে না অথবা এ দু' স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করতে অকৃতকার্য হবে তাদের জন্য স্থানীয় অবস্থা এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন মেয়াদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ কোর্সগুলো স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহে উপযুক্ত ব্যবস্থাসহ বিশেষ-ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় দক্ষ কারিগর দ্বারা শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। উল্লিখিত কোর্স ছাড়াও সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নবম শ্রেণী থেকে দু'বছর মেয়াদী একটি বিশেষ বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্স চালু করা হবে। টেকনিক্যাল এডুকেশনাল বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় এ কোর্স সমাপনকারী শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ এবং মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট সমতুল্য সার্টিফিকেট প্রদান ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে আবশ্যিকভাবে এক বছরের জন্য কলকারখানায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাণবীশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট সমমানের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষার্থী পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এ বিশেষ বৃত্তিমূলক শিক্ষাকোর্স প্রয়োজনীয় সম্পদ ও যোগ্য শিক্ষক প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল, ভকেশনাল ইনষ্টিটিউট এবং পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত মাধ্যমিক স্কুলসমূহে পরিকল্পিতভাবে প্রবর্তন করা হবে।

(ঙ) কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপঃ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে কর্মমুখী শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মমুখী শিক্ষার কোন স্থান নাই সে শিক্ষা সম্পূর্ণ বলে পরিগণিত হয় না। কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা সংযোজিত হলেও কেবলমাত্র কেতাবী শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি-জীবনের পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়।

সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সময় একই সঙ্গে শিক্ষার্থী যেন বিদ্যালয় গৃহ, বাগান, ক্ষেত, খামার, কারখানা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা উৎপাদনশীল কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে সেজন্য আবশ্যিক বিষয় হিসাবে কর্মমুখী শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে ছোট-খাটো কাজে পরনির্ভরশীল না হয়ে শিক্ষার্থী যেন সে সব কাজ সম্পাদনে নিজেই সচেষ্ট হতে শেখে সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ সব কাজ সম্পাদন দ্বারা শিশুর ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রসার ঘটবে এবং দেহ ও মনের সমন্বিত ব্যবহার তার সৃজনশীল বিকাশকে সাহায্য করবে।

12 APR 1987 35483

সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত মনন চিন্তায় অগ্রগামী ব্যক্তি এবং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী মানুষের মধ্যে ভেদরেখা টানার অবাঞ্ছিত চিন্তার হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুকে কায়িক পরিশ্রম ও নিজ হাতে কাজ করার প্রতি আগ্রহী ও মর্যাদাশীল করে গড়ে তোলার জন্য পাঠ্যসূচী রচনা করা হয়েছে।

নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষ সাজানো এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, নিজ পরিবেশের বিভিন্ন পেশাজীবীদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সচেতন হওয়া, নিজ এলাকার সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, বাগানে কাজ করা, গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগীর যত্ন নেওয়া, ঘরে বাইরের সাধারণ সমস্যা সমাধানকল্পে একক বা দলগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা, ইত্যাদি কায়িক পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে মৌখিক অনুশীলনের মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুকে মৌখিক অনুশীলনী ও ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর শিশুকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে শিশুর কর্মমুখী শিক্ষার জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পরিবেশ পরিচিতি, শারীরিক শিক্ষা এবং কারুকলা বিষয়ের মাধ্যমে কর্মমুখী শিক্ষার সমন্বিত রূপরেখা রচনা করা হয়েছে। এসব বিষয়-গুলো শিক্ষার মাধ্যমে শিশু তার পরিবেশের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সুচারুভাবে সমস্যা সমাধানকল্পে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকে কর্মমুখী শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(চ) **বাস্তবমুখী জীবন ও পরিবেশ কেন্দ্রিক শিক্ষা :** শিক্ষার জন্য শ্রেণী কক্ষের ভিতরে যথোপযুক্ত-ভাবে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা সীমিত অর্থ এবং সম্পদের জন্য সব সময় সম্ভবপর হয় না। অথচ বিদ্যালয়ের আশে পাশে শিক্ষার জন্য প্রচুর শিক্ষা উপকরণ যেমন, গাছপালা, পশুপাখী ক্ষেত খামার, নদী, পুকুর, মাছ, সবজী, ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকে। শিক্ষার কাজে এসব প্রাকৃতিক ও আঞ্চলিক সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনেও চিন্তায় যথার্থভাবে ধারণা দেওয়া হয় না। এর ফলে শিক্ষার্থী তার পরিবেশগত পরিচিত বস্তু সম্পর্কে সব সময় সচেতন না হয়ে পুস্তকের নির্ধারিত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ কেতাবী শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী তার পরিবেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করে না এবং নিজের জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে অনবহিত থাকে। শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী এবং পরিবেশ ও জীবন ভিত্তিক করার জন্য পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করে সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত হবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় তীক্ষ্ণ, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে সামাজিক বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত পৌরনীতি, অর্থনীতি ও ইতিহাস বিষয়ের এবং বিজ্ঞান বিষয়ক পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ের পাঠ্যসূচীকে একীভূত করে 'পরিবেশ পরিচিতি' শিরোনামে একটি সমন্বিত বিষয়ের উদ্ভাবন করা হয়েছে।

(ছ) **সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ :** বাংলাদেশের মত একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল ও উৎপাদনক্ষম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হবে দেশে একটি কুশলী জনসম্পদ গড়ে তোলা। বহু যুগের বঞ্চনা পীড়িত এদেশের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের স্বীয় অনুভাবনা, উদ্যোগ এবং স্বাধীন চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারেনি। অনুকরণ প্রবণতা, আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাক্লিষ্টতার দুর্বিসহ বেদনায় জর্জরিত বাংলাদেশের মানুষ এতকাল ধরে তাদের প্রকৃত যোগ্যতা এবং মৌলিক সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারেনি।

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিকে তার ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর রূপরেখা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন তার সাহায্যে এদেশের শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তর থেকেই তার মৌলিক কল্পনা ও চিন্তা শক্তির স্ফুরণ ঘটাতে পারে। শিশু যেমন নতুন শিক্ষার আলোকে তার কর্মক্ষম যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হবে তেমনি সে তার সৃজনশীল ক্ষমতারও সন্ধান লাভ করবে। নতুন শিক্ষাক্রমে শিশুর কল্পনা, চিন্তা, অনুধাবন ও অনুসন্ধিৎসু শক্তির জাগরণ ও বিকাশের

প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের শিশুর মাতৃভাষা বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে একটি সহ-পাঠ পুস্তক পাঠের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ স্তরের শিশুর জন্য সঙ্গীত এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব বিষয়ের পাঠকে শিশুর খেয়ালখুশী ভরা মনের আনন্দ সঞ্চার এবং সৃজনশীল বিকাশের সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিশুর উপলব্ধি ও সত্যানুসন্ধানকে গতিশীল করার জন্য ধর্মশিক্ষা ও পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে এবং শিশুর দেহের এবং মনের স্বাস্থ্যকে সংরক্ষণ করার জন্য শারীরিক শিক্ষা বিষয়কে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(জ) **গৃহ ও সমাজের ভূমিকাঃ** বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর সঙ্গে তার শিক্ষক এবং সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন ব্যতিরেকে প্রকৃত শিক্ষাদানের কাজ সফল হতে পারে না। পাঠ্য বিষয় নির্বাচন, পাঠদান এবং মূল্যায়নের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের এবং সার্বক্ষণিক জীবনযাপন প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সঙ্গে গৃহের ও সমাজের ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে।

এ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে শিশুর সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় ও সমাজকে অবিচ্ছেদ্য এবং অখণ্ড সত্তা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অতীতে এভাবে চিন্তা করা হয়নি বলে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং গৃহ ও সমাজের শিক্ষার মধ্যে এক অবাঞ্ছিত ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অনেকাংশে বিফল হয়েছে।

বিদ্যালয়, গৃহ এবং সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই শিক্ষার পূর্ণ রূপ বিকশিত হতে পারে। শিক্ষার্থী কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই যেন তার শিক্ষার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ না রাখে বরং তার পরিচিত পরিবেশে যেসব মানবিক গুণ ও উৎপাদনক্ষম অন্যান্য সম্পদ আছে তাদের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হয় সেজন্য নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

যে-সব শিক্ষার্থী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা শেষ না করে অথবা প্রান্তিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বিদ্যালয় ত্যাগ করবে তাদেরকে যথার্থভাবে উৎপাদনক্ষম করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় এবং সমাজ যেন একটি সমন্বিত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন মেয়াদী বৃত্তিমূলক শিক্ষাও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেশের অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিই নিরক্ষর। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে তাঁরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন নন। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের পূর্ণ মনোযোগ পেতে হলে তাদের নিরক্ষর অভিভাবকদের সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সেজন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বিদ্যালয়ের সক্রিয় ভূমিকা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এসব কারণে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে কর্মমুখী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বৃহত্তর জনসমষ্টির উৎপাদনক্ষম উপায় হিসাবে গণ্য করে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দুটি পৃথক ধারা নতুন পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২·২ঃ নীতিমালা .

২·২·১ঃ নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত ১০টি উপ-কমিটি এবং ২৭টি বিষয় কমিটিকে তাদের কাজে পথ নির্দেশ এবং সাহায্য করার জন্য সরকারের প্রাসঙ্গিক ঘোষণা এবং শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি একটি নীতিমালা রচনা করেন। এ নীতিমালা রচনা করার সময় প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয় পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক পরিপক্কতা, পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল, অভিরুচি ও শিক্ষার্থীর সমকালীন প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

নিম্নে এ নীতিমালার সারাংশ দেওয়া হলোঃ

১। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন যেন নিশ্চিত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা।

২। শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি স্তর ও বিষয়ের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যসূচী তৈরী করা।

৩। শিক্ষার্থী যেন তার পরিবেশের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হয় এবং পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী নিরূপণ করে নিজেই সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে প্রয়াসী হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী রচনা করা।

৪। শিক্ষার্থীর বয়ঃস্তর ভেদে তার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার ক্রমবিকশিত প্রবণতা ও চাহিদার প্রতি সচেতন থাকা।

৫। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে এবং একই স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের মান, পরিমাণ এবং প্রয়োজনের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধান করা।

৬। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করে এই স্তরের শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণে যেন কোনরূপ ছেদ না পড়ে অথবা একই বিষয়-বস্তুর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৭। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ রেখে পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করা যেন পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর বয়স, বুদ্ধি এবং মানস-ক্ষমতার যোগাযোগ সংস্থাপিত হয়।

৮। সোপান ভিত্তিক সমন্বয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর গুরুত্ব নিশ্চিত করে আনু-ভূমিক রীতির অনুসরণে শিক্ষাক্রমে প্রসারতা সংগঠন করা।

৯। কমিটি কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা।

উপযুক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি এবং বিষয় কমিটিসমূহ এ পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ১২টি বিষয়ের (মাতৃভাষা—বাংলা, গণিত, সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা, ইসলামিয়াত, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ও ইংরেজী) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি এ সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী একাধিক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বিশদভাবে বিচার বিবেচনা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংযোজন করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর চূড়ান্ত রূপ প্রদান করেছেন।

উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে পরবর্তী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক নিম্নলিখিত অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

২.২.২ **শিক্ষার উপকরণঃ** অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, আমাদের দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণের প্রতি সচেতন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে যেমন বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের অভাব আছে তার চেয়েও বেশী অভাব শিক্ষা উপকরণের। মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা থাকলেই সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুচারুভাবে পরিচালনা করা যাবেনা। নতুন শিক্ষাক্রমে কর্মমুখী শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং প্রান্তিক শিক্ষার শেষে বিভিন্ন স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এজন্য শিক্ষার উপকরণ এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে অধিক সচেতন হতে হবে।

বর্তমান পাঠ্যসূচী প্রণয়নের সময় স্থানীয়ভাবে লভ্য উপকরণের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর নিজ নিজ প্রচেষ্টায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার জন্য অধিকাংশ উপকরণ কিভাবে সংগ্রহ এবং প্রস্তুত করা যায় সে সম্পর্কে পাঠ্যসূচীতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়ভাবে লভ্য এসব উপকরণের সাহায্যে অধিকাংশ চাহিদার পূরণ হলেও কতকগুলো বিশেষ উপকরণের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কিছু ন্যূনতম সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হবে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুপাতে উপযুক্ত সরঞ্জামাদিসহ ল্যাবরেটরী থাকবে। এসব সরঞ্জামাদির সংরক্ষণ এবং ব্যবহার উপযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ল্যাবরেটরী সহকারী নিয়োগ করতে হবে।

শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে অনুশীলন দানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে শিক্ষার উপকরণ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত উপকরণাদি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক যেন সহজে পেতে পারেন সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ, বিষয় এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাতে ব্ল্যাকবোর্ড, মানচিত্র, চার্ট কার্ড, ব্লক, চক, ইত্যাদির উপকরণ নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য নিজস্ব বাড়ী, শ্রেণীকক্ষ, মিলনায়তন খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার এবং শিক্ষকের বাসস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়।

২.২.৩ **মূল্যায়নঃ শিক্ষার্থীর** মান ও দক্ষতা মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানের বহিঃপরীক্ষা ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার সৃজনমুখী প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। সেজন্য বহিঃপরীক্ষা এবং অন্তঃপরীক্ষার সমন্বয় করে নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন কিভাবে সম্ভব তা সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। দেশের উচ্চ স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষায় অকৃতকার্যের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অকৃতকার্য এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণে অনীহা দুরূহ এবং জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ন পদ্ধতির বর্তমান বর্ণনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিকমূলক প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রকৃত মান নির্ণয় কতটা গ্রহণযোগ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির মতে সে বিষয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

মূল্যায়নের জন্য ক্রমপুঞ্জিত পদ্ধতির উপরও কেউ কেউ জোর দিয়েছেন। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সম্পর্কিত জটিল এবং বহুবিতর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। কমিটির সদস্য এবং বিশেষজ্ঞবৃন্দ বিভিন্ন দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন এবং এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে মতামত বিচার করছেন।

মূল্যায়ন সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি তার সুপারিশ যথাসময়ে পেশ করবে।

২.২.৪ **শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ** শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাস্তবায়ন এবং এর মান উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার উপকরণ প্রভৃতির যথোপযুক্ত ব্যবহার কেবলমাত্র উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারাই সম্ভব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির একাধিক অধিবেশনে পাঠ্যসূচী আলোচনার সময় সদস্যবৃন্দ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির এবং পাঠদান ক্ষেত্রে শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সদস্যবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য যে সকল আধুনিক নীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সে সকল নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এদেশে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত।

বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর অন্যতম লক্ষ্য একজন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক স্তর থেকে তার সহজাত ক্ষমতার ভিত্তিতে কর্মমুখী এবং প্রয়োগশীল দক্ষতায় বিকশিত করা। এ লক্ষ্যকে সার্থক করতে হলে বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতির নবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

নতুন পাঠ্যসূচীতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয় সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশ রাখা হয়েছে। বর্তমান পাঠ্যসূচীর তত্ত্বগত নীতি এবং তাৎপর্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে এর সার্থক বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকের বিশেষ এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বর্তমান কমিটি চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে এ বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ উপকমিটি যে সুপারিশ করবেন তা আলোচনার জন্য একটি সেমিনারের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। এদেশের শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণের জন্য সর্বস্তরের বিশেষজ্ঞদের সেমিনারে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এ সেমিনারের আলোচনার আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করবেন।

২.২.৫ পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও বানান রীতি ঃ প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলো (ইংরেজী, আরবী, উর্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা বিষয়গুলো ব্যতিরেকে) বাংলা ভাষায় রচিত হবে। বর্তমানে বাংলা ভাষায় চলিত এবং সাধু উভয় রীতি চালু আছে। পাঠ্যপুস্তকের জন্য ভাষারীতি নির্বাচনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সে সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

সরকারের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পাঠ্যপুস্তকগুলো বাংলা চলতি রীতিতে লেখা বাঞ্ছনীয় হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি বাংলার চলিত রীতিকে গ্রহণ করার কারণ হিসাবে নিম্নরূপ যুক্তিসমূহ প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেনঃ

(ক) দেশের প্রায় সর্বত্রই শিক্ষক চলিত রীতিতে পাঠ্যদান করেন এবং শিক্ষার্থী চলিত রীতিতে কথোপকথন এবং পাঠগ্রহণ করতে অভ্যস্ত।

(খ) দেশের প্রায় গণসংযোগ মাধ্যম যেমন—বেতার, টেলিভিশন, অধিকাংশ সংবাদপত্র এবং সাহিত্য পত্রিকাসমূহে চলিত ভাষা ব্যবহার করা হয়।

(গ) চলিত ভাষা রীতিতে বর্তমানে অধিকাংশ পুস্তক এবং সাহিত্য গ্রন্থসমূহ রচিত হচ্ছে।

(ঘ) শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাঁদের সামাজিক পরিমণ্ডলের সর্বত্র কথোপকথনের জন্য চলিত রীতি ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টসহ অন্যান্য অধিকাংশ সরকারী রিপোর্ট এবং কর্মসূচীতে চলিত ভাষা রীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) উপযুক্ত যুক্তির আলোকে চলিত ভাষা রীতি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় হবে। তবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমসমূহ গ্রহণ করা দরকারঃ

(১) ১ম থেকে ৩য় শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে চলিত ভাষা রীতি ব্যবহার করা হবে কিন্তু কবিতা ও ছড়া সংকলনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

(২) ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বিখ্যাত লেখকের সাধু ভাষায় রচিত গদ্য লেখা থেকে অনধিক দুটি লেখা সংকলন করা যাবে এবং ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সাধুভাষায় রচিত গদ্য লেখার পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাবে।

(৩) পাঠ্যপুস্তকে লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকের রচনার উদ্ধৃতি বা সংকলনের প্রয়োজন হলে লেখকের মূল রচনা যদি সাধুরীতিতে লেখা থাকে তাহলে সে রীতি সংরক্ষণ করতে হবে।

বানান রীতিঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি পাঠ্যপুস্তকের সর্বত্র একই বানান রীতি অনুসরণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন। যেহেতু কিছু কিছু বাংলা শব্দের বানানের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেহেতু পাঠ্যপুস্তকের সর্বত্র একই শব্দের অধিক প্রচলিত একই বানান রীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

বানান রীতির সমতা রক্ষার জন্য এ কমিটি সরকারের নিকট একটি বানান কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছেন। বানান কমিটি গঠন এবং সে কমিটির সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত বানানের জন্য নিম্নলিখিত অভিধানসমূহ অনুসরণ করার সুপারিশ করা হয়েছেঃ

(ক) বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
—প্রধান সম্পাদক, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।

(খ) ব্যবহারিক শব্দ কোষ—কাজী আব্দুল ওদুদ।

(গ) চলন্তিকা—রাজশেখর বসু।

(ঘ) সংসদ বাংলা অভিধান—সংকলিত—শৈলেন্দ্র বসু।

২·২·৬ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নঃ নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাস্তবায়নের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ অনতিবিলম্বে শুরু এবং ধাপে ধাপে নতুন পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবই প্রবর্তন করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে ১ম ও ২য় শ্রেণী থেকেই কেবলমাত্র মাতৃভাষা বাংলা এবং গণিত বিষয়ের জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তক থাকবে। এ দুই শ্রেণীর, পরিবেশ পরিচিতি, নীতিশিক্ষা, চারু ও কারুকলা, সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পরিবেশ পরিচিতি, ধর্মশিক্ষা ও ইংরেজী বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থাকবে। পাঠ্যপুস্তকের সংগে অনুশীলনী পুস্তক এবং সহপাঠ পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষকের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা রচনা করতে হবে। এজন্য বিস্তারিত নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনার জন্য যে সমস্ত নির্দেশনা প্রদান করেছেন নিম্নে তার সারাংশ দেওয়া হলোঃ

(ক) বয়স এবং স্তর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞান এবং বাক্যগঠন প্রণালীর উপর জরীপ পরিচালনা করে শিক্ষার্থীর শব্দ ভাণ্ডারের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।

(খ) ১ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার পর সে পুস্তকের মান ও শব্দ ভাণ্ডারের উপর ধারণা নিয়ে ২য় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক এবং এ রীতি অনুসারে তৃতীয় এবং পরবর্তী শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে।

(গ) প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মান ও বিষয়বস্তু রচনার যথার্থতা নিরূপণের জন্য এবং পাঠ্যপুস্তকের বানানরীতি, বাক্যগঠন পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞকে সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে।

(ঘ) পাঠ্যপুস্তকগুলোর মুদ্রণকার্য সুন্দর ঝকঝকে, স্পষ্ট এবং সামগ্রিকভাবে আকর্ষণীয় করার জন্য পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে একাধিক উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করতে হবে। নির্দিষ্ট টাইপ, আকার, পৃষ্ঠা, সংখ্যা এবং ছবি/স্কেচ, ইত্যাদির কাজ যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ঙ) দেশে প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যার একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করেই সে অনুপাতে পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ কাজ গ্রহণ করা সংগত হবে।

(চ) প্রস্তাবিত সহ-পাঠ্য পুস্তকসমূহ অবশ্যই যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়ঃ মাতৃভাষা—বাংলা

৩.১ মাতৃভাষা—বাংলা

প্রথম শ্রেণী

৩.১.১ ভূমিকাঃ

শিশুর মাতৃভাষা তার সমগ্র অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিশুর ভাষার বিকাশ ঘটে তার নিজের পারিবারিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে। সহজ আনন্দে ও স্বাভাবিক নিয়মে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এ বিকাশ চলতে থাকে অবিচ্ছিন্ন ধারায়।

শিশুকে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাকে শুদ্ধ উচ্চারণে ভাষা বলতে, সহজভাবে পড়তে এবং সুন্দরভাবে লিখতে সাহায্য করা এবং তার শব্দ সম্ভার ও বাক্যগঠন ক্ষমতা সমৃদ্ধ ও উন্নত করা যাতে, সে ভালভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয় এবং তার পরিচিত পরিবেশকে আরও সহজ ও স্বচ্ছন্দে উপলব্ধি করতে পারে।

শৈশব থেকেই মাতৃভাষা ভালভাবে বলতে, পড়তে ও লিখতে শিখলে শিশু যে কোন বিষয় নিজে সহজে বুঝতে পারবে এবং অপরকেও বুঝাবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। মাতৃভাষা ভালভাবে শেখার ফলে ভবিষ্যতে ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করাও তার পক্ষে সহজ **হবে।**

বাংলাভাষা পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারলে আমাদের শিশুরা তাদের জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ-ভাবে গড়ে তুলতে পারবে এবং নিজের দেশ, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।

৩.১.২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) শিশুর কল্পনা, চিন্তা ও সৃজনী শক্তির লালন এবং বিকাশ সাধন।

(খ) শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণসহ গুছিয়ে কথা বলতে শেখানো।

(গ) মনোযোগী হয়ে শুনে বিষয়বস্তুর মর্ম অনুধাবন করে সে বিষয়ে নিজের মত করে বলার অভ্যাস গঠন।

(ঘ) বিষয়বস্তুকে ভালভাবে বুঝে শুদ্ধ এবং স্পষ্ট উচ্চারণসহ পঠন। পাঠের মাধ্যমে শিশুর মনে আনন্দ এবং অধিক পাঠের জন্য অনুরাগ ও উৎসাহের সঞ্চার।

(ঙ) সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে শেখানো।

৩.১.৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) পাঠ-পূর্ব প্রস্তুতি/মৌখিক অনুশীলনঃ

ক.১ **পরিচিত বস্তুর ছবিঃ** পাঠ্যপুস্তকে শিশুদের পরিচিত বিভিন্ন বস্তু ও জীবজন্তুর ছবি থাকবে। শিশুরা ছবি দেখে সঠিক নাম বলবে। শিশুর অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্তু নিয়ে সহজ কথোপ-কথনের মাধ্যমে শিশুকে চলিত ভাষা শুদ্ধরূপে শেখাতে হবে।

ক.২ **ছবির সাহায্যে বাক্য তৈরীঃ** ছবিতে শিশুদের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হবে। ছবির সাহায্যে শিশুকে বাক্য তৈরী করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। ছবির সাহায্যে—পাখী উড়ছে/বিড়াল ইঁদুর ধরছে/ছাগল ছানা লাফায়/নৌকা চলে/ছেলেরা খেলছে এরূপ বাক্য গঠনের জন্য শিশুকে উৎসাহিত করা হবে।

ক.৩ **ছবিতে ছড়াঃ** নাচ, গান, অভিনয় ও আবৃত্তির মাধ্যমে শিশুকে ছড়া শেখাতে হবে।

ক·৪ পাঠ্যপুস্তকের প্রথম আট অথবা দশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মৌখিক অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।

(খ) পাঠের বিষয়বস্তুঃ

খ·১ পাঠের বিষয়বস্তু বাস্তব, জীবনভিত্তিক এবং আনন্দদায়ক হবে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিশুর সমাজ পরিমণ্ডলের এবং তার বুদ্ধি ও ভাষার ক্রমবিকাশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

খ·২ যথাসম্ভব নেতিবাচক বক্তব্য পরিহার করতে হবে. যেমন, "মিথ্যা কথা বলবে না" এরূপ বাক্য পরিহার করে "সত্য কথা বলবে" এরূপ বাক্য ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। শিশু মনে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করে এমন সব প্রসঙ্গের উপর জোর দিতে হবে।

(গ) লেখা শেখানোঃ

গ·১ সাধারভাবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখার কাজ শুরু হবে। শিক্ষক নির্দেশিকায় লেখা শেখানোর সঠিক উপায় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা থাকবে।

(ঘ) সহ-পাঠ পুস্তকঃ

ঘ·১ পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও শিশুদের ভাষাজ্ঞান অর্জনে সহায়তার জন্য সহজবোধ্য ছবি, ছড়া, কবিতা ও গল্প সম্বলিত অন্যান্য পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। এই সহ-পাঠ পুস্তকগুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

এ সহ-পাঠ পুস্তক শিক্ষার্থীর ক্রয়ের সুবিধার জন্য অতি অল্প মূল্যে বাজারে সহজলভ্য হতে হবে। যেসব শিক্ষার্থীর পক্ষে সহ-পাঠ পুস্তক ক্রয় করা সম্ভবপর নয় তাদের ব্যবহারের জন্য সহ-পাঠ পুস্তক দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত সংখ্যায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩·১·৪ উপকরণঃ

(ক) দেখা—ছবি, বস্তু ও তার মডেল, বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের চার্ট, বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের কার্ড, বিভিন্ন আকারের কাঠের/প্লাস্টিকের ব্লক, ইত্যাদি।

(খ) পড়া—ছড়া, কবিতা ও গল্পের বই, ছড়ার চার্ট, ইত্যাদি।

(গ) লেখা ও আঁকা—চকবোর্ড, স্লেট, খাতা, চক, পেন্সিল, ক্রেয়ন, পেস্টেল, রঙ-তুলি, নলখাগড়া, কাঠি, কঞ্চি, মাটি, বালি ইত্যাদি।

৩·১·৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) **পঠন** ও আবৃত্তিঃ শুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করে শিশুদের ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন। সমস্বর পাঠ ও আবৃত্তিতে নেতৃত্ব দান করবেন।

(খ) **গল্প বলাঃ** পাঠের নির্দিষ্ট গল্প ও শিশুদের উপযোগী অন্যান্য গল্প পরিবেশন করবেন।

(গ) **আলাপ-আলোচনাঃ** শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় অংশ নেবেন। নতুন বিষয়ে জ্ঞানলাভে শিশুদের কৌতূহলী ও অনুরাগী করে তুলবেন।

(ঘ) **ছবি কার্ড ও চার্টের ব্যবহারঃ** পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত আকর্ষণীয় ছবি ব্যবহার করবেন। শিশুদের বর্ণ, শব্দ ও ব্যাক্যের কার্ড ও চার্ট ব্যবহারে সাহায্য করবেন।

(ঙ) **খেলা ও অভিনয়ঃ** পাঠের বিভিন্ন পর্যায়ে খেলা ও অভিনয়ের সাহায্যে পাঠকে চিত্তাকর্ষক করে তুলবেন।

(চ) **আঁকা ও লেখাঃ** শিশুদের মুক্তহস্ত অংকনে উৎসাহিত করবেন এবং উপযুক্ত উপকরণের সাহায্যে হাতের লেখার অনুশীলন করাবেন। শিশুরা বর্ণের সঠিক গঠন আয়ত্ত করেছে কিনা, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

(ছ) শিক্ষক পাঠদানের চলিত ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহার করবেন।

৩.১.৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) **একক ও সমস্বর পাঠঃ ছড়া ও কবিতাঃ** নির্দিষ্ট পাঠ্য ও পাঠের বাইরে পছন্দমত ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করবে।

(খ) **গানঃ** নিজেদের জানা গান গাইবে এবং ছড়া ও কবিতা তালের সঙ্গে আবৃত্তি করবে।

(গ) **গল্প শোনা ও বলাঃ** অন্যের বলা গল্প শুনবে এবং নিজেরাও গল্প বলবে।

(ঘ) **পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা দানঃ** শিশুরা নিজেদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেবে। নিকট পরিবেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, গাছ পালা, ফুল ফল, পশু পাখী, মাছ, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবে এবং সে সম্পর্কে বর্ণনা দান করবে।

(ঙ) **খেলা ও অভিনয়ঃ** শিশুরা বর্ণ, শব্দ ও বাক্য মেলানো এবং সাজানোর খেলা খেলবে। নিকট পরিবেশের পরিচিত জন/প্রাণী/বস্তুর ভূমিকায় অভিনয় করবে।

(চ) **চার্ট ও কার্ডের ব্যবহারঃ** শিশুরা বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের কার্ড এবং চার্টের সঠিক ব্যবহার শিখবে।

(ছ) **লেখা ও আঁকাঃ** মাটি, বালি, স্লেট ও কাগজ ইত্যাদির উপর খুশীমত আঁকবে। আস্তে আস্তে অক্ষরের সঠিক গঠন আয়ত্ত করবে এবং লেখার ক্রমাগত অনুশীলন করবে।

৩.১.৭ মূল্যায়নঃ

(ক) মৌখিক পরীক্ষা—পঠন ও আবৃত্তি; প্রশ্ন ও উত্তর।

(খ) লিখিত পরীক্ষা—নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, শূন্যস্থান পূরণ, বাছাই ও মেলানো, হস্তাক্ষর লিখন।

(গ) শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের নিয়মিত হিসাব ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে রাখতে হবে।

৩.১.৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক) **বর্ণমালার ব্যবহারঃ**

ক.১ ঋ, ৯, ব(অন্তঃস্থ) এই তিনটি বর্ণ ছাড়া অন্যান্য সব কটি বাংলা বর্ণ প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকে পর্যায়ক্রমে দেখাতে হবে।

ক.২ পাঠে ব্যবহৃত বর্ণকে প্রাধান্য না দিয়ে শব্দ এবং বাক্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই শব্দ ও বাক্য অর্থবহ হবে এবং শিশুর অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ সম্পৃক্ত হবে। পাঠ রচনায় আমাদের গ্রাম ও নগর জীবনের পরিচিত শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

একটি পাঠে মাত্র তিনটি নতুন বর্ণ ব্যবহার করার প্রচলিত রীতি সর্বক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় হবে না। পাঠকে আনন্দদায়ক করার জন্য প্রয়োজন হলে তিনের অধিক নতুন বর্ণ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে প্রথম থেকেই পাঠ রচনায় নতুন বর্ণের আধিক্য না ঘটে।

ক.৩ নির্দিষ্ট স্বরবর্ণ ও সেগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ একই পাঠে ব্যবহার করতে হবে।

ক.৪ "ফলা" ও "যুক্তাক্ষর" যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। তবে নিতান্ত প্রয়োজনে শিশুদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে ফলা ও যুক্তাক্ষর সমন্বিত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে (যেমন, আব্বা, আম্মা, মিষ্টি, সুন্দর, ইত্যাদি)।

(খ) **ভাষারীতিঃ**

খ·১ বইটির সর্বত্র চলিত ভাষা ব্যবহার করতে হবে, তবে কবিতা ও ছড়া সংকলনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

খ·২ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বানান কমিটির গঠন এবং এই কমিটির বানান পদ্ধতির সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে নিম্নলিখিত অভিধানগুলোর বানানরীতি অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (১ম খণ্ড)ঃ
প্রধান সম্পাদক—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।

(খ) ব্যবহারিক শব্দ কোষ—কাজী আব্দুল ওদুদ।

(গ) চলন্তিকা—রাজশেখর বসু।

(ঘ) সংসদ বাংলা অভিধান—সংকলক—শৈলেন্দ্র বসু।

খ·৩ পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা রক্ষা করতে হবে। একই শব্দের বানান সর্বত্রই একরকম হবে।

(গ) **পদ্ধতিঃ**

গ·১ পাঠ রচনায় বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে এবং বাক্যগঠন ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন হবে।

গ·২ প্রত্যেকটি পাঠে পূর্বে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি থাকবে।

গ·৩ প্রত্যেক পাঠের শেষে ভাষাভিত্তিক কাজের অনুশীলনী থাকবে। শব্দ ও বাক্য তৈরীর নানান রকম আনন্দদায়ক কৌশল শেখাবার জন্য এ অনুশীলনী তৈরী করতে হবে। (শিক্ষক নির্দেশিকায় এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে)।

গ·৪ বিভিন্ন পাঠে বর্ণের ব্যবহার শেষ হয়ে গেলে সবগুলো বর্ণকে একসঙ্গে একস্থলে উপস্থাপন করতে হবে।

গ·৫ গদ্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শিশুতোষ ছড়া ও কবিতা পাঠের ব্যবস্থা থাকবে। পাঠ্যপুস্তকে ছড়া থাকবে অনধিক দশটি। প্রত্যেকটি ছড়ার সঙ্গে উপযুক্ত এবং আকর্ষণীয় ছবি দিতে হবে।

গ·৬ ছড়া ও কবিতা শিশুকে মুখস্থ করাতে হবে।

(ঘ) **আকার ও মুদ্রণঃ**

ঘ·১ প্রস্তাবিত পাঠ্যপুস্তকটি অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) পৃষ্ঠার হবে। পৃষ্ঠার আকার হবে ন্যূনতম ৯″×৭″। ছাপার অক্ষরসমূহ আকর্ষণীয় ও পরিচ্ছন্ন হবে। অক্ষরসমূহ হবেঃ

(১) বর্ণমালাব জন্য	...	...	...	...	৭২	পয়েন্ট।
(২) **শব্দের জন্য**	...	...	...	...	৪৮	পয়েন্ট।
(৩) **বাক্যের জন্য**	...	...	...	...	৩৬/২৪	পয়েন্ট।

(ঙ) **প্রচ্ছেদ ও অঙ্গসজ্জাঃ**

ঙ·১ বইটির প্রচ্ছদপত্র পুরু কাগজের হবে এবং প্রচ্ছদচিত্রটিতে একাধিক উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতে হবে। বইটির ভিতরে উৎকৃষ্টমানের কাগজ ও কালি ব্যবহার করতে হবে।

ঙ·২ প্রতেকটি পাঠের সঙ্গে আকর্ষণীয় ছবি থাকবে। ছবিগুলি অবশ্যই রঙ্গীন হবে। ছবি অঙ্কনে যত্ন ও সতর্কতা প্রয়োজন, যাতে শিশুমনে কোন বস্তু বা প্রাণীর আকৃতি অথবা চেহারা সম্পর্কে ভুল ধারণা না জন্মে।

৩·১·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

(ক) **ভূমিকাঃ** শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পাঠদানের পারদর্শিতার উপরই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর বাস্তব ও কার্যকর রূপায়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্যতম উপকরণ হিসাবে শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করেন। সার্থক পাঠদানের জন্য শিক্ষক যে বিভিন্ন কলাকৌশল ও সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেন তার বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং উপকরণের যথার্থ ব্যবহারের জন্য যাবতীয় নির্দেশ শিক্ষক নির্দেশিকায় থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, কোন বিধিবদ্ধ কলাকৌশল বা শিক্ষণ পদ্ধতি চিরায়ত বা সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। স্থান, কাল, এবং সময়ের প্রেক্ষিতে কলাকৌশল ও পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের বিচার-বিবেচনা এবং বিচক্ষণতাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজন হলে শিক্ষক প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতির যেমন পরিবর্তন সাধন করেন তেমনি নতুন রীতি ও পদ্ধতিরও উদ্ভাবন করেন।

এ কারণেই শিক্ষক নির্দেশিকাকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের জন্য একমাত্র অবলম্বন হিসাবে চিহ্নিত না করে অন্যতম সহায়ক বলে বিবেচনা করা সঙ্গত হবে।

(খ) **নীতিমালাঃ**

খ·১ মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষক নির্দেশিকায় বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থাকবে।

খ·২ পাঠদানের সময় এসকল উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর বাঞ্ছিত আচরণ সম্পর্কে শিক্ষকের প্রতি নির্দেশ থাকবে।

খ·৩ সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে পাঠদানে শিক্ষককে সাহায্য করার জন্য নির্দেশিকায় পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি পাঠের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থাকবে।

খ·৪ নির্দেশিকায় মাতৃভাষা শিক্ষাদানের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিসমূহের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা এবং এগুলোর যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকবে।

খ·৫ প্রত্যেক শ্রেণীর এবং প্রত্যেকটি পাঠের সহায়ক হিসাবে বিশেষ উপকরণ এবং এসবের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ ও আলোচনা থাকবে। প্রয়োজনমত নির্দেশিকায় এজন্য উপকরণের চিত্ররূপ দেয়া যেতে পারে। তবে নির্দেশিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, শিক্ষক যেন স্থানীয়ভাবে লভ্য উপকরণই অধিক ব্যবহারের চেষ্টা করেন।

খ·৬ পাঠ্যপুস্তকে পাঠশেষ অনুশীলনীতে যে ভাষাভিত্তিক তৎপরতার উল্লেখ রয়েছে নির্দেশিকাতে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

খ·৭ পাঠকে কার্যকর করার জন্য অনুপূরক পাঠ ও অনুশীলনীর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

খ·৮ মূল্যায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টান্ত প্রদান করতে হবে।

খ·৯ সহ-পাঠ পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য আলোচনা করতে হবে এবং এর পাঠদানের পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দিতে হবে।

৩·২ মাতৃভাষা—বাংলা
দ্বিতীয় শ্রেণী

৩·২·১ ভূমিকাঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৩·২·২ উদ্দেশ্য ঃ

(ক) শিশুর কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতি ও সৃজনী শক্তির লালন, বিকাশ এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।

(খ) সহজ ও সাবলীলভাবে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এর জন্য শিশুর শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ করা।

(গ) শিশুর মনোযোগ, অনুধাবন এবং ধারণ ক্ষমতার উন্নতি সাধন।

(ঘ) স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল পঠন এবং বিষয়বস্তুর মর্ম গ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন। অতিরিক্ত পাঠের জন্য শিশুর অনুরাগ ও উৎসাহ সৃষ্টি।

(ঙ) সুন্দর এবং পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে শেখানো।

৩·২·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) পাঠ-পূর্ব প্রস্তুতিঃ মৌখিক অনুশীলন

ক·১ **বর্ণনা দানঃ** শিশুর অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তু, জীবজন্তু, ঘটনা ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে।

ক·২ গল্প বলাঃ শিশুরা শোনা গল্প বলবে বা নিজেরা গল্প তৈরী করে বলবে।

ক·৩ **কথোপকথনঃ** পারস্পরিক আলাপের মধ্য দিয়ে শিশুরা নিজেদের অভিজ্ঞতার বিনিময় করবে। কথোপকথনের মাধ্যমে ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিখবে।

ক·৪ **আবৃত্তিঃ** শিশুরা ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করবে। প্রয়োজনে ছড়া ও কবিতাগুলো নৃত্য ও অভিনয় সহযোগে আবৃত্তি করবে।

ক·৫ ছবি পঠনঃ ছবিতে গল্প পরিবেশন করে শিশুদের গল্প বলতে বলা হবে।

ক·৬ সপ্তাহের মোট বাংলা ক্লাসের অন্যূন দু'টি পিরিয়ড মৌখিক অনুশীলনের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

(খ) বিষয়বস্তুঃ

খ·১ ভাষায় নৈপুন্য অর্জন এবং অনুশীলনের উদ্দেশ্যে পাঠ্য বিষয়ের ভাষা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে হবে। এজন্য পাঠ রচনা বা সঙ্কলনের ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

খ·২ শিশুর সামাজিক পরিমন্ডল থেকে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ভাষা নৈপুন্য অর্জনের জন্য পাঠ রচনা করতে হবে।

খ·৩ পাঠের বিষয়বস্তু বাস্তব ও জীবনভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শিশুদের আনন্দের জন্য রূপকথা এবং উপকথা থাকতে পারে।

খ·৪ পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, আদব কায়দা, হাতের কাজ, সখের কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠ রচনা করা যেতে পারে।

খ·৫ শিশুদের কৌতূহলকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করার জন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ভ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কিত সহজবোধ্য পাঠ থাকবে।

খ·৬ প্রত্যেকটি পাঠের শেষে অনুশীলনী থাকবে। এতে পাঠে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দাবলীর প্রয়োগ-বৈচিত্র সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া, নির্দিষ্ট পাঠ অবলম্বনে ভাষাভিত্তিক তৎপরতার নির্দেশ থাকতে পারে। পাঠের উপরে ছোট ছোট প্রশ্ন দিতে হবে। বিবরণমূলক ও নৈর্ব্যক্তিক দু'রকম প্রশ্নই দেওয়া যেতে পারে।

(গ) লেখা শেখানোঃ

গ·১ শিশুরা সমমাপের পরিচ্ছন্ন অক্ষর লিখতে শিখবে এবং এ পর্যায়ের শেষের দিকে ক্রমে ক্রমে কালি-কলমের ব্যবহার শিখবে।

গ·২ সঠিকভাবে যুক্তাক্ষর লিখতে শিখবে।

গ·৩ ছবি দেখে বাক্য লিখবে।

গ·৪ দু'চারটি বাক্যে নিজের মনের কথা বা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেবে।

(ঘ) সহ-পাঠ পুস্তকঃ

ঘ·১ শিশুদের ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহ-পাঠ পুস্তকের ব্যবস্থা থাকবে। এই পুস্তকে এ স্তরের শিশুদের উপযোগী ছড়া, কবিতা ও গল্পের সমাবেশ থাকবে। এই সহ-পাঠ পুস্তকগুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

এ সহ-পাঠ পুস্তক শিক্ষার্থীর ক্রয়ের সুবিধার জন্য অতি অল্প মূল্যে বাজারে সহজলভ্য হতে হবে। যেসব শিক্ষার্থীর পক্ষে সহ-পাঠ পুস্তক ক্রয় করা সম্ভবপর নয় তাদের ব্যবহারের জন্য সহ-পাঠ পুস্তক দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত সংখ্যায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩·২·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

(ক) ছবি, বিভিন্ন বস্তু ও তার মডেল ইত্যাদি।

(খ) ছড়া, কবিতা ও গল্পের বই, ছড়া কবিতার চার্ট ইত্যাদি।

(গ) চকবোর্ড, স্লেট, খাতা, চক, পেন্সিল, ক্রেয়ন, পেস্টেল, রঙ-তুলি ইত্যাদি।

৩·২·৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) **পঠন ও আবৃত্তিঃ** শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণসহ ছড়া, কবিতা, গদ্য ইত্যাদি আবৃত্তি বা পাঠ করে শোনাবেন। শিশুরা যাতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অতিরিক্ত ছড়া, কবিতা, গল্প পড়ার সুযোগ পায় সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন।

(খ) **গল্প বলাঃ** পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও গল্প পরিবেশন করবেন।

(গ) **আলাপ-আলোচনাঃ** শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় অংশ নেবেন। এক্ষেত্রে শিশুদের অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে কাজে লাগাবেন। নতুন বিষয়ে শিশুর জ্ঞানলাভের স্পৃহা বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।

(ঘ) **ছবি ও চার্টের ব্যবহারঃ** পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত আকর্ষণীয় ছবি ও চার্ট ব্যবহার করবেন। শিশুদের ছবি সংগ্রহ ও চার্ট প্রস্তুত করতে উৎসাহ দেবেন।

(ঙ) খেলা ও অভিনয়ঃ পাঠের বিভিন্ন পর্যায়ে খেলা ও অভিনয়ের সাহায্যে পাঠকে চিত্তাকর্ষক করে তুলবেন।

(চ) লেখা শেখানোঃ শিশুদের স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে সাহায্য করবেন এবং সৃজনশীল রচনায় অনুপ্রাণিত করবেন।

(ছ) ভাষা ব্যবহারঃ শিক্ষক পাঠদানের সময় চলিত ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহার করবেন।

৩·২·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) পঠন ও আবৃত্তিঃ শিশুরা শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণসহ পাঠ ও আবৃত্তি করবে। পাঠে শিশুরা ক্রমে স্বতঃস্ফূর্ততা ও দ্রুততা অর্জন করবে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও পাঠে আগ্রহ দেখাবে।

(খ) গল্প বলা ও শোনাঃ শিশুরা গল্প বলবে এবং শুনবে।

(গ) কথোপকথনঃ শিশুরা সুপরিচিত বিভিন্ন বিষয়ে একে অন্যের সঙ্গে আলাপ করবে। আলাপের সময় এক সঙ্গে একজনের বেশী কথা বলবে না।

(ঘ) বাক্য রচনাঃ শিশুরা পাঠে ব্যবহৃত শব্দ ও অন্যান্য পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে সহজ বাক্য রচনা করতে শিখবে।

(ঙ) খেলা ও অভিনয়ঃ শব্দ ও বাক্য মেলানো শব্দ বাছাই ছবিতে শব্দ লাগানো ইত্যাদি খেলায় অংশ নেবে। এছাড়া, পরিচিত জন/প্রাণী/বস্তুর ভূমিকায় অভিনয় করবে অথবা ন্যাট্যাংশের বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করবে।

(চ) বানানঃ শিশুরা পাঠে ব্যবহৃত কঠিন ও যুক্তাক্ষর সম্বলিত শব্দের বানান শিখবে।

(ছ) লেখাঃ শিশুরা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে শিখবে এবং ক্রমাগত লেখার অনুশীলন করবে।

৩·২·৭ মূল্যায়নঃ

(ক) **মৌখিক পরীক্ষা**—পঠন ও আবৃত্তি, প্রশ্ন ও উত্তর।

(খ) **লিখিত পরীক্ষা**—বিবরণমূলক--ছোট প্রশ্নের উত্তর লেখা।
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন—শূন্যস্থান পূরণ, বাছাই ও মেলানো। হস্তাক্ষর লিখন।

(গ) শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের নিয়মিত হিসাব ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে রাখতে হবে।

৩·২·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক) অক্ষর ও শব্দের ব্যবহারঃ প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত শব্দাবলীর যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি থাকবে। এজন্য প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার পরেই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে হাত দিতে হবে।

(খ) শব্দ নির্বাচনে প্রচলিত শব্দের উপর জোর দিতে হবে। বিভিন্ন পাঠে শিশুরা ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হবে। একই পাঠে অপরিচিত শব্দের সংখ্যা যেন বেশী না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(গ) এ পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে যত যুক্তাক্ষর আসে তা ব্যবহার করতে হবে। যুক্তাক্ষর ব্যবহারের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে না। যুক্তাক্ষর ব্যবহারের ফলে পাঠের স্বাভাবিকতা, উপভোগ্যতা এবং আনন্দ যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ক) ভাষা রীতি:

চলিত ভাষারীতি পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার করতে হবে। তবে কবিতা ও ছড়া সংকলনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

(ঙ) বানান রীতি:

ঙ.১ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বানান কমিটি গঠন এবং এই কমিটির বানান পদ্ধতির সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত অভিধানগুলোর বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে:

(ক) বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (১ম খণ্ড):
প্রধান সম্পাদক—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।

(খ) ব্যবহারিক শব্দকোষ: কাজী আবদুল ওদুদ।

(গ) চলন্তিকা—রাজশেখর বসু।

(ঘ) সংসদ বাংলা অভিধান—সঙ্কলন—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস।

ঙ.২ পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা রক্ষা করতে হবে। একই শব্দের বানান সর্বত্রই একরকম হবে।

(চ) পাঠের পরিমাণ:

চ.১ পাঠ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হবে। কোন পাঠই যেন অনুশীলনীসহ চার পৃষ্ঠার বেশী না হয়।

চ.২ পাঠে ছড়া ও কবিতার সংখ্যা পনেরটি হবে। শিশুদেরকে ছড়া এবং কবিতা মুখস্ত করাতে হবে।

(ছ) পুস্তকের আকার ও মুদ্রণ:

ছ.১ পুস্তকটি ৮০ পৃষ্ঠার বেশী হবে না। পৃষ্ঠার আকার হবে ন্যূনতম ৯"×৭"।

ছ.২ অক্ষরসমূহ হবে:

প্রত্যেক পাঠ অংশের পূর্বে ব্যবহৃত যুক্তাক্ষর=স্বরূপা ১২ পয়েন্ট।
পাঠ অংশ=১৮ পয়েন্ট গ্রেট।
অনুশীলনী অংশ=স্বরূপা ১২ পয়েন্ট।

(জ) প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা:

জ.১ বইটির প্রচ্ছদপত্র পুরু কাগজের হবে এবং প্রচ্ছদপত্রটিতে একাধিক উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতে হবে। বইটির ভিতরে উৎকৃষ্টমানের কাগজ ও কালি ব্যবহার করতে হবে।

জ.২ প্রত্যেকটি পাঠেই সহায়ক ছবি/স্কেচ থাকবে। এসব অবশ্যই আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হবে।

৩.২.৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালা:

(১ম শ্রেণীর অনুরূপ)

মাতৃভাষা—বাংলা

৩.৩ তৃতীয় শ্রেণী

৩.৩.১ **ভূমিকা:**

(১ম ও ২য় শ্রেণীর অনুরূপ)

৩.৩.২ **উদ্দেশ্য:**

(ক) শিশুর কল্পনা, অনুভূতি, চিন্তা ও সৃজনী শক্তির বিকাশ এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ।

(খ) কথোপকথন ও বর্ণনাদান ক্ষমতার বিকাশ এবং শিশুর শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা।

(গ) শিশুর মনোযোগ, অনুধাবন, ধারণ এবং প্রকাশ ক্ষমতার উন্নতি সাধন।

(ঘ) সরব এবং নীরব পাঠে স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন এবং পাঠের মর্মগ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন।

(ঙ) অতিরিক্ত এবং নতুন বিষয় পাঠে শিশুর আনন্দ, উৎসাহ ও কৌতূহল বর্ধন।

(চ) মৌখিক ও লিখিতভাবে নিজের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ঘটনা, বস্তু বা দৃশ্যের বর্ণনা করার ক্ষমতা অর্জন।

(ছ) শুদ্ধ, সুন্দর এবং পরিচ্ছন্নভাবে দ্রুত লেখার অভ্যাস গঠন।

৩·৩·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) পূর্ব প্রস্তুতিঃ মৌখিক অনুশীলনঃ

ক·১ গল্প বলা ও শোনাঃ শিশুরা গল্প শুনবে এবং শোনা গল্প নিজের মুখে বলবে। তারা নিজেরাও গল্প তৈরী করবে এবং অন্যদের তা শোনাবে।

ক·২ ছড়া ও কবিতা আবৃত্তিঃ শিশুরা নিজেদের প্রিয় ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করবে।

ক·৩ কথোপকথন ও ভূমিকাভিনয়ঃ নির্বাচিত বিষয়ে শিশুরা কথোপকথনের মাধ্যমে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে। শিশুদের পরিচিত পরিমন্ডলের বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত ব্যক্তিদের ভূমিকার রূপ অভিনয় করবে।

ক·৪ বর্ণনা দানঃ পরিবেশ, ঘটনা ও অভিজ্ঞতা, ইত্যাদির বর্ণনা দিবে।

ক·৫ সাপ্তাহিক বাংলা ক্লাসের কমপক্ষে দু'টি পিরিয়ড মৌখিক অনুশীলনের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

(খ) পাঠের বিষয়বস্তুঃ

খ·১ পাঠের বিষয়বস্তু বাস্তব ও জীবনভিত্তিক হবে।

খ·২ বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিশুদের কৌতুহল ও আগ্রহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

খ·৩ বিষয়বস্তু পরিবেশন যথাসম্ভব সহজ ও আকর্ষণীয় হবে এবং বক্তব্য সহজবোধ্য ও স্পষ্ট হবে। গল্পের এবং প্রবন্ধের ক্ষেত্রে দীর্ঘ অনুচ্ছেদ রচনা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।

খ·৪ গল্প ও প্রবন্ধের কলেবর অনুশীলনী ও চিত্রায়নসহ বইয়ের পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী হবে না।

খ·৫ বইতে ১৫ টির বেশী কবিতা থাকবে না এবং অনুশীলনী ও চিত্রায়নসহ কোন কবিতাই তিন পৃষ্ঠার বেশী হবে না। শিশুকে কবিতা মুখস্থ করার অভ্যাস করাতে হবে।

খ·৬ প্রত্যেকটি পাঠের শেষে অনুশীলনী থাকবে। অনুশীলনীতে কঠিন শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ ও ব্যাখ্যা থাকবে। অনুশীলনীতে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য দেখাতে হবে। এছাড়া, পাঠের মর্ম গ্রহণের জন্য অনুশীলনীতে ছোট প্রশ্ন ও বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে।

উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত ও নির্বাচিত পাঠ্যাংশে নীচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

(১) জীবনী।

(২) বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জীবন।

(৩) খেলাধুলা/আমোদ-প্রমোদ।

(৪) কাজের আনন্দ।

(৫) অভিযান ও ভ্রমণ।
(৬) দেশপ্রেম।
(৭) বিজ্ঞানের গল্প।
(৮) খাদ্য ও পুষ্টি।
(৯) পরিচিত পাখি ও জীবজন্তু।
(১০) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনধারা।
(১১) নাটিকা/নাট্যাংশ।
(১২) গল্প।
(১৩) কবিতা।

লিখনঃ

হাতের লেখার অনুশীলনঃ সংক্ষিপ্ত রচনা, বর্ণনা, চিঠি লেখা, শ্রুতলিখন, ইত্যাদি।

(ঙ) ভাষাভিত্তিক তৎপরতাঃ

সৌজন্যপূর্ণ কথাবার্তা, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ করা, ইত্যাদি। গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং তাতে অংশ গ্রহণ।

(চ) সহ-পাঠ পুস্তকঃ

এ শ্রেণীর শিশুর পঠন ক্ষমতা, শব্দ সম্পদ, ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি এবং আনন্দ সঞ্চারের জন্য গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, কবিতা, ছড়াসম্বলিত অন্যান্য পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। এই সহ-পাঠ পুস্তকগুলো উপযুক্ত কতৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

এ সহ-পাঠ পুস্তক শিক্ষার্থীর ক্রয়ের সুবিধার জন্য অতি অল্পমূল্যে বাজারে সহজলভ্য হতে হবে। যেসব শিক্ষার্থীর পক্ষে সহ-পাঠ পুস্তক ক্রয় করা সম্ভবপর নয় তাদের ব্যবহারের জন্য সহ-পাঠ পুস্তক দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত সংখ্যায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩'৩'৪ উপকরণঃ

(ক) ছবি, বিভিন্ন বস্তু ও তার মডেল, ইত্যাদি।
(খ) ছড়া, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী ও গল্পের বই, ছড়া ও কবিতার চার্ট।
(গ) চক বোর্ড, স্লেট, খাতা, চক, পেন্সিল, ক্রেয়ন, পেষ্টেল, রং-তুলি, ইত্যাদি।
(ঘ) গান, আবৃত্তি, বিতর্ক, অভিনয়, ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ।

৩'৩'৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) পঠন ও আবৃত্তিঃ শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণসহ ছড়া, কবিতা, গদ্য ইত্যাদি আবৃত্তি বা পাঠ করে শোনাবেন। শিশুরা যাতে পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও অতিরিক্ত ছড়া, কবিতা, গল্প পড়ার সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

(খ) গল্প বলাঃ পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও গল্প পরিবেশন করবেন এবং শিশুদেরকে গল্প বলতে, লিখতে এবং সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করবেন।

(গ) আলাপ-আলোচনাঃ শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় অংশ নেবেন। এক্ষেত্রে শিশুদের অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে কাজে লাগাবেন। নতুন বিষয়ে শিশুর জ্ঞানলাভের স্পৃহা বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।

(ঘ) **ছবি ও চার্টের ব্যবহারঃ** পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত আকর্ষণীয় ছবি ও চার্ট ব্যবহার করবেন। শিশুদের ছবি সংগ্রহ ও চার্ট প্রস্তুত করতে উৎসাহ দেবেন।

(ঙ) **খেলা ও অভিনয়ঃ** পাঠের বিভিন্ন পর্যায়ে খেলা ও অভিনয়ের সাহায্যে পাঠকে চিত্তাকর্ষক করে তুলবেন।

(চ) **লেখা শেখানোঃ** শিশুদের শুদ্ধ, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে দ্রুত লেখার অভ্যাসগঠনে সাহায্য করবেন।

(ছ) **সৃজনশীল রচনাঃ** শিশুদেরকে সৃজনশীল রচনায় অনুপ্রাণিত করবেন এবং তাদের লেখা নিয়ে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করতে উৎসাহ দেবেন।

(জ) **ভাষা ব্যবহারঃ** শিক্ষক পাঠদানকালে চলিত ভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহার করবেন এবং শিশুরাও যেন শুদ্ধরূপে চলিত ভাষা ব্যবহার করে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

৩·৩·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) **পঠন ও আবৃত্তিঃ** শিশুরা শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণসহ পাঠ ও আবৃত্তি করবে। পাঠক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত ও দ্রুততা অর্জন করবে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তাদের উপযোগী অন্যান্য বই পড়বে। শিশুকে কবিতা মুখস্থ করার অভ্যাস করতে হবে।

(খ) **রচনা পড়া শোনা এবং বলাঃ** শিশুরা গল্প বলবে, বই থেকে গল্প, কবিতা, ছড়া, ইত্যাদি পড়ে শোনাবে এবং নিজেরাও গল্প, কবিতা, ছড়া, ইত্যাদি লেখার চেষ্টা করবে।

(গ) **কথোপকথনঃ** বিভিন্ন বিষয়ে একে অন্যের সঙ্গে আলাপ করবে। তবে একসঙ্গে একজনের বেশী কথা বলবে না।

(ঘ) **বাক্য রচনাঃ** শিশুরা পাঠে ব্যবহৃত শব্দ ও অন্যান্য পরিচিত শব্দ বিভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যবহার করে বাক্য রচনা করতে শিখবে।

(ঙ) **খেলা ও অভিনয়ঃ** শব্দ ও বাক্য মেলানো, শব্দ-বাছাই ইত্যাদি তৎপরতায় অংশ নেবে। এছাড়া, পরিচিত ব্যক্তি, বস্তু ও প্রাণীর ভূমিকায় বা নাট্যাংশের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবে।

(চ) **বানানঃ** শিশুরা পাঠে ব্যবহৃত কঠিন শব্দের বানান বলতে ও লিখতে শিখবে।

(ছ) **লেখাঃ** শিশুরা শুদ্ধ, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে শিখবে এবং ক্রমাগত দ্রুত লেখার অনুশীলন করবে।

(জ) **সৃজনশীল রচনাঃ** শিশুরা নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা, ইত্যাদি এবং আঁকা ছবি নিয়ে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করবে।

(ঝ) **ভাষা ব্যবহারঃ** শুদ্ধভাবে চলিত ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করবে।

৩·৩·৭ মূল্যায়নঃ

(ক) মৌখিক—পঠন, আবৃত্তি, বর্ণনা, গল্প বলা।

(খ) লিখিত—সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, শ্রুতলিখন।

(গ) শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে রাখতে হবে।

৩.৩.৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা:

(ক) ভাষা রীতি:

চলিত ভাষারীতি পাঠ্য পুস্তকে ব্যবহার করতে হবে। তবে কবিতা ও ছড়া সঙ্কলনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

(খ) বানান রীতি:

খ.১ পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা রক্ষা করতে হবে। একই শব্দের বানান সর্বত্রই এক রকম হবে।

খ.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বানান কমিটি গঠন এবং এই কমিটির বানান পদ্ধতির সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত অভিধানগুলোর বানানরীতি অনুসরণ করতে হবে:

(ক) বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান:
প্রধান সম্পাদক—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।

(খ) ব্যবহারিক শব্দকোষ: কাজী আবদুল ওদুদ।

(গ) চলন্তিকা: রাজশেখর বসু।

(ঘ) সংসদ বাংলা অভিধান: সম্পাদক—শৈলেন্দ্র বিশ্বাস।

(গ) আকার ও মুদ্রণ:

গ.১ পাঠ্যপুস্তকটি অনূর্ধ্ব ১০০ পৃষ্ঠার হবে।

গ.২ বইটির আকার হবে ন্যূনতম ৮½"×৬½"।

গ.৩ অক্ষরের আকার হবে

পাঠ অংশ—১২ পয়েন্ট পাইকা।

অনুশীলনী অংশ—১২ পয়েন্ট পাইকা।

(ঘ) প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা:

প্রচ্ছদ উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হবে। প্রত্যেকটি পাঠ যথাসম্ভব সচিত্র হবে।

৩.৩.৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালা:
(১ম ও ২য় শ্রেণীর অনুরূপ)

মাতৃভাষা—বাংলা
৩.৪—চতুর্থ শ্রেণী

৩.৪.১ ভূমিকা:

(১ম—৩য় শ্রেণীর অনুরূপ)

৩.৪.২ উদ্দেশ্য:

(ক—ছ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ)

(জ) শব্দ, পদ, বাক্য, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় লাভ।

৩·৪·৩ বিষয় বস্তু :

(ক) পূর্ব প্রস্তুতি : মৌখিক অনুশীলন :

ক·১ তৃতীয় শ্রেণীতে ভাষার মৌখিক অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শিশুদের জন্য যে সকল তৎপরতার উল্লেখ করা হয়েছে চতুর্থ শ্রেণীতেও তা চলবে। এছাড়া, নীচের কয়েকটি কাজেও শিশুরা অংশ গ্রহণ করবে।

ক·২ **দলগত আলোচনা :** নির্দিষ্ট বিষয়ে শিশুরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করবে। পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিশুরা নির্দিষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। দলগত আলোচনা তাই সমস্যাকেন্দ্রিক হওয়াই সমীচীন।

ক·৩ **প্রশ্ন করা ও প্রশ্নের উত্তর দান :** নির্বাচিত বিষয়ে শিশুরা নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর বিনিময় করবে।

ক·৪ **অভিনয় :** শিশুরা নাটিকা এবং নাট্যাংশের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবে এবং পরিচালনা নিজেরাই করবে। নিজেদের জানা গল্পেরও নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করবে।

ক·৫ এই শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে পাঠের জন্য বরাদ্দকৃত পিরিয়ডের মধ্যে কমপক্ষে ২টি পিরিয়ড উপরে বর্ণিত মৌখিক অনুশীলনের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

(খ) পাঠের বিষয়বস্তু :

খ·১ বিষয়বস্তু বাস্তব ও জীবনভিত্তিক হবে।

খ·২ বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিশুদের কৌতুহল, আগ্রহ ও আনন্দের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

খ·৩ বিষয়বস্তু পরিবেশন যথাসম্ভব সহজ ও আকর্ষণীয় হবে এবং বক্তব্য সহজবোধ্য ও স্পষ্ট হবে।

খ·৪ কোন একটি গদ্য পাঠের কলেবর অনুশীলনী এবং চিত্রায়নসহ পাঠ্যপুস্তকের ৫ পৃষ্ঠার বেশী হবে না।

খ·৫ পাঠ্যপুস্তকে ১৫টির বেশী কবিতা থাকবে না। অনুশীলনী এবং চিত্রায়নসহ কোন কবিতার পাঠই ৪ পৃষ্ঠার বেশী হবে না।

খ·৬ প্রত্যেকটি পাঠের শেষে অনুশীলনী থাকবে। অনুশীলনীতে কঠিন শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ ও ব্যাখ্যা থাকবে এবং বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যও দেখাতে হবে। পাঠের মর্ম গ্রহণের জন্য অনুশীলনীতে ছোট ছোট প্রশ্ন এবং বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে। এ ছাড়াও অনুশীলনীতে শব্দ, পদ, বাক্য, সন্ধি, সমাস, বচন, লিঙ্গ, কাল এবং বিরাম চিহ্নাদি (যেমন—কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি, প্রশ্ন-চিহ্ন, বিস্ময়-চিহ্ন, কোলন এবং ড্যাশ) সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পাঠের শেষে পর্যায়-ক্রমে পর্যাপ্ত সংখ্যায় সে সবের উদাহরণ সন্নিবেশ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর শব্দ ভান্ডার এবং বাক্যগঠন রীতির উপর ভিত্তি করে রচিত বিভিন্ন পাঠের বর্ণ, শব্দ, বাক্যের সাহায্যেই ব্যাকরণের উল্লিখিত বিষয়গুলোর উদাহরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(গ) উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত এবং নির্বাচিত পাঠ্যাংশে নীচের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে :

(১) জীবনী।
(২) বাংলাদেশের একটি লোককাহিনী।
(৩) ভ্রমণ ও অভিযান।
(৪) প্রকৃতি বর্ণনা।
(৫) দেশের সম্পদ ও তার ব্যবহার।
(৬) জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত দেশের সমস্যা।

(৭) চিত্তবিনোদন: শখের কাজ।
(৮) দেশ বিদেশের ছেলে মেয়ে।
(৯) বিজ্ঞানের অবদান।
(১০) সামাজিক জীবন ও সামাজিক দায়িত্ব।
(১১) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জীবন ধারার পরিচয়।
(১২) সমবায়।
(১৩) বিখ্যাত শিল্পী/সাহিত্যিক/বৈজ্ঞানিক সম্পর্কে আলোচনা।
(১৪) কবিতা।
(১৫) গল্প।
(১৬) নাটিকা।

(ঘ) লিখন:

ঘ·১ হাতের লেখার অনুশীলন: দ্রুততা ও স্পষ্টতার জন্য।
ঘ·২ পঠিত বিষয়ে শ্রুতলিখন।
ঘ·৩ সংক্ষিপ্ত রচনা, বর্ণনা, চিঠিলেখা, ইত্যাদি।
ঘ·৪ দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ।

(ঙ) ভাষাভিত্তিক তৎপরতা:

ঙ·১ সৌজন্যপূর্ণ কথাবার্তা, আলোচনা, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ করা, পরিচিতি দান ইত্যাদির জন্য শিশুকে শুদ্ধ এবং পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যাস করানো।

ঙ·২ শিশুরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে।
ঙ·৩ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী শুদ্ধ ভাষায় এবং শুদ্ধ উচ্চারণে ঘোষণা করবে।
ঙ·৪ ধাঁ ধাঁ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।

(চ) সহ-পাঠ পুস্তক:

এ শ্রেণীর শিশুর পঠন ক্ষমতা, শব্দ সম্পদ ও ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি এবং আনন্দ সঞ্চারের জন্য গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, রূপকথা, বিজ্ঞানের আবিস্কার, কবিতা ইত্যাদি সম্বলিত সহ-পাঠ পুস্তক পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে। এ সহ-পাঠ পুস্তক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

এ সহ-পাঠ পুস্তক শিক্ষার্থীর ক্রয়ের সুবিধার জন্য অতি অল্প মূল্যে বাজারে সহজলভ্য হতে হবে। যেসব শিক্ষার্থীর পক্ষে সহ-পাঠ পুস্তক ক্রয় করা সম্ভবপর নয় তাদের ব্যবহারের জন্য দেশের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত সংখ্যায় সহ-পাঠ পুস্তক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩·৪·৪ শিক্ষার উপকরণ:

(তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ)

৩·৪·৫ শিক্ষকের কাজ:

(ক—জ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ)

(ঝ) শিক্ষক অনুশীলনী অংশের পাঠগুলো বিশেষ গুরুত্বসহ শিক্ষার্থীকে শেখাবেন এবং সহ-পাঠ পুস্তক পড়বার জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেবেন।

৩·৪·৬ শিক্ষার্থীর কাজ:

(ক—ঝ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ)

(ঞ) শিশু পাঠ্য পুস্তকের অনুশীলনী অংশ বিশেষ মনোযোগ সহকারে চর্চা করবে এবং সহ-পাঠ পুস্তক পাঠ করবে।

৩·৪·৭ মূল্যায়নঃ

(ক) মৌখিকঃ পঠন, আবৃত্তি, বর্ণনা, গল্প বলা।

(খ) লিখিতঃ

(১) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।

(২) বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর।

(৩) শ্রুতলিখন।

(গ) শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের হিসাব ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে রাখতে হবে।

৩·৪·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক) ভাষা রীতিঃ

পাঠ্যপুস্তকে চলিতভাষা ব্যবহার করতে হবে। তবে কবিতার ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে এবং এ শ্রেণীর শিশুকে বাংলা ভাষার সাধু রীতির সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে বিখ্যাত লেখকের সাধুভাষায় রচিত গদ্য লেখা থেকে অনধিক দুটি লেখা সঙ্কলন করা প্রয়োজন।

(খ) বানান রীতিঃ

খ·১ পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা রক্ষা করতে হবে। একই শব্দের বানান সর্বত্রই একরকম হবে।

খ·২ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক বানান কমিটি গঠন এবং এই কমিটির বানান পদ্ধতির সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত অভিধানসমূহের বানানরীতি অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।
প্রধান সম্পাদক—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক।

(খ) ব্যবহারিক শব্দকোষ—কাজী আবদুল ওদুদ।

(গ) চলন্তিকা—রাজশেখর বসু।

(ঘ) সংসদ বাংলা অভিধান—সঙ্কলক, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস।

(গ) অনুশীলনী অংশ রচনাঃ

পাঠ্যপুস্তকটির প্রত্যেক পাঠের অনুশীলনী অংশ রচনা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাঠের শব্দ, বাক্য, ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই শব্দ, পদ, বাক্য, সন্ধি, সমাস, বচন, লিঙ্গ, কাল এবং বিরাম চিহ্নাদি সম্পর্কে উদাহরণ দেওয়া হয়।

(ঘ) শব্দ ভাণ্ডার ভিত্তিতে পাঠ রচনাঃ

পাঠ্য পুস্তকের প্রতিটি পাঠ যেন এ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর শব্দ ভাণ্ডার এবং বাক্য গঠন রীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ঙ) আকার ও মুদ্রণঃ

ঙ·১ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা অনধিক ১২৫।

ঙ·২ পৃষ্ঠার আকার হবে ন্যূনতম ৮½″×৬½″।

ঙ·৩ অক্ষরসমূহ হবেঃ পাঠ অংশে—১২ পয়েন্ট পাইকা।
অনুশীলনী অংশে—১২ পয়েন্ট পাইকা।

(চ) প্রচ্ছদ ও অংগসজ্জাঃ

১। প্রচ্ছদ উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় হবে।

২। প্রত্যেকটি পাঠ যথাসম্ভব সচিত্র হবে।

৩·৪·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

(১ম—৩য় শ্রেণীর অনুরূপ)।

মাতৃভাষা—বাংলা

৩·৫—পঞ্চম শ্রেণী

৩·৫·১ ভূমিকাঃ

(১ম—৪র্থ শ্রেণীর অনুরূপ)।

৩·৫·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক—জ পর্যন্ত ৪র্থ শ্রেণীর অনুরূপ)।

(ঝ) শুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্নভাবে টানা লেখার অভ্যাস গঠন।

৩·৫·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) পূর্ব প্রস্তুতিঃ মৌখিক অনুশীলনঃ

ক·১ অধীত বিষয়ের পুনরালোচনা।

ক·২ **গল্প বলা এবং শোনাঃ** শিশুরা মৌলিক ও পরিচিত গল্প পর্যায়ক্রমে বলার অভ্যাস করবে। নাম পুরুষে বর্ণিত গল্প উত্তম পুরুষে এবং উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্প নাম পুরুষে বলার অভ্যাস করবে।

ক·৩ **কবিতা আবৃত্তিঃ** শিশুরা তাদের প্রিয় কবিতা এবং শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত ভাল কবিতা আবৃত্তি করবে।

ক·৪ **অভিনয় ও কথোপকথনঃ**

ক·৪·১ শিশুরা নাটিকা অথবা নাট্যাংশের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবে এবং নিজেরাই এসব নাটিকা এবং নাট্যাংশ পরিচালনা করবে। নিজেদের জানা গল্পের নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করবে।

ক·৪·২ সৌজন্যপূর্ণ কথাবার্তা, আলোচনা, আমন্ত্রণ জানানো, অনুরোধ করা, পরিচয় দান, প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিশুরা শুদ্ধভাবে চলিতভাষা প্রয়োগ করতে শিখবে।

(খ) পাঠের বিষয়বস্তুঃ

খ·১ পাঠের বিষয় বাস্তব ও জীবনভিত্তিক হবে।

খ·২ বিষয়বস্তু নির্বাচনে এই পর্যায়ের শিশুদের জিজ্ঞাসা, আগ্রহ ও আনন্দের প্রতি সচেতন হতে হবে।

খ·৩ বিষয়বস্তু পরিবেশন সহজ ও আকর্ষণীয় হবে এবং বক্তব্য স্পষ্ট হবে। গল্প এবং প্রবন্ধের ক্ষেত্রে দীর্ঘ অনুচ্ছেদ রচনা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।

খ·৪ পাঠের মধ্যে অন্ততঃ একটি সুরুচিপূর্ণ হাসির গল্প থাকবে।

খ·৫ কোন একটি গদ্য পাঠের কলেবর অনুশীলনী এবং চিত্রায়নসহ ৬ পৃষ্ঠার বেশী হবে না।

খ·৬ বইটিতে ১৫টির বেশী কবিতা থাকবে না। অনুশীলনী এবং চিত্রায়নসহ কোন কবিতা পাঠই ৪ পৃষ্ঠার বেশী হবে না।

খ·৭ প্রত্যেকটি পাঠের শেষে অনুশীলনী থাকবে। অনুশীলনীতে কঠিন শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ ও ব্যাখ্যা থাকবে। বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ বৈচিত্র্যও এতে দেখাতে হবে। পাঠের মর্ম গ্রহণের জন্য প্রত্যেক পাঠের অনুশীলনীতে ছোট ছোট প্রশ্ন এবং বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে। এছাড়াও অনুশীলনী অংশে, শব্দ, পদ, বাক্য, সন্ধি, সমাস, বচন, লিঙ্গ, কাল এবং বিরাম চিহ্নাদি (কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি, প্রশ্ন-চিহ্ন, বিস্ময়-চিহ্ন, কোলন এবং ড্যাশ) সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ধারণা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পাঠের শেষে পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত সংখ্যায় সেসবের উদাহরণ সন্নিবেশ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর শব্দভান্ডার এবং বাক্যগঠন রীতির উপর ভিত্তি করে রচিত বিভিন্ন পাঠের বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের সাহায্যেই ব্যাকরণের উল্লিখিত বিষয়গুলোর উদাহরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(গ) উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে রচিত এবং সংকলিত পাঠ্যাংশে নীচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

(১) জীবনী—বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি।
(২) প্রাণীজগৎ।
(৩) বিজ্ঞানঃ আবিষ্কার/প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান/চিকিৎসা বিজ্ঞান।
(৪) কৃষিকথাঃ ফুলফল, শাকসব্জির চাষ।
(৫) প্রাচীনসভ্যতাঃ ময়নামতি/মহাস্থানগড়/পিরামিড/মহেঞ্জোদাড়ো।
(৬) জনসেবাঃ উন্নয়নমূলক যৌথ প্রচেষ্টা।
(৭) স্বনির্ভরতা।
(৮) শিল্প বাণিজ্য।
(৯) পাঠের আনন্দ—বই পড়া/গ্রন্থাগারের ব্যবহার।
(১০) অভিযান কাহিনী।
(১১) সেরা খেলোয়াড়।
(১২) বাংলাদেশের নদী।
(১৩) বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক কাহিনী।
(১৪) বাংলাদেশের কুটির শিল্প।
(১৫) প্রাকৃতিক ঘটনা—সাইক্লোন/বন্যা/ভূমিকম্প।
(১৬) আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।
(১৭) জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য।
(১৮) কবিতা।
(১৯) গল্প (একটি হাসির গল্পসহ)।
(২০) নাটিকা/নাট্যাংশ।

(ঘ) লিখনঃ

ঘ·১ হাতের লেখার অনুশীলনঃ দ্রুততা, স্পষ্টতা এবং টানা লেখার জন্য এই পর্যায়ের শিশুকে অভ্যাস করাতে হবে।

ঘ·২ শ্রুত লিখনে শিশুর হাতের লেখার দ্রুততা, স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঘ·৩ প্রিয়বস্তু, ঘটনা, অভিজ্ঞতা, খেলা, ইত্যাদি বিষয়ে শিশু নিজের অভিজ্ঞতা লিখবে।

ঘ·৪ সংক্ষিপ্ত রচনা. বর্ণনা, চিঠি লেখা।

(ঙ) ভাষাভিত্তিক তৎপরতাঃ

ঙ·১ উপযুক্ত গল্পের বই ও মাসিক পত্রিকা এবং সংবাদপত্র পাঠ।

ঙ·২ গ্রন্থাগার ব্যবহার।

ঙ·৩ বনভোজন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার মৌখিক ও লিখিত বর্ণনা।

ঙ·৪ গল্প, কবিতা, নাটিকা, নাট্যাংশ রচনার প্রচেষ্টা।

ঙ·৫ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান (বিতর্ক, গল্প বলা, প্রস্তুত বক্তৃতা, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান, অভিনয়, আলোচনা সভা) পরিচালনা এবং এসবে অংশ গ্রহণ।

ঙ·৬ অনুষ্ঠান ঘোষণাঃ (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, ইত্যাদি)।

ঙ·৭ শিশুরা ধাঁ ধাঁ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।

ঙ·৮ প্রচলিত প্রবাদ ও প্রবচন শিখবে এবং বলবে।

ঙ·৯ শিশুরা নির্বাচিত বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুদ্ধ ভাষায় অনর্গল বলার অভ্যাস গঠন করবে।

(চ) সহ-পাঠ পুস্তকঃ

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৩·৫·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

(তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)।

৩·৫·৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক—ঝ পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)।

(ঞ) **সৃজনশীল রচনাঃ** শিশুদেরকে সৃজনশীল মৌলিক লেখা লিখতে অনুপ্রাণিত করবেন এবং তাদের লেখা নিয়ে বিদ্যালয় বার্ষিকী ও দেয়াল প্রত্রিকা প্রকাশ করতে উৎসাহ দেবেন।

(ট) **ভাষা ব্যবহারঃ** শিক্ষক পাঠদানকালে চলিতভাষা শুদ্ধরূপে ব্যবহার করবেন এবং শিশুরাও যেন চলিতভাষা শুদ্ধভাবে ব্যবহার করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

(ঠ) **অভিধানের ব্যবহারঃ** পাঠ্যপুস্তক থেকে বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজাবার অনুশীলন করাবেন এবং শিশুকে অভিধান ব্যবহার করতে শেখাবেন।

(ড) পাঠ্যদানের সময় শিশুকে পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিম্নরূপভাবে সপ্তাহের মোট বাংলা ক্লাশ ভাগ করবেনঃ

(১) মৌখিক অনুশীলনী ও পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর জন্য—২ পিরিয়ড।

(২) পাঠ্যপুস্তকের জন্য—৫ পিরিয়ড।

৩·৫·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক—ঞ পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)।

(ট) সৃজনশীল রচনাঃ শিশুরা নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা, ইত্যাদি দিয়ে বিদ্যালয় বার্ষিকী এবং নিজেদের লেখা এবং আঁকা ছবি দিয়ে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করবে।

(ঠ) **ভাষা ব্যবহারঃ** শুদ্ধভাবে চলিতভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করবে।

(ড) অভিধানের ব্যবহারঃ পাঠ্যপুস্তক থেকে বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজাবার অনুশীলন করবে এবং অভিধান ব্যবহার করতে শিখবে।

৩·৫·৭ মূল্যায়ন ঃ

(ক) মৌখিক ঃ পঠন, আবৃত্তি, বর্ণনা, গল্পবলা, বিতর্ক।

(খ) লিখিত ঃ

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।

(খ) বিভিন্ন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর।

(গ) হাতের লেখা (শ্রুত এবং দ্রুত)।

(গ) শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের হিসাব ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে রাখতে হবে।

৩·৫·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা ঃ

(ক) ভাষা রীতি ঃ
(চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)

(খ) বানান রীতি ঃ
(চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)

(গ) অনুশীলনী অংশ রচনা ঃ
(চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)

(ঘ) শব্দ ভান্ডার ভিত্তিতে পাঠ রচনা ঃ
(চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)

(ঙ) আকার ও মুদ্রণ ঃ

ঙ·১ঃ পাঠ্যপুস্তকটি অনূর্ধ্ব ১৫০ পৃষ্ঠার হবে।

ঙ·২ঃ বইটির আকার হবে ন্যূনতম ৮½"×৫½"।

ঙ·৩ অক্ষরের আকার ঃ

পাঠ অংশ—১২ পয়েন্ট পাইকা।
অনুশীলনী অংশ—১২ পয়েন্ট পাইকা।

(চ) প্রচ্ছদ ও অংগসজ্জা ঃ প্রচ্ছদ উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় হবে এবং প্রত্যেকটি পাঠ যথাসম্ভব সচিত্র হবে।

৩·৫·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালা ঃ
(প্রথম—চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়ঃ গণিত

Bangladesh Administrative Staff College Library DACCA

চতুর্থ অধ্যায়

৪· গণিত

৪·১ঃ প্রথম শ্রেণী

৪·১·১ ভূমিকাঃ

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, শিশু প্রথমেই সংখ্যা, সংখ্যার মান ও তার অন্যান্য ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের সংগে পরিচিত হয় না। প্রাণী বা বস্তুর সমাবেশের ধারণার মাধ্যমেই সে সংখ্যার ধারণা লাভ করে। এক জাতীয় কতকগুলো জিনিযের সমাবেশকেই 'সেট' বা 'দল' বলা হয়। আমাদের দেশে মানুষ ছাড়া অন্যান্য জিনিষের সমাবেশকে পাল, ঝাঁক, জোড়া, ইত্যাদি শব্দে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, কিন্তু গণিতে 'সেট' বা 'দল" বলতে সকল শ্রেণীর প্রাণী বা বস্তুর সমাবেশকেই বোঝায়।

কতকগুলো বস্তুর সমাবেশ থেকে সাধারণতঃ মানুষের মনে যে স্বাভাবিকভাবে সংখ্যার ধারণা জন্মে থাকে সেভাবেই শিশুদেরকে সংখ্যার সাথে পরিচিত হতে সহায়তা করা বাঞ্ছনীয়। এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রাথমিক স্তরের, বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এ পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

বস্তুর সংগে সম্পর্ক বিবর্জিত অবস্থায় অথবা বস্তুর সংখ্যা নির্দেশ না করা পর্যন্ত গণিতের অংকগুলো থাকে অর্থহীন। তাই পাঠ্যসূচীতে সংখ্যার প্রতীক অংকগুলো শিশুদের সামনে তুলে ধরার পূর্বেই বিভিন্ন বস্তুর সাহায্যে দল গঠন ও মিল খোঁজার মাধ্যমে শিশুদের মনে সংখ্যার ধারণা অর্থপূর্ণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। সাথে সাথে কোন দলের নির্দিষ্ট বস্তুর সংগে একই জাতীয় নতুন বস্তুর সংযোগ এবং কোন দল থেকে এক বা একাধিক বস্তু বিয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের মনে যোগ ও বিয়োগের ধারণা পরিস্ফুট করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন দল ও বস্তুর তুলনা করেও শিশুরা কম বেশী, ছোট বড়, লম্বা খাট, হালকা ভারী ইত্যাদি ধারণা লাভ করবে।

সংখ্যার প্রাথমিক ধারণা লাভ করার পর শিশুদেরকে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীক বস্তুর সাহায্যে এক এক করে শিখানো হবে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে যোগ ও বিয়োগ, শিখাতে হবে এবং "+", "—" ও "=" সাংকেতিক চিহ্নগুলোর সাথে শিশুরা পরিচিত হবে। পরিমাপ, মুদ্রা এবং জ্যামিতিক আকৃতির প্রাথমিক ধারণাও তারা লাভ করবে।

পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু এমনভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে যাতে শিশুরা নিজ পরিবেশের প্রাণী বা বস্তুর সাহায্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সংখ্যার সঠিক ধারণা লাভ করতে ও সংখ্যার সার্থক ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। শিশুদের আগ্রহকে কেন্দ্র করে তাদের বুদ্ধি ও কল্পনা শক্তির বিকাশে কিভাবে সহায়তা করা যায় সে সম্পর্কে পাঠ্যসূচীতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং "শিক্ষকের কাজ", "শিক্ষার্থীর কাজ", "পাঠ্যপুস্তক রচনা" ইত্যাদি বিষয়েও নির্দেশনা রয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার আধুনিক চিন্তাধারা ও নীতি অনুসরণ করে এবং দেশীয় উপকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪·১·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) নিকট পরিবেশকে কেন্দ্র করে সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিশুকে ধীরে ধীরে সচেতন করে তোলা।

(খ) শিশুর মনে সেট বা দলের ধারণা সুস্পষ্ট করা এবং সে ধারণা থেকে সংখ্যার ধারণা গঠন করা।

(গ) সংখ্যার দলগত ধর্ম, ক্রমবাচক ধর্ম এবং গণনায় সংখ্যার ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদেরকে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া।

(ঘ) গণিতের প্রাথমিক দু'টি কৌশল, যোগ ও বিয়োগ বুঝতে ও নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা।

(ঙ) আধুনিক চিন্তাধারা ব্যবহার করে গণিতের ধারণাগুলো সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলা।

(চ) মনোবিজ্ঞানের নীতি অনুসরণ করে গণিতের বিষয়বস্তু আনন্দদায়ক করে পরিবেশন করা।

(ছ) দেশ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী গণিতের সমস্যাবলীকে বাস্তবমুখী ও তথ্যভিত্তিক করা

(জ) শিক্ষাক্রমের অন্যান্য বিষয়ের সংগে সমন্বিত করে গণিত বিষয়ে শিক্ষাদান করা।

৪·১·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) **দলের ধারণাঃ** শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশ থেকে নির্বাচিত বস্তু, প্রাণী বা তাদের ছবির সাহায্যে দল গঠন ও দল চেনা।

(খ) **মিল খোঁজাঃ** দুটি দলের উপকরণের মধ্যে সংখ্যাগত মিল খুঁজে বের করা, এক—এক মিল করে দুটি দলের সংখ্যা তুলনা, সমান, কম ও বেশীর ধারণা করা।

(গ) **পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যা শেখাঃ** একের বিভিন্ন দল ও এক সংখ্যা, দুইয়ের বিভিন্ন দল ও দুই সংখ্যা ইত্যাদি। এক থেকে পাঁচ সংখ্যার দলগত ধারণা, ১ থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যা প্রতীক চেনা এবং পড়তে ও লিখতে শেখা, এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লিখতে শেখা।

(ঘ) **শূন্যের ধারণাঃ** ফাঁকা দলের ধারণা থেকে শূন্যের ধারণা করা ও শূন্যের প্রতীক চেনা।

(ঙ) **গণনা শেখাঃ** এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত প্রাণী/বস্তু গণনা ও সংখ্যার ব্যবহার, প্রত্যেক সংখ্যা আগের সংখ্যার চেয়ে এক বেশী ও পরের সংখ্যার চেয়ে ১ কম।

আগের, পরের ও মধ্যের সংখ্যার ধারণা।
সংখ্যার ক্রমবাচক ধর্ম সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা।

(চ) **তুলনা শেখাঃ** দু'টি সংখ্যার মধ্যে তুলনা করতে শেখা। ছোট, বড় ও সমান সম্বন্ধে ধারণা।

(ছ) **দলের সংযোগ ও যোগের ধারণাঃ** একই জাতীয় দু'টি দলের সংযোগ এবং তাদের সংখ্যাগুলোর যোগের সম্পর্ক, পাঁচ পর্যন্ত যোগের নামতা শেখা।

(জ) "+" এবং "=" প্রতীকের ব্যবহার। যোগের **অনুশীলনঃ** শিক্ষার্থীদের পরিচিত বিবিধ বস্তুর সাহায্যে যোগের অনুশীলন।

পাশাপাশি এবং কলামে (উপরে নীচে) লিখে যোগ করতে অভ্যাস করা।

(ঝ) **দল বিচ্ছিন্নকরণ ও বিয়োগের ধারণাঃ** একটি দলকে নানাভাবে দু'টি অংশে পৃথক করাঃ অনূর্ধ্ব পাঁচটি বিচি, পাতা, কাঠি ইত্যাদি থেকে ১টি, ২টি, ৩টি বা ৪টি সরিয়ে ফেলা ও পরে কয়টি থাকে তা দেখা।

"–" এবং "=" প্রতীকের ব্যবহার।

দু'টি সংখ্যার বিয়োগ-এর সম্পর্ক।

পাঁচ পর্যন্ত বিয়োগের নামতা শেখা।

(ঞ) **বিয়োগের অনুশীলনঃ** শিক্ষার্থীদের পরিচিত বিবিধ বস্তুর ব্যবহার করে বিয়োগের অনুশীলন। পাশাপাশি ও কলামে লিখে বিয়োগ করা।

(ট) **পরিমাপঃ** দৈর্ঘ্য—(ফুট), ওজন—(সের)।

(ঠ) **দশ পর্যন্ত সংখ্যা শেখাঃ** পূর্বে উল্লিখিত দলের/উপকরণের মাধ্যমে দশ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা করা। প্রতীক চেনা এবং লিখতে ও পড়তে শেখা। পূর্ব পদ্ধতি অনুসারে যোগ ও বিয়োগের অনুশীলন করা।

দশ লিখতে শূন্যের ব্যবহার করতে শেখা।

(ড) **মুদ্রা চেনা ও গণনাঃ** এক পয়সা, পাঁচ পয়সা ও দশ পয়সার মুদ্রা চেনা। ভাংতি দিতে ও নিতে শেখা।

(ঢ) **সংখ্যা রেখার ব্যবহারঃ** সংখ্যাকে সরল রেখায় প্রকাশ। সংখ্যারেখার সাহায্যে যোগ ও বিয়োগের ধারণা স্পষ্ট করা।

(ণ) **বিশ পর্যন্ত সংখ্যা শেখাঃ** উপকরণের মাধ্যমে একক ও দশকের ধারণা প্রদান।
দশকের দল করতে শেখা। সংখ্যার ধারণা বিশ পর্যন্ত বিস্তৃত করা, প্রতীক চেনা এবং লিখতে ও পড়তে শেখা।

সংখ্যা রেখার ব্যবহার করা।
শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুসারে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা শেখানো যেতে পারে।

(ত) **আকৃতি ও জ্যামিতিক চিত্র চেনাঃ** তিন কোণা, চার কোণা ও গোলাকার আকৃতি চেনা এবং এসব চিত্র আঁকা।

৪·১·৪ **উপকরণঃ**

(ক) **নিকট পরিবেশের পরিচিত বস্তু বা তাদের ছবি/মডেলঃ** (১) বস্তু/গুটি, বিচি, কাঠি, বল, মার্বেল, পাথর, বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, বাক্স, দা, কাঁচি, কোদাল, কুড়াল, বাসন, বাটি, কাপ, পিরিচ, ছুরি, চামচ, শিশি, লণ্ঠন, সূঁচ, বোতাম, সাইকেল, রিকসা, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, ইত্যাদি।

(২) প্রাণী—গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, বাঘ, সিংহ, হরিণ, মহিষ ইত্যাদি।

(৩) ফুল—শাপলা, গাঁদা, গোলাপ, বেলী, তারা, পদ্ম ইত্যাদি।

(৪) ফল—আম, পেয়ারা, কলা, পেঁপে, লেবু, ডালিম ইত্যাদি।

(খ) **শিক্ষক কর্তৃক তৈরী ও সংগৃহীত বস্তুঃ** কাঠ/মাটি/কাগজের তৈরী ব্লক, গোলক, ঘনক, বেলুন, কাঠি, এবাকাস, বিভিন্ন রঙের কাগজ, বিভিন্ন প্রকার ছবি সম্বলিত চার্ট, ফ্লাস কার্ড, কাঠের রড, সংখ্যা রেখার ফালি, ফ্ল্যানেল বোর্ড এবং বিভিন্ন রং ও আকৃতির ফ্ল্যানেল কাপড়ের টুকরা, শিরিস কাগজ ইত্যাদি।

(গ) **শ্রেণী কক্ষের জন্য বিশেষ কয়েকটি চার্টঃ** (১) আনুমানিক ৩০″×২৪″ পরিমাপের চার্ট। এই চার্টে ১ থেকে ৫ সংখ্যক প্রাণী বা বস্তুর ছবির পাশাপাশি সংখ্যাটি অঙ্কে ও কথায় লেখা থাকবে।

(২) অনুরূপভাবে ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার আরেকটি ছবি সম্বলিত চার্ট।

(৩) একক ও দশকের ব্যবহার করে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার ছবিসহ চার্ট।

(৪) একক ও দশক সংখ্যা লেখার পদ্ধতি ও দিক নির্দেশক চার্ট ও কার্ড।

(৫) সংখ্যা রেখার চার্ট।

(ঘ) **দেশীয় মুদ্রা, বাটখারা, বালি, শস্য, ছোট ছোট থলি, ফুট কাঠি, ফিতা, মগ, কৌটা ইত্যাদি।**

৪·১·৫ **শিক্ষকের কাজঃ**

(ক) শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের ছেলে-মেয়েদের অথবা বস্তুর সাহায্যে বিভিন্ন দল গঠন করবেন। দু'টি করে তুলনা করে দেখাবেন।

(খ) ফ্ল্যানেল বোর্ডে রঙীন কাপড়ের টুকরা অথবা সাদা কাগজের উপর রঙীন কাগজের টুকরা সাজিয়ে বিভিন্ন দল গঠন করে দেখাবেন এবং দু'টি দলের তুলনা করবেন।

(গ) বোর্ডে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করে দলের ধারণা দেবেন ও তুলনা করবেন।

(ঘ) শ্রেণীকক্ষের ছাত্র-ছাত্রী, বস্তু বা উপকরণ গণনার সাহায্যে শিক্ষক এক এক করে প্রত্যেক সংখ্যার ধারণা দেবেন। যে কোন সংখ্যার ধারণা দিতে শিক্ষক কয়েক প্রকার উপকরণ ব্যবহার করবেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, একটি ছেলে, একটি মেয়ে, একটি চেয়ার, একটি টেবিল, একটি বই, একটি পেন্সিল ইত্যাদি থেকে এক সংখ্যাটির ধারণা দেবেন।

(ঙ) বোর্ডে প্রত্যেক সংখ্যার অনুপাতে চিত্র অঙ্কন করে সংখ্যায় ধারণা দেবেন।

(চ) সংখ্যার ছড়া নিজে আবৃত্তি করবেন এবং শিশুদের দিয়ে আবৃত্তি করাবেন।

(ছ) সংখ্যার চার্ট শিশুদের দেখাবেন এবং দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন।

(জ) প্রত্যেকটি সংখ্যা লিখে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে লিখতে সাহায্য করবেন।

(ঝ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা শ্রেণীকক্ষের ছাত্র-ছাত্রী অথবা বিভিন্ন বস্তু গণনা করাবেন এবং তার একটা তালিকা প্রস্তুত করবেন।

(ঞ) শিশুকে তার পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা গুনতে বলবেন।

(ট) শিশুকে বস্তু সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেবেন ও সেগুলো সাজাতে সাহায্য করবেন।

(ঠ) বিদ্যালয়ে "গণিত কোণের" ব্যবস্থা করবেন এবং শিশুদের সংগৃহীত বস্তু দল করে সাজাতে সাহায্য করবেন।

(ড) কাঠির আঁটি বেঁধে অথবা অন্যান্য সুবিধাজনক উপায়ে ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রকাশ করবেন। একদশ এক এগার, একদশ দুই বার এভাবে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা শিখতে শিশুকে সাহায্য করবেন। ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার চার্টের দিকে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

(ঢ) গণনার উপকরণ ২, ৩, ৪, ইত্যাদি দলে সাজাবেন। এক দুই গণনা না করে প্রত্যেক দলে কতগুলো জিনিষ আছে শিশুকে বলতে বলবেন। চক বোর্ডে বিভিন্ন দলের ছবি এঁকেও অনুরূপভাবে সংখ্যা বলতে বলবেন।

(ণ) শিক্ষক উপকরণ দ্বারা সংগঠিত দুটি দল একত্রীকরণের মাধ্যমে যোগের ধারণা দেবেন। বোর্ডে অঙ্কন করে এবং চার্টের সাহায্যে যোগের নামতা ব্যাখ্যা করবেন এবং যোগের উপর প্রশ্ন করবেন।

(ত) যোগ চিহ্ন "+" ও সমান চিহ্নের "=" সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করাবেন।

(থ) প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিক বিয়োগের ধারণা দেবেন।

(দ) প্রশ্নটি সমস্যার আকারে উপস্থাপন করবেন যেমন, ১০ জন ছেলে/মেয়ের একটি দল হতে ২ জন চলে গেলে কত জন বাকি থাকে?

(ধ) বিয়োগ চিহ্নের "–" সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করাবেন।

(ন) একটি সংখ্যা থেকে তার চেয়ে ছোট আর একটি সংখ্যা বাদ দিলে কত থাকবে তা বস্তু ও চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে দেখাবেন। বিয়োগের নামতা ব্যাখ্যা করবেন।

(প) একটি সংখ্যার সঙ্গে কত যোগ করলে আর একটি সংখ্যার সমান হবে, বস্তু বা চিত্রের সাহায্যে তা দেখাবেন।

(ফ) যোগ ও বিয়োগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝাবেন।

(ব) সত্যিকারের মুদ্রার সাহায্যে মুদ্রা চিনতে এবং ভাংতি দেওয়া নেওয়া করতে শেখাবেন।

(ভ) বিভিন্ন আকৃতির বস্তু বা উপকরণের বিশেষত্ব দেখতে ও বুঝতে সাহায্য করবেন। ঘরের মেঝে, দেয়াল, ছাদ, জানালা প্রভৃতির আকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে শিশুদের সাহায্য করবেন।

(ম) তিন কোণা, চার কোণা ও গোলাকার আকৃতি আঁকতে শেখাবেন।

(য) ভারী ও হালকা বস্তুর তুলনা করে দেখাবেন। তিনটি বস্তু তুলনা করে দেখাবেন কোনটি সর্বাপেক্ষা ভারী।

(র) লম্বা ও বেঁটে জিনিষের তুলনা করে দেখাবেন। তিনটি ছেলেকে সর্বাপেক্ষা লম্বা থেকে বেঁটে এভাবে দাঁড় করিয়ে দেখাবেন।

(ল) অধিক জিনিষ রাখা যায় ও কম জিনিষ রাখা যায় এমন পাত্র দ্বারা বালু বা পানি মেপে শিশুদেরকে দেখাবেন।

(ব) ঘরের দৈর্ঘ ও প্রস্থ তুলনা করে শিশুদের জিজ্ঞাসা করবেন, কোনটি অধিক দীর্ঘ।

(শ) পাল্লা পাথরে কিভাবে ওজন করা হয় তা শ্রেণী কক্ষে বা দোকানে দেখাবার ব্যবস্থা করবেন।

(ষ) চিত্রের মাধ্যমে বড়, ছোট, অধিক দীর্ঘ, কম দীর্ঘ ইত্যাদি ব্যাখা করবেন।

৪·১·৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

(ক) শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ করবে।

(খ) বিভিন্ন প্রকার বস্তুর সাহায্যে দল গঠন করে তুলনা করবে।

(গ) বোর্ডে/খাতায় বিভিন্ন প্রকার অঙ্কনের সাহায্যে দল গঠন করবে।

(ঘ) ফ্ল্যানেল বোর্ডে বা সাদা কাগজের উপরে দল গঠন করবে।

(ঙ) উপকরণের সাহায্যে গণনা শিখবে এবং গণনার ফল সংখ্যায় লিখবে।

(চ) চার্ট, ছবি ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে সংখ্যার ক্রমবাচক ধারণা লাভ করবে।

(ছ) লেখা সংখ্যার উপর প্রথমে আংগুল ঘোরাবে, পরে বালুর উপর আঙ্গুল দিয়ে, কাগজে মোটা শিষওয়ালা পেন্সিল দিয়ে এবং বোর্ডে চকের সাহায্যে লিখবে।

(জ) বস্তুর সাহায্যে ছোট ছোট দল গঠন করবে এবং দুই দল একত্র করে মোট কত হয় দেখে তা সংখ্যায় প্রকাশ করবে।

(ঝ) চিত্র এঁকে বিভিন্নভাবে যোগের নামতা গঠন করবে।

(ঞ) যোগ চিহ্ন "+" ও সমান চিহ্নের "=" সাথে পরিচিত হবে।

(ট) যোগফল একই রেখে বিভিন্ন যোগের নামতা গঠন করবে, যেমনঃ—

০+৫=৫
১+৪=৫
২+৩=৫
৩+২=৫
৪+১=৫
৫+০=৫

(ঠ) বস্তুর সাহায্যে একটি দল গঠন করবে। এ দলকে কতভাবে দুই দলে ভাগ করা যায় দেখবে।

(ড) বিশের বেশী নয় এরূপ একটি দলকে বিভিন্নভাবে দুই দলে ভাগ করবে এবং প্রত্যেক দলকে সংখ্যায় প্রকাশ করবে।

(ঢ) বিয়োগ চিহ্নের "–" সাথে পরিচিত হবে।

(ণ) অঙ্কনের সাহায্যে বিয়োগের অনুশীলন করবে।

(ত) বিয়োজন একই রেখে বিভিন্ন বিয়োগের নামতা গঠন করবে, যেমনঃ

৫–০=৫
৫–১=৪
৫–২=৩
৫–৩=২
৫–৪=১
৫–৫=০

(থ) লম্বা ও খাট, হালকা ও ভারী, জিনিষের তুলনা করে দেখবে কোনটি অধিক লম্বা বা ভারী। সহপাঠীদের উচ্চতা হাত দিয়ে মেপে দেখবে কে বেশী লম্বা এবং কার হাত বড়।

(দ) মুদ্রা ভালভাবে চিনবে।

(ধ) সংখ্যারেখা অঙ্কন করবে। যোগফল ও বিয়োগফল সংখ্যারেখা দ্বারা প্রকাশ করবে।

(ন) কাঠির আঁটি বেঁধে দশকের ধারণা লাভ করবে। একদশ এক এগার, একদশ দুই বার এভাবে ২০ পর্যন্ত গণনা করবে। সংখ্যার চার্ট দেখবে। অঙ্কনের সাহায্যে ১০ হতে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার দল প্রকাশ করবে ও পাশাপাশি সংখ্যা লিখবে।

(প) দুটি সংখ্যা কার্ডের মাঝে সঠিকভাবে "+" "–" এবং "=" চিহ্নগুলো বসাবে। দুটি সংখ্যা লিখে মাঝখানে সঠিকভাবে "+" "–" এবং "=" চিহ্নগুলো লিখবে।

(ফ) কাগজে মোটা শিষওয়ালা পেন্সিল দিয়ে সংখ্যা লিখবে। গোল, তিন কোণা, চার কোণা ইত্যাদি আকৃতির ছবি আঁকবে এবং এদের সংখ্যা নীচে লিখবে। সংখ্যাগুলো ছোট থেকে বড় ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লিখবে।

(ব) বিভিন্ন আকৃতির বস্তু পৃথক করবে এবং এক আকৃতির বস্তু থেকে অন্য আকৃতির বস্তুর পার্থক্য খুঁজে বের করবে। অঙ্কিত আকৃতির সঙ্গে বাস্তব জিনিষের আকৃতির মিল খুঁজবে। আকৃতিগুলো অঙ্কন করে সম্ভব হলে রং দিয়ে চিত্রিত করবে।

৪·১·৭ **মূল্যায়নঃ**

শিশুর শিক্ষায় অগ্রগতির মূল্যায়ন ক্রমাগত চলতে থাকবে। প্রতিটি পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক শিশুর জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন। সংখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভে শিশুর অগ্রগতির বিবরণ প্রতি মাসে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রতি তিন মাসে তিনি শিশুর অগ্রগতির বিবরণ তার অভিভাবককে জানাবেন। গণিতে শিশুর পাঠের অগ্রগতির ধারাবাহিক বিবরণ রাখার উদ্দেশ্যে ক্রমপুঞ্জিত তথ্যতালিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর গণিত বিষয়ের জ্ঞান পরিমাপ করতে হবে।

৪·১·৮ পাঠ্যপুস্তক রচনার নির্দেশনাঃ

(ক) বইটি বাংলা ভাষায় লিখতে হবে।

(খ) "সেট" বা "দলের" ধারণার মাধ্যমে বইটি লিখতে হবে। সংখ্যা শিক্ষা দেওয়ার আগে বিভিন্ন প্রাণী বা বস্তুর সমাবেশের সাহায্যে সেট বা দলের ধারণা গঠনের ব্যবস্থা থাকবে।

(গ) বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বা বস্তুর ছবির সাহায্যে সংখ্যা জ্ঞান, যোগ ও বিয়োগের ধারণা দিতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি ধারণা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হবে—যেমন, ছবির সঙ্গে সংখ্যা মিলান, ছবি গুণে গুণে সংখ্যা বলা, অনেকগুলো উত্তর থেকে সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা, শূন্যস্থান পূরণ করা, ইত্যাদি।

(ঙ) লেখার নির্দেশসহ সংখ্যার প্রতীকগুলো দেওয়া থাকবে।

(চ) মূল্যায়নের জন্য অনুশীলনীর ব্যবস্থা থাকবে।

(ছ) সর্বোপরি বইটি এমন হবে যেন শিশুরা একই সঙ্গে পড়া ও লেখা শিখতে পারে।

(জ) আকার ও মুদ্রণঃ

(১) আকার—৭"×৯"।
(২) পৃষ্ঠা সংখ্যা—(অনূর্ধ্ব) ৬০।
(৩) ছবি—প্রধানতঃ রঙিন ছবি।
(৪) ছাপা অক্ষর—মূল অংশ পাইকা বোল্ড এবং অনুশীলনী অংশ পাইকা হবে।
(৫) প্রচ্ছদ ও অঙ্গ সজ্জাঃ মোটা কাগজে উজ্জ্বল রঙের সুন্দর ও আকর্ষণীয় প্রচ্ছদপট হবে।

(ঝ) **অনুশীলনী পুস্তকঃ**

শিক্ষার্থীদের অনুশীলন কাজ অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও একটি অনুশীলনী পুস্তক (ওয়ার্ক বুক) থাকবে।

৪·১·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

শিক্ষক নির্দেশিকায় নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থাকবেঃ

(ক) গণিত শিক্ষাদানের সাধারণ উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে গণিত শিক্ষাদানের বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ।

(খ) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

(গ) প্রত্যেক শ্রেণীর গণিতের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং প্রত্যেক পাঠের জন্য বিশেষ বিশেষ উপকরণের তালিকা, তাদের ছবি ও ব্যবহার প্রণালী।

(ঘ) প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীকক্ষকে বিভিন্ন সময়ে কর্মশালা, খেলাঘর, দোকান, ডাকঘর, পাঠাগার, পরীক্ষাগার, প্রদর্শনীঘর ইত্যাদিরূপে ব্যবহার করার জন্য তা সাজানোর নিয়ম ও ব্যবস্থাপনা।

(ঙ) গণিত শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মতৎপরতার ব্যবস্থা ও পরিচালনা।

(চ) শিক্ষার্থীদের পাঠে অগ্রগতির মূল্যায়নের রীতি ও পদ্ধতি। রেকর্ড রাখার পদ্ধতি। ক্রম পুঞ্জিত রেকর্ড কার্ডের নমুনা ও রেকর্ড বিশ্লেষণ।

(ছ) শিক্ষাদানে সহায়ক প্রয়োজনীয় অনুমোদিত গ্রন্থের তালিকা।

৪· গণিত

৪·২ দ্বিতীয় শ্রেণী

৪·২·১ ভূমিকাঃ

প্রথম শ্রেণীতে অধিত বিষয়ের পুনরালোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণা অধিকতর পরিস্ফুট করা হবে। অধিকন্তু যোগ ও বিয়োগের ধারণার উপর ভিত্তি করে যথাক্রমে গুণ ও ভাগের ধারণা দেওয়া হবে এবং "×" ও "÷" চিহ্নের সাথে শিশুদের পরিচয় করানো হবে। ভগ্নাংশের প্রাথমিক ধারণাও তাদেরকে দেওয়া হবে।

৪·২·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) থেকে (জ) পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

(ঝ) প্রথম শ্রেণীর বিষয়বস্তুর পুনরালোচনার মাধ্যমে শিশুকে সংখ্যার পরিমাণ বাচক ও ক্রমবাচক ধর্ম এবং গণনায় সংখ্যার ব্যবহার সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান দান করা।

(ঞ) সমান ও সমতুল দলের ধারণার মাধ্যমে দুটি দলের তুলনা করতে শেখানো।

(ট) ১০০ পর্যন্ত দশক ভিত্তিক সংখ্যার গঠন বুঝতে সক্ষম করা।

(ঠ) দলের উদাহরণের উপর ভিত্তি করে যোগ ও বিয়োগের ধারণার বিকাশ।

(ড) গুণ ও ভাগের প্রাথমিক কৌশল আয়ত্ব করতে শেখানো।

(ঢ) দৈনন্দিন জীবনের লেন-দেন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কিত সহজ সমস্যার সমাধানে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ব্যবহার করতে শেখানো।

(ণ) দৈর্ঘ, ওজন ও সময়ের পরিমাণ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান দান করা।

(ত) সহজ যুক্তি ক্ষমতার উন্মেষসাধন এবং দৈনন্দিন জীবনে নির্ভুলভাবে সংখ্যা ব্যবহারে অভ্যাস করানো।

(থ) কয়েকটি ঘনবস্তু ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো এবং রুলারের সাহায্যে অঙ্কনের কৌশল শেখানো।

৪·২·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) বিশ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণার পুনরালোচনা।
সংখ্যার পরিমাণ-বাচক ও ক্রম-বাচক ধর্ম এবং গণনায় সংখ্যার ব্যবহার।
একক ও দশক সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করা।
২১ থেকে ১০০ পর্যন্ত দশ-ভিত্তিক সংখ্যার গঠন।

(খ) জোড়া জোড়া, গণ্ডা গণ্ডা, পাঁচ পাঁচ ও দশ দশ করে গণনা।

জোড় ও বিজোড় সংখ্যার ধারণা।
সমান ও সমতুল দলের ধারণা।

এক জাতীয় বস্তুর দুটি বা ততোধিক দল যখন আকার, রং, সংখ্যা ইত্যাদি সব বিষয়ে এক রকম হয় তখন তারা সমান দল হবে, কিন্তু সংখ্যা ঠিক থেকে অন্য যে কোন বিষয়ে ভিন্ন হলে তারা সমতুল দল হবে।

(গ) **যোগের ধারণাঃ**

উপকরণের সাহায্যে যোগের ধারণার বিস্তৃতি।
দুই বা তিন সংখ্যার যোগ।

"হাতে রেখে" ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ (যোগ ফল অনূর্ধ একশত) সংখ্যা রেখার সাহায্যে গণনা ও যোগ।

যোগের অভেদরূপে শূন্য যোগ। যোগ সম্বলিত সমস্যার সমাধান।

(ঘ) বিয়োগের ধারণাঃ

উপকরণের সাহায্যে বিয়োগের ধারণার বিস্তৃতি।
দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার বিয়োগ।
সংখ্যা রেখার সাহায্যে পিছন দিকে গণনা ও বিয়োগ।
বিয়োগের অভেদরূপে শূন্য বিয়োগ।
বিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান।

(ঙ) গুণের ধারণাঃ

দুই বা ততোধিক সমান দলের যোগের সাহায্যে গুণের ধারণা গঠন।
একই পরিমাণ-বাচক সংখ্যাগুলোর যোগ ফলের দ্বারা গুণের ধারণা।
গুণ চিহ্নের "×" ব্যবহার।
উপকরণের সাহায্যে গুণের ধারণার বিস্তৃতি এবং দুই সংখ্যার গুণ (গুণ ফল অনূর্ধ ৫০)।
সংখ্যা রেখার সাহায্যে বার বার যোগ করে গুণ। পাঁচ পর্যন্ত গুণের নামতা।
শূণ্য দ্বারা গুণ।
১ দ্বারা গুণ, গুণের অভেদরূপে ১।
গুণ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান।

(চ) ভাগের ধারণাঃ

একটি দলকে নির্দিষ্ট সংখ্যক দলে বিভক্ত করে ভাগের ধারণা গঠন।
একটি দলকে সমান সমান দলে বিভক্ত করে ভাগের ধারণা গঠন।
২০ পর্যন্ত সংখ্যার ভাগ।
ভাগ চিহ্নের "÷" ব্যবহার।

(ছ) ভগ্নাংশের ধারণাঃ

একটি জিনিষকে সমান দুই বা চার ভাগে ভাগ করে $\frac{1}{2}$ ও $\frac{1}{4}$ ভগ্নাংশের ধারণা গঠন।
জোড় সংখ্যক বস্তুর সাহায্যে $\frac{1}{2}$ ও $\frac{1}{4}$ ভগ্নাংশের ধারণার বিস্তৃতি ভগ্নাংশের ব্যবহার।

(জ) প্রতীকের ব্যবহারঃ

বিভিন্ন অক্ষর বা অন্যান্য প্রতীক ব্যবহার করে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সমস্যা উপস্থাপন। যেমনঃ প্রতীক চিহ্নিত স্থানের সংখ্যা নির্ধারণঃ

(১) ক+৯=৩৯ (২) ২৬−খ=৫

(৩) ৪×ক=১২ (৪) ৮÷৪=খ

(ঝ) পরিমাপঃ

দৈর্ঘ--ইঞ্চি, ফুট, গজ।

ওজন--মণ, সের, ছটাক।

সময়--ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসর।

(ঞ) মুদ্রাঃ

টাকা, পয়সা, ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় এবং এ সম্পর্কিত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা।

(ট) জ্যামিতিক আকৃতিঃ

সরল রেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, বৃত্ত এবং পিরামিডের আকৃতি পরিচয়।
একটি চতুর্ভুজ থেকে দুটি ত্রিভুজ অঙ্কন। রুলারের ব্যবহার।

৪.২.৪ শিক্ষার উপকরণঃ

(ক) **সংখ্যার ধারণা গঠন ও বিস্তারের জন্যঃ** বিচি, কাঠি, দেয়াশলাই, এবাকাস, আঁটি বাধার জন্য সুতা বা রবারের ব্যান্ড, কাঠি বা অন্যান্য উপকরণ রাখার থলি, পীচ বোর্ড বা মলাটে আবদ্ধ পকেট, দশ ও একশত চিহ্ন সম্বলিত কার্ড, বিভিন্ন ছবি সম্বলিত চার্ট, ইত্যাদি।

(খ) **যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ধারণা গঠনের জন্যঃ** কাঠি, বিচি, মার্বেল, ছবির চার্ট ইত্যাদি এবং সম্ভব হলে ফ্যানেল বোর্ড ও তাতে ব্যবহারের উপযোগী উপকরণ যেমন, আর্ট কাগজের ছবি/আকৃতি, সিরিশ কাগজ, ইত্যাদি।

(গ) পরিমাপ শেখানোর জন্যঃ হাত কাঠি, ফুট কাঠি, গজ কাঠি, ফিতা, দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা, বাঁশের চোঙগ, টিনের কোটা ও মগ, কাগজ বা মাটির তৈরী খেলনা ঘড়ি, দেশীয় টাকার নোট ও মুদ্রা, ইত্যাদি। ওজন করার জন্য বালু, বিচি, শস্য ইত্যাদি।

(ঘ) জ্যামিতিক আকৃতির ধারণা দানের জন্যঃ কাঠ ও কাঠির তৈরী মডেল, কাগজ, কাঁচি, ছুরি, হাতুড়ী, সুতা, তার, ইত্যাদি।

(ঙ) ভগ্নাংশের ধারণা দানের জন্যঃ গোল আলু, কলা, কুমড়া, পেঁপে, বিচি, কাঠি, মার্বেল, ফুল, আতা, ইত্যাদি এবং চার্ট ও কার্ডে এ সবের ছবি।

(চ) মূল্যায়নের জন্যঃ শূন্যস্থান পূরণ করা, জোড়া মেলান, যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এবং তৎসম্পর্কিত সমস্যার কার্ড ও চার্ট।

৪.২.৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) নিকট পরিবেশে গণিতের প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেবেন। উদাহরণ স্বরূপ হাট-বাজার, দোকান, পোষ্ট অফিস, ইত্যাদি স্থানে তাকে নিয়ে গিয়ে সেখানকার কাজ-কর্ম ও লেন-দেন সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

(খ) শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক গণনা করতে ও তার রেকর্ড রাখতে অভ্যাস করাবেন। উদাহরণ স্বরূপ, একটি পাড়ায় বাড়ী ও বাড়ীর লোকজন, গৃহপালিত পশু ও পাখী, বিভিন্ন প্রকার গাছ, ইত্যাদি গণনা করে রেকর্ড রাখতে শেখাবেন।

(গ) এ বয়সের শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পাঠকে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলবেন। উদাহরণ স্বরূপ, জানা থেকে অজানা সহজ থেকে কঠিন, পর্যায়ক্রমিক কর্মতৎপরতা, পুনরালোচনা ও প্রয়োগ, ইত্যাদির নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

(ঘ) একক ও দশকের ধারণার মাধ্যমে বাঁশের কাঠি, কঞ্চি বা কার্ডের আটি বেঁধে তার সঙ্গে একটি, দুটি, তিনটি ইত্যাদি যোগ করে ২১, ২২, ২৩, এ-ভাবে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দেবেন।

(১) 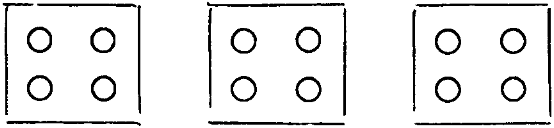

৪ + ৪ + ৪ = ১২

৪ × ৩ = ১২

(২) 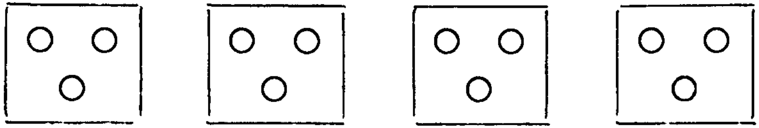

৩ + ৩ + ৩ + ৩ = ১২

৩ × ৪ = ১২

(৩)

○	○	○	○	৪
○	○	○	○	৪
○	○	○	○	৪
৩	৩	৩	৩	১২

৪ × ৩ = ১২

৩ × ৪ = ১২

(ঙ) বস্তু বা ছবি দুটি দুটি করে সাজিয়ে জোড় এবং বিজোড় সংখ্যার ধারণা দেবেন।

(চ) সংখ্যারেখার সাহায্যে জোড় বিজোড়, আগে পরে, ছোট বড় ইত্যাদি ধারণা পরিস্ফুট করবেন।

(ছ) দুটি দলের একত্রীকরণের সাহায্যে যোগ ও বিয়োগের পুনরালোচনা করবেন।

(জ) নীচের ছবিগুলোর অনুরূপ ছবি এঁকে শিশুকে দিয়ে যোগ ও বিয়োগের অনুশীলন করাবেন।

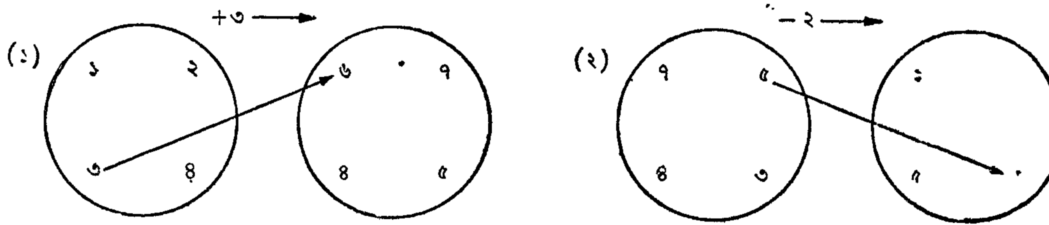

(ঝ) দশটি কাঠির আঁটি ব্যবহার করে যোগ ও বিয়োগ করার জন্য দশের আঁটি খুলে ও বেঁধে দেখাবেন।

(ঞ) বোর্ডে সংখ্যারেখা এঁকে যোগ ও বিয়োগের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

(ট) একই সংখ্যা থেকে যে সকল যোগসত্য গঠন করা যায় সেগুলো বস্তু বা ছবির সাহায্যে বুঝাবেন।

(ঠ) সমান সমান কতকগুলো দলের সংখ্যার যোগ থেকে গুণের ধারণা ব্যাখ্যা করবেন।

(ড) বস্তু বা ছবি কলামে ও সারিতে সাজিয়ে সমান সমান দল তৈরী করে কলাম ও সারির সংখ্যা যোগ করে গুণের ধারণা দেবেন।

ইট গণনার পদ্ধতি. সারি ও কলামে সাজানো, টেবিল গণনা করা, ইত্যাদি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে গুণের ধারণা সুদৃঢ় করবেন।

(ঢ) নিম্নরূপে সংখ্যারেখার সাহায্যে গুণের ধারণা ব্যাখ্যা করবেনঃ

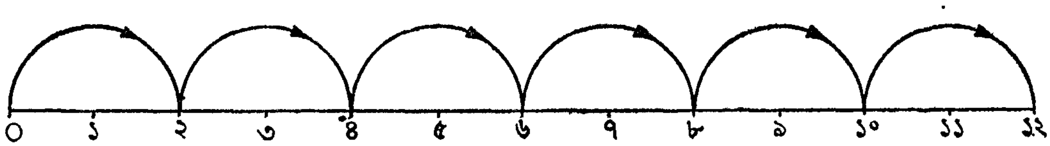

(ণ) নীচের ছবিগুলোর অনুরূপে ছবি এঁকে শিশুদেরকে দিয়ে গুণ ও ভাগের অনুশীলন কবাবেন।

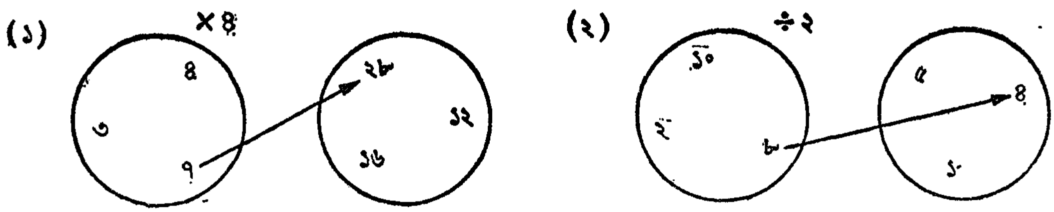

(ত) খেলনা ঘড়ির সাহায্যে ঘড়ির সংখ্যাগুলো চিনতে ও সময় বলতে শিশুদেরকে শেখাবেন। "বাজতে" ও "বেজে" শব্দের অর্থ বুঝাবেন। যেমন, ১টা "বাজতে" পাঁচ মিনিট (বাকী) এবং ৯টা "বেজে" পাঁচ মিনিট (বেশী)।

(থ) ঘড়ির বিভিন্ন চিত্র এঁকে শিক্ষার্থীদের দিয়ে সময় বলার অনুশীলন করাবেন এবং চিত্র আঁকাবেন।

(দ) শিক্ষার্থীদের দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর সংখ্যা, পরিমাণ, ওজন, ইত্যাদি আন্দাজ করাবেন। বস্তু মাপাবেন এবং মাপ রেকর্ড করাবেন।

(ধ) শিক্ষার্থীকে দিয়ে শ্রেণী কক্ষের ছেলেমেয়েদের উচ্চতা, হাতের দৈর্ঘ্য এবং বিভিন্ন জিনিষ-পত্র মাপ ও তুলনা দ্বারা বড় ছোট, উঁচু, নীচু, ইত্যাদির ধারণা দেবেন।

(ন) শিশুদেরকে দোকানে নিয়ে গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় রীতি দেখিয়ে বস্তুর ওজন ও সংখ্যা এবং মুদ্রা সম্বন্ধে ধারণা দেবেন।

(প) সমস্যা সমাধানের জন্য কথাকে সংখ্যায় এবং গাণিতিক চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করবেন। বস্তু বা ছবির সাহায্যে বাক্যকে ব্যাখ্যা করে তাকে গণিতের প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করাবেন।

(ফ) জ্যামিতিক আকৃতি তৈরী করে সেগুলোর কোনা, ধার, তট ইত্যাদি শেখাবেন।

(ব) রুলার ও পেন্সিল ব্যবহার করে জ্যামিতিক আকৃতি আঁকতে শেখাবেন।

৪·২·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) শিক্ষকের নির্দেশ মত শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করবে।

(খ) শ্রেণীকক্ষের কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করবে ও অনুশীলন করবে।

(গ) বাড়ীর কাজ নিয়মিত সম্পন্ন করবে।

(ঘ) জোড় এবং বিজোড় সংখ্যা নির্ণয় ও আলাদা করবে।

(ঙ) সংখ্যা ছোট থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোট ক্রম অনুসারে সাজাবে।

(চ) বাম থেকে ডান দিকে অথবা ডান থেকে বাম দিকে বস্তু গণনা করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমবাচক সংখ্যা বলবে।

(ছ) ইট, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির সারি ও কলাম গণনা করে গুণ শিক্ষা করবে।

(ঝ) খেলনা-ঘড়ি তৈরী করবে অথবা ঘড়ির চিত্র আঁকবে এবং সময় বলতে শিখবে।

(ঞ) বিভিন্ন জিনিষ মাপনের মাধ্যমে ওজন ও দৈর্ঘ সম্বন্ধে ধারণা লাভ ও তুলনা করবে এবং ভারী হালকা, লম্বা খাট, উঁচু নীচু ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করবে।

(ট) দোকান দোকান খেলায় অংশ গ্রহণ করে বস্তুর ওজন ও সংখ্যা এবং মুদ্রা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে।

(ঠ) জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর সাথে পরিচিত হবে এবং রুলার ও পেন্সিলের সাহায্যে সেগুলো আঁকবে।

৪·২·৭ মূল্যায়নঃ

শিশুর শিক্ষার অগ্রগতির মূল্যায়ন ক্রমাগত চলতে থাকবে। প্রতিটি পাঠ দানের সঙ্গে শিক্ষক শিশুর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন। যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভে শিশুর অগ্রগতির বিবরণ প্রতি মাসে লিপিবন্ধ করবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠে অগ্রগতির ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড অভিভাবকগণকে প্রতি তিন মাস পর পর জানাবেন।

মূল্যায়নে যে ধরণের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার কয়েকটি নমুনাঃ

(ক) শূণ্যস্থান পূরণঃ

১। শতক ☐ একক

২। ৫২ সংখ্যায় রয়েছে......টি দশক ও....টি একক।

৩। ৫৩+☐=৮৭, ৬৯−৩৪=☐, ☐×৩=২৪, ৮÷২=☐

৪। △ ☐, □ ☐, ○ ☐।

(খ) জোড় মিলাওঃ

৮−৫	৯
৭×৬	৩
৬+৫	৪২
১৮÷২	১১

(গ) মেপে লিখ:

——————→— ১ সে: মি:

(ঘ) যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা।

(ঙ) যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সম্বলিত সমস্যার সমাধান।

৪·১·৮ **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা:**

(ক) ভাষা: বাংলা চলতি ভাষা।

(খ) প্রত্যেকটি ধারণাকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গঠন করতে হবে। প্রকৃত বস্তু বা তাদের ছবি. জ্যামিতিক আকৃতি ইত্যাদি ব্যবহার করে সংখ্যার ধারণা গঠন করার পর সংখ্যার ব্যবহার দেখাতে হবে।

(গ) প্রত্যেক মূল ধারণার (সংখ্যা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি) শেষে অনুশীলনী থাকবে। অনুশীলনীতে ক্রম বিন্যস্ত সমস্যা থাকবে।

(ঘ) আকার ও মুদ্রণ:

(১) আকার—৭″×৯″

(২) পৃষ্ঠা সংখ্যা-(অনূর্ধ) ১০০

(৩) ছবি—প্রধানত: রঙিন।

(৪) ছাপা অক্ষর—মূল অংশ পাইকা বোল্ড এবং অনুশীলনী অংশ পাইকা।

(৫) প্রচ্ছদ ও অঙ্গ সজ্জা।

মোটা কাগজে উজ্জ্বল রঙের সুন্দর ও আকর্ষণীয় প্রচ্ছদপট হবে।

(ঙ) অনুশীলনী পুস্তক:

শিক্ষার্থীদের অনুশীলন কাজ অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও একটি অনুশীলনী পুস্তক (ওয়ার্ক বুক) থাকবে।

৪·২·১ **শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালা:** ১ম শ্রেণীর অনুরূপ।

৪ প্রাথমিক গণিত

৪·৩ তৃতীয় শ্রেণী

৪·৩·১ **ভূমিকা:**

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা গণিতের যে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে সে-সব ধারণাকে অধিকতর মজবুত ও বিস্তৃত করার ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকন্তু, প্রথম দু'শ্রেণীর শিশুদের তুলনায় তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অধিক পরিপক্ক বলে এ শ্রেণীতে স্থানীয় মাণ নির্ণয়, যোগ ও বিয়োগের সম্পর্ক, গুণ ও ভাগের সম্পর্ক, ভগ্নাংশের রূপান্তর, সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ, প্রতীকের ব্যবহার, ইত্যাদি নতুন ধারণাসমূহ লাভে তারা সক্ষম হবে। এছাড়া, গণিতে যুক্তির ব্যবহার এবং তথ্যের বিন্যাস ও পরিবেশন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। "শিক্ষকের কাজ" ও "শিক্ষার্থীর কাজ"-এর আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের কৌশল ও কর্মতৎপরতার উল্লেখ আছে।

৪·৩·২ উদ্দেশ্য:

১। শিশুর মনে সংখ্যার ধারণা সম্প্রসারিত, অর্থপূর্ণ ও দৃঢ় হবে।

২। শিশু প্রাথমিক চার নিয়ম সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সম্পাদনের কৌশল অর্জন করবে এবং তাদের অর্থপূর্ণ ব্যবহার করতে শিখবে।

৩। শিশু নিম্নলিখিত ধারণাগুলো উপলব্ধি করবে এবং তাদের প্রয়োগ শিখবে:

(ক) যোগ ও গুণের ধর্ম:—সংযোগ বিধি, বিনিময় বিধি, যোগের উপর গুণের বন্টন বিধি, যোগ ও গুণের অভেদ। যোগের বিপরীত কার্য বিধিরূপে বিয়োগ এবং গুণের বিপরীত কার্য বিধিরূপে ভাগ।

(খ) পরিমাপ—দৈর্ঘ্য, ওজন, ধারকত্ব, মুদ্রা ও ক্ষেত্র।

(গ) ভগ্নাংশ—সাধারণ ভগ্নাংশ।

(ঘ) জ্যামিতির প্রাথমিক ধারণা, অনানুষ্ঠানিক জ্যামিতি ও জ্যামিতির প্রতীক।

(ঙ) তথ্যের বিন্যাস—তীর লেখ, কলাম (স্তম্ভ) লেখ।

(চ) প্রতীকের ব্যবহার—অজানা রাশিকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ: ">" ও "<"-এর ব্যবহার।

৪। শিশুর মনে যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে এবং এক ও দুই স্তরবিশিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে শিখবে।

৫। গণিতের চিত্তাকর্ষক বিষয়ের প্রতি শিশুর মন আকৃষ্ট হবে।

৬। গণিতের প্রতি শিশুর অনুসন্ধিৎসা জাগবে।

৪·৩·৩ বিষয়বস্তু:

১। **বৃহৎ সংখ্যা পড়তে ও লিখতে শেখা:** ১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা। এক কোটি পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে ও পড়তে শেখা।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংখ্যা: পৃথিবীর ব্যাস, পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব, বাংলাদেশের জনসংখ্যা, ইত্যাদি।

২। স্থানীয় মানের ধারণার বিস্তৃতি সাধন।

"হাতে রেখে" তিন অঙ্কের সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ।

বিয়োগকে যোগের বিপরীত কার্যবিধিরূপে ব্যাখ্যা।

যোগের ধর্মাবলী সম্বন্ধে সচেতনতা—যোগের বিনিময় বিধি, সংযোগ বিধি।

কলামে ও পাশাপাশি লিখে যোগ ও বিয়োগ।

৩। **দল ও উপ-দলের ধারণার পুনরালোচনা:** দু'টি দলের সদস্যদের মিল করা, দু'টি দলের সদস্যদের কলাম ও সারিতে সাজানোর গুরুত্ব।

গুণ ও ভাগের ধারণা।

গুণ—সমান সমান দলের একত্রিকরণ।

ভাগ—একটি দলকে সমান সমান উপ-দলে বিভক্তকরণ।

গুণ ও ভাগের কৌশল আয়ত্বকরণ।

অনধিক তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাকে এক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ ও ভাগ।

গুণের ধর্মাবলী—বিনিময় বিধি, সংযোগ বিধি, গুণের অভেদ, যোগের উপর গুণের বণ্টন নিয়ম।
গুণ্য, গুণক ও গুণফলের ধারণা।
ভাগ—ভাগের অর্থ।
ভাগের সঙ্গে বিয়োগের সম্পর্ক।
ভাগে ব্যবহৃত শব্দের (ভাজক, ভাজ্য, ভাগফল, ভাগশেষ) অর্থ।
গুণ ও ভাগের শুদ্ধতা নির্ণয়।
গুণ ও ভাগের উপর সহজ সমস্যার সমাধান।

৪। **পরিমাপ ও একক:**

রৈখিক পরিমাপ—গজ, ফুট, ইঞ্চি; ফার্লং, মাইল।
সময় পরিমাপ—দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড; সপ্তাহ, মাস, বছর।
ওজন পরিমাপ—সের, ছটাক, তোলা, মণ।
মুদ্রা—১ টাকা, ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ১০ পয়সা, ৫ পয়সা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকা চেনা ও লেনদেন।

৫। **ভগ্নাংশের ধারণা ও ব্যবহার:**

দশভিত্তিক সংখ্যা শ্রেণীর স্বাভাবিক বিস্তাররূপে ভগ্নাংশের ধারণা।
সাধারণ ভগ্নাংশের ধারণা। ভগ্নাংশের রূপান্তর। সমহরবিশিষ্ট সহজ ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ।

৬। **যুক্তির ব্যবহার:**

২৫+৩২ অবশ্যই ৫০ ও ৬০-এর মধ্যবর্তী সংখ্যা, কারণ তাতে ৫টি দশক ও ৭টি একক রয়েছে।
"যদি—তবে" বাক্যের ব্যবহার।
যদি ৪ <৭ হয় তবে ৭> ৪ ইত্যাদি।
প্রথম চারি নিয়ম সংক্রান্ত এক ও দুই স্তরবিশিষ্ট সমস্যার সমাধান।

৭। **একটি ঘনবস্তুর জ্যামিতিক ধর্ম বিশ্লেষণ:** কোণ, শীর্ষ, ধার, তট বা ফ্রেম ইত্যাদি সনাক্তকরণ।

বৃত্ত, বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস সম্বন্ধে ধারণা।
চতুর্ভুজ ও বর্গক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য।
ত্রিভুজ, সমবাহু ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ধারণা।

৮। **তথ্যের বিন্যাস ও পরিবেশন:**

সংখ্যা ছোট থেকে বড় এবং বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজান।
তীর—লেখ ও স্তম্ভ—লেখ এর সহজ ব্যবহার।

৯। **প্রতীকের ব্যবহার:**

অজানা সংখ্যাকে জ্যামিতিক চিত্র ☐ দিয়ে চিহ্নিতকরণ:

যেমন, ৮− ☐ =৩ ইত্যাদি।

৪·৩·৪ উপকরণঃ

১। স্থানীয় মানের ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্যঃ

(ক) অ্যাবাকাস

(খ) স্থানীয় মানের পকেট চার্ট

(গ) কাঠির আঁটি

(ঘ) ট্রে ও গণনার বস্তু

(ঙ) চার্ট

২—৫। যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগঃ

(ক) কাঠের দণ্ড দশটি (১ থেকে ১০ ইঞ্চি লম্বা)

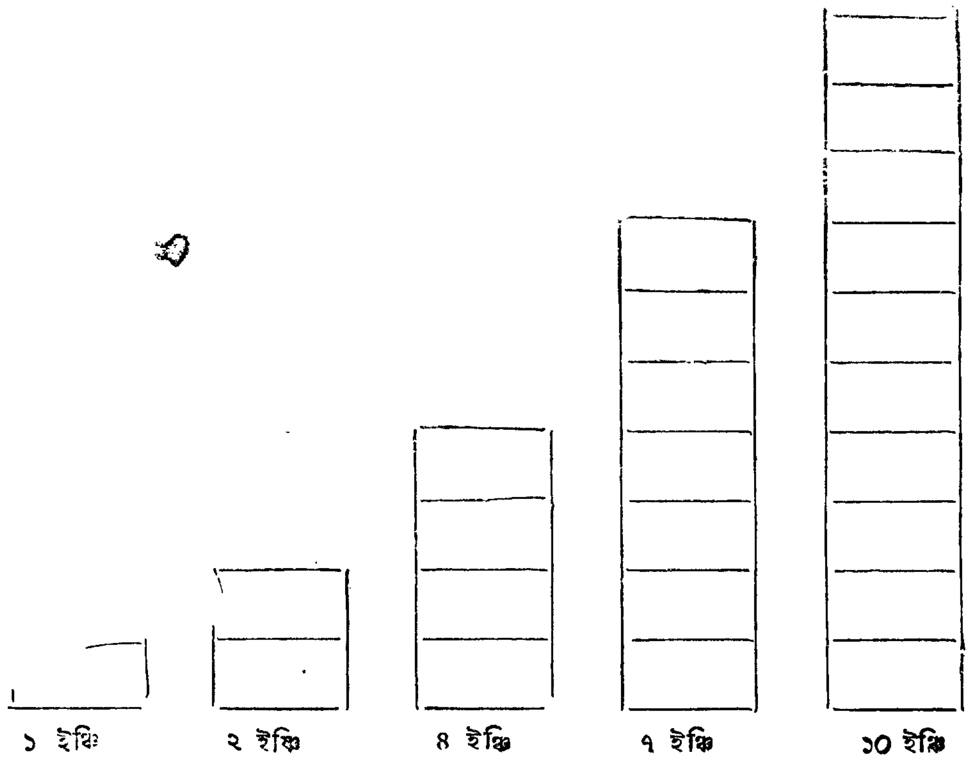

(খ) চার্ট (গ) ফ্ল্যাস কার্ড

৬। ওজন ও মাপ পরিমাপঃ

গজকাঠি, ফুটকাঠি, বাটখারা, সের ও ছটাকের পাথর, ঘড়ি।

দৈর্ঘ্য ও ওজনের এককের তালিকার চার্ট।

৭। **ভগ্নাংশঃ** ১, $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$ ...... $\frac{১}{১০}$ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য বৃত্তাকার ও আয়তাকার কার্ড-বোর্ডের খণ্ড।

কাঠের ব্লক বা অন্যান্য গণনার বস্তু।

জিও বোর্ড (সছিদ্র ছক কাটা বোর্ড)

৪·৩·৫ শিক্ষকের কাজঃ

১। সংখ্যাঃ

(ক) অ্যাবাকাস, কাঠির আঁটি, পকেট চার্ট, সংখ্যার ট্রে, ইত্যাদির মাধ্যমে ছোট বড় সংখ্যা প্রদর্শন করবেন এবং সংখ্যার স্থানীয় মান সম্পর্কে শিশুর মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করবেন।

(খ) শিশুদের স্থানীয় মানের ব্যাখ্যা সম্বলিত চার্ট পর্যবেক্ষণ করাবেন। এই চার্ট শ্রেণীকক্ষে দীর্ঘদিন ঝোলানো থাকবে।

(গ) চিত্র এঁকে সংখ্যার স্থানীয় মান বোঝাবেন।

(ঘ) সংখ্যাকে ব্যাখ্যা করবেন, যেমন—৪৩২=৪০০+৩০+২।

২। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগঃ

(ক) উপকরণের (কাঠের ব্লক) সাহায্যে শিক্ষক যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মাঝে সম্পর্ক দেখাবেন। যেমন—কতগুলো ২ একক যোগ করলে ১০ একক হয়, ২ একক কতবার নিলে ১০ একক হয়; ১০ একক থেকে ২ একককে কতবার বাদ দেওয়া যায় অথবা ১০ এককের মাঝে ২ একক কতবার আছে ইত্যাদি।

(খ) শিক্ষক সংখ্যারেখা অংকন করে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মাঝে সম্পর্ক বোঝাতে পারেন। যেমন—

৫+৫=১০

৫×২=১০

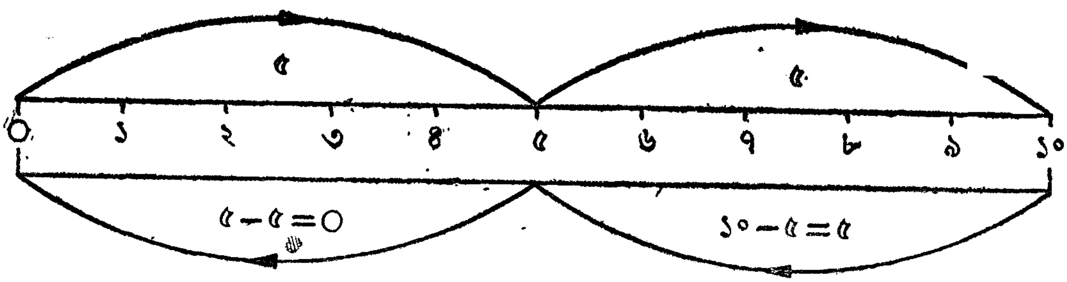

৩। ওজন ও মাপ পরিমাপঃ

(ক) ফুটকাঠি বা গজকাঠির দ্বারা শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র, দরজা, জানালা ও মেঝের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে দেখাবেন।

(খ) শিশুদের হাতের দৈর্ঘ্য ও দেহের উচ্চতা মেপে তার তালিকা প্রস্তুত করাবেন এবং সেটি শ্রেণীকক্ষে টাঙ্গিয়ে রাখবেন।

(গ) ফুটকাঠি ও গজকাঠির সংগে শিশুদের পরিচয় করিয়ে তাদের গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করবেন।

(ঘ) শ্রেণীকক্ষে (বা বাইরে কোথাও নিয়ে) শিশুকে বাটখারার সাহায্যে ওজন পদ্ধতির সংগে পরিচয় করাবেন। প্রত্যেক শিশুর ওজন নেবেন ও তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেণীকক্ষে টাঙ্গিয়ে রাখবেন।

(ঙ) শ্রেণীকক্ষে মাপ নেওয়ার জন্য ছোট ছোট বালুর বস্তা, পাল্লি-পাথর ও বাটখারার ব্যবস্থা রাখবেন।

(চ) ওজন ও মাপের একক সম্বলিত বিভিন্ন চার্ট তৈরী করবেন—চকবোর্ডে এঁকে দেখাবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন।

৪। ভগ্নাংশঃ

(ক) শিক্ষক এক তা কাগজকে প্রথমে সমান ২ ভাগে, ৪ ভাগে ও ৮ ভাগে ভাগ করে ১/২, ১/৪ ও ১/৮-এর অর্থ ব্যাখ্যা করবেন। এরপর তিনি এক তা কাগজ কেটে.................... ১/৩, ১/৬ ও ১/৯ অংশের অর্থ বোঝাবেন।

(খ) অনেকগুলো বস্তুকে (যেমন ৮টি কাঠের ব্লক) সমান ২ ভাগে বা ৪ ভাগে ভাগ করে ১/২ ও ১/৪-এর অর্থ ব্যাখ্যা করবেন।

(গ) এক খণ্ড কার্ডবোর্ড বা এক তা কাগজ এবং তার ১/২, ১/৩, ১/৪, ১/৫,....১/১০ কাটা অংশ শিশুর সামনে রেখে তাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর বলবেনঃ

(১) কতগুলো ১/২ তা কাগজ এক তা কাগজের সমান?

(২) কতগুলো ১/৩ তা কাগজ এক তা কাগজের সমান?

(৩) কতগুলো ১/৪ তা কাগজ এক তা কাগজের সমান?

(৪) কতগুলো ১/৪ তা কাগজ ১/২ তা কাগজের সমান?

(৫) কোনটি বড়, ১/২ না ১/৪?

(৬) কোনটি বড়, ১/৩ না ১/২?

(৭) ১/২, ১/৩ ও ১/৪-এর মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা ছোট?

(ঘ) ছবির মাধ্যমে ১/২, ১/৩................. ১/১০ অংশের অর্থ ব্যাখ্যা করবেন এবং তাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা করবেন।

(ঙ) ভগ্নাংশের অর্থ ও ভগ্নাংশ সম্পর্কিত শব্দার্থ ব্যাখ্যা করবেন।

(চ) কার্ডবোর্ডের তৈরী বৃত্তের সাহায্যে ১, ২/২, ৩/৩, ৪/৪, ৮/৮ অংশগুলো দেখাবেন ও তাদের মান সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করবেন।

(ছ) চার্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ভগ্নাংশের তুলনা।

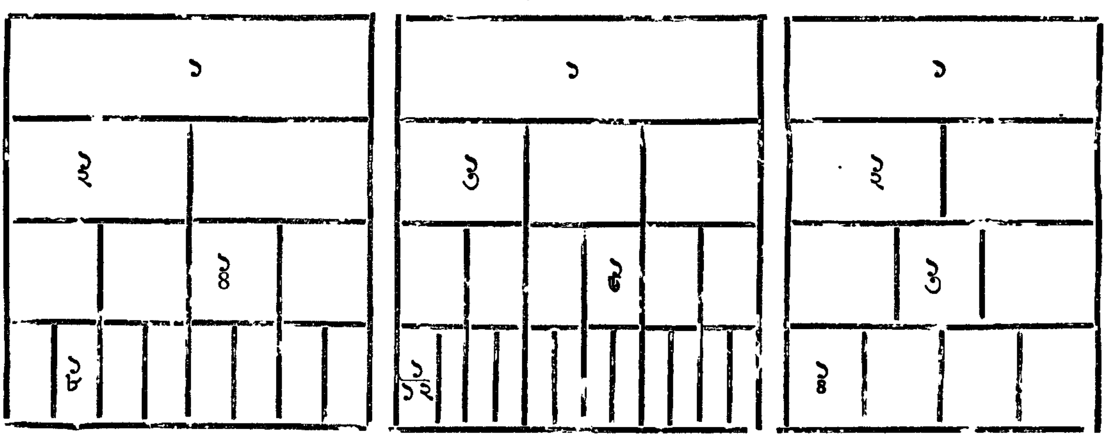

প্রথম চার্টে দেখান যায় যে,

$$১=\frac{১}{২}+\frac{১}{২}=\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}=\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}$$

২য় চার্টে,

$$১=\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}$$

৩য় চার্টেতে উপরের বিষয় বিশ্লেষণ ছাড়াও দেখান যায় যে,

$\frac{১}{২}>\frac{১}{৩}$

$\frac{১}{৩}>\frac{১}{৪}$

$\frac{১}{২}>\frac{১}{৩}>\frac{১}{৪}$ বা $১>\frac{১}{২}>\frac{১}{৩}>\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৪}<\frac{১}{৩}\angle\frac{১}{২}\angle১$

(জ) শিক্ষক কাগজ কেটে ও ছবি এঁকে একই ভগ্নাংশের বিভিন্নরূপ দেখাবেন। যেমনঃ

$\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}=\frac{৩}{৬}=\frac{৪}{৮}=\frac{৫}{১০}$

$\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}=\frac{৩}{৯}=\frac{৪}{১২}=\frac{৫}{১৫}$

$১=\frac{২}{২}=\frac{৩}{৩}=\frac{৪}{৪}=\frac{৫}{৫}$...

$১\frac{১}{২}=\frac{২}{২}+\frac{১}{২}=\frac{৩}{২}$

$২\frac{১}{৪}=\frac{৪}{৪}+\frac{৪}{৪}+\frac{১}{৪}=\frac{৯}{৪}$

৫। জ্যামিতিঃ

(ক) কার্ডবোর্ডের তৈরী রঙিন বৃত্ত, ত্রিভূজ ও চতুর্ভূজ একসংগে রেখে শিশুকে প্রত্যেকটি জিনিস সনাক্ত করতে বলবেন। বর্গক্ষেত্র, চতুর্ভূজ ও আয়তক্ষেত্রের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে

বলবেন।

(খ) শিশুকে আশ-পাশের বস্তুসমূহ, যেমন—চকবোর্ড, বই, ঘরের ছাদ, মেঝে, বল, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদির আকৃতি লক্ষ্য করতে বলবেন এবং বৃত্ত, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের সংগে এদের কোনটার মিল আছে তা জিজ্ঞাসা করবেন।

(গ) কাগজ ভাঁজ করে/কেটে সমবাহু ও সমদ্বিবাহু আকৃতিকে সমান দু'ভাগে ভাগ করবেন।

(ঘ) একটি ঘনকের ধার, তট ও ফ্রেম সনাক্ত করতে বলবেন।

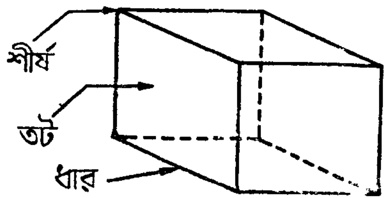

৬। মুদ্রাঃ

শ্রেণীকক্ষে সকল মুদ্রা এনে শিশুদেরকে সেগুলো চিনতে দেবেন। খোকার দোকান করে জিনিষ কেনাকাটি করার ব্যবস্থা করবেন।

৯.৩.৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

১। সংখ্যাঃ

(ক) শিশু উপকরণের মাধ্যমে সংখ্যা ব্যাখ্যা করবে।

(খ) সংখ্যার চার্ট পর্যবেক্ষণ করবে ও সংখ্যা ব্যাখ্যা করবে।

(গ) ছবি এঁকে সংখ্যা প্রকাশ করবে।

(ঘ) সংখ্যার স্থানীয় মান নির্দেশ করার উপর অনুশীলনী করবে।

(ঙ) নির্দিষ্ট অঙ্কের দ্বারা বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লিখবে।

(চ) হারানো সংখ্যা বের করবে, যেমন—৭, ১৩,—,২৫।

(ছ) ১০ করে, ১০০ করে সংখ্যা গণনা করবে।

(জ) বাংলাদেশের জনসংখ্যা জানবে।

২। **যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগঃ** শিশু উপকরণের (বিভিন্ন ব্লক) সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মাঝে সম্পর্ক বের করবে। যেমন—

(ক) ৯ ও ৬ এককের মাঝে ৩ একক কতবার আছে এবং সেগুলি কি কি উপায়ে বের করা যায় দেখবে।

(খ) ১০ এককের মাঝে ৫ একক কত বার আছে এবং সেটা কি কি উপায়ে বের করা যায় দেখবে।

(গ) যোগ ও বিয়োগের ব্যাখ্যা করবে।

(ঘ) গুণ ও ভাগের ব্যাখ্যা করবে।

(ঙ) একই সমস্যাকে যোগ ও গুণের সাহায্যে সমাধান করবে।

(চ) একই সমস্যাকে বিয়োগ ও ভাগের সাহায্যে সমাধান করবে।

(ছ) মৌলিক যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ সত্যের তালিকা প্রস্তুত করবে।

(জ) গুণনের উপর প্রযোজ্য বিনিময় বিধি, সংযোগ বিধি, অভেদ, যোগের উপর গুণের বণ্টন নিয়ম ব্যবহার করতে শিখবে।

৩। **ওজন ও মাপ পরিমাপঃ**

(ক) শিশু তার নিজের ও অন্যান্য সহপাঠির হাতের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা প্রথমে আন্দাজ করবে ও পরে স্কেল দিয়ে মেপে দেখবে। পরে তালিকা প্রস্তুত করবে।

(খ) শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য জিনিষপত্র শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে মেপে দেখবে।

(গ) বালুর ছোট ছোট বস্তা প্রথমে আন্দাজ করবে ও পরে মেপে দেখবে। অনুরূপভাবে বই, খাতা, ইট, পাথর, তুলা, ইত্যাদি প্রথমে আন্দাজ করবে ও পরে মেপে দেখবে।

৪। **ভগ্নাংশঃ**

(ক) শিশু এক তা কাগজ কেটে $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$.................. $\frac{১}{১০}$ অংশ বের করবে।

(খ) অনেকগুলো বস্তুর $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ অংশ বের করতে চেষ্টা করবে।

(গ) কাগজ কাটার সাহায্যে শিক্ষক প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজবে।

(ঘ) কাগজ কাটা $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$.................$\frac{1}{10}$ অংশগুলি ছোট থেকে বড় ও বড় থেকে ছোট ক্রম অনুসারে সাজাবে এবং অংশগুলোর পাশে/নীচে সংখ্যা লিখবে।

(ঙ) নিজ নিজ খাতায় কোন আয়তাকার ক্ষেত্রের ১, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$.......................$\frac{1}{10}$ এ দশটি অংশ আঁকবে ও রং করবে।

(চ) কাটা কাগজ ও অংকনের মাধ্যমে একই ভগ্নাংশের বিভিন্ন রূপের পর্যবেক্ষণ করবে।

৫। **জ্যামিতিঃ**

(ক) শিশু বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ অংকন করবে, রং করবে এবং তাদের পাশে/নীচে নাম লিখবে।

(খ) শিশু তার আশ-পাশের বস্তুর আকার ও আকৃতির সংগে বৃত্ত, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের সম্পর্ক নির্ণয় করবে।

৪·৩·৭ মূল্যায়নঃ

শিশুর শিক্ষার মূল্যায়ন ক্রমাগত চলতে থাকবে। প্রতি পাঠের সংগে সংগে শিক্ষক সে পাঠে শিশুর অর্জিত বিদ্যার মূল্যায়ন করবেন এবং অগ্রগতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন।

শ্রেণীকক্ষের আলোচনার সময় মূল্যায়নের জন্য সত্য মিথ্যা, শূণ্যস্থান পূরণ, উত্তর বাছাই এবং বর্ণনা ও ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন করা যেতে পারে।

এ ছাড়া, প্রতি তিন মাসে একটি করে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় সত্য মিথ্যা ব্যতীত অপর যে কোন ধরণের প্রশ্ন থাকতে পারে।

পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকায় মূল্যায়নের জন্য উদাহরণসহ প্রশ্নের ধারা ও নমুনা দেওয়া থাকবে।

শিক্ষার্থীর পাঠে অগ্রগতির ক্রমপুঞ্জিত বিবরণ প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তার অভিভাবককে জানাতে হবে।

৪·৩·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক)—(গ) পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর (ক) থেকে (গ)-এর অনুরূপ।

(ঘ) আকার ও মুদ্রণঃ

(১) আকার—৭″×৯″।

(২) পৃষ্ঠা সংখ্যা (অনুর্দ্ধ)—১০০।

(৩) ছবি—প্রয়োজনীয় প্রাণী ও বস্তুর পরিষ্কার ছবি।

(৪) ছাপা—অক্ষর হবে পাইকা।

(৫) প্রচ্ছদ ও অংগসজ্জাঃ

মোটা কাগজে উজ্জ্বল রঙের সুন্দর ও আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ পট।

(ঙ) প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে বিষয়বস্তু কম কথায় ও সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করা দরকার যাতে শিশুরা তা পড়ে বুঝতে পারে। তাছাড়া, ছবি, চার্ট, উদাহরণ ইত্যাদির সাহায্যে বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন শিশু, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিকট সেগুলো আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হয়।

৪·৩·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

(প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ)

৪—গণিত

৪.৪ চতুর্থ শ্রেণী

৪.৪.১ ভূমিকা ঃ

এ শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে তৃতীয় শ্রেণীতে পঠিত ধারণাসমূহের দৃঢ়করণ, বিস্তার ও ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকন্তু, এ শ্রেণীর শিশুরা মেট্রিক পদ্ধতিতে মুদ্রা ও রৈখিক পরিমাপ, রোমান সংখ্যা পরিচয়, প্রথম চার নিয়মের একক ও বিধিসমূহ, গুণিতক ও গুণনীয়ক, মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা, বর্গসংখ্যা, সংখ্যার ছক, পরিসংখ্যান, দশমিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ, আসন্ন মান নির্ণয়, ক্ষেত্র ও ঘনবস্তুর বিভিন্ন অংশের পরিচয় ও তাদের সম্পর্ক, দৈর্ঘ, ক্ষেত্রফল, পরিসীমা ও কোণের পরিমাপ ও একক, লেখ অঙ্কন ইত্যাদি নতুন ধারণাগুলো লাভ করবে। গণিতের ব্যবহার করে চিন্তাশক্তি ও যুক্তির বিকাশ সাধন এবং সমস্যা সমাধানের কৌশল অর্জনের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৪.৪.২ উদ্দেশ্য ঃ

১। শিশুর মনে সংখ্যার ধারণা অধিক সম্প্রসারিত ও দৃঢ় হবে।

২। সংখ্যা পদ্ধতি গঠন প্রণালী সম্পর্কে শিশু কার্যকরী ধারণা লাভ করবে ও তার প্রতি শিশুর সপ্রশংস মনোভাব গড়ে উঠবে।

৩। শিশুর যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে।

৪। শিশু দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হিসাব নিকাশ করতে সক্ষম হবে।

৫। শিশু গণিতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে ও গণিত শিখতে আগ্রহী হবে।

৬। শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত ধারণাগুলো উপলব্ধি করবে ও তাদের প্রয়োগ শিখবে ঃ

(ক) স্বকীয়মান ও স্থানীয়মানের গুরুত্ব উপলব্ধি এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ; ১০, ১০০, ১,০০০ ইত্যাদি দিয়ে গুণ ও ভাগ।

(খ) স্থানীয় ও স্বকীয়মানের ব্যবহার করে প্রাথমিক চার নিয়মের পদ্ধতিগুলির ব্যাখ্যা প্রদান। প্রাথমিক চার নিয়ম ও তাদের অন্বয়ের বিধিসমূহ (বিনিময় ইত্যাদি নিয়মাবলী) "হাতে রাখা" এবং "ধার করা"।

(গ) দশমিক ও সাধারণ ভগ্নাংশের প্রাথমিক চার নিয়ম, তাদের অন্বয়ের বিধি। দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত সংখ্যা এবং দুই অঙ্কবিশিষ্ট ভগ্নাংশ।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের পূর্বে চেনা জ্যামিতিক চিত্র সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞানলাভ, শীর্ষ, ধার ও তট চেনা। খোলা বা বন্ধ ক্ষেত্র সম্বন্ধে ধারণা লাভ। অনানুষ্ঠানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে দুটি জ্যামিতিক চিত্রের ছোট, বড় ও সর্বসমতা নির্ণয় করা।

(ঙ) ক্ষেত্রফলের প্রাথমিক ধারণা ও সহজ পরিমাপ। ক্ষেত্রফলের একক (দেশী এককসহ) সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

(চ) প্রতীকের (Symbol) ব্যবহার। সাধারণ বাক্য ও গণিতের বাক্য। সর্বনাম প্রতীক।

(ছ) "যদি—তবে" সম্বলিত বাক্যের ও যুক্তির বিকাশ সাধন।

(জ) দুই বা ততোধিক স্তরবিশিষ্ট সহজ সমস্যার সমাধান।

৪.৪.৩ বিষয়বস্তুঃ

১। কোটি পর্যন্ত সংখ্যা লিখন ও পঠন।
মিলিয়ন ও বিলিয়নের ধারণা। এগুলো লিখন ও পঠন।
স্থানীয় মানের ধারণার বিস্তৃতি সাধন।
১০, ১০০, ১,০০০ ইত্যাদি সংখ্যার সাহায্যে গুণ ও ভাগ করার পদ্ধতি শেখা।
মেট্রিক পদ্ধতিতে মুদ্রা, রৈখিক পরিমাপ ইত্যাদি লেখা।
রোমান সংখ্যা প্রতীক চেনা এবং ৫০ পর্যন্ত রোমান সংখ্যা লিখা।

২। অনধিক ছয় অঙ্কবিশিষ্ট ৩/৪ সারি সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ।
যোগ অন্বয়ের বিধিসমূহ।
যোগের একক।
যোগের বিপরীত পদ্ধতিরূপে বিয়োগ।

৩। ১৬×১০ পর্যন্ত নামতা শেখা এবং ৯৯৯৯৯×৯৯৯ পর্যন্ত গুণ শেখা।
ভাগকে গুণের বিপরীতরূপে প্রকাশ করা এবং পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাকে অনধিক ১৬ দিয়া ভাগ করা।
গুণের বিধিসমূহ। গুণের একক।
ভাগের বন্টন নিয়মঃ $\frac{ক+খ}{গ}=\frac{ক}{গ}+\frac{খ}{গ}$

৪। গুণনীয়ক ও গুণিতক সম্বন্ধে ধারণা গঠন।
সেটের ধারণার ব্যবহার।
মৌলিক ও কৃত্রিম সংখ্যা, বর্গসংখ্যা।
সংখ্যার ক্রমনির্ণয় ও সংখ্যার বিন্যাস।
সংখ্যার ছক পড়া।
আমদানী-রপ্তানী, জনসংখ্যা, কৃষি ইত্যাদির পরিসংখ্যান।

৫। সংখ্যা শ্রেণীর বিস্তার সাধন।
দশমিক ও সাধারণ ভগ্নাংশ।
সংখ্যা ও সংখ্যানাম (Numerals)।
অনুশীলনীতে বিভিন্ন পরিমাপের ব্যবহার যেমন—রীম, দিস্তা, গ্রোস, কুড়ি ইত্যাদি।
নতুন সংখ্যা লেখার পদ্ধতি ও ভাদের প্রক্রিয়া।
যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়াসমূহের বিধি।

৬। দশমিক ভগ্নাংশের ধারণা গঠন।
দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে এবং সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তর।
দশমিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ।
ভগ্নাংশকে ক্ষুদ্রতম আকারে প্রকাশ করা।
ভগ্নাংশের মানের ক্রম।

৭। নির্দিষ্ট দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান নির্ণয়।
৪.৪৫ ফুট +৫.৬৩ ফুট +৭.৫৪ ফুট =১৭.৭১ ফুটকে ১৭.৭ ধরা যেতে পারে।
বাস্তব প্রয়োজনে আসন্নমান নির্ণয়ের আবশ্যকতা।
দুই অংকবিশিষ্ট দুই সংখ্যার গুণফলের আসন্নমান নির্ণয়।
৭৬×৪২=কত? অবশ্যই ৭০×৪০ এবং ৮০×৫০-এর মধ্যে কোন সংখ্যা হবে বা ২,৮০০ এবং ৪,০০০-এর মধ্যবর্তী সংখ্যা হবে।
অনুরূপভাবে ৪১÷৪=কত? ইত্যাদি।

৮। জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলোর (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, সামন্তরিক ইত্যাদির) শীর্ষ, ধার ও তল চেনা।

ঘন, আয়তাকার ঘনবস্তু, পিরামিড, বেলন, ইত্যাদির শীর্ষ ধার ও তল চেনা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন।

রেখা দ্বারা বদ্ধ সরলক্ষেত্র।

বদ্ধ ও খোলা ক্ষেত্র।

একটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ।

আকার ও আকৃতির সমতার প্রতীক "≡"।

জ্যামিতিক কোণ অঙ্কন ও মাপন। চাঁদা ব্যবহার।

জ্যামিতিক আকৃতি অঙ্কন—বৃত্ত, সমবাহু, সমদ্বিবাহু ও সমকোণী ত্রিভুজ।

ক=৩০° লিখতে শেখা।

৯। মেট্রিক প্রণালীতে দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপ।

ক্ষেত্রফলের একক—বর্গইঞ্চি, বর্গফুট, বর্গগজ, কাঠা, বিঘা, একর ইত্যাদি ক্ষেত্রফল মাপার পদ্ধতি। ছোট ও বড় ক্ষেত্রফলের ধারণা।

আয়তক্ষেত্র ও সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়।

বর্গফুট ও দেশীয় এককের সম্পর্ক।

১০। প্রতীকের ব্যবহার। উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষেত্রফলের সূত্র, $A=L\times b$ $A=$ক্ষেত্রফল, $L=$দৈর্ঘ, $b=$বিস্তার) গাণিতিক বাক্য, প্রতীক ও সর্বনাম।

১১। "যদি—তবে" বাক্যের ব্যবহার। যদি ৫,২৮০ ফুটে ১ মাইল হয় এবং ৩ ফুটে ১ গজ হয়, তবে ১ মাইলে কত গজ? ইত্যাদি।

১২। চিত্রলেখ ও স্তম্ভলেখ অঙ্কন। লেখ অঙ্কনে জনসংখ্যা, কৃষি, যোগাযোগ শিক্ষা সম্পর্কিত বাস্তব উপাত্তের ব্যবহার।

১৩। যোগ ও গুণের ধারণার ব্যবহার করে দুই স্তরবিশিষ্ট সমস্যার সমাধান।

৪·৪·৪ **উপকরণঃ**

১। সংখ্যা ও প্রাথমিক চার নিয়ম শিক্ষাদানের জন্যঃ

(ক) এবাকাস, কাঠের বা মাটির ব্লক, কাঠির গুচ্ছ, গ্রাফবোর্ড, চকবোর্ড, জিওবোর্ড ও ফ্ল্যানেলবোর্ড এবং একক, দশক, শতক ইত্যাদি বোঝানোর জন্য সারিবদ্ধ পকেট, কার্ড/শক্ত কাগজ ইত্যাদি।

(খ) ছক কাগজ, যোগের ধর্ম ব্যাখ্যাকারী চার্ট, যোগের নামতার চার্ট, গুণের নামতার চার্ট, যোগ ও বিয়োগ এবং গুণ ও ভাগের সম্পর্ক বিশ্লেষণকারী চার্ট।

(গ) পরিসংখ্যান চার্ট—বাংলাদেশের জনসংখ্যা, বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা, খাদ্য উৎপাদন, আবাদী জমি, প্রতি বছরের আমদানী রপ্তানী ইত্যাদি।

(ঘ) দশমিক ভগ্নাংশ ও সাধারণ ভগ্নাংশ শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি বিশেষ চার্ট।

২। জ্যামিতি ও জ্যামিতিক চিত্র শিক্ষাদানের জন্যঃ

(ক) ঘনবস্তু, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, সামন্তরিক ইত্যাদির মডেল। কার্ড/শক্ত কাগজ. ফ্ল্যানেল বোর্ড, জিও বোর্ড ইত্যাদি অঙ্কনের যন্ত্রপাতি।

(খ) ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্র ও সামন্তরিকের ব্যবহার প্রদর্শন করার জন্য কয়েকটি ছবি ব্লক কাগজ।

(গ) ক্ষেত্রফলের একক সম্বন্ধে ধারণা দানের জন্য বর্গ ইঞ্চি, বর্গ ফুট, বর্গ সেন্টিমিটার, বর্গ ডেসিমিটার পরিমিত কার্ডের/শক্ত কাগজের বর্গ একক।

৪·৪·৫ শিক্ষকের কাজঃ

১। সংখ্যাঃ

দশভিত্তিক সংখ্যা শ্রেণী ও তাদের প্রথম চারি নিয়ম সংক্রান্ত কার্যাবলীঃ

(ক) শিক্ষক কাঠের বা মাটির ছোট ছোট ঘনককে এককরূপে ব্যবহার করে একক, দশক, শতক ও হাজারের ধারণার পুনরালোচনা করবেন।

একক—একটি ঘনক।

দশক—দশটি ঘনকের একটি সারি।

শতক—দশটি দশটি করে কলাম ও সারিতে সাজান একশত ব্লকের একটি বর্গক্ষেত্র (১০×১০)।

হাজার—১০×১০×১০ ব্লকের একটি ঘনক।

(খ) গ্রাফ কাগজের সাহায্যে একক, দশক ও শতকের ধারণার পুনরাবৃত্তি।

(গ) কাঠের ও কাঠির গুচ্ছের সাহায্যে ঐ ধারণার পুনরাবৃত্তি।

(ঘ) উপরোল্লিখিত উপকরণের সাহায্যে একটি সংখ্যার স্বকীয়মান ও স্থানীয়মানের ধারণা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(ঙ) একটি সংখ্যাকে একঘর বামে সরালে তার স্থানীয়মান ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়, দু'ঘর বামে সরালে একশত গুণ বৃদ্ধি পায়............এ প্রকারের ধারণা নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারেঃ

হা	শ	দ	এ	
			৭	=৭×১
		৭	০	=৭×১০
	৭	০	০	=৭×১০০
৭	০	০	০	=৭×১০০০

(চ) স্বকীয়মান ও স্থানীয়মান এর ধারণা পরিস্ফুট করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সংখ্যা ভেঙ্গে ভেঙ্গে লিখতে অভ্যস্ত করাবেন।

৭=৫+২=৪+৩, ইত্যাদি।

১৪৫=১০০+৪০+৫, ইত্যাদি।

৭০০=৪০০+৩০০=৬০০+১০০, ইত্যাদি।

২। যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগঃ

(ক) যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ধারণা শিক্ষার্থীদের মনে স্পষ্টতর করবেন।

(খ) যোগ ও গুণের নিম্নলিখিত বিধিসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেনঃ

সঙ্গীকরণ বা সংযোগ বিধিঃ (৩+৪)+৫=৩+(৪+৫)
(৩×৪)×৫=৩×(৪×৫)

বিনিময় বিধিঃ ৩+৪=৪+৩
৩×৪=৪×৩

এককের অবস্থানঃ ৩+০=০+৩=৩
৪×১=১×৪=৪

যোগের উপর গুণের বন্টন বিধিঃ ৩×(৪+৫)=৩×৪+৩×৫
(গুণের রূপকে যোগের রূপে প্রকাশ)

(গ) বাস্তব ক্ষেত্রে উক্ত বিধিগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করবেন।

(ঘ) বিধিগুলো শ্রেণীকক্ষে একটি চার্টে লিখে রাখতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের সময় সেগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করবেন।

(ঙ) যোগ, বিয়োগ ও গুণের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলো শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাখ্যা করবেন। বিয়োগ-এর বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

(চ) বিয়োগকে যোগের বিপরীত পদ্ধতি এবং ভাগকে গুণের বিপরীত পদ্ধতিরূপে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

(ছ) শিক্ষার্থীদের নিকট আনুষ্ঠানিক গুণের ও ভাগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবেন।

(জ) শিক্ষার্থীদের ভাগের বণ্টন ধারণা ও পরিমাণ ধারণার পার্থক্য বুঝিয়ে দেবেন। বণ্টন ধারণায় একটি বৃহৎ দলকে কয়েকটি সমান উপদলে ভাগ করে প্রতি উপদলের সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করতে বলবেন।

পরিমাপ ধারণায় একটি বৃহৎ দলকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য-সম্বলিত উপদলে বিভক্ত করে উপদলের সংখ্যা নির্ণয় করতে বলা।

(ঝ) ভাগের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যাঃ

০	৬	৪	৭
হা	শ	দ	এ
৩	২	৩	৫
৩	০		
	২	৩	
	২	০	
		৩	৫
		৩	৫

৩ হাজার ২ শত ৩ দশ ও ৫ একককে ৫ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ৩ হাজারকে হাজার হিসেবে রেখে ৫ দিয়ে ভাগ করা যায় না, কাজেই ভাগ ফলে হাজারের ঘরে শূন্য বসবে এবং ৩ হাজারকে শতকে রূপান্তর করতে হবে, ৩ হাজারে ৩০ শত এবং আরও ২ শত যোগ করলে ৩২ শত হয়, একে ৫ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলে শত'র ঘরে ৬ হবে এবং ভাগশেষ ২ শত থাকবে। পুনরায় দুই শতকে ২০ দশকে রূপান্তর করতে হবে এবং তার সাথে ৩ দশক যোগ করে ২৩ দশকে ৫ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলে ৪ দশক বসবে এবং ভাগশেষে ৩ দশক থাকবে। ৩ দশককে এককে রূপান্তরকালে ৩০ একক হবে এবং তার সাথে ৫ একক যোগ করলে ৩৫ একক হবে। এবার ৩৫ একককে ৫ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলে ৭ একক এবং ভাগশেষ শূন্য হবে।

৩। গুণিতক ও গুণনীয়কঃ

(ক) গুণের সাহায্যে গুণিতক নির্ণয়ঃ

৩-এর গুণিতকঃ

৩×১=৩
৩×২=৬
৩×৩=৯
৩×৪=১২
৩×৫=১৫
ইত্যাদি।

(খ) সংখ্যারেখা এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের সাহায্যে গুণিতকের প্রকাশঃ

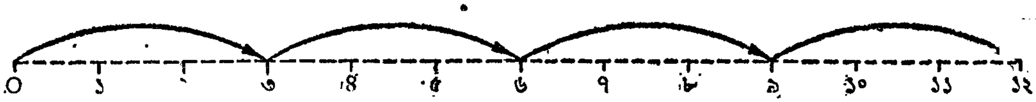

৩	৬	৯
১২	১৫	১৮
২১	২৪	২৭

(গ) যে-কোন দুই বা ততোধিক সংখ্যার লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকের ধারণা। ৩-এর গুণিতক ঃ

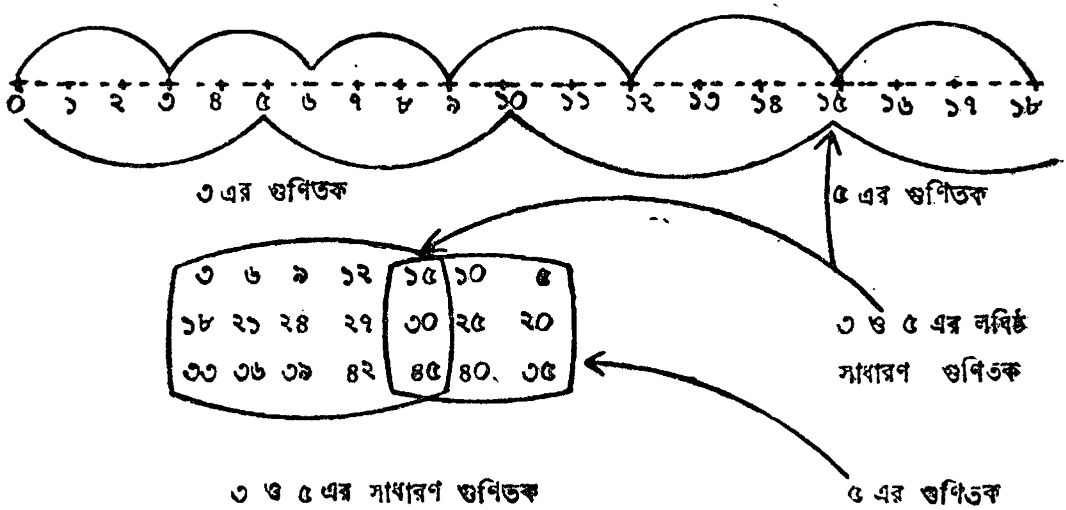

(ঘ) ভাগের সাহায্যে গুণনীয়ক নির্ণয় ঃ

```
২ | ১২
  ------
   ২ | ৬
     ------
     ৩ | ৩
       ------
          ১
```

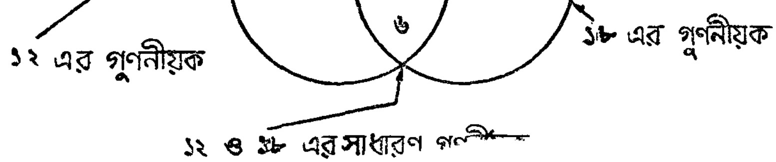

(ছ) দু'টি সংখ্যার গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের ধারণা উপরের চিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

৪। **ভগ্নাংশঃ**

(ক) একটি সংখ্যা নাম হিসাবে ভগ্নাংশের ব্যবহার, যেমন এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, তিন-পঞ্চমাংশ ইত্যাদি। এ ধরণের সংখ্যা নাম ব্যবহার করে ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যার ন্যায় যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা শেখাবেন। অতঃপর সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ শেখাবেন।

(খ) অভেদের ব্যবহার করে ভগ্নাংশকে নানারূপে প্রকাশ যেমনঃ

$$\frac{১}{২}=\frac{১}{২}\times ১=\frac{১}{২}\times\frac{৩}{৩}=\frac{৩}{৬}$$

বা $\frac{১}{৩}=\frac{১}{৩}\times ১=\frac{১}{৩}\times\frac{২}{২}=\frac{২}{৬}$ ইত্যাদি

অভেদের ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অসম হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশের তুলনা করতে এবং যোগ ও বিয়োগ করতে শেখাবেন।

(ঙ) তীর লেখের সাহায্যে গুণনীয়কের প্রকাশঃ

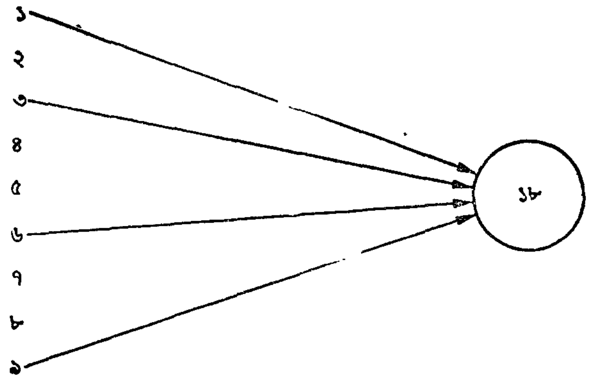

(চ) দু'টি সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক আবদ্ধ চিত্রের সাহায্যে প্রকাশঃ

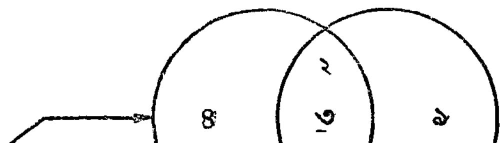

(গ) দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের তুলনা, যোগ বা বিয়োগ করতে শেখাবেন। ল, সা, গু, ও গ, সা, গু-র ব্যবহার। একই ধারণার ব্যবহার করে ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারেও প্রকাশ করতে শেখানো যাবে।

(ঘ) চিত্র এবং সংখ্যা রেখার সাহায্যে ভগ্নাংশের গুণ ও ভাগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবেন। এভাবে পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি শিখবে।

(ঙ) একটি ভগ্নাংশকে অন্য আর একটি ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করতে হলে পরের ভগ্নাংশটিকে পাল্টিয়ে কেন গুণ করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাখ্যা করবেন। চতুর্থ শ্রেণীতে কেবলমাত্র আগের পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫। দশমিক ভগ্নাংশ:

(ক) সাধারণ দশ-ভিত্তিক সংখ্যা শ্রেণীর বিস্তাররূপে দশমিক ভগ্নাংশ শেখাবেন। একক, দশক, শতকের মত, ডানদিকে দশমাংশ, শতাংশ, সহস্রাংশ লিখে সংখ্যা শ্রেণীর বিস্তার শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।

(খ) আনুষ্ঠানিক যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাখ্যা করবেন।

(গ) সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তরের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবেন।

উদাহরণ: ২/৩ কে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করে

	০	·৬	৬	৬
	একক	দশমাংশ	শতাংশ	সহস্রাংশ
৩	২			
		২০		
		১৮		
		২		
			২০	
			১৮	
			২	
				২০
				১৮
				২

২/৩ = ·৬৬৬৬.............

আনুষ্ঠানিক ভাগের পদ্ধতির ন্যায় উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবেন।

(ঘ) দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তরের পদ্ধতিও ব্যাখ্যা করবেন।

$$\cdot ৩৭৮ = \cdot ৩ + \cdot ০৭ + \cdot ০০৮$$
$$= \frac{৩}{১০} + \frac{৭}{১০০} + \frac{৮}{১০০০}$$
$$= \frac{৩ \times ১০০}{১ \times ১০০} + \frac{৭ \times ১০}{১০০ \times ১০} + \frac{৮}{১০০০}$$
$$= \frac{৩০০ + ৭০ + ৮}{১০০০} = \frac{৩৭৮}{১০০০}$$ ইত্যাদি।

৬। জ্যামিতিঃ

(ক) শিক্ষক একটি ঘনবস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে তার তট, ধার ও শীর্ষ চেনাবেন।

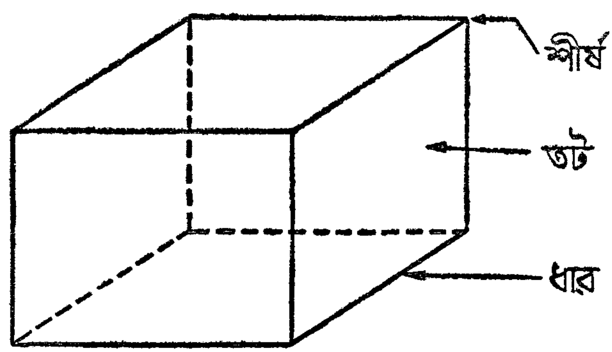

(খ) দু'টি তটের মিলনের ফলে রেখার সৃষ্টি হয়। আবার দু'টি রেখার মিলনের ফলে শীর্ষ ও কোণের সৃষ্টি হয়। শ্রেণীকক্ষের দু'টি দেয়ালের ও দু'টি রেখার মিলন শিক্ষার্থীদেরকে দেখিয়ে তট, রেখা, কোণ ও শীর্ষের ধারণা পরিস্ফুট করবেন।

(গ) ত্রিভুজাকার, চতুর্ভুজাকার ও বৃত্তাকার ক্ষেত্র সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেবেন এবং তা'রা সে-সব আকৃতির ক্ষেত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ করতে বলবেন।

৭। পরিমাপঃ

ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতি শিখতে উৎসাহিত করবেন। ক্ষেত্রফল মাপনের দেশী ও বিদেশী একক সম্বন্ধে তাদেরকে প্রাথমিক ধারণা দেবেন এবং তাদের দিয়ে দেশী ও বিদেশী এককের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করাবেন।

৮। প্রতীকের ব্যবহারঃ

শিক্ষক সহজ প্রতীকের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করবেন।

(ক) মোট মূল্য = প্রতিটির দর × বস্তুর সংখ্যা

আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্যের একক × প্রস্থের ঐ জাতীয় একক

৯। যুক্তির বব্যহার:

(ক) ৫২৮০ ফুট = ? গজ = ১ মাইল

৩ ফুট = ১ গজ

৫২৮০ ফুটে ১ মাইল, কিন্তু ৫২৮০ ফুট = $\frac{৫২৮০}{৩}$ গজ বা ১৭৬০ গজ।

∴ ১৭৬০ গজে ১ মাইল।

(খ) অনুরূপ যুক্তির অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান করতে দেবেন।

উদাহরণ ১। যদি ৭,২০০ সেকেণ্ডে ২ ঘন্টা এবং ৬০ সেকেণ্ডে ১ মিনিট হয় তবে ১ ঘণ্টায় কত মিনিট?

উদাহরণ ২। যদি ২৫ মাইল পথ যেতে ২ ঘন্টা লাগে এবং ৬০ মিনিটে ১ ঘন্টা হয়, তবে ৫ মাইল পথ যেতে কত মিনিট লাগবে? ইত্যাদি

১০। লেখ অংকন:

(ক) প্রাথমিক অবস্হায় শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই ছক কাগজে স্তম্ভ লেখ অংকন করতে শেখাবেন।

(খ) লেখের স্কেল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

৪.৪.৬ শিক্ষার্থীর কাজ:

শিক্ষকের কাজের বর্ণনাতে শিক্ষার্থীর কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত কর্মতৎপরতায় বিশেষভাবে জড়িত হওয়া প্রয়োজন:

(ক) শ্রেণীকক্ষের আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং আলোচনার ও ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ।

(খ) নিয়মিতভাবে বাড়ীর কাজ এবং প্রকল্পের কাজ সম্পাদন।

(গ) শ্রেণীকক্ষের অগ্রগতি সম্বন্ধে অভিভাবকদের অবহিত করা।

(ঘ) নিয়মিতভাবে পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রদর্শণীতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

শিক্ষার্থীদের কাজের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নমুনা প্রদত্ত হলো। বিস্তারিত কাজের তালিকা শিক্ষণ সহচরে থাকবে।

১। সংখ্যা:

(ক) শিক্ষার্থীরা মাটি বা কাঠ দিয়ে ছোট ছোট ঘনক তৈরী করবে (১০টি)।

(খ) তারা মাটি বা কাঠ দিয়ে ১০টি ঘনকের সারি তৈরী করবে। (মোট ১০টি)।

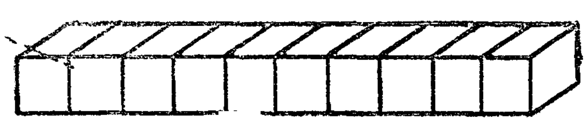

(গ) মাটি বা কাঠ দিয়ে কলাম ও সারিতে সাজান (১০টি ১০টি করে) আয়তাকার ব্লক তৈরী করবে।

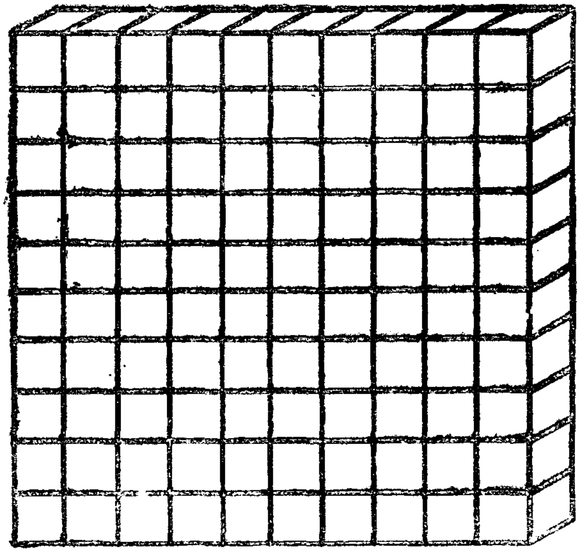

(ঘ) অনুরূপভাবে কাঠি, কাঠির গুচ্ছ, আঠা দিয়ে একক, দশকের পকেট ইত্যাদি তৈরী করবে।

(ঙ) অ্যাবাকাস, চার্ট, জিও বোর্ড, ইত্যাদি উপকরণ তৈরী করে শ্রেণীকক্ষের পাঠকে ফলপ্রসূ করবে।

২। যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগঃ

(ক) যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা সম্বলিত চার্ট তৈরী করবে এবং শ্রেণীকক্ষের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে।

(খ) যোগ ও গুণের বিধিগুলোর চার্ট তৈরী করে শ্রেণীকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবে।

(গ) বিয়োগকে যোগের বিপরীত পদ্ধতিরূপে এবং ভাগকে গুণের বিপরীত পদ্ধতিরূপে প্রদর্শন করে চার্ট তৈরী করবে।

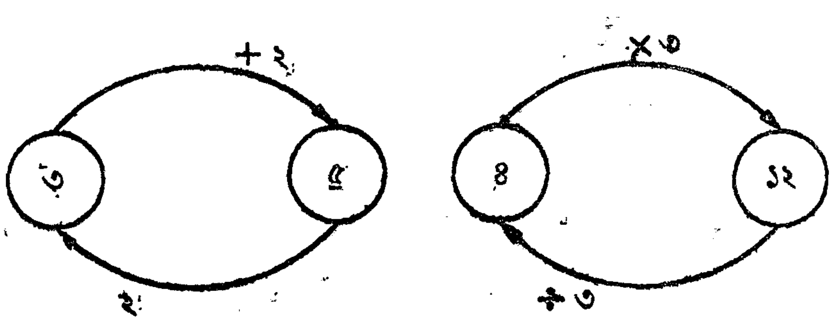

(ঘ) আনুষ্ঠানিক বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ব্যাখ্যা সম্বলিত চার্ট তৈরী করবে।

৩। গুণিতক ও গুণনীয়কঃ

শিক্ষকের কাজে যে সকল কর্মতৎপরতার উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা সে সকল কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনীয় চার্ট, চিত্র ও অন্যান্য উপকরণ তৈরী করবে।

৪। ভগ্নাংশঃ

(ক) ভগ্নাংশের বোর্ডের ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা একই ভগ্নাংশকে নানাভাবে প্রকাশ করবে।

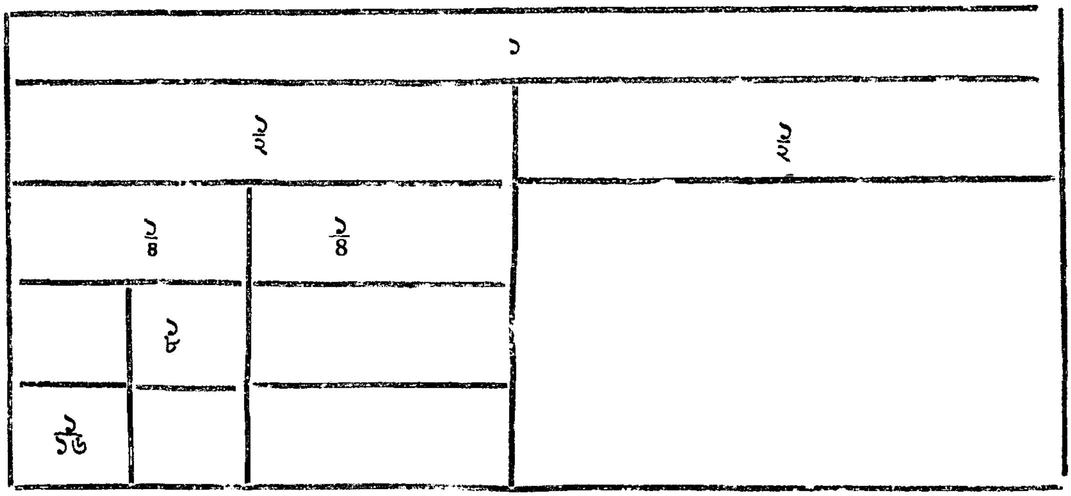

$$১=২\cdot\frac{১}{২}$$

$$\frac{১}{২}=২\cdot\frac{১}{৪}=\frac{২}{৪}=\frac{৪}{৮}$$ ইত্যাদি।

(খ) অভেদের ব্যবহার করে একই ভগ্নাংশকে নানাভাবে প্রকাশ করবে।

(গ) বিভিন্ন ভগ্নাংশকে সমহর বিশিষ্ট করতে শিখবে।

(ঘ) ভগ্নাংশের আনুষ্ঠানিক যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের পদ্ধতি শিখবে।

(ঙ) ভগ্নাংশের ল, সা, গু ও গ, সা, গু-র ব্যবহার করতে শিখবে।

(চ) জিও বোর্ডের সাহায্যে ভগ্নাংশকে নানাভাবে প্রকাশ করবে।

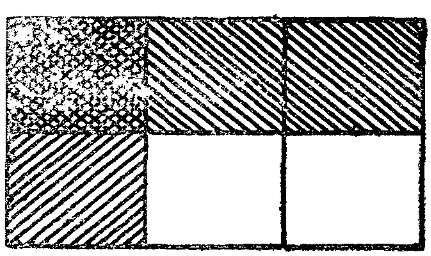

$$\frac{১}{২}=\frac{৩}{৬}$$

$$\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}$$

জিও—বোর্ডের ব্যবহার।

৫। দশমিক ভগ্নাংশঃ

(ক) শিক্ষার্থীরা দশমাংশ, শতাংশ..ইত্যাদি লেখার জন্য পকেট চার্ট তৈরী করবে।

(খ) ছক কাগজে দশমাংশ, শতাংশ....................................ইত্যাদি প্রকাশ করবে।

(গ) ছক কাগজে আনুষ্ঠানিক যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবে।

(ঘ) দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তরের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে চার্ট তৈরী করবে এবং দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে।

(ঙ) সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তরের চার্ট তৈরী করে শ্রেণীকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবে।

৬। জ্যামিতিঃ

(ক) শিক্ষার্থীরা কাঠের ব্লক তৈরী করে তট, ধার, শীর্ষ চিহ্নিত করবে।

(খ) কাগজ কেটে ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র ও বৃত্ত তৈরী করবে এবং রং করবে ও নাম লিখবে।

(গ) জ্যামিতিক আকৃতি অংকন করতে ও মাপতে শিখবে।

(ঘ) কোণ অংকন করতে ও মাপতে শিখবে।

(ঙ) ক্ষেত্রফল বলতে কি বোঝা যায় তা ব্যাখ্যা করতে এবং আয়তক্ষেত্র ও সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করতে পারবে।

(চ) ক্ষেত্রফল মাপার এককগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবে। সেগুলোর চার্ট তৈরী করে শ্রেণীকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবে।

(ছ) ক্ষেত্রফল পরিমাপের চার্টে দেশী ও বিদেশী এককের সম্পর্ক প্রদর্শন করবে।

৭। প্রতীকের ব্যবহারঃ

শিক্ষার্থীগণ প্রতীকের সাহায্যে নানা প্রকার সূত্র লিখবে এবং সমস্যার সমাধান করবে।

ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

মূল্য = দর × সংখ্যা

গুণফল = সারির সংখ্যা × কলামের সংখ্যা ইত্যাদি।

৮। লেখ অংকনঃ

(ক) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রদত্ত উপাত্ত অনুসারে লেখ অংকন করবে এবং লেখের স্কেল যথাযথভাবে নির্দেশ করবে।

(খ) জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সেসব তথ্য দিয়ে লেখ অংকন করবে।

(গ) পাড়া/গ্রাম থেকে কৃষি এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সেগুলোকে লেখের সাহায্যে প্রকাশ করবে।

(ঘ) শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং লেখ অংকন করবে।

(ঙ) শিক্ষকের সহযোগিতায় আদম শুমারীর রিপোর্ট সংগ্রহ করবে এবং তা থেকে লেখের উপাত্ত খুঁজে বের করবে।

(চ) বিভিন্ন মাসে নিজেদের অঞ্চলের বৃষ্টিপাত পরিমাপ করবে এবং তা দিয়ে লেখ অংকন করবে।

(ছ) বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওজন/উচ্চতা নির্ণয় করবে ও তা দিয়ে লেখ অংকন করবে।

৪·৪·৭ মূল্যায়নঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৪·৪·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৪·৪·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৪· গণিত

৪·৫ পঞ্চম শ্রেণী

৪·৫·১ ভূমিকাঃ

আমাদের দেশের অনেক শিশুর পক্ষেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রেখেই প্রাথমিক গণিতের পাঠ্যসূচী সাধারণভাবে জীবন ধারণের উপযোগী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিশুর পক্ষে জানা প্রয়োজন এমন ধারণাগুলো প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে এককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে ক্রমবিণ্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে সংযোজিত নতুন ধারণাগুলো পঞ্চম শ্রেণীতে দৃঢ় ও বিস্তৃত করা হয়েছে। এছাড়া, ঐকিক নিয়ম, ওজন ও জমির ক্ষেত্রফল পরিমাপের দেশী ও বিদেশী একক এবং তাদের সম্পর্ক, ল, সা, গু, ও গ, সা, গু, এবং ভগ্নাংশের প্রথম চার নিয়মে তাদের ব্যবহার লাভ-ক্ষতি, শতকরা হিসাব, গড় নির্ণয়, জমা খরচ, বাজেট ইত্যাদি নতুন ধারণাগুলোও দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা কতকগুলো সহজ সূত্র প্রতীকের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত আকারে শিখতে পারবে।

৪·৫·২ উদ্দেশ্যঃ

১। শিশুর মনে সংখ্যার ধারণা সম্প্রসারিত ও দৃঢ় হবে।

২। আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির গঠন প্রণালী সম্পর্কে শিশু জ্ঞানলাভ করবে এবং তার প্রতি শিশুর সপ্রশংস মনোভাব গড়ে উঠবে।

৩। সুষ্ঠু নাগরিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় গণিতের মৌলিক দক্ষতা (গণনা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ওজন, মাপ পদ্ধতি, ইত্যাদি) অর্জনে শিশু সক্ষম হবে।

৪। পরবর্তী শিক্ষা পর্যায়ে গণিতের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি প্রস্তুত হবে।

৫। শিশুর যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার উন্মেষ ঘটবে।

৬। শিশু নিম্নলিখিত ধারণাগুলো উপলব্ধি করবে এবং তাদের প্রয়োগ শিখবেঃ

(ক) গুণ ও ভাগের ধারণার বিস্তৃতি সাধন এবং উহাদের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলির ব্যাখ্যা। গুণ ও ভাগের সমন্বিত সমস্যার সমাধান। ঐকিক নিয়ম।

(খ) ২, ৩, ৪, ৫, ৯ এবং ১০-এর বিভাজ্যতার পরীক্ষা। সংযোগ ও ছেদ দলের ব্যবহার করে ল, সা, গু ও গ, সা, গু-র ধারণা। উৎপাদকের সাহায্যে ল, সা, গু ও গ, সা, গু নির্ণয়।

(গ) লেখ, জ্যামিতিক চিত্র ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে দশমিক ভগ্নাংশের প্রথম চার নিয়মের ব্যাখ্যা ও কৌশল।

(ঘ) শতকরার প্রাথমিক ধারণা। দশমিক ভগ্নাংশ ও সামান্য ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ ও তাদের বিপরীত প্রক্রিয়া।

(ঙ) দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিমাপ।

(চ) সংখ্যা রেখার বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্কের সাহায্যে দুটি বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয়। দুটি বিন্দুর মধ্য বিন্দু ও মধ্যবর্তী বিন্দুসমূহের ধারণা। জ্যামিতির কনভেক্স তল ও পথের ধারণা।

(ছ) কোণ অঙ্কন ও কোণের শ্রেণী বিন্যাস।

(জ) সমস্যা সমাধানে প্রতীকের ব্যবহার, যেমন—৩×ক=১২ হইলে ক=কত?

(ঝ) গড় সম্পর্কে ধারণা ও সহজ গড় নির্ণয়।

(ঞ) বাজেট তৈরী ও জমা খরচ লিখা।

(ট) গাণিতিক যুক্তি, যৌগিক বাক্যঃ "এবং" ও "অথবা"-এর ব্যবহার।

৪.৫.৩ **বিষয়বস্তুঃ**

১। সংখ্যা—চতুর্থ শ্রেণীর পাঠের পুনরালোচনা।

২। কলাম ও সারিতে সাজান—সমতুল দলের সংযোগের সাহায্যে গুণের ধারণা।

দুটি সংখ্যার গুণ ফল এবং যে কোন একটি সংখ্যা জানা থাকলে অন্য সংখ্যাটি নির্ণয়।

সমস্যা সমাধানকল্পে এই ধারণার ব্যবহার।

গুণের বিপরীত প্রক্রিয়ারূপে ভাগ।

পরিমাপে ভাগের ব্যবহার, যেমন—১২ ফুট লম্বা কাঠি হতে ২ ফুট লম্বা কয়টি কাঠি কাটা যাবে?

বণ্টনে ভাগের ব্যবহার, যেমন—১৫টি আম পাঁচ জনকে সমানভাবে বণ্টন করলে, প্রত্যেকে কয়টা পাবে?

ভাগে ক্ষতিপূরণের ধারণা, যেমন—৪৮÷৮=২৪÷৪=৯৬÷১৬ ইত্যাদি ভাগে বণ্টন নিয়ম, ১২৫÷৫= (১০০÷৫)+(২০÷৫)+(৫÷৫) ইত্যাদি।

গুণ ও ভাগের ব্যবহার করে ঐকিক নিয়মে সমস্যার সমাধান। ঐকিক নিয়মের সমস্যায় জনসংখ্যা, জনবসতির ঘনত্ব, কৃষি, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ক বাস্তব তথ্যাদি।

৩। একটি সংখ্যার গুণনীয়ক ও গুণিতকের দল নির্ণয়ঃ ২, ৩, ৪, ৫, ৯ ও ১০-এর বিভাজ্যতার পরীক্ষা।

ল, সা, গু ও গ, সা, গু-র ধারণা।

উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ল, সা গু ও গ, সা, গু, নির্ণয়।

৪। সাধারণ ভগ্নাংশের আকৃতির পরিবর্তনে গ, সা, গু-র ব্যবহার।
সাধারণ ভগ্নাংশের প্রাথমিক চার নিয়ম। দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে ভগ্নাংশের ব্যবহার।

৫। সংখ্যা শ্রেণীর বিস্তাররূপে দশমিক ভগ্নাংশ।

দশমিক ভগ্নাংশের চার নিয়ম।

মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপে দশমিকের প্রয়োগ।

৬। শতকরার প্রাথমিক ধারণা।

বাজেট, সুদ, লাভ-ক্ষতি, আবহাওয়া বার্তা, বাটা, কমিশন ইত্যাদিতে শতকরার ব্যবহার।

দশমিক ভগ্নাংশ ও সামান্য ভগ্নাংশের সঙ্গে শতকরার সম্পর্ক।

একই অনুপাতকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ।

শতকরার সমস্যাবলীতে জনসংখ্যা ও অন্যান্য বাস্তব পরিসংখ্যানের ব্যবহার।

লেখ ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার।

৭। **পরিমাপঃ**

ওজন—পাউন্ড, কোয়ার্টার, হন্দর, টন, গ্রাম, কিলোগ্রাম; মণ ও সেরের সঙ্গে সম্পর্ক।

সময়—দশক, যুগ, শতাব্দী, লিপইয়ার, পঞ্জিকার ব্যবহার, এক জন লোকের বয়স নির্ণয়।

ক্ষেত্র- বিঘা, কাঠা, ছটাক, গন্ডা (বর্গহাত); ইংরেজী মাপের সঙ্গে দেশীয় মাপের সম্পর্ক।

ঘনফল—ঘন ইঞ্চি, ঘনফুট; ঘনসেন্টিমিটার, লিটার।

উপরোল্লিখিত পরিমাপে প্রথম চার নিয়ম সম্বলিত প্রশ্নাবলী।

৮। দুই প্রান্ত বিন্দুস্থ অক্ষর দ্বারা সরলরেখার দৈর্ঘ্যের ধারণা।

একটি সংখ্যা রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয়।

স্থানাঙ্কের ব্যবহার করে দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয়।

একটি সরল রেখার মধ্যবিন্দু ও মধ্যবর্তী বিন্দুসমূহের ধারণা।

যদি C, AB সরল রেখার মধ্যবর্তী বিন্দু হয়, তবে $AC+CB=AB$ উত্তল তল ও পথের ধারণা।

একটি জ্যামিতিক চিত্রের সীমারেখা পরিমাপ করা।

কার্ড বোর্ড/কাঠি/মাটি বা অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে ঘন, বেলন, পিরামিড, ঘড়ি ইত্যাদির মডেল তৈরী করা।

৯। কোণের সংজ্ঞা ও কোণ অঙ্কন।

সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ, বিপ্রতীপকোণ, সম্পূরককোণ।

ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, সামন্তরিক ও রম্বস অঙ্কন।

জ্যামিতিক প্রতীক 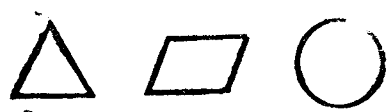 ইত্যাদি চেনা।

১০। গুণ ও ভাগ সম্বলিত সমস্যায় প্রতীকের ব্যবহার।

সাধারণ বাক্য ও গাণিতিক বাক্য।

মূল্য নিরূপনের সূত্র, শতকরা নির্ণয়ের সূত্র ইত্যাদির সহজ ব্যবহার।

১১। সহজ গড় নির্ণয়। জনসংখ্যা, কৃষি, পরিবহন, ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য তালিকা পড়া ও প্রণয়ন করা।

বাস্তব তথ্য ও তাদের গড়ের উপাত্ত ব্যবহার করে স্তম্ভ লেখ অঙ্কন।

১২। বাজেট তৈরী ও জমা খরচ লিখা।

একজন ছাত্রের, একজন শিক্ষকের ও একটি পরিবারের বাজেট ও জমা খরচ লিখার প্রণালী।

১৩। গণিতে ব্যবহৃত "ও" এবং "অথবা" শব্দের অর্থ।
সত্য মিথ্যার ছক তৈরী করা।
গণিতে "মুক্ত বাক্য", "নির্ভরশীল বাক্য" এবং "বিরোধী বাক্যের" ব্যবহার।

১৪। বিবিধ সমস্যার সমাধানে যুক্তি ও চিত্রের ব্যবহার।

৪·৫·৪ উপকরণঃ

১। সংখ্যাঃ

প্রয়োজনবোধে পূর্ববর্তী ক্লাশের জন্য নির্বাচিত উপকরণসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগঃ

পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশক বিভিন্ন চার্ট।

৩। ভগ্নাংশঃ

(ক) বৃত্তাকার ও আয়তাকার কার্ড বোর্ডের খণ্ড, ফিতা ও কাঁচি।

(খ) চার্ট।

৪। দশমিক ভগ্নাংশঃ

(ক) দশমাংশ, শতাংশ ও সহস্রাংশ নির্দেশক চার্ট।

(খ) ছক কাগজ।

৫। ওজন ও পরিমাপঃ

(ক) দেশীয়, ইংলণ্ডীয় ও মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ ও ওজন পরিমাপের বিভিন্ন এককের তুলনামূলক চার্ট।

(খ) ওজন, সময়, ক্ষেত্র, ঘনফল ইত্যাদি পরিমাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন বস্তু, তাদের ছবি ও চার্ট।

৬। স্থানাঙ্ক নির্ণয়ঃ

স্থানাঙ্ক চিহ্নিত সরল রেখার চার্ট।

৭। জ্যামিতিঃ

বিভিন্ন ধরণের কোণ, ক্ষেত্র ও জ্যামিতিক আকৃতি সম্বলিত চার্ট।

৮। সূত্রঃ

গণিতে ব্যবহৃত কতিপয় সূত্রের চার্ট।

৯। স্তম্ভ লেখঃ

ছক কাগজ ও চার্ট।

১০। বাজেট ও জমা খরচঃ

চার্ট।

১১। গাণিতিক বাক্যঃ

"মুক্ত বাক্য", "নির্ভরশীল বাক্য" ও "বিরোধী বাক্য"-এর চার্ট।

১২। সমস্যা সমাধানঃ

বিভিন্ন সমস্যা এবং তাদের সমাধান সম্পর্কিত চার্ট।

৪·৫·৫ শিক্ষকের কাজঃ

১। সংখ্যাঃ

(ক) শিক্ষক প্রয়োজনবোধে পূর্ববর্তী ক্লাশে পঠিত স্থানীয় মানের পুনরালোচনা করবেন।

(খ) বৃটিশ, আমেরিকান ও দেশীয় সংখ্যা গণনা পদ্ধতি শিশুদের সামনে উপস্থাপন করবেন ও নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে শিশুদের সাহায্য করবেন।

(১) কত লক্ষে ১ মিলিয়ন?

(২) কত মিলিয়নে এক কোটি?

(৩) কত কোটিতে ১ আমেরিকান বিলিয়ন?

(৪) কত কোটিতে ১ বৃটিশ বিলিয়ন?

(৫) কত আমেরিকান বিলিয়নে এক বৃটিশ বিলিয়ন?

(৬) বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত কোটি, কত বিলিয়ন?

২। যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগঃ

(ক) প্রয়োজনবোধে যোগ ও বিয়োগের ধারণার উপর পূর্ববর্তী ক্লাশে পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনা।

(খ) গুণ ও ভাগের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয়।

৩। গুণনীয়ক ও গুণিতকঃ

পূর্ববর্তী শ্রেণীর পাঠের পুনরালোচনা।

শিক্ষকের নির্দেশনা হবে—

কোন সংখ্যা দ্বারা আর একটি সংখ্যাকে ভাগ করলে যদি মিলে যায় তাহলে বলা যায় যে দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যাটির গুণিতক এবং প্রথম সংখ্যাটি দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয়ক। যে কোন সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক হচ্ছে ১ ও সেই সংখ্যাটি। বাকী গুণনীয়ক সেই সংখ্যার অর্ধেকের বেশী নয়। কাজেই কোন সংখ্যার গুণনীয়ক ২ থেকে সেই সংখ্যার অর্ধেকে সীমাবদ্ধ। যেমন—১৮-এর গুণনীয়কগুলি (১ ও ১৮ ছাড়া) ২, ৩, ৬, ৯। তেমনি, ২৪-এর গুণনীয়ক ২ থেকে ১২-এর মাঝে পাওয়া যাবে। ৩০-এর গুণনীয়ক ২ থেকে ১৫-এর মাঝে পাওয়া যাবে। এভাবে শিশুদের নিকট উপস্থাপন।

(ক) পূর্ববর্তী ক্লাশের পুনরালোচনা।

(খ) শিক্ষক কাগজ কেটে ও ছবি এঁকে অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের আকৃতি শিশুদের প্রদর্শন করবেন। যেমনঃ

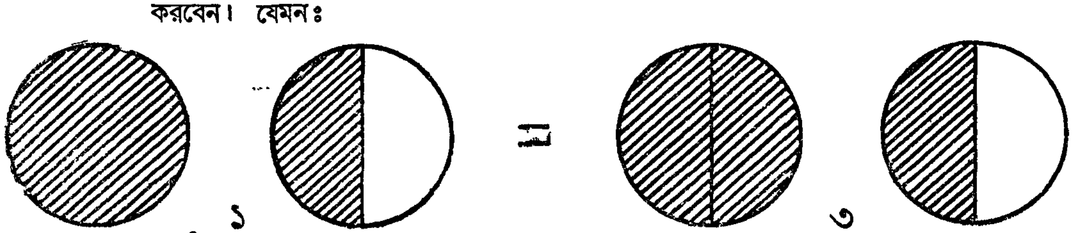

$১\frac{১}{২} = \frac{৩}{২}$

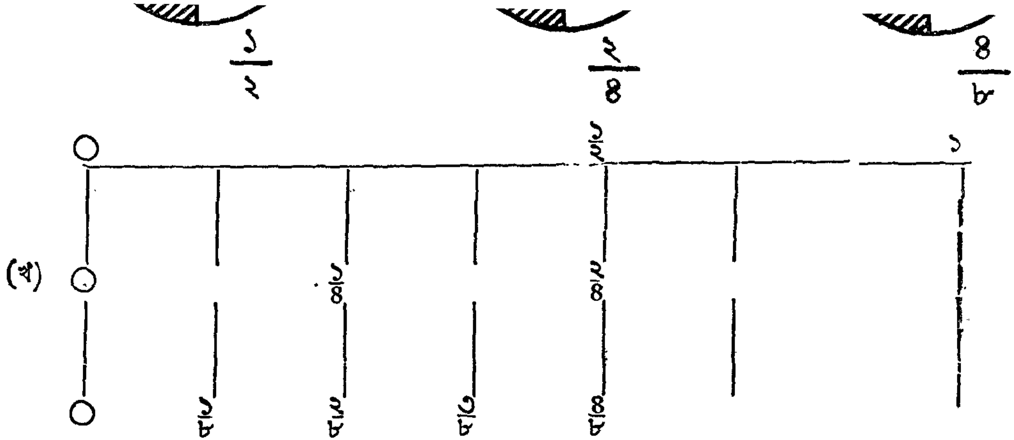

(গ) ব্যাখ্যা করবেনঃ

$\frac{১}{২} = \frac{২}{৪}$ এবং $\frac{২}{৪} = \frac{১}{২}$

এক-দ্বিতীয়াংশ বলতে যা বোঝায় দুই-চতুর্থাংশ বলতে তাই বোঝায়।

$\frac{১}{২} = \frac{৪}{৮}$ এবং $\frac{৪}{৮} = \frac{১}{২}$

অর্থাৎ এক-দ্বিতীয়াংশ চার-অষ্টমাংশের সমান।

এই পর্যায়ে শিশুদের বোঝাবেন যে ভগ্নাংশের হর ও লবকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ ও ভাগ করলে ভগ্নাংশের মানের কোন পরিবর্তন হয় না।

(গ) সংখ্যা রেখায় দেখাবেন।

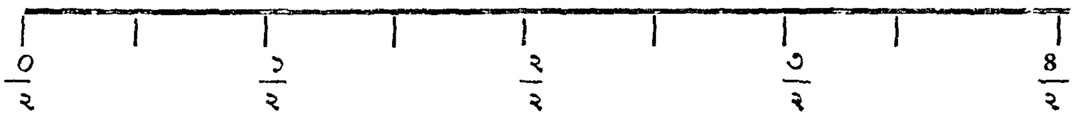

সংখ্যায় লিখে দেখাবেন

$$১\frac{১}{২}=১+\frac{১}{২}=\frac{২}{২}+\frac{১}{২}=\frac{৩}{২}$$

ভগ্নাংশের আকৃতি পরিবর্ত্তনঃ

শিক্ষক কার্ড বোর্ড বা কাগজ কেটে চিত্র এঁকে বা সংখ্যা রেখার সাহায্যে একটি ভগ্নাংশকে বিভিন্ন আকারে দেখাবেন। যেমনঃ

(ক)

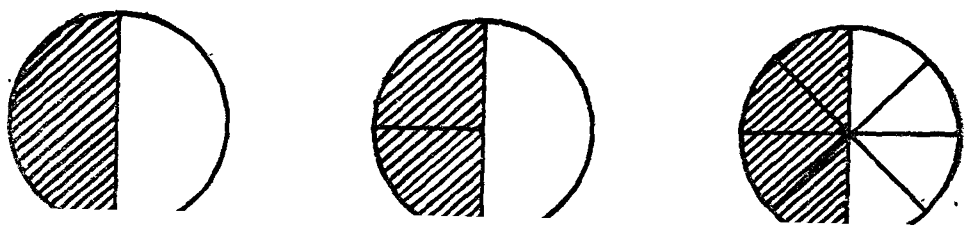

কোন ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তন করতে হলে দেখতে হবে যে কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা হর ও লব উভয়কে ভাগ করা যায়। যেমনঃ $\frac{৪}{৮}$ ভগ্নাংশটির হর ও লবকে যে বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় তা হচ্ছে ৪। সুতরাং $\frac{৪}{৮}=\frac{৪}{৮}\div\frac{৪}{৪}=\frac{১}{২}$। সুতরাং, $\frac{১}{২}$ হচ্ছে $\frac{৪}{৮}$ ভগ্নাংশটির লঘিষ্ঠ আকারে।

আবার এভাবেও শিক্ষক ব্যাখ্যা করতে পারেন যে, যখন ভগ্নাংশটির হর ও লবকে আর কোন সাধারণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না তখনই বুঝতে হবে যে, ভগ্নাংশটি লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন— $\frac{১}{২}$, $\frac{৪}{৫}$, $\frac{৭}{৮}$ ইত্যাদি ভগ্নাংশ লঘিষ্ঠ আকারে রয়েছে।

ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগঃ

(ক) শিক্ষক ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রথমে সমস্যার মাধ্যমে শিশুদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

(খ) প্রয়োজনবোধে কাগজ বা পীচবোর্ড কাটা খণ্ডের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ব্যাখ্যা করবেন।

(গ) চার্টের সাহায্যে, চকবোর্ডের অংকনের মাধ্যমে বা সংখ্যারেখার সাহায্যে ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের ব্যাখ্যা করবেন।

(ঘ) সংখ্যার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন।

উদাহরণঃ

ভগ্নাংশের যোগঃ

(১) **সমস্যাঃ একটি ফিতার $\frac{১}{৩}$ অংশ লাল ও $\frac{১}{৩}$ অংশ হলুদ, বাকীটুকু সাদা। ফিতাটির কত অংশ রঙিন?**

সংখ্যায় $\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}=?$

(২) কাগজ কাটার সাহায্যে দেখান যায়—

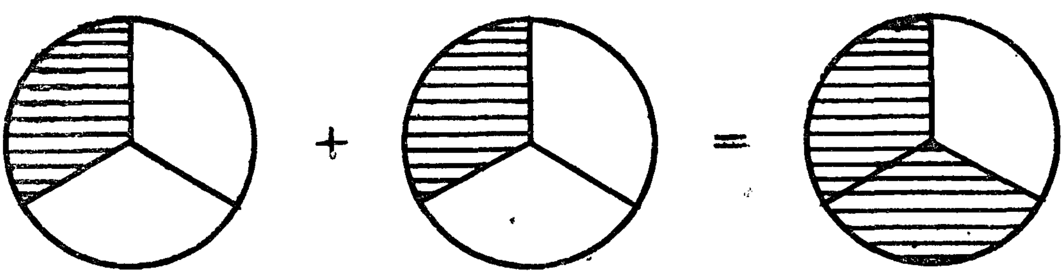

(৩) সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করা যায়—

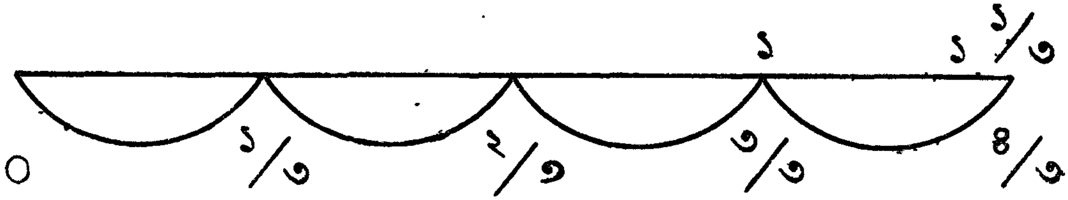

$\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{২}{৩}$

(৪) সংখ্যায় ব্যাখ্যা করবেন যে,

১ তৃতীয়াংশ + ১ তৃতীয়াংশ = ২ তৃতীয়াংশ

অনুরূপভাবে ভগ্নাংশের বিয়োগ করে দেখাবেন।

ভগ্নাংশের গুণঃ

(১) সমস্যাঃ এক কৃষকের বাড়ীর আয়তন $\frac{১}{৪}$ বিঘা। সে তার বাড়ীর $\frac{১}{৩}$ অংশে সব্জী বাগান করল। তার সব্জী বাগানের পরিমাণ কত?

সংখ্যায় $\frac{১}{৩} \times \frac{১}{৪} = ?$

(২) কাগজ কেটে বা চকবোর্ডে অংকনের মাধ্যমে দেখান যায় $\frac{১}{৪} \times \frac{১}{৩} = \frac{১}{১২}$

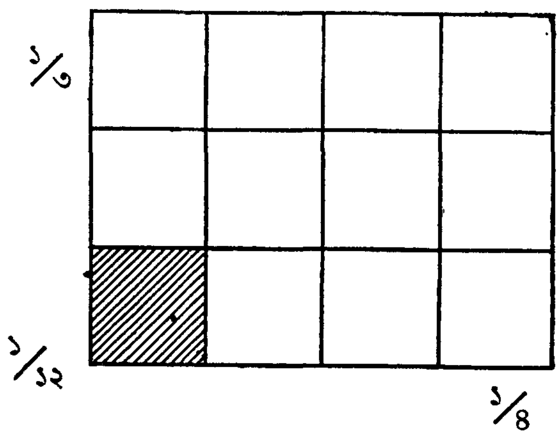

(৩) যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় যে কোন জিনিষের চারভাগের এক ভাগকে আবারও ৩ ভাগ করে তার এক ভাগ নিলে জিনিষটির বার ভাগের একভাগ নেওয়া হয়।

(৪) অনেকগুলো উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্রদের ভগ্নাংশের গুণের সাধারণ নিয়মটি বোঝাবেন যে, ভগ্নাংশের গুণনে হরকে হর দ্বারা ও লবকে লব দ্বারা গুণ করতে হয়। যেমন—

$$\frac{১}{৪} \times \frac{১}{৩} = \frac{১ \times ১}{৪ \times ৩} = \frac{১}{১২}$$

ভগ্নাংশের ভাগঃ

(১) সমস্যাঃ ৩ গজ ফিতা হতে $\frac{১}{২}$ গজ করে কতগুলো ফিতা কাটা যাবে?

সংখ্যায় $৩ \div \frac{১}{২} =$

(২) ৩ গজ ফিতা হতে $\frac{১}{২}$ গজ করে কেটে দেখাতে হবে কত খণ্ড ফিতা হয়।

(৩) চিত্রের সাহায্যে দেখা যায় ৩টি বস্তু ভাগ করলে কতগুলি $\frac{১}{২}$ পাওয়া যায়।

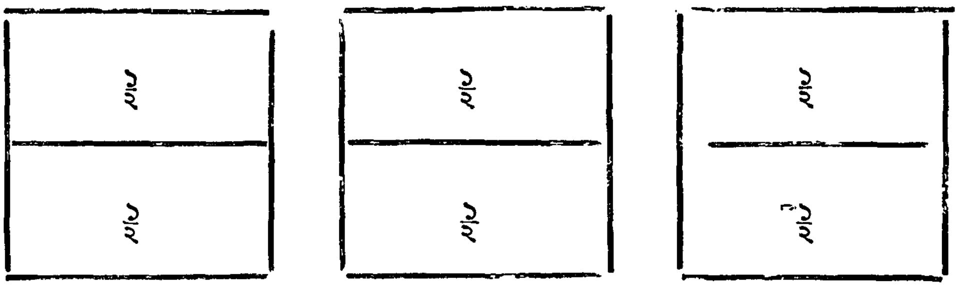

(৪) বিয়োগের সাহায্যে দেখান যায় ৩ থেকে $\frac{১}{২}$ কত বার বাদ দেওয়া যায়।

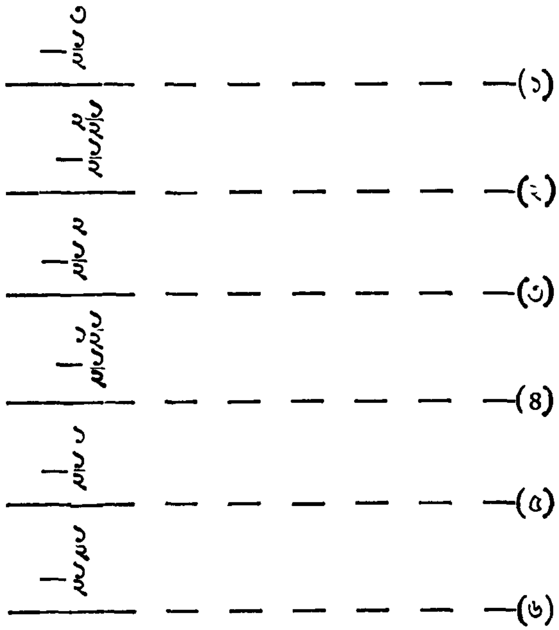

(৫) সংখ্যা রেখার সাহায্যে।

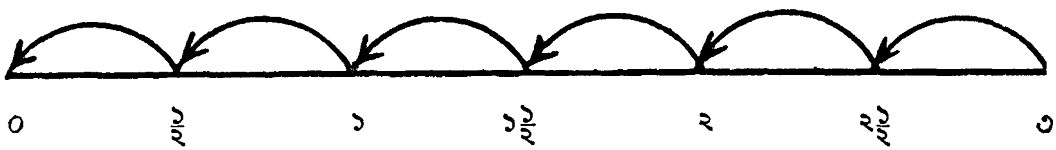

(৬) ভাজ্য ও ভাজকের হরকে সমহরে পরিবর্ত্তিত করে হরকে হর দ্বারা ও লবকে লব দ্বারা ভাগ করে সমস্যার সমাধান করা যায়।

$$৩\div\frac{১}{২}=\frac{৬}{২}\div\frac{১}{২}=\frac{৬\div১}{২\div২}=\frac{৬}{১}=৬$$

(৭) ভাজকের লব ও হরের স্থান পরিবর্তন করে এবং ভাগ চিহ্নকে গুণ চিহ্নে পরিবর্তিত করে সমস্যা সমাধান করা যায়। যেমন—

$$৩\div\frac{১}{২}=৩\times\frac{২}{১}=৬$$

৫। **দশমিক ভগ্নাংশঃ**

(ক) শিক্ষক দশমিক সংখ্যার সঙ্গে সাধারণ সংখ্যার সম্পর্ক দেখাবেন। দশমিক সংখ্যার স্থানীয় মান বের করে দেখাবেন। যেমন—৪৩·২১৫=৪০+৩+·২+·০১+·০০৫=৪ দশক+৩ একক +২ দশমাংশ +১ শতাংশ +৫ সহস্রাংশ।

(খ) চার্টের মাধ্যমে বা চকবোর্ডে এঁকে ·১, ·০১ ও ·০০১ দশমিক সংখ্যাগুলো দেখাবেন।

(গ) চিত্র এঁকে এবং সংখ্যা রেখার সাহায্যেও দশমিকের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ ব্যাখ্যা করবেন।

(ঘ) দশমিকের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ যে (দশমিক বিন্দু ছাড়া) পূর্ণ সংখ্যার ন্যায় এই সত্যটি শিক্ষার্থীকে বোঝাবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দশমিক বিন্দুর তাৎপর্য শিশুদের বোঝাবেন।

৬। **শতকরা হিসাবঃ**

(ক) শিক্ষক ব্যবসায়ে লাভ ক্ষতি, ব্যাংকের সুদের হার, অংশীদারদের অংশ, বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ, আবহাওয়া বার্তা, জনসংখ্যা, আবাদী জমি, শিক্ষার হার ইত্যাদি বিষয়ে শতকরা হিসাব নির্ণয় করে দৈনন্দিন জীবনে শতকরার ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করবেন।

(খ) সাধারণ ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশের বিস্তাররূপে শতকরার প্রাথমিক ধারণা দেবেন। সাধারণ ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ করা এবং তার উল্টো পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

(গ) জনসংখ্যা, বাজেট, কৃষি, আমদানী-রপ্তানী, ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে শতকরায় প্রকাশ করবেন ও লেখ অঙ্কন করবেন। স্তম্ভ লেখ ও বৃত্ত লেখে শতকরাকে স্কেলরূপে ব্যবহার করবেন।

(ঘ) শতকরার ব্যবহার সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলো সমাধানের নিয়ম শেখাবেন। যেমন—(১) ৫৭৫ টাকার শতকরা ১২ ভাগ সমান কত? (২) কত টাকার ১২%=৬৯ টাকা? (৩) শতকরা কত হার সুদে ৫৭৫ টাকার ১ বৎসরের সুদ ৬৯ টাকা হবে। ইত্যাদি।

(ঙ) শিক্ষার্থীগণকে পারিবারিক বাজেট, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ফসলের জমি, বিভিন্ন গাছপালার সংখ্যা, শিক্ষার হার ইত্যাদি স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেবেন এবং সেগুলো দিয়ে তাদের উপযোগী শতকরা হিসাবের নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করবেন।

(চ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহের যথাযথ রেকর্ড রাখার জন্য একটি রেকর্ডের খাতা তৈরী করে তাতে সেগুলো সযত্নে রক্ষা করবেন।

(ছ) সংগৃহীত তথ্য, সমাধাকৃত সমস্যাবলী এবং অঙ্কিত লেখসমূহের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন।

৭। **ওজন ও মাপ পরিমাপঃ**

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ব্যবস্থা করে বা ছেলেমেয়েদের কোথাও নিয়ে গিয়ে দেশীয়, ইংলন্ডীয় ও মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ওজন, ধারকত্বের নির্দ্ধারিত মানের এককগুলোর পরিচয় দেবেন। শিক্ষক গজ ও মিটারের দৈর্ঘ্যের সমান ফিতা কেটে তুলনা করবেন। কিলোগ্রাম ও সেরের ওজনে বালুর বস্তা তৈরী করবেন। তুলনা করে দেখাবেন। লিটার, পাউন্ড এবং সেরের পরিমাণ পানি বিভিন্ন পাত্রে রেখে তুলনা করবেন ও নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর বের করতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করবেন।

(ক) ১ মিটারের দৈর্ঘ কত ফুট বা কত ইঞ্চি?

(খ) কত পাউন্ডে ১ সের?

(গ) ১ কিলোগ্রাম ১ সের থেকে কতটুকু বেশী বা কম? এবং অনুরূপ প্রশ্ন।

৮। **জ্যামিতিঃ**

(ক) **শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে** একটি সংখ্যা রেখার **স্কেল** ঝুলিয়ে রাখবেন এবং বোর্ডে সংখ্যা **রেখা** অঙ্কনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবেন। একটি সরল রেখা অঙ্কন করে সুবিধামত স্থানে শূন্য ধরে +১, +২ .... ইত্যাদি স্থানাঙ্ক চিহ্নিত করবেন। সুবিধামত যে কোন একক ব্যবহার করতে পারেন, তবে একক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।

(খ) **প্রথমতঃ গণনা করে এবং** পরে স্থানাঙ্কের তফাৎ নির্ণয় করে দু'টি স্থানাঙ্কের মধ্যে ব্যবধান নির্ণয় করতে শেখাবেন এবং ব্যবধান সব সময় পজেটিভ (ধণাত্মক) হয় সে ধারণা দেবেন।

(গ) একটি দলের যে কোন দু'টি সদস্যের সংযোগকারী সরল রেখা যখন সম্পূর্ণরূপে সে দলের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন তাকে কনভেক্স তল বা উত্তল তল বলে। অনুরূপভাবে, একটি পথ তখনই উত্তল হয় যখন সে পথের যে কোন দু'টি বিন্দুর সংযোগকারী পথ ঐ পথের অভ্যন্তরে থাকে।

(ঘ) শিক্ষার্থীদেরকে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, রম্বস, সামান্তরিক ও বৃত্তের পরিসীমা নির্ণয় করতে শেখাবেন। বৃত্তকে আয়তক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে তারা তার সীমা রেখা নির্ণয় করবে।

(ঙ) শিক্ষার্থীদেরকে কার্ডবোর্ড/কাগজের সাহায্যে জ্যামিতিক মডেল তৈরী করতে শেখাবেন। মডেল তৈরী করতে হলে কিভাবে কাগজ কাটতে হয় পাঠ্য পুস্তক বা শিক্ষক সহচরে তার বিস্তারিত নির্দেশ ও ছবি থাকবে।

(চ) কাঠের/কার্ডবোর্ডের একটি বৃত্তাকার মডেল তৈরী করে তার কেন্দ্রে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় একটি দণ্ড লাগিয়ে কোণের উৎপত্তি ও পরিমাণ বোঝাবেন। শিক্ষক দুই রঙের কাগজ থেকে দু'টি বৃত্তাকার ক্ষেত্র কেটে নিয়ে তাদের ব্যাসার্ধ কাঁচি দিয়ে কেটে একটিকে আর একটির মধ্যে প্রবেশ করিয়েও কোণের ধারণা দিতে পারেন।

(ছ) **চাঁদার সাহায্যে কোণ** মাপতে ও নানা প্রকার কোণ চিনতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

(জ) জ্যামিতি শেখার প্রতিটি পাঠ ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তুলবেন।

(ঝ) জ্যামিতিক বিষয়ের জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য ছবি বা ছবির অংশ চেনা, নাম বলা, শিখা ও অঙ্কন করা এবং সংজ্ঞা বোঝা, বলা ও লিখা সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে পারেন।

৯। **লেখ অঙ্কনঃ**

চার্ট ও অঙ্কনের সাহায্যে শিক্ষক ছেলেমেয়েদেরকে স্তম্ভ লেখ পড়তে ও তৈরী করতে শেখাবেন। সহজ বাস্তব সমস্যা বারগ্রাফে পরিবেশিত করবেন। ক্লাশে গণিত পরীক্ষার ফলাফল বারগ্রাফে দেখাবেন।

১০। **বাজেট ও জমা খরচঃ**

(ক) শিক্ষক বাজেট তৈরীর নির্দেশনা দেবেন এবং এর উপর চার্ট তৈরী করে ক্লাশে টাঙ্গিয়ে রাখবেন।

(খ) পিকনিকের ব্যবস্থা করবেন। তার জন্য বাজেট তৈরী করতে শিশুদের সাহায্য করবেন।

(গ) শিশুদেরকে শিক্ষা ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন ও শিশুদের তার উপর বাজেট তৈরী করতে বলবেন।

১১। যুক্তি শিক্ষাঃ

(ক) দু'টি দলের সংযোগ এবং দু'টি উক্তির সংযোগের সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন।

(খ) উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের "মুক্ত বাক্য", "নির্ভরশীল বাক্য" এবং "বিরোধী বাক্য"-এর তফাৎ বুঝিয়ে দেবেন।

১২। সমস্যা সমাধানঃ

(ক) কথায় প্রকাশিত বাক্যকে গাণিতিক চিহ্ন সম্বলিত বাক্যে প্রকাশ করতে শিক্ষার্থীদের শেখাবেন। গণিতের বাক্যের নানারূপ বিন্যাস করে শিক্ষক একই সমস্যা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সমস্যাটি ও তার সমাধান সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভে সক্ষম হয়।

(খ) শিক্ষার্থীদেরকে আরোহ পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান পরীক্ষা করে দেখতে সাহায্য করবেন।

(গ) জটিল সমস্যাগুলোর ভাষার পরিবর্তন করে, বোর্ডে ছবি এঁকে, বাস্তব জিনিষ ব্যবহার করে ইত্যাদি নানাভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাখ্যা করবেন, যেন সমস্যাটির অর্থ তারা ভালভাবে বুঝতে পারে।

(ঘ) সমস্যা সমাধানের পাঠে শিক্ষার্থীদেরকে দ্বিধাহীনভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করবেন। তবেই তারা অর্থপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৪.৫.৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

১। সংখ্যাঃ

(ক) শিশু শিক্ষক প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজে বের করবে।

(খ) লক্ষ, কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন সংখ্যায় ও কথায় লিখবে।

২। যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগঃ

(ক) শিশুরা গুণ ও ভাগের উপর নিম্নরূপ অনুশীলনী করবেঃ

(১) ৫×৮= □

(২) ৫×□ =৪০

(৩) □×৮=৪০

(৪) ১৫÷৩= □

(৫) ১৫÷□ =৫

(৬) □÷৩=৫

(খ) শিশুরা মৌলিক গুণ ও ভাগের নামতার তালিকা প্রস্তুত করবে ও তা থেকে চিত্তাকর্ষক বা উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক খুঁজে বের করবে।

(গ) ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণনের নামতাগুলো বিশ্লেষণ করবে—

যেমন—৪×১=৪
৪×২=৪+৪=৮
৪×৩=৪+৪+৪=১২

৪×৯=৪+৪+৪+৪+৪+৪+৪+৪+৪=৩৬

(ঘ) ভাগের নামতার ব্যাখ্যা করবে, যেমন—২০÷৫ অর্থ ২০-এর মাঝে ৫ কতবার আছে বা ২০ থেকে ৫ কতবার বাদ দেওয়া যায়—

যেমন—২০
− ৫ ————————(১) এই উদাহরণে দেখা যাচ্ছে ২০ থেকে ৫ কতবার বাদ দেওয়া যায়।

১৫
− ৫ ————————(২)

১০
− ৫ ————————(৩)

৫
− ৫ ————————(৪)

৩। গুণিতক ও গুণনীয়ক:

শিশুরা বিভিন্ন সংখ্যায় গুণনীয়ক ও গুণিতক বের করবে।

৪। ভগ্নাংশ:

শিশু প্রকৃত, অপ্রকৃত ও মিশ্র ভগ্নাংশের ছবি আঁকবে এবং সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করবে। মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করার উপর নিম্নরূপ অনুশীলনী করবে:—

$১\frac{১}{৪}=১+\frac{১}{৪}=\frac{৪}{৪}+\frac{১}{৪}$

$২\frac{১}{২}=২+\frac{১}{২}=১+১+\frac{১}{২}=\frac{২}{২}+\frac{২}{২}+\frac{১}{২}=\frac{৫}{২}$

$২\frac{১}{৩}=১+১+\frac{১}{৩}=\frac{৩}{৩}+\frac{৩}{৩}+\frac{১}{৩}=\frac{৭}{৩}$

শিশুরা $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$ ইত্যাদি ভগ্নাংশগুলোকে বিভিন্ন আকারে পরিবর্তন করবে।

যেমন—

$\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}=\frac{৩}{৬}=\frac{৪}{৮}=\frac{৫}{১০}=\frac{৬}{১২}$

$\frac{১}{৩}=\frac{২}{৬}=\frac{৩}{৯}=\frac{৪}{১২}=\frac{৫}{১৫}$

$\frac{১}{৪}=\frac{২}{৮}=\frac{৩}{১২}=\frac{৪}{১৬}=\frac{৫}{২০}$

ইত্যাদি।

এই আকৃতি পরিবর্তন হতে শিশুরা ল, সা, গু-র, ধারণা পেতে পারে। যেমন,—২, ৩, ৪-এর ল, সা, গু, হচ্ছে ১২। $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$ এই ভগ্নাংশগুলির আকার পরিবর্তন করলে তাদের প্রত্যেকের হর একবার করে ১২ হয়। সেই সাধারণ হর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ২, ৩, ৪-এর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হচ্ছে ১২।

প্রত্যেক পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের উপর যথেষ্ট চর্চা করবে।

৫। দশমিক ভগ্নাংশঃ

(ক) শিশু গ্রাফ কাগজে বিভিন্ন দশমিক সংখ্যার চিত্র এঁকে রং করবে।

যেমন—

যেমন— '১

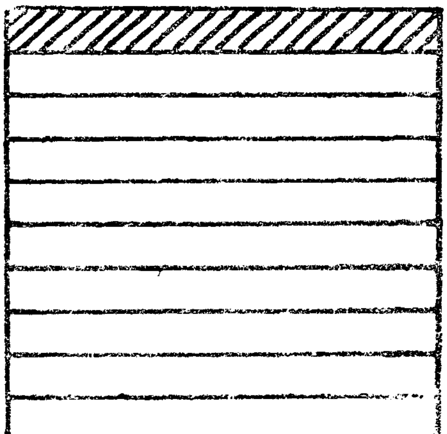

যেমন— '১১

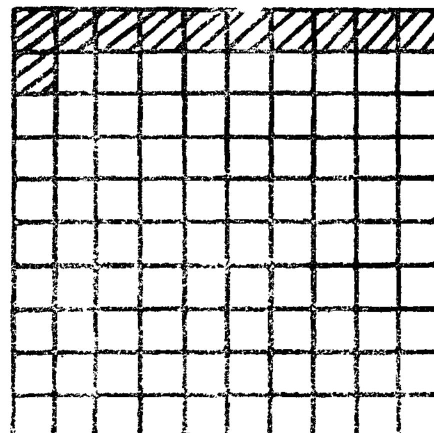

(খ) দশমিকের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের উপর চর্চা করবে।

৬। শতকরা হিসাবঃ

(ক) ছক কাগজে নানাভাবে শতকরা হার প্রকাশ করে শতকরা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে।

(খ) বিভিন্ন তথ্য ভিত্তিক ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ করে লেখ অঙ্কন করবে। শতকরার স্কেল ব্যবহার করে ছক কাগজে স্তম্ভ লেখ অঙ্কন করবে।

(গ) শ্রেণীকক্ষে এবং বাড়ীতে শতকরা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের অভ্যাস করবে।
সূত্র বুঝবে এবং ব্যবহার করতে শিখবে।

(ঘ) নিজ পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীদের নিকট থেকে বাজেট, কৃষি, জনসংখ্যা, ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে শতকরায় প্রকাশ করবে। এসব তথ্য থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবে।

(ঙ) বিভিন্ন কর্মতৎপরতা, প্রদর্শনী এবং পরীক্ষায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

৭। ওজন ও মাপঃ

(ক) দলগতভাবে ছেলেমেয়েরা দাড়িপাল্লা তৈরী করবে এবং বাটখারার জন্য ইটের খণ্ড সংগ্রহ করবে। বালুর বস্তার সাহায্যে সের, পাউণ্ড ও কিলোগ্রামের ওজন বাস্তবে মেপে দেখবে।

(খ) গজ কাঠি ও মিটার কাঠির সাহায্যে শ্রেণীকক্ষ, শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র, স্কুল বা বারান্দা, মাঠ ইত্যাদি মেপে আয়তন বের করবে। তার তালিকা প্রস্তুত করবে।

(গ) নিজের উচ্চতা, হাতের দৈর্ঘ্য মাপবে, ওজন নিবে এবং শ্রেণীর জন্য এর উপর তালিকা প্রস্তুত করবে। ছেলেমেয়েদের গড় উচ্চতা ও গড় ওজন বের করবে।

(ঘ) দৈর্ঘ্য ও ওজনের উপর সহজ সমস্যা তৈরী করবে ও সমাধান করবে।

(ঙ) এক লাফে ছেলেমেয়েরা কত দূর যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

(চ) দৈর্ঘ্য ও ওজনের এক এককে অন্য এককে পরিবর্তিত করবে।

যেমন—১ মণে কত সের?
১ গজে কত ফুট, কত ইঞ্চি?
১ কিলোগ্রামে কত গ্রাম?
১ মিটারে কত সেন্টিমিটার বা মিলিমিটার?
ইত্যাদি।

৮। জ্যামিতি:

(ক) জ্যামিতি শেখার জন্য স্কেল, পেন্সিল, চাঁদা, ছক কাগজ, ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করবে।

(খ) সংখ্যা রেখা অঙ্কন করে স্থানাঙ্ক বসাতে শিখবে।

(গ) সংখ্যা রেখার দু'টি স্থানাঙ্কের মধ্যে ব্যবধান নির্ণয় করতে শিখবে।

(ঘ) উত্তল ও অবতল দলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখবে। তারা বিভিন্ন প্রকার চিত্র এঁকে কোনটি উত্তল ক্ষেত্র এবং কোনটি উত্তল ক্ষেত্র নয় তা নির্দেশ করবে। অনুরূপভাবে তারা উত্তল ও অবতল পথ চিনবে।

(ঙ) ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, রম্বস, বৃত্ত ইত্যাদি জ্যামিতিক চিত্রগুলি এঁকে তাদের পরিসীমা নির্ণয় করবে। শ্রেণীকক্ষ, স্কুলগৃহ, বাগান, প্রাঙ্গন, খেলার মাঠ এবং অন্যান্য স্থানের পরিসীমা পরিমাপ করবে।

(চ) একটি বৃত্তকে কেটে আয়তক্ষেত্রের আকারে সাজাবে এবং তার ব্যাসার্ধের সংগে পরিসীমার সম্পর্ক নির্ণয় করবে।

(ছ) কার্ডবোর্ড/মোটা কাগজ সংগ্রহ করবে এবং শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী জ্যামিতিক মডেল তৈরী করবে।

(জ) রুলার ও পেন্সিলের সাহায্যে নানা প্রকার কোণ অঙ্কন করবে, কোণের পরিমাণ নির্ণয় করবে এবং কোণের নাম পরিমাণ লিখে রাখবে। টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির বিভিন্ন কোণ মেপে সেগুলোর নাম ও পরিমাণ লিখবে।

(ঝ) প্রদর্শনীর জন্য নানা ধরণের চিত্র ও মডেল তৈরী করবে।

(ঞ) শ্রেণীকক্ষের কর্মতৎপরতা, প্রদর্শনী ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

৯। লেখ অঙ্কন:

(ক) ছেলেমেয়েরা নিজেদের হাতের দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও ওজনের উপর ছক কাগজে স্তম্ভ লেখ অঙ্কন করবে।

(খ) চার্টে ও বোর্ডে শিক্ষক প্রদত্ত স্তম্ভ লেখ পড়ে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে।

১০। **বাজেট ও জমা খরচঃ**

(ক) শিশুরা দলগতভাবে আয়োজিত পিকনিকের উপর বাজেট তৈরী করবে।

(খ) বার্ষিক স্পোর্টস-এর উপর বাজেট তৈরী করবে।

(গ) স্কুলে বার্ষিক মিলাদের উপর বাজেট তৈরী করবে।

(ঘ) প্রত্যেক ছেলেমেয়ে তার বার্ষিক খরচের হিসাব করবে। পরে দলগতভাবে ক্লাশের ছেলে-মেয়েদের বার্ষিক খরচের হিসাব করবে।

১১। **যুক্তি ব্যবহারঃ**

(ক) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রদত্ত উদাহরণ অনুসারে অনুশীলনী থেকে "এবং" ও "অথবা"-এর সত্য মিথ্যা ছক তৈরী করবে।

(খ) নিজেরা উক্তি স্থির করে অনুরূপ ছক তৈরী করবে।

(গ) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে "এবং" ও "অথবা" প্রয়োগ সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ করবে। এ উদ্দেশ্যে তারা প্রচলিত বাংলা বই ব্যবহার করবে।

(ঘ) "মুক্ত বাক্য", "নির্ভরশীল বাক্য" এবং "বিরোধী বাক্য"-এর উদাহরণ তৈরী করবে এবং শ্রেণীকক্ষে ব্যাখ্যা করে দেখাবে তাদের উদাহরণ গ্রহণযোগ্য কি না।

১২। **সমস্যা সমাধানঃ**

(ক) শিক্ষার্থীরা গভীর মনোযোগ সহকারে সমস্যা পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে শিখবে।

(খ) কথার বাক্যকে গণিতের বাক্যে রূপান্তরিত করতে শিখবে।

(গ) প্রতীকে লেখা নানারূপ সমস্যা সমাধান করতে শিখবে।

(ঘ) সমস্যার সমাধান যৌক্তিক ও সঠিক হল কি না তা পরীক্ষা করে দেখবে।

(ঙ) একই সমস্যা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করতে শিখবে এবং পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণ বুঝতে চেষ্টা করবে।

(চ) কোন সমস্যা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সমাধান করতে না পারলে নিরুৎসাহিত না হয়ে নতুন পদ্ধতিতে সমাধানের চেষ্টা করবে।

(ছ) একটি প্রশ্নের বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা নির্ণয় করবে এবং সমাধানে পেঁাছতে চেষ্টা কববে।

৪·৫·৬ মূল্যায়নঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৪·৫·৭ পাঠ্যপুস্তক রচনার নির্দেশনাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ.

৪·৫·৮ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়ঃ পরিবেশ পরিচিতি

৫· পরিবেশ পরিচিতি

৫·১—প্রথম শ্রেণী

৫·১·১ ভূমিকা:

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স ৫+ থেকে ৯+ বৎসর। এ স্তরের প্রারম্ভিক শিক্ষা শিশুর জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। এ বয়সের শিশুরা স্বাবতঃই কৌতূহলপ্রিয়, অনুসন্ধিৎসু, কল্পনাপ্রবণ ও সৃজনশীল। তারা প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর বলেই সতত কর্মতৎপর। স্বাভাবিক কৌতূহলের বশেই তারা তাদের পরিবেশকে জানতে চায়। পরিবেশে যা কিছু তাদের কাছে নতুন বলে মনে হয়, তারই একটা ব্যাখ্যা পেতে চায়। প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও ঘটনাবলী তাদের মনকে নাড়া দেয় ও নানা প্রশ্ন জাগায়। তারা এ সবের কারণ আবিষ্কার করতে চায়।

পরিবেশের জীব ও জড় পদার্থ সম্পর্কে শিশুর মনে যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয় এবং যে সব প্রশ্ন জাগে তারা সে সবের জওয়াব মা-বাপ, অভিভাবক ও শিক্ষকের নিকট থেকে পেতে চায়। এ সব জীব ও পদার্থের আকার ও আকৃতি সম্বন্ধে তার যে ধারণা হয় সেটাকেই সে রূপ দিতে চায় অঙ্কন ও মডেল তৈরীর মাধ্যমে। এ ভাবেই তার সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

শিশু তার পরিবেশে বসবাসকারী সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ও তাঁদের কাজের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে পরিচিত হবে। সুতরাং এ বয়সেই শিশু তার সামাজিক পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশার লোকদের কাজ ও কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁদের ও তাঁদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে। এমনিভাবে শিশু হাতে-কলমে কাজ করার অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে তার কর্মতৎপরতারও সার্থক প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

শিশুর জানবার আকাঙ্খা, কৌতূহল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহকে সুষ্ঠু ও সঠিক পথে পরিচালিত করা শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলকে ভিত্তি করে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো দরকার। সঠিকভাবে শিশুর পর্যবেক্ষণ করা, পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা, পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গঠনের অভ্যাস ও তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা এ স্তরের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিশুর কৌতূহল, স্বতঃস্ফূর্তভা, সৃজনী প্রতিভা ও কর্মতৎপরতার উপযুক্ত লালন ও ফলপ্রসূ বিকাশের জন্য শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে অবশ্যই আকর্ষণীয়, অর্থবহ ও গতিশীল করতে হবে। শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশেষতঃ এগুলোর বিভাগ সম্পর্কে এ স্তরের শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। সেজন্যই মানব জাতির সঞ্চিত জ্ঞানসম্পদকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে বিভক্তিকরণ শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু শিক্ষালাভে সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হতে পারে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নীতিমালা, এ বয়সের শিশুর মানসিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং এর ক্রম-বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে "মূল বিজ্ঞান" ও "সমাজ বিজ্ঞান" পৃথকভাবে পড়ানোর পরিবর্তে এ দুটির সমন্বয় "পরিবেশ পরিচিতি" নামে একটি বিষয় প্রবর্তনের জন্য প্রথম বারের মত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশু যেন তার অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত ও বিশ্লেষণ শক্তিকে তীক্ষ্ন করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

৫·১·২ উদ্দেশ্য:

(ক) পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(খ) খাদ্য ও তার উৎস সম্বন্ধে জানা।

(গ) পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে জানা।

(ঘ) আশ্রয়স্থান/বাসস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(ঙ) স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন বাসগৃহ সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

(চ) পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখী সম্বন্ধে জানা।

(ছ) দিক, সময় ও দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

(জ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(ঝ) পাড়ার/গ্রামের সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে জানা।

(ঞ) স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশা সম্বন্ধে জানা।

(ট) স্থানীয় জাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা।

(ঠ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

(ড) চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উৎসব সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ।

(ঢ) প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

(ণ) তাপ ও আলো সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(ত) আবহাওয়া ও ঋতু সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

৫:১·৩ **বিষয়বস্তুঃ**

(ক) **পারিবারিক পরিবেশঃ**

ক·১ শিশুর নিজের নাম ও বয়স এবং বয়স অনুযায়ী পরিবারে তার স্থান।

ক·২ পিতা মাতা ও ভাই বোন তাঁদের নাম ও বয়স এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা।

ক·৩ পিতা মাতা ও বড় ভাই বোনদের দায়িত্ব ও কাজ।

ক·৪ বড়দের সঙ্গে শিশুর করণীয় কাজ।

ক·৫ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নেহ ও মমতাবোধ।

ক·৬ নিজ বাড়ীর অবস্থান ও ঠিকানা।

(খ) **পারিবারিক খাদ্যঃ**

খ·১ **খাদ্যঃ** ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, খই, পিঠা, মোয়া, গুড়, ডাল, মাছ, মাংস, শাক সব্জী, তরকারী, ডিম, দুধ, দই, ফল, ইত্যাদি। শিশু ও বড়দের খাদ্য।

খ·২ **খাদ্যের উৎসঃ** ধান, গম, মাছ, হাঁস, মোরগ, গরু, ছাগল, শাক সব্জী, ছাছ পালা, ইত্যাদি।

খ·৩ **খাদ্য গ্রহণের সময়ঃ** সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত।

খ·৪ **খাদ্য গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতিঃ** থালা, বাটি, প্লেট, গ্লাস, পেয়ালা, হাত, মুখ প্রভৃতি পরিষ্কার করা এবং পরিবেশিত খাদ্য ঢেকে রাখা।

খ·৫ বাসি ও দূষিত খাদ্য। খাদ্যের অপচয়। খাদ্য সংরক্ষণ।

খ·৬ **খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাঃ** পুষ্টি সাধন।

খ·৭ **পানিঃ** পানির প্রয়োজনীয়তা ও পানের উপযোগী পানি।

(গ) পোষাক পরিচ্ছদঃ

গ·১ শিশুর পোষাক ও পোষাকের বিভিন্ন অংশের নাম।

গ·২ পরিবারের অন্যান্যদের পোষাক ও তার নামঃ গামছা, লুঙ্গি, গেঞ্জী. শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবী, ধুতী, শাড়ী, ব্লাউজ, ফ্রক, প্যান্ট, কোর্ট, তোয়ালে, জুতা, মোজা, ইত্যাদি।

গ·৩ পোষাকের প্রয়োজনীয়তাঃ ধুলো বালি. ঠান্ডা গরম, রোগজীবাণু ও বাতাস হতে দেহকে নিরাপদ রাখা, শালীনতা রক্ষা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

(ঘ) আশ্রয়স্থান/বাসস্থানঃ

ঘ·১ প্রত্যেক ব্যক্তি/পরিবারের বাসস্থানের প্রয়োজনঃ রোদ, বৃষ্টি, বাতাস, ঠান্ডা ও হিংস্র প্রাণী হতে রক্ষা, আরাম ও বিশ্রামের স্থান, পারিবারিক সম্পত্তি ও আসবাব পত্র সংরক্ষণ।.

ঘ·২ শিশুর পারিবারিক বাসস্থান/বাসগৃহ/বাড়ী; বিভিন্ন ঘর ও তার ব্যবহার।

ঘ·৩ মানুষের মত পশু পাখীরও আশ্রয়স্থানের প্রয়োজন।

ঘ·৪ পোষা ও গৃহপালিত পশু পাখীর বাসস্থান।

(ঙ) স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন ধরণের বাসগৃহঃ

ঙ·১ প্রকারভেদঃ মাটির ঘর, ছনের ঘর, মাচার ঘর, পাতার ঘর, বাঁশের ঘর, টিনের ঘর, কাঠের ঘর, আধা পাকা ঘর, পাকা ঘর (দালান), ইত্যাদি।

ঙ·২ বিভিন্ন প্রকার বাড়ী তৈরীর উপকরণঃ মাটি, কাঠ, পাতা, ছন, খড়, বাঁশ, বেত, টিন, ইট, বালু, লোহা, সিমেন্ট, রড, ইত্যাদি।

ঙ·৩ বিভিন্ন বাসগৃহের প্রস্তুতকারকঃ মিস্ত্রি, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রি, ইত্যাদি।

(চ) পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখীঃ

চ·১ গৃহপালিত পশু-পাখীঃ মোরগ, হাঁস, কবুতর, ছাগল, গরু. ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া, ইত্যাদি।

চ·২ পোষা পশু-পাখীঃ বিড়াল, শালিক, ঘুঘু, টিয়া, ময়না, কুকুর, হরিণ, ইত্যাদি।

চ·৩ স্বভাব, বাসস্থান ও খাবার।

(ছ) দিক, সময় ও দূরত্বের ধারণাঃ

ছ·১ দিকঃ ডান, বাম, সম্মুখ, পেছন, উপর, নীচ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ইত্যাদি।

ছ·২ সময়ঃ সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত, সপ্তাহের দিন, বিভিন্ন সময়ে শিশুর দৈনন্দিন কাজ।

ছ·৩ দূরত্বঃ স্থানীয় পরিবেশে অবস্থিত ঘর, বাড়ী, বিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা. কিয়াং, খেলার মাঠ, বাজার, প্রভৃতির দূরত্ব।

(জ) বিদ্যালয়ের পরিবেশঃ

জ·১ বিদ্যালয়ের নাম ও অবস্থান।

জ·২ বিদ্যালয়, গৃহের শ্রেণী সংখ্যা ও অন্যান্য ব্যবস্থাদিঃ অফিস ঘর, শিক্ষকদের ঘর, পাঠাগার, পানি ঘর, টিফিন ঘর, পায়খানা, খেলার মাঠ, ইত্যাদি।

জ·৩ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রঃ টুল, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, চকবোর্ড, ডাস্টার, চক, স্লেট, পেন্সিল, মানচিত্র, মডেল, আলমারী, ঘড়ি, ঘণ্টা, হাজিরা খাতা, খেলার সামগ্রী, ইত্যাদির ব্যবহার ও সংরক্ষণ।

জ·৪ বিদ্যালয়ের প্রাধন শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক ও সহপাঠীদের পরিচয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক। শিক্ষক এবং শ্রেণীভেদে শিক্ষার্থী ও সহপাঠীদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার ও আদব কায়দা।

(ঝ) পাড়া/গ্রামের সামাজিক পরিবেশঃ

ঝ·১ পাড়ার/গ্রামের অবস্থান, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কিয়াং, মাঠ, পার্ক, খাল, বিল, নদী, নালা, পুকুর, হাট, বাজার, গাছপালা, তৃণভূমি, কৃষিক্ষেত, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সমতল ভূমি, টিলা, পাহাড়, ইত্যাদি।

ঝ·২ প্রতিবেশী ও সমাজ জীবন এবং মিলে মিশে কাজ করার উপকারিতা।

(ঞ) স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশাঃ

ঞ·১ বিভিন্ন পেশা ও পেশাধারীঃ চাষী/কৃষক, গাড়িয়াল, মাঝি, জেলে, তাঁতি, ছুতার, মিস্ত্রি, কাঠুরে, কামার, কুমার, মুচি, দর্জি, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা/দুধওয়ালা, শিক্ষক, কবিরাজ, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, চৌকিদার, দফাদার, চাকুরীজীবি, ঈমাম, উকিল, মোক্তার, ডাক পিয়ন, ইত্যাদি।

ঞ·২ বিশিষ্ট পেশা ও পেশাধারীদের কর্মস্থান, তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র এবং সমাজে তাদের ভূমিকা, যথা,—

ঞ·২ (ক) শিক্ষকঃ বিদ্যালয়, শিক্ষার্থী, বই, কাগজ, কালি, কলম, পেন্সিল, ইত্যাদি এবং শিশুকে আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়তে সাহায্য করা।

ঞ·২ (খ) কৃষক/চাষীঃ কৃষিক্ষেত, কাস্তে, নিড়ানী, কোদাল, লাঙ্গল, জোয়াল, মই, ইত্যাদি এবং বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ ও ফসল সংগ্রহ করা।

ঞ·২ (গ) চৌকিদার, দফাদার ও পুলিশঃ পাড়া/গ্রাম, ইউনিয়ন, ও থানার আইন শৃংখলা রক্ষা, অপরাধ দমন এবং জন্ম মৃত্যুর নাম ও তালিকা সংরক্ষণে সহায়তা করা।

ঞ·২ (ঘ) কৃষি সহকারীঃ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ফসল সম্বন্ধে কৃষকদের অবহিত করা, ভালো জাতের বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ এবং আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত মানের চাষ, ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সহায়তা করা।

ঞ·২ (ঙ) ডাকপিয়নঃ চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম আদান প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সাহায্য করা এবং মনি অর্ডারের টাকা প্রাপককে পৌঁছে দেয়া।

(ট) স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থাঃ

ট·১ স্থলপথ (বিভিন্ন ধরণের পথ)ঃ স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী সাইকেল, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ঠেলা গাড়ী, রিক্সা, স্কুটার, মোটর সাইকেল, বাস, মোটর গাড়ী, ট্রাক, রেল গাড়ী, ইত্যাদি।

ট·২ জলপথঃ বিভিন্ন ধরণের নৌকা, লঞ্চ, স্পীড বোট, ষ্টীমার, ইত্যাদি।

ট·৩ আকাশপথঃ উড়োজাহাজ, হ্যালিকপ্টার, ইত্যাদি।

(ঠ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তাঃ

ঠ·১ পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা, অপরিচ্ছন্নতার অপকারিতা।

ঠ·২ শরীর, খাদ্য, পোষাক, বাসগৃহ ও আসবাবপত্র, বিদ্যালয় এবং পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা।

(ড) অবসর সময়ে চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উৎসবঃ

ড·১ শিশুর নিজের, ভাই বোন ও সহপাঠীদের জন্মদিন প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। লেখাপড়া ও কর্মক্ষেত্রে পরিবারের কারো উল্লেখযোগ্য সফলতায় আনন্দ উৎসব।

ড·২ পিতামাতা ও ভাই-বোনদের সঙ্গে বিভিন্ন খেলাধুলা, উৎসব, মেলা এবং আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান।

ড·৩ রেডিও ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান (যেখানে সম্ভব)।

ড·৪ চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের সখ (হবি)।

ড·৫ জাতীয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি (যথাঃ স্বাধীনতা দিবস, ঈদ, ইত্যাদি)।

(ঢ) প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণঃ

ঢ·১ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা।

ঢ·২ স্থানীয় জীব ও জড় পদার্থ এবং তাদের নাম। একই জাতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ ও গঠন প্রকৃতি।

ঢ·৩ মাটি, পাথর, পাতা, ফুল, ফল, বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

ঢ·৪ বিভিন্ন প্রকার পশু, পাখী, পোকা, মাকড় এবং তাদের বাসস্থান।

ঢ·৫ বিভিন্ন প্রকার মাছ ও তাদের বিচরণ ক্ষেত্র।

(ণ) তাপ ও আলোঃ

ণ·১ তাপ ও আলোর উৎসঃ সূর্য আগুন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। তাপ ও আলোর প্রয়োজনীয়তা।

ণ·২ দিন ও রাত।

(ত) **আবহাওয়া ও ঋতুঃ**

ত·১ **আবহাওয়াঃ** বায়ু, জলীয় বাষ্প, কুয়াশা, শিশির, মেঘ, বৃষ্টি, ধোঁয়া ও ধূলা।

ত·২ **প্রধান তিন ঋতুঃ** শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা।

ত·৩ দৈনন্দিন জীবনে আবহাওয়া ও ঋতুর প্রভাব।

৫·১·৪ **শিক্ষার উপকরণ (স্থানীয় সম্পদ অনুযায়ী)ঃ**

(ক) শিশুর নিজ পরিবার, পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা, ছবি ও ফটো।

(খ) বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও খাদ্য সামগ্রী, ফল, তরকারী, ডিম এবং ভোজ্য মাংস উৎপাদনকারী প পাখীর নামের তালিকা ও ছবি। পানের উপযোগী পানির উৎস হিসেবে সংরক্ষিত পুকুর, টিউব-ওয়ে পানির ট্যাঙ্ক ইত্যাদি।

(গ) শিশুর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পোষাকের নামের তালিকা ও ছবি; বিভি পোষাকের বিভিন্ন অংশের নামের পরিচিতি চার্ট।

(ঘ) শিশুর পারিবারিক বাসস্থান ও তার ছবি, পাখীর বাসা ও বন্য পশুর আশ্রয়স্থানের ছবি পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখীর বাসস্থান; ইঁদুর, কেঁচো, উইপোকা প্রভৃতির বাসস্থান হিসাবে মাটি ঢিবি, গর্ত ইত্যাদি; মাছের বাসস্থান হিসাবে পুকুর, ডোবা ইত্যাদি।

(ঙ) বিভিন্ন প্রকার বাসগৃহের নামের তালিকা, ছবি, ফটো ও মডেল। বাসগৃহ তৈরীর বিভিন্ন প্র উপকরণের নামের তালিকা ও নমুনা। প্রস্তুতকারকদের নামের তালিকা ও তাদের কর্মস্থান।

(চ) মোরগ, হাঁস, কবুতর, টিয়া, ময়না, বিড়াল, কুকুর, ছাগল, গরু, মহিষ, হরিণ, ঘোড়া এবং তাদের ছবি। ছবি অঙ্কন সামগ্রী।

(ছ) শিশুর বাসস্থান, বিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কিয়াং, খেলার মাঠ, আকাশ ও সূ এদের অবস্থান। সপ্তাহের বিভিন্ন দিন।

(জ) শিশুর নিজ বিদ্যালয় বিভিন্ন ঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদির ছবি/ফটো/মডেল। ছাব ত সামগ্রী। বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী, সহপাঠী, অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং অফিস কর্মচারীবৃন্দ।

(ঝ) পাড়ার/গ্রামের বড় ফটো/ছবি, মানচিত্র ও মডেল। স্থানীয় হাট, বাজার, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা কিয়াং, বিদ্যালয়, খাল, নদী ও খেলার মাঠের ছবি।

(ঞ) বিভিন্ন পেশার নামের তালিকা, পেশাধারী এবং তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও আসবা পত্রের নাম ও ছবি।

(ট) পাল্কী, ডুলী, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, টমটম, মহিষের গাড়ী, সাইকেল, রিক্স স্কুটার, মোটর সাইকেল, মোটর গাড়ী, ট্রাক, বাস, নৌকা, লঞ্চ, ষ্টীমার, উড়োজাহাজ প্রভৃতির ছবি।

(ঠ) পোষাক, বাসগৃহ, বিদ্যালয়, খাদ্য ও পরিবেশ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকরণ সামগ্রী যথা সোডা, সাবান, রিঠা, ঝাড়ু ইত্যাদির নমুনা।

(ড) চিত্ত বিনোদনের উপকরণ সামগ্রীঃ বাঁশী খঞ্জরী, একতারা দোতারা, ঢোল, ড্রাম, তবলা, সারেঙ্গী গ্রামোফোন, রেডিও, ট্রানজিস্টার, টেলিভিশন ইত্যাদির ছবি ও মডেল।

(ঢ) স্হানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, তার ছবি ও ফটো। বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং তাদের ছবি।

(ণ) সূর্য, আলো, দিন ও রাত, আগুন, চেরাগ, বাতি, ল্যাম্প, বিজলী বাতি, হিটার, গ্যাসের চুলা ইত্যাদি।

(ত) বাতাস, জলীয় বাষ্প, কুয়াশা, শিশির, মেঘ, বৃষ্টি, ধোঁয়া ও ধূলা। আবহাওয়া ও ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—ছবি, ফটো, মডেল, ছবি অংকন সামগ্রী ইত্যাদি (যেখানে সম্ভব)।

৫·১·৫ শিক্ষকের কাজ (পরিবেশ অনুযায়ী)ঃ

(ক) শিশুকে তার নিজের নাম, বয়স, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব বুঝতে এবং বলতে সাহায্য করবেন।

(খ) শিশুকে তার নিজের ও পরিবারের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য, খাদ্যের উৎস ও খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবেন। খাদ্যের উৎস যথাঃ কৃষিক্ষেত, তরকারী ক্ষেত, ফলের ক্ষেত, পুকুর ইত্যাদি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করাবেন। পানের উপযোগী পানির উৎস হিসেবে সংরক্ষিত পুকুর, টিউব-ওয়েল, পানির ট্যাঙ্ক ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করাবেন।

(গ) শিশুকে তার নিজের পোষাক, প্রত্যেক পোষাক ও তার বিভিন্ন অংশের নাম; পরিবারের অন্যান্যদের পোষাকের নাম ও তার তালিকা এবং পোষাক পরিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবেন।

(ঘ) শিশুকে তার নিজের বাসস্হানের প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন ঘরের ব্যবহার সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করবেন। গৃহপালিত ও বন্য পশু-পাখীর আশ্রয়স্হান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানতে সাহায্য করবেন।

(ঙ) শিশুকে তার স্হানীয় পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকারের বাসগৃহ, বাসগৃহ প্রস্তুতের উপকরণ এবং প্রস্তুতকারকদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানতে সাহায্য করবেন।

(চ) শিশুকে তার পরিবারের পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখীর নাম, স্বভাব, বাসস্হান ও খাদ্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিখতে সাহায্য করবেন।

(ছ) সূর্যের উদয়, অস্ত ও অবস্হান অনুযায়ী শিক্ষক শিশুকে বিভিন্ন দিক ও সময় এবং সময়ভেদে দৈনন্দিন কাজ ও সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের নাম শিখতে সাহায্য করবেন; শিশুর বাসস্হান, বিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, খেলার মাঠ প্রভৃতির অবস্হান ও দূরত্ব সম্পর্কে ধারণালাভে সাহায্য করবেন।

(জ) শিশুকে তার বিদ্যালয়ের অবস্হান, বিভিন্ন কক্ষ ও আসবাবপত্রের ব্যবহার; প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক ও সহপাঠীদের পরিচয় এবং পরস্পরের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ শিখতে সাহায্য করবেন।

(ঝ) শিশুকে তার পাড়ার/গ্রামের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়বস্তু, সমাজবদ্ধ জীবন এবং সমবেতভাবে কাজের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে শিখতে সাহায্য করবেন।

(ঞ) শিশুকে তার নিজ পরিবেশে বসবাসকারীদের বিভিন্ন পেশা, কর্মস্হান এবং তাদের ব্যবহৃত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানতে সাহায্য করবেন। তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করাবেন।

(ট) শিশুকে তার স্হানীয় পায়ে চলার পথ, স্হল পথ, জল পথ ও আকাশ পথ এবং যাতায়াতে ব্যবহৃত যানবাহনে আরোহন ও অবতরণ এবং তাহাদের চালকদের সম্বন্ধে শিখতে সাহায্য করবেন। বিভিন্ন যানবাহন ও যাতায়াত পথ আঁকতে শিশুদের সাহায্য করবেন।

(ঠ) শিশুকে তার নিজের শরীর, পোষাক, বাসগৃহ, বিদ্যালয় এবং তার পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিখতে সাহায্য করবেন। শিক্ষক পরিচ্ছন্নতার অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুকে বাস্তব জ্ঞানলাভে সহায়তা করবেন।

(ড) শিশুকে চিত্ত বিনোদন ও আনন্দ উৎসবের উপকরণ সামগ্রী, অনুষ্ঠান এবং তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিখতে সাহায্য করবেন। আনন্দ উৎসবে মানসিক তৃপ্তি ও শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে ধারণা দেবেন।

(ঢ) শিশুকে তার পরিবেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনা, বিভিন্ন জীব ও জড় পদার্থ এবং পশু পাখী ও তাদের বাসস্থান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিনতে, শিখতে ও বর্ণনা করতে সাহায্য করবেন।

(ণ) শিশুকে তার পরিবেশের তাপ ও আলোর হিসাবে সূর্য এবং অন্যান্য উৎস সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবেন। তাপ ও আলোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শেখাবেন। বাসগৃহে তাপ ও আলোর উৎপত্তি এবং তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা দেবেন।

(ত) শিশুকে তার পরিবেশের আবহাওয়া, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের প্রভাব জানতে সাহায্য করবেন।

(বিঃ দ্রঃ—প্রয়োজনবোধে শিক্ষক বিভিন্ন বস্তু ও দ্রব্যের ছবি আঁকতে শিশুকে সাহায্য করবেন)।

৫·১·৬ **শিক্ষার্থীর কাজ (পরিবেশ অনুযায়ী)ঃ**

(ক) প্রথম পর্যায়ে শিশু তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নাম, পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের কাজ বুঝবে এবং বর্ণনা করতে শিখবে। পরবর্তী পর্যায়ে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা প্রস্তুত করবে।

(খ) বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের নাম ও খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করবে; খাদ্যের উৎস; নাস্তা, খাদ্য গ্রহণের নির্ধারিত সময় ও তার পূর্ব প্রস্তুতি সম্বন্ধে জানবে। খাদ্য সংরক্ষণের অভ্যাস করবে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রীর উৎস সম্পর্কে জানবে। পানির প্রয়োজনীয়তা ও পানের উপযোগী পানির সংরক্ষিত পুকুর, টিউব-ওয়েল ও পানির ট্যাঙ্ক সম্পর্কে জানবে।

(গ) নিজের ও পরিবারের অন্যান্যদের পোষাকের তালিকা প্রস্তুত করবে, প্রত্যেক পোষাকের বিভিন্ন অংশের নাম এবং পোষাক পরিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিখবে।

(ঘ) নিজের/পরিবারের বাসস্থান, বিভিন্ন ঘর ও তাদের ব্যবহার; পশু-পাখীর আশ্রয় স্থান ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানবে এবং বর্ণনা করতে শিখবে।

(ঙ) স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন ধরণের বাসগৃহের নাম, নির্মাণ বৈশিষ্ট্য, তৈরীর উপকরণ সামগ্রী ও সরঞ্জাম এবং প্রস্তুতকারক ও তাঁদের কাজ সম্বন্ধে জানবে।

(চ) শিশু তার পরিবারের পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখীর নাম, স্বভাব, বাসস্থান ও খাদ্য সম্বন্ধে জানবে।

(ছ) শিক্ষক/সহপাঠী/পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় স্থানীয় পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান ও দূরত্ব; নিজের ও সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন দিক এবং সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ের ধারণা করতে শিখবে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের নাম শিখবে।

(জ) বিদ্যালয়ের নাম, অবস্থান, বিভিন্ন ঘর, আসবাবপত্রের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানবে; শিক্ষকমন্ডলী, সহপাঠী ও অফিস কর্মচারীদের নাম শিখবে, তাদের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে, এবং তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে জানবে।

(ঝ) মিলেমিশে কাজ করতে শিখবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাড়ার ও সামাজিক উন্নতিমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করবে।

(ঞ) স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারীদের বিভিন্ন পেশা, কর্মস্থান, তাদের ব্যবহৃত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জানবে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে।

(ট) শিশু তার স্থানীয় যাতায়াতের পথ, যাতায়াতে ব্যবহৃত যানবাহন, যানবাহনে আরোহন ও অবতরণ এবং যানবাহন চালকদের সম্বন্ধে জানবে।

(ঠ) শিশু তার শরীর, পোষাক, বাসগৃহ, বিদ্যালয় ও পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার ও রাখার সাধারণ নিয়মাবলী শিখবে এবং পরিবারের ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে এ-সব কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবে।

(ড) খেলাধূলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপভোগ করবে, বাবা মা ও বড়দের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবে যোগ দেবে। খেলাধূলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

(ঢ) পরিবেশের বিভিন্ন দৃশ্য ও ঘটনা দেখবে এবং বর্ণনা করবে। পরিবেশের বিভিন্ন জীব ও জড় পদার্থের নাম জানবে ও রং চিনবে এবং একই জাতীয় পদার্থ, প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠন সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে।

(ণ) পরিবেশে তাপ ও আলোর উৎস হিসাবে সূর্য্যের অবদান সম্বন্ধে জানবে। নিজ পরিবারে তাপ ও আলোর অন্যান্য উৎস হিসাবে ল্যাম্প, বৈদ্যুতিক বাতি, আগুণ প্রভৃতি এবং তাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে ও বর্ণনা করতে শিখবে।

(ত) স্থানীয় আবহাওয়াঃ শীত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষা ঋতুর বৈশিষ্ট্য এবং দৈনন্দিন জীবনের কাজে-কর্মে তাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ করবে এবং বর্ণনা করতে শিখবে।

(বিঃ দ্রঃ—সম্ভবমত বিভিন্ন বস্তু ও দৃশ্যের ছবি আঁকবে)

৫·১·৭ মূল্যায়নঃ

(ক) শিশুর পরিবারের সদস্যদের নাম, বয়স, সদস্য সংখ্যা এবং তাদের দায়িত্ব ও কাজ সম্বন্ধে মৌখিক বর্ণনা করা।

(খ) পরিবারের বিভিন্ন খাদ্য, খাদ্য সামগ্রীর উৎস, নাস্তা, খাদ্য গ্রহণের সময় ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা। পানির প্রয়োজনীয়তা এবং পানের উপযোগী পানির সংরক্ষিত পুকুর, টিউব-ওয়েল, পানির ট্যান্ক, ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুর ধারণা বর্ণনা করা।

(গ) শিশুর ও পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন পোষাকের নাম, পোষাকের বিভিন্ন অংশের নাম এবং প্রয়োজনীয়তার মৌখিক বর্ণনা করা। এদের ছবি আঁকা।

(ঘ) শিশুর বাসস্থান ও তার বিভিন্ন ঘরের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা; পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখী এবং বন্য পশু-পাখীর আশ্রয় স্থানের মৌখিক বর্ণনা করা। এদের ছবি আঁকা।

(ঙ) শিশুর পরিবেশের বিভিন্ন বাসগৃহ, বাসগৃহ তৈরীর উপকরণ ও প্রস্তুত কারকদের সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা করা ও ছবি আঁকা।

(চ) পোষা ও গৃহপালিত এবং বন্য পশু পাখীর পার্থক্য এবং তাদের নাম, স্বভাব, বাসস্থান ও খাদ্য সম্বন্ধে শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতার মৌখিক বর্ণনা করা। এদের ছবি আঁকা।

(ছ) বিভিন্ন দিক, স্থানীয় বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান ও দূরত্ব এবং বিভিন্ন সময় ও সপ্তাহের বিভিন্ন দিন সম্বন্ধে মৌখিক বর্ণনা করা। সূর্যের ছবি আঁকা।

(জ) নিজ বিদ্যালয়ের নাম ও অবস্থান, বিভিন্ন ঘর ও আসবাবপত্রের ব্যবহার ও সংরক্ষণ, শিক্ষকদের নাম ও সহপাঠীদের পরিচয় সম্বন্ধে মৌখিক বর্ণনা করা। বিদ্যালয়ের ছবি আঁকা।

(ঝ) নিজ পাড়ার/গ্রামের বাড়ীঘর, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কিয়াং খেলার মাঠ প্রভৃতির অবস্থান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা করা। পাড়া/গ্রামের ছবি আঁকা।

(ঞ) স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশা ও পেশাদারদের ব্যবহৃত উপকরণ ও আসবাবপত্র এবং সমাজে তাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা করা।

(ট) স্থানীয় যাতায়াতের পথ, যানবাহন, যানবাহনে আরোহন, যানবাহনের চালক এবং বিদ্যালয়ে যাতায়াত সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা করা।

(ঠ) পরিষ্কার অপরিষ্কারের পার্থক্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা, পোষাক, আসবাবপত্র, ঘর বাড়ী, বিদ্যালয় ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখা সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা করা।

(ড) পরিবারে আনন্দ উৎসবের সামগ্রী, স্থানীয় উৎসব অনুষ্ঠানের নাম, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা করা।

(ঢ) স্থানীয় বিভিন্ন দৃশ্য, ঘটনা, রং, পদার্থ এবং নানা জাতীয় পশু-পাখী ও গাছ পালা পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা করা। এদের ছবি আঁকা।

(ণ) তাপ ও আলোর উৎস, প্রয়োজনীয়তা এবং দিন ও রাতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা।

(ত) স্থানীয় আবহাওয়া, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও দৈনন্দিন কাজে কর্মে তাদের প্রভাব সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতার মৌখিক বর্ণনা করা।

(বিঃ দ্রঃ—শিক্ষক উপরোক্ত মূল্যায়নের রেকর্ড নিয়মিতভাবে রাখবেন।)

৫·১·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুর পড়ার ক্ষমতা সীমিত বিধায় পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। পরিবেশ সম্পর্কে শিশুর প্রাথমিক ও মৌলিকজ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক হবে। শিক্ষাদানের প্রধান সহায়ক হবে শিক্ষক নির্দেশিকা।

৫·১·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

পরিবেশ পরিচিতি সম্পর্কে শিক্ষক নির্দেশিকা শিক্ষকের প্রধান সহায়ক পুস্তক হবে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ "পরিবেশ পরিচিতি" পাঠের "পরীক্ষাগার" রূপে ব্যবহৃত হবে। বিদ্যালয়ের বাইরে শিশুর পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা স্থানভেদে বিভিন্ন হওয়ায় বিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতাও বিভিন্ন ধরণের হওয়া উচিত এবং এভাবেই পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং অভিভাবকের ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক নির্দেশিকা রচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

(ক) শিক্ষক নির্দেশিকা অত্যন্ত সহজভাবে বিষয়বস্তুর বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে লিখতে হবে যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং উৎসাহী অভিভাবকদের কাছে তা সহজবোধ্য হয়।

(খ) শিক্ষক নির্দেশিকায় নমুনা হিসাবে কয়েকটি (উদাহরণ স্বরূপ—পাড়া, গ্রাম, হাট, বাজার, শহর, বন্দর ও নগর) স্থানীয় পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা থাকতে হবে। যাতে শিক্ষক/অভিভাবক প্রয়োজনীয় একটির সাহায্য নিতে পারেন।

(গ) শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রত্যেক বিষয়বস্তুর বিবরণে যতদূর সম্ভব বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে সহজলভ্য উপকরণের বর্ণনা থাকবে। তবে বিভিন্ন স্থানীয় পরিবেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তুর ক্ষেত্রে একাধিক অনুরূপ উপকরণের বর্ণনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষক/অভিভাবক স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী কোন একটি ব্যাখ্যা বেছে নিতে পারেন। শিক্ষক ও ছাত্রের সম্মিলিত চেষ্টায় স্থানীয় সম্পদ হতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের উপর জোর দিতে হবে।

(ঘ) শিক্ষক নির্দেশিকায় বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিশু সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে উৎসাহিত হয়।

(ঙ) শিক্ষক নির্দেশিকায় বিষয় বস্তুর বর্ণনায় পর্যাপ্ত সহজবোধ্য ছবি ও নক্সা ব্যবহার করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যমান কোন জীব ও জড় পদার্থ সম্বন্ধে শিশু পুরোপুরি ধারণা লাভ করতে পারে।

৫· পরিবেশ পরিচিতি

৫·২ দ্বিতীয় শ্রেণী

৫·২·১ ভূমিকাঃ

(প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ)

৫·২·২ উদ্দেশ্যঃ

(প্রথম শ্রেণীর পাঠের পুনরালোচনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য প্রথম শ্রেণীর উদ্দেশ্যের অনুরূপ হবেঃ)

(ক) পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(খ) পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(গ) বাসগৃহ ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে জানা।

(ঘ) স্থানীয় হাট বাজার, পরিবহন ও চলাচল ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

(ঙ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ।

(চ) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

(ছ) বাতাস ও পানি সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

(জ) স্থানীয় পরিবেশে বিদ্যমান জীব ও জড় পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ।

(ঝ) খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানা।

(ঞ) শিশুর জীবনের নিরাপত্তার ধারণা জন্মানো।

(ট) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(ঠ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন।

(ড) সামাজিকতা, সৌজন্য ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা।

(ঢ) স্থানীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

(ণ) জাতীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

(ত) স্থানীয় ইতিহাস জানা।

৫·২·৩ বিষয়বস্তুঃ

(প্রথম শ্রেণীর বিষয়বস্তু পুনরালোচনা)

(ক) **পারিবারিক পরিবেশঃ**

ক·১ নিজ বাড়ীর অবস্হান ও ঠিকানা।

ক·২ পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্যদের পেশা এবং অর্থ উপার্জনের উৎস।

ক·৩ নিকট প্রতিবেশীর পরিবার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা।

(খ) **পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্বঃ**

খ·১ পৈতৃকঃ দাদা দাদী, চাচা চাচী, চাচাত ভাই বোন, ফুফা ফুফু, ফুফাত ভাই বোন, ইত্যাদি।

খ·২ মাতৃকঃ নানা নানী, মামা মামী, মামাত ভাই বোন, খালা খালু, খালাত ভাই বোন ইত্যাদি।

খ·৩ অন্যান্যের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধুত্ব।

(গ) **বাসগৃহ ও আসবাবপত্রঃ**

গ·১ বাসগৃহের অবস্হান, আয়তন ও বিভিন্ন ঘরের ব্যবস্হাঃ বৈঠক খানা, বসার ঘর, শোয়ার ঘর, খাবার ঘর, পড়ার ঘর, রান্না ঘর; মওজুদ ঘর, গোলা ঘর, গোছল খানা, পায়খানা, ইত্যাদি।

গ·২ বাসগৃহে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচল এবং তাপের ব্যবস্হা।

গ·৩ পরিবেশ অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্হা।

গ·৪ ময়লা নিষ্কাসনের ব্যবস্হা।

গ·৫ আসবাবপত্রঃ পিঁড়ি, মোড়া, টুল, চৌকি, খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা, আলমারী, বাক্স, রেডিও, সিন্দুক, ইত্যাদি।

গ·৬ বিছনাঃ পাটি, চাটাই, মাদুর, কাঁথা, বালিশ, লেপ, তোষক, চাদর, মশারী, ইত্যাদি।

গ·৭ রান্না ও খাওয়ার আসবাবপত্রঃ হাঁড়ি, পাতিল, কলসী, ডেক্চী, কড়াই, চুল্লা, শিল, পাটা, থালা, বাসন, প্লেট, গ্লাস, পেয়ালা, চামচ, ইত্যাদি।

(ঘ) **স্হানীয় হাটবাজার, মাল পরিবহন ও যাতায়াতঃ**

ঘ·১ হাট বাজার ও দোকানঃ হাট ও বাজারের অবস্হান ও ঠিকানা, বাজারের বিভিন্ন ধরণের দোকান ও দোকানের সংখ্যা।

ঘ·২ হাট বাজারের বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা ও পণ্য সামগ্রীর ধারণা।

ঘ·৩ বাজারে পণ্য সামগ্রী পরিবহনের ব্যবস্হাঃ বস্তা ও ঝুড়ি, থলে, মাথায় বহন, কাঁধে বহন, নৌকা, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাক, লঞ্চ, ইত্যাদি।

ঘ·৪ বাজারে যাতায়াতের ব্যবস্হা এবং খেয়া ঘাট, লঞ্চ ঘাট, ষ্টীমার ঘাট ও রেল ষ্টেশনের ধারণা।

ঘ·৫ দৈনিক/সাপ্তাহিক হাট ও বাজারের দিন।

(ঙ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণাঃ

ঙ˙১ বিদ্যালয়ের নাম, ঠিকানা এবং প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়।

ঙ˙২ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিভিন্ন শ্রেণীর নাম, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা।

ঙ˙৩ বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সংখ্যা ও তাঁদের পরিচয়।

ঙ˙৪ সহ পাঠীদের সঙ্গে সহ অবস্থান ও সমবেতভাবে খেলাধুলা এবং কাজের অভ্যাস।

(চ) স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণঃ

চ˙১ গাছপালা, ফুল ফল ও শস্য ক্ষেত পর্যবেক্ষণ, নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

চ˙২ স্থানীয় পশু পাখী পর্যবেক্ষণ, তাদের নাম শেখা এবং ছবি অঙ্কন।

চ˙৩ সূর্য, চন্দ্র ও তারকাঃ সূর্যের অবস্থান, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, দিন ও রাত, চন্দ্রের অবস্থান, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এবং তারকা পর্যবেক্ষণ।

চ˙৪ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দিক নির্ণয়।

চ˙৫ খালবিল, নদীনালা, পুকুর, দীঘি, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ।

চ˙৬ বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

(ছ) বাতাস ও পানিঃ

ছ˙১ বাতাসঃ বাতাসের অস্তিত্ব, সাধারণ বৈশিষ্ট্য, শ্বাস প্রশ্বাস ও আগুন জ্বালানোতে তার ব্যবহার। দূষিত ও বিশুদ্ধ বায়ু এবং বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।

ছ˙২ পানিঃ পানির উৎস, সাধারণ ধর্ম এবং দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহার।

(জ) স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন জীব ও জড় পদার্থঃ

জ˙১ বাসগৃহ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশে বিদ্যমান জীব ও জড় পদার্থের নাম।

জ˙২ বিভিন্ন জড় পদার্থের আকার, আয়তন, ওজন, রং ও অবস্থা—কঠিন, তরল ও বায়বীয়।

জ˙৩ একই জাতীয় জীব ও জড় পদার্থের গঠন ও বৈশিষ্ট্য।

জ˙৪ দৈনন্দিন জীবনে স্থানীয় পদার্থসমূহের ব্যবহারের ধারণা।

(ঝ) পারিবারিক খাদ্যঃ

ঝ˙১ পরিবারের খাদ্যসমূহ সংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদন। পরিবারের ও বিদ্যালয়ের শাক সব্জির বাগানে খাদ্য উৎপাদনের কাজে শিশুর অংশ গ্রহণ।

ঝ˙২ পরিবারের স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রস্তুতঃ রান্নার মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রীকে সুস্বাদু, সুপাচ্য ও জীবানুমুক্ত করণ।

ঝ˙৩ শারীরিক সুস্থতা ও বয়স অনুযায়ী খাদ্যঃ শিশুর খাদ্য, বয়স্কদের খাদ্য এবং রোগীর খাদ্য (চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী)।

ঝ˙৪ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাঃ পুষ্টিসাধন, দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন।

ঝ˙৫ খাদ্য সংরক্ষণঃ বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফলমূল সংরক্ষণের উপায় ও অপচয় রোধ।

(ঞ) জীবনের নিরাপত্তার ধারণাঃ

ঞ'১ বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা ও জীবনের উপর মারাত্মক ঝুঁকির ধারণা।

ঞ'২ বিদ্যালয়ে যাতায়াত, পথে চলা, যানবাহনে আরোহন ও অবতরণ এবং রাস্তা পার হওয়ার সময় অসাবধানতার জন্য হঠাৎ দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন।

ঞ'৩ দৈনন্দিন জীবনে দা, বটি, ছুরি, কাঁচি, ব্লেড, চাকু, সুচ, দিয়াশলাই, আগুণ, বিজলীর সুইচ, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতির অসতর্কতামূলক ব্যবহার ও সংরক্ষণের অভাবে হঠাৎ দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন।

ঞ'৪ খেলাধুলার সময় হাত, পা, ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাঙ্গা, ক্ষত বিক্ষত হওয়া, পুকুর, দীঘি, খাল, বিল বা নদীতে গোছল ও সাঁতার কাটার সময় ডুবে যাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে সতর্কতা।

(ট) স্বাস্থ্য ও পরিবেশঃ

ট'১ কলেরা, বসন্ত, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে প্রতিরোধক ইন্‌জেকসন্‌ ও টিকা দান এবং জীবানু নাশক ঔষধ (যথা--ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, ইত্যাদি) ছড়ানো।

ট'২ মশা-মাছি নিধনের জন্য ঝোপ-জংগল ও কচুরী পানা পরিষ্কার করা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত আবদ্ধ পানি নিষ্কাশন এবং প্রতিরোধক ঔষধ ছড়ানো।

ট'৩ ঝড়, তুফান, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর মহামারীর প্রকোপ ও তার প্রতিকার।

ট'৪ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দাতব্য চিকিৎসা ব্যবস্থা।

(ঠ) নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসঃ

ঠ'১ শরীরঃ হাত, পা, নাক, নখ, মুখ, চোখ, কান, গলা, চুল, ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা।

ঠ'২ পোষাক পরিচ্ছদঃ পোষাক, গামছা, তোয়ালে, জুতা, মোজা, রুমাল, ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা।

ঠ'৩ বাসগৃহ, আসবাবপত্র ও বিদ্যালয়ঃ ঘরের মেঝে ঝাড়ু দেয়া, বিছানা ও আসবাবপত্র পরিষ্কার করা, ঘরের ময়লা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।

ঠ'৪ পরিবেশঃ বাসগৃহ ও বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তা, খোলা জায়গা প্রভৃতি।

(ড) সামাজিকতা, সৌজন্য ও শৃংখলাবোধঃ

ড'১ মুরুব্বী ও শিক্ষকের সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা।

ড'২ অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানানো এবং নম্রতা ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার।

ড'৩ বাসগৃহ ও বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা।

ড'৪ বিভিন্ন পরিবারের সদস্য ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগে সম্মিলিতভাবে কাজ ও খেলা ধুলায় অংশ গ্রহণ।

(ঢ) স্থানীয় সংস্কৃতি (পোষাক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান)ঃ

ঢ·১ **পোষাকঃ** গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন পোষাক এবং এদের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা।

ঢ·২ **পোষাক তৈরীর উপকরণঃ** তুলা, সুতা, পশম এবং কৃত্রিম আঁশ ইত্যাদি। **প্রস্তুককারক ও যন্ত্রকারীঃ** তাঁতী, দর্জী, ধোপা, ইত্যাদি।

ঢ·৩ **ধর্মীয় অনুষ্ঠানঃ** ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ, সবেবরাত, সবেকদর, ঈদ্‌উল্‌ফিতর, ঈদ্‌উল আজ্‌হা, ঈদ্‌এ মিলাদুন্নবী, মহর্‌রম, রথযাত্রা, দুর্গাপূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বড় দিনের উৎসব ইত্যাদি।

ঢ·৪ **সামাজিক অনুষ্ঠানঃ** বিবাহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নববর্ষের উৎসব, পুঁথির আসর, খেলাধূলা, ইত্যাদি।

(ণ) জাতীয় অনুষ্ঠানঃ

ণ·১ স্বাধীনতা দিবস ও তার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য।

ণ·২ বিজয় দিবস ও তার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য।

ণ·৩ শহীদ দিবস ও তার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য।

ণ·৪ নববর্ষের উৎসব।

(ত) স্থানীয় ইতিহাসঃ

ত·১ শিশুর পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ত·২ পিতা বা পিতামহের বর্তমান বাসস্থানে বসবাস শুরু করার ইতিহাস।

ত·৩ স্থানীয় মস্‌জিদ, পুরাকীর্তি, মন্দির, গীর্জা, কিয়াং, বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, হাট, বাজার, খেলার মাঠ, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোগকারীদের পরিচয়।

ত·৪ স্থানীয় ভূমি গঠন, খাল, নদী, বন, পাহাড়, প্রভৃতির ইতিহাস।

৫·২·৪ **শিক্ষার উপকরণ (স্থানীয় সম্পদ অনুযায়ী)ঃ**

(প্রথম শ্রেণীর পাঠের পুনরালোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার উপকরণ প্রথম শ্রেণীর পাঠের উপকরণের অনুরূপ)

(ক) শিশুর নিজ বাড়ীর ছবি, নক্সা এবং নিজ পরিবারের বিভিন্ন পেশাধারীদের (পোষাকসহ) ছবি।

(খ) পৈতৃক ও মাতৃক পরিবার সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য।

(গ) বিভিন্ন বাসগৃহ, আসবাবপত্র ও রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ছবি, নক্সা, স্কেচ ইত্যাদি।

(ঘ) হাট-বাজার, যান বাহন, বিভিন্ন রাস্তা ও যাতায়াত পথের ছবি, স্কেচ, ইত্যাদি।

(ঙ) বিদ্যালয়ের ছবি, নক্সা, স্কেচ, ইত্যাদি। ছবি অংকন সামগ্রী।

(চ) বিভিন্ন গাছ-পালা, ফুল-ফল, পশু-পাখী, খাল-বিল, নদ-নদী, সূর্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতির ছবি, স্কেচ, ইত্যাদি।

(ছ) বিভিন্ন ধরণের পাখা, দিয়াশলাই, গ্লাস ভর্তি পানি, সংরক্ষিত পুকুর, টিউবওয়েল, পানির ট্যাঙ্ক, ইত্যাদি।

(জ) বিভিন্ন জীব ও জড় পদার্থের নমুনা, ছবি ও মডেল্।

(ঝ) বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের (যেমন—ফলমূল, শাকসব্জি, ইত্যাদি) ছবি।

(ঞ) দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বিপদজনক যন্ত্রপাতি (দাও, বটি, চাকু, ব্লেড ইত্যাদি)।

(ট) পরিষ্কার অপরিষ্কার পরিবেশের তুলনামূলক ছবি, বসন্ত ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ছবি, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, ইত্যাদি।

(ঠ) পরিচ্ছন্ন শিশু, পোষাক, গৃহ, বিদ্যালয় এবং এদের ছবি।

(ড) শিক্ষক দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

(ঢ) বিভিন্ন ঋতুতে ব্যবহৃত পোষাক এবং এগুলো তৈরীর উপকরণ পাট, তুলা, উল ইত্যাদি। পোষাক তৈরী কাজে নিয়োজিত লোকের ছবি। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ছবি।

(ণ) জাতীয় পতাকা, স্মৃতিসৌধ এবং এদের ছবি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও তার ছবি।

(ত) পূর্ব পুরুষের ছবি, বিদ্যালয়, প্রসিদ্ধ মসজিদ, পুরাকীর্তি, মন্দির, কিয়াং ও গীর্জার ছবি, স্কেচ, ইত্যাদি।

(**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** ছবি, নক্সা, মডেল, ইত্যাদি এবং স্থানীয় পরিবেশে সহজলভ্য ও প্রয়োজনীয় ছবি অঙ্কন সামগ্রী)।

৫·২·৫ শিক্ষকের কাজ (পরিবেশ অনুযায়ী)ঃ

(প্রথম শ্রেণীর পাঠের পুনরালোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ)।

(ক) শিশুকে প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(খ) পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে শিশুকে সহায়তা করবেন।

(গ) প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে বাসগৃহ, আসবাবপত্র এবং রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে শিশুকে সাহায্য করবেন। ছবি আঁকার কাজে সহায়তা দান করবেন।

(ঘ) শিশুকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় হাট-বাজার, মাল পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(ঙ) উপকরণের সাহায্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে এরং সহপাঠিদের সংগে সমবেত-ভাবে খেলাধুলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণে শিশুকে সহায়তা করবেন।

(চ) শিশুকে প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং এদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে ধারণা লাভে সাহায্য করবেন। ছবি আঁকার কাজে শিশুকে সহায়তা করবেন।

(ছ) প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে বাতাস ও পানি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন। বিশুদ্ধ পানির উৎস পর্যবেক্ষণ করাবেন।

(জ) স্থানীয় জীব ও জড় পদার্থ সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভে শিশুকে সাহায্য করবেন।

(ঝ) শিশুকে খাদ্য উৎপাদনের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহায়তা করবেন, সুস্বাদু ও সুপাচ্য খাদ্য সম্বন্ধে ধারণা দেবেন এবং খাদ্য সংরক্ষণ, অপচয় রোধ ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন।

(ঞ) শিশুকে বিভিন্ন দুর্ঘটনা থেকে সাবধানতা অবলম্বনের ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

(ট) শিশুকে স্থানীয় পরিষ্কার ও অপরিষ্কার পরিবেশ, মশামাছির জন্মস্থান পর্যবেক্ষণ এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে উৎসাহিত করবেন।

(ঠ) শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহায়তা করবেন।

(ড) শিশুকে সামাজিকতা, সৌজন্য ও শৃংখলাবোধ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(ঢ) শিশুকে বিভিন্ন পোষাক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(ণ) স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও নববর্ষ সম্বন্ধে শিশুকে ধারণা দিবেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করাবেন এবং এগুলোতে তাদের অংশ গ্রহণে সহায়তা করবেন।

(ত) প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুকে স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** প্রয়োজনমত শিশুদেরকে ছবি আঁকতে উৎসাহিত ও সাহায্য করবেন)।

৫·২·৬ শিক্ষার্থীর কাজ (পরিবেশ অনুযায়ী)ঃ

(প্রথম শ্রেণীর পাঠের পুনরালোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাজ প্রথম শ্রেণীর পাঠের অনুরূপ)।

(ক) পারিবারিক পরিবেশ ও পরিবারের সদস্যদের পেশা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করবে।

(খ) পিতা মাতা উভয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হবে।

(গ) বাসগৃহ, আসবাবপত্র ও রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্বন্ধে জানবে।

(ঘ) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় হাট, বাজার, মাল পরিবহন এবং যাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

(ঙ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং সহপাঠীদের সাথে সমবেতভাবে খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবে।

(চ) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করবে।

(ছ) উপকরণের সাহায্যে বাতাস ও পানির সাধারণ ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।

(জ) স্থানীয় জীব ও জড় পদার্থ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করবে।

(ঝ) বিদ্যালয়ে/গৃহে খাদ্য উৎপাদনের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। পুষ্টিকর খাদ্য ও খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

(ঞ) বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলার পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

(ট) স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, পরিষ্কার ও অপরিষ্কার পরিবেশ ও মশামাছির জন্মস্থান পর্যবেক্ষণ করবে এবং মশামাছি নিধন ও পরিবেশ পরিষ্কার করার কাজে অংশ গ্রহণ করবে।

(ঠ) নিজের দেহ, পোষাক, বিদ্যালয়, বাসগৃহ, ইত্যাদি পরিষ্কার করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করবে।

(ড) শিক্ষক এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুকরণের মাধ্যমে শৃঙ্খলা, সামাজিকতা এবং সৌজন্যবোধ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে।

(ঢ) বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান এবং পোষাক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

(ণ) স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস এবং নববর্ষ সম্বন্ধে জানবে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবে এবং তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

(ত) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশু স্থানীয় ঐতিহাসিক কীর্তি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

(**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভবমত বিভিন্ন বস্তু ও দৃশ্যের ছবি আঁকবে।)

৫·২·৭ মূল্যায়নঃ

(প্রথম শ্রেণীর পাঠের পুনরালোচনার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রথম শ্রেণীর পাঠের মূল্যায়নের অনুরূপ)।

(ক) শিশুর বাড়ীর ঠিকানা বলতে ও লিখতে পারা এবং পিতা মাতা ও পরিবারের অন্যান্যদের পেশার নাম ও অর্থ উপার্জনের মৌখিক বর্ণনা করতে পারা।

(খ) শিশুর পিতা মাতা উভয়ের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের সঙ্গে আত্মীয়তার পরিচয় ও পারিবারিক বন্ধুদের সম্বন্ধে বলতে পারা।

(গ) শিশুর বাসগৃহের অবস্থান, আয়তন, বিভিন্ন ঘর ও আসবাবপত্রের নাম ও ব্যবহার, গৃহে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু প্রবেশ এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার বর্ণনা করা।

(ঘ) স্থানীয় হাট, বাজার, যাতায়াত ও মাল পরিবহন ব্যবস্থা, পণ্য সামগ্রী ও দোকানপাট সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা।

(ঙ) বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা লিখতে পারা, প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষকদের পরিচয় বলতে পারা, শিক্ষাদানের বিভিন্ন শ্রেণীর নাম, ছাত্র সংখ্যা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে সহঅবস্থান, সমবেতভাবে খেলাধুলা ও কাজের মৌখিক বিবরণ।

(চ) স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর অর্জিত অভিজ্ঞতার মৌখিক বর্ণনা।

(ছ) বায়ু ও পানির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও দৈনন্দিন জীবনে তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিশুর মৌখিক বর্ণনা। বিশুদ্ধ পানি ও এর উৎস সম্বন্ধে ধারণা বর্ণনা।

(জ) স্থানীয় পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন জীব ও জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিশুর পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

(ঝ) খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য উৎপাদন, স্বাস্থ্যবিধিমতে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য সংরক্ষণ, শিশু, বয়স্ক ও রোগীদের খাদ্যের পার্থক্য এবং খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিশুর ধারণার মৌখিক বর্ণনা।

(ঞ) দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অথচ বিপদজনক বিভিন্ন খেলাধুলা ও যাতায়াতে নানাবিধ দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সতর্কতার ধারণার মৌখিক বিবরণ।

(ট) স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, পরিবেশ পরিষ্কারের কাজ এবং মহামারী ও বিপদকালীন কাজ সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতার মৌখিক বর্ণনা।

(ঠ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শরীর, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, বিদ্যালয় ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখার উপায় অবলম্বনে শিশুর সক্রিয় ভূমিকা পালনের বর্ণনা।

(ড) শৃঙ্খলাবোধ, সামাজিকতা ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার, আদব কায়দা, ধন্যবাদ, অভিবাদন জানানো প্রভৃতি অভ্যাস গঠনে অগ্রগতি লক্ষ্য করা।

(ঢ) স্থানীয় পোষাক এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতায় বর্ণনা।

(ণ) বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে শিশুর ধারণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং ছবি অঙ্কন।

(ত) শিশুর পারিবারিক ও বিশিষ্ট লোকের এবং স্থানীয় বিশেষ বস্তু, প্রতিষ্ঠান ও পুরাকীর্তির ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান যাচাই করা।

(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শিক্ষক উপরোক্ত মূল্যায়নের রেকর্ড নিয়মিতভাবে রাখবেন)।

৫.২.৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৫.২.৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(ক) পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)

৫(ক)৩ তৃতীয় শ্রেণী

৫(ক)৩.১ ভূমিকাঃ

"পরিবেশ পরিচিতি" বিষয়টির মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশের সামাজিক উপাদান এবং জীব ও জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হবে। একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে এ বিষয়টি দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

(১) পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) ও

(২) পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)।

মূল বিষয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এ দু'টি বিভাগের শিক্ষাদান এগিয়ে যাবে। উভয় বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর কাজ এবং শিক্ষণের মূল্যায়ন পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই চয়ন করা হয়েছে। এ তিনটি শ্রেণীতে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়ার আনুষ্ঠানিক দিকটির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)-এর বিষয়বস্তু পৌরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ের উপাদান সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিবেশ পরিচিতির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকলেও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে এ দু'টি বিভাগের জন্যই আলাদা পাঠ্যপুস্তক থাকবে। তদুপরি শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক কাজেও হাত দিবে এবং পারিপার্শ্বিকতা ও অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নিজেদের জীবনে তা অনুশীলন করতে সক্ষম হবে।

৫(ক)৩·২ **উদ্দেশ্যঃ**

(ক) শিক্ষার্থীদের নিজস্ব এবং নিজ এলাকার পরিবার সম্পর্কে ধারণা লাভ। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, মেহমান ও অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক। তাদের প্রতি আচরণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া, সমাজ ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং সমষ্টিগত জীবন যাপনের নিয়মকানুন শেখার মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ।

(খ) শিক্ষার্থীদের নিজ পরিবেশের বিভিন্ন পেশাজীবি লোক সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও তাদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। উক্ত পরিবেশের খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা।

(গ) প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষার্থীর নিজ অঞ্চল (পাড়া/মহল্লা ও গ্রাম) সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা লাভ এবং পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টান্তমূলক তথ্যভিত্তিক জ্ঞান অর্জন এবং উক্ত এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে পরিচিতি লাভ।

(ঘ) পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের জীবন ধারা ও কার্যাবলীর সাথে পরিচিতি লাভ।

(ঙ) বর্তমান মানব পরিবেশের সঙ্গে অতীত মানব পরিবেশের পার্থক্য অনুধাবন। প্রাণী ও প্রকৃতি জগতের উপর মানুষের কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

৫(ক)৩·৩ **বিষয়বস্তুঃ**

১। **সামাজিক পরিবেশঃ (ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ)ঃ**

১·১ পরিবারঃ
- ১·১·১ পরিবার সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা।
- ১·১·২ পরিবারের সদস্যগণ।
- ১·১·৩ মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে সম্পর্ক।
- ১·১·৪ আত্মীয় স্বজন, অতিথি ও অন্যান্যদের প্রতি ব্যবহার।

১·২ প্রতিবেশীঃ
- ১·২·১ প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক ও ব্যবহার।
- ১·২·২ প্রতিবেশীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করা।

১·৩ সমাজঃ
- ১·৩·১ সমাজ কিভাবে গঠিত।
- ১·৩·২ কাদের নিয়ে সমাজঃ ব্যক্তি, গৃহ, বিদ্যালয়, ইত্যাদি।
- ১·৩·৩ সমাজের সদস্য হিসাবে শিক্ষার্থীদের ও অন্যান্যদের কর্তব্য।

২। **শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশঃ**

২·১ পরিবেশের সাথে মানুষ কিভাবে খাপ খাইয়ে নেয়।

২·২ সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশা যেমন কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, ব্যবসায়ী, চাকরীজীবী, দোকানদার, রিক্সাওয়ালা, ডাক্তার, উকিল, ইত্যাদি।

২·৩ খাদ্য, পোষাক ও বাসস্থান।

২·৪ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

৩। **অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশঃ**

৩·১ পাড়া/মহল্লা, গ্রাম ও ইউনিয়ন।

৩·২ পাড়া/মহল্লা গ্রাম ও ইউনিয়নের দৃষ্টান্তমূলক তথ্যভিত্তিক জ্ঞান।

৩.৩ শিক্ষার্থীর নিজ পাড়া/মহল্লা, গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যবেক্ষণ দ্বারা উক্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক জ্ঞান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের সাথে পরিচয়।

৪। **পরিবেশভেদে মানুষের জীবনধারা ও কার্যাবলী:** (বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে)।

৪.১ সমভূমি, নদী, বন, পাহাড় ও উক্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসী।

৫। **মানব পরিবেশ: বর্তমান ও অতীত:**

৫.১ বিভিন্ন যুগের মানুষ।

৫.২ আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার।

৫.৩ পশুপাখী পালন, গাছপালা রোপণ, কৃষি উৎপাদন।

৫.৪ উর্বর সমতলভূমি ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন।

৫.৫ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও ব্যবহার।

৫.৬ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার।

দ্রষ্টব্য: গাছ-পালা রোপণ ও পশু-পাখী পালনে শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে এবং ক্ষেতে-খামারে প্রত্যক্ষ কর্ম অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সক্রিয় কার্যক্রম থাকবে।

৫(ক)৩.৪ **শিক্ষার উপকরণ:**

(ক) শিক্ষার্থীর নিজ পরিবার, পরিবারের সদস্যদের সংখ্যার কার্ড ও নামের তালিকা, ছবি, পারিবারিক গ্রুপ ফটো (যেখানে সম্ভব) ইত্যাদি। মাটি বা বাঁশের তৈরী ছোট ছোট ঘরবাড়ী, পুতুল, প্রতিকৃতি ও ছবি। প্রতিবেশীর সাথে একত্রিত কাজের সচিত্র পোষ্টার। সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি ও পোষ্টার।

(খ) বিভিন্ন পেশার তালিকা, পেশাধারী ও তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও আসবাবপত্রের নাম, নমুনা ও ছবি। স্থানীয় বিভিন্ন যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ছবি, নক্সা ও মডেল।

(গ) পাড়া/মহল্লা, গ্রাম ও ইউনিয়নের ছবি, নক্সা ও মডেল। স্থানীয় বিদ্যালয়, খেলার মাঠ উপাসনালয়, নদী-নালা, হাট-বাজার, ইত্যাদির ছবি এবং উক্ত এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীদের কার্যাবলী এবং উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা।

(ঘ) বিভিন্ন পরিবেশের (যেমন সমভূমি, নদী, বন, পাহাড়, ইত্যাদির ছবি ও উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কার্যাবলীর ছবি ও তালিকা)।

(ঙ) বিভিন্ন যুগের মানুষ, অস্ত্র-শস্ত্র, মুদ্রা, মৃৎপাত্র, পরিচ্ছদ, ইত্যাদির ছবি, ঐতিহাসিক নিদর্শন-সমূহ এবং যাদুঘর।

৫(ক)৩.৫ **শিক্ষকের কাজ:**

(ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব ও নিজ এলাকার পরিবার, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের সম্বন্ধে ধারণা ও তাদের নামের তালিকা বয়োক্রম অনুযায়ী প্রণয়ন করতে সাহায্য করবেন ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করাবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিবেশী সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দেবেন। তাদের সাথে সম্পর্ক ও ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত হতে সাহায্য করবেন এবং প্রতিবেশীর সাথে মিলে মিশে কাজ করার উপকারিতা বুঝিয়ে দেবেন।

সমাজ গঠন, সমাজে বাস করার উপকারিতা এবং সমাজের প্রতি শিক্ষার্থীদের কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন। সমাজ কল্যাণমূলক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবেন।

(খ) পরিবেশের সাথে মানুষ নিজেকে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে শিক্ষার্থী-দের সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন লোকের পেশা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে উপদেশ দেবেন এবং সেই পরিবেশের খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবেন।

(গ) শিক্ষক পাড়া/মহল্লা, গ্রাম ও ইউনিয়ন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দান করবেন এবং উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণের দ্বারা শিক্ষার্থীর নিজ পাড়া, গ্রাম ও ইউনিয়ন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবেন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজের সাথে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরিবেশ অনুযায়ী (যেমন, সমভূমি, নদী, বন, পাহাড়, ইত্যাদি) মানুষের জীবনধারা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত হতে সাহায্য করবেন।

(ঙ) মানুষ অতীতকাল থেকে কিভাবে ধাপে ধাপে সভ্যতার অগ্রগতিতে এগিয়ে চললো শিক্ষক দৃষ্টান্ত ও তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে তা বর্ণনা করবেন। বর্তমান পরিবেশের সাথে অতীত পরিবেশের পার্থক্য অনুধাবন করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

গাছপালা রোপণে ও পশু পাখী পালনে শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে এবং ক্ষেত খামারে প্রত্যক্ষ কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্রিয় সহায়তা দান করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রয়োজনবোধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ছবি অংকন কাজে সহায়তা করবেন।

৫(ক)৩.৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

(ক) শিক্ষার্থীরা নিজ পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা ও বয়োক্রম অনুযায়ী তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করবে। পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। প্রতিবেশীদের নাম বয়স ও অন্যান্য তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হবে। তাদের প্রতি সুষ্ঠু আচরণ করবে এবং প্রতিবেশীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার অভ্যাস করবে। সমাজ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে। সমাজ গঠন, সমাজের অধিবাসী ও সমাজে বাস করার উপকারিতা সম্বন্ধে জানবে এবং সমাজের প্রতি শিক্ষার্থীর নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হবে। সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

(খ) পরিবেশের সাথে মানুষের খাপ খাওয়ানো সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে এবং শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন লোকের পেশা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। অভিনয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার ক্রিয়াকলাপ উপস্থাপন করবে। উক্ত পরিবেশের খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হবে।

(গ) শিক্ষার্থীরা পাড়া/মহল্লা, গ্রাম ও ইউনিয়নের আকার, আয়তন, অবস্থান, জনসংখ্যা ও মানুষের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ দ্বারা পাড়া/মহল্লা, গ্রাম এবং ইউনিয়নের সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং উক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। উক্ত বিষয়ের মৌখিক অথবা লিখিত প্রতিবেদন পেশ করবে। পাড়া, গ্রাম ও ইউনিয়নের নক্সা অথবা ছবি আঁকবে।

(ঘ) শিশু বিভিন্ন পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের জীবন ধারা ও কার্যাবলীর সাথে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের মাধ্যমে পরিচিত হবে।

(ঙ) শিক্ষার্থী বিভিন্ন যুগের মানুষ এবং তাদের সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে জানবে বর্তমান পরিবেশের সাথে অতীত পরিবেশের পার্থক্য অনুধাবন করবে। গাছপালা রোপণে ও পশু-পাখী পালনে, নিজ বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে এবং ক্ষেতে খামারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীরা ছবি অংকন করবে।

৫(ক)৩.৭ **মূল্যায়নঃ**

(ক) শিক্ষার্থীর নিজ পরিবারের সদস্যদের নাম, বয়স, পরিবারের সদস্য সংখ্যা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে মৌখিক ও লিখিতভাবে যাচাই করা। প্রতিবেশীদের বর্ণনা, নাম, পরিচয় এবং তাদের সাথে মিলে মিশে কাজ করার অভিজ্ঞতা যাচাই করা। সমাজের প্রতি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে তালিকা প্রস্তুত করা।

(খ) শিক্ষার্থীদের নিজ পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশাজীবি লোক ও তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপকরণের ছবি অংকন করা ও তালিকা প্রস্তুত করা, স্থানীয় বিভিন্ন যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ছবি অংকন করা।

(গ) শিক্ষার্থীদের নিজ পাড়া/মহল্লা, গ্রাম ও ইউনিয়নের ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টান্তমূলক তথ্যভিত্তিক জ্ঞান বর্ণনা করা। উক্ত অঞ্চলের ছবি, নক্সা ও মডেল প্রস্তুত করা এবং উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ সম্বন্ধে মৌখিক ও লিখিতভাবে যাচাই করা।

(ঘ) বিভিন্ন পরিবেশ (যেমন সমভূমি, নদী, বন, পাহাড়, ইত্যাদি) ও সেই পরিবেশের অধিবাসীদের ছবি ও কার্যাবলীর তালিকা প্রস্তুত করা।

(ঙ) বিভিন্ন যুগের মানুষ এবং তাদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, মৃৎপাত্র, ইত্যাদির ছবি আঁকা। ঐতিহাসিক স্থান ও যাদুঘর সম্বন্ধে বর্ণনা করা ও দর্শনীয় বিষয়গুলোর তালিকা প্রস্তুত করা।

৫(ক)৩.৮. **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ**

(ক) ভাষা রীতিঃ পাঠ্যপুস্তকে চলিত ভাষা রীতি ব্যবহার করতে হবে।

(খ) বানান রীতিঃ পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা রক্ষা করতে হবে। একই শব্দের বানান সর্বত্র এক রকম হবে।

(গ) **আকার ও মুদ্রণঃ**

গ.১ পাঠ্যপুস্তকটি অনুর্ধ ৫০ পৃষ্ঠার হবে।

গ.২ বইটির আকার হবে ন্যূনতম ৮½"×৬½"।

গ.৩ অক্ষরের আকারঃ

পাঠ অংশ—১২ পয়েন্ট পাইকা।

অনুশীলনী অংশ—১২ পয়েন্ট পাইকা।

(ঘ) **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাঃ**

ঘ.১ প্রচ্ছদ উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হতে হবে।

ঘ.২ প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রয়োজনমত ছবি ও চিত্র থাকতে হবে।

(ঙ) তথ্য পরিবেশন ও বিশ্লেষণে প্রয়োজনমত লোকজ, দেশজ ও স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত উপকরণের ব্যবহারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

(চ) প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কিছু হাঁ/না বা সত্য/মিথ্যা অথবা শুদ্ধ/অশুদ্ধ উত্তরবোধক অনুশীলনী থাকলে শিক্ষার্থীদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান যাচাই ও তাদের সততা পরীক্ষা সহজতর হবে।

(ছ) পুস্তক রচনাকালে শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিক গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন বিষয়ে পুনরাবৃত্তি করা বা বিতর্কিত বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকতে হবে।

(জ) পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার কাউকে না দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে। ইহাতে পুস্তকের মান যেমন উন্নত হবে তেমনি মূল্যও যুক্তি সংগত পর্যায়ে থাকবে।

(ঝ) পুস্তক রচনাকালে রচয়িতাকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং কমিটির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে।

(ঞ) পাঠ্যপুস্তক অবশ্যই সমকালীন শিক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(ট) উন্নত পুস্তক রচনায় উৎসাহ দেবার জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাকে পুরস্কৃত করা যেতে পারে।

৫(ক)৩.৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালা ঃ

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) সম্পর্কে শিক্ষক নির্দেশিকা শিক্ষকের প্রধান সহায়ক পুস্তক হবে। প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, পরিবেশ পরিচিতি পাঠের "পরীক্ষাগাররূপে ব্যবহৃত হবে। বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা স্থান ভেদে বিভিন্ন হওয়ায় বিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতা ও বিভিন্ন ধরণের হওয়া উচিত এবং এভাবেই পুঁথিগত শিক্ষার সংগে সংগে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক নির্দেশিকা রচনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

(ক) শিক্ষক নির্দেশিকা অত্যন্ত সহজভাবে বিষয়বস্তুর বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে লিখতে হবে যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নিকট তা সহজে বোধগম্য হয়।

(খ) শিক্ষক নির্দেশিকায় নমুনা হিসাবে স্থানীয় পরিবেশে বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা থাকতে হবে যেন শিক্ষক প্রয়োজনীয় কোন একটির সাহায্য নিতে পারেন।

(গ) শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রত্যেক বিষয়বস্তুর বর্ণনায় যতদূর সম্ভব বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে সহজলভ্য উপকরণের উল্লেখ থাকবে। তবে বিভিন্ন স্থানীয় পরিবেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তুর ক্ষেত্রে একাধিক অনুরূপ উপকরণের বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে যাতে শিক্ষক স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী কোন একটিকে ব্যাখ্যা হিসেবে বেছে নিতে পারেন। লোকজ, দেশজ ও স্থানীয় সম্পদ হতে উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুতের উপর জোর দিতে হবে।

(ঘ) শিক্ষক নির্দেশিকায় বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়।

(ঙ) শিক্ষক নির্দেশিকায় বিষয়বস্তুর বর্ণনায় পর্যাপ্ত সহজবোধ্য ছবি ও নক্সা ব্যবহার করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা লাভে সক্ষম হয়।

৫(ক) পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)

৫(ক)·৪ চতুর্থ শ্রেণী

৫(ক)৪·১ ভূমিকা:

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(ক)৪·২ উদ্দেশ্য:

(ক) সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতিতে মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলীর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

(খ) পরিবেশ পরিবর্তন মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে জানা।

(গ) প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষার্থীদের নিজ অঞ্চল অপেক্ষা বৃহত্তর অঞ্চল সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা অর্জন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সংগে পরিচিতি লাভ। উক্ত অঞ্চলের পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টান্তমূলক তথ্যভিত্তিক জ্ঞান লাভ।

(ঘ) বিভিন্ন আঞ্চলিক জীবন ধারা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় এবং বিশেষ অঞ্চলের যেমন—চাকমা, গারো ইত্যাদি উপজাতির জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

দেশীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়ে নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

৫(ক)৪·৩ বিষয়বস্তু:

১। পরিবেশ ও জীবনধারা:

১·১ সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি ও মানুষের কার্যাবলী:

১·১·১ গ্রাম, শহর, হাট-বাজার, গঞ্জ, বন্দর ইত্যাদির উৎপত্তি।

১·১·২ ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ।

১·১·৩ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

১·১·৪ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার প্রতিক্রিয়া।

২। পরিবেশ পরিবর্তন ও মানুষের জীবন ধারা:

২·১ পরিবেশ পরিবর্তন ও প্রাণীর উপর প্রভাব।

২·২ পরিবেশ পরিবর্তন ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব।

২·৩ পরিবেশ পরিবর্তন ও মানব জীবনের উপর প্রভাব—যেমন সিন্ধু সভ্যতা, মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ইত্যাদির উৎপত্তি ও বিলুপ্তি।

২·৪ পরিবেশ, গাছপালা, পশু-পাখী ইত্যাদি সংরক্ষণ।

৩। অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ:

৩·১ থানা, মহকুমা, জিলা ও বিভাগ।

৩·২ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান—ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, থানা পরিষদ, জিলা পরিষদ—এদের গঠন ও কার্যাবলী।

৩·৩ থানা, মহকুমা, জিলা ও বিভাগসমূহের দৃষ্টান্তমূলক তথ্যভিত্তিক জ্ঞান।

৩·৪ শিক্ষার্থীর নিজ থানা, মহকুমা, জিলা ও বিভাগের বর্ণনা দ্বারা উক্ত অঞ্চলসমূহের ভৌগোলিক জ্ঞান এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সাথে পরিচয়।

৩·৫ উক্ত এলাকাসমূহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন—সমবায় সমিতি, ন্যায্যমূল্যের দোকান, পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, পশু হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে পরিচয়।

৪। আঞ্চলিক জীবনধারা ও সংস্কৃতি (বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে):

৪·১ বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশ, জীবনধারা ও সংস্কৃতি।

৪·২ বিশেষ অঞ্চলের জীবনধারা ও সংস্কৃতি, যেমন—চাকমা, গারো, মগ, মুরং, সাঁওতাল ইত্যাদি।

৪·৩ **অতীত ও ঐতিহ্য:**

৪·৩·১ পাহাড়পুর।

৪·৩·২ মহাস্থানগড়।

৪·৩·৩ ময়নামতি।

৪·৩·৪ সোনার গাঁ।

৪·৩·৫ লালবাগ কেল্লা।

৪·৩·৬ তিতুমীর-বাঁশের কেল্লা।

৫(ক)৪·৪ **শিক্ষার উপকরণ:**

(ক) গ্রাম, শহর, হাট-বাজার, গঞ্জ, বন্দর ইত্যাদির ছবি, বিভিন্ন যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ছবি, নকসা ও জনসংখ্যার সচিত্র পোস্টার।

(খ) বিভিন্ন সভ্যতা (যেমন সিন্ধু সভ্যতা, মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা) ইত্যাদির ছবি। বিভিন্ন পরিবেশ, গাছপালা ও পশু-পাখীর ছবি ও তালিকা।

(গ) থানা, মহকুমা, জিলা ও বিভাগের নকসা, মৌজা মানচিত্র ও তালিকা। স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নকসা, ছবি ও তালিকা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা।

(ঘ) বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবেশের জীবনধারা, সংস্কৃতির ছবি ও তালিকা। বাংলাদেশে বসবাসকারী চাকমা গারো, মগ, প্রভৃতি উপজাতীয় লোক তাদের সংস্কৃতির ছবি ও তালিকা। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নিদর্শন বা স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থান ও যাদুঘর। ছবি ও মানচিত্র।

৫(ক)৪·৫ **শিক্ষকের কাজ:**

(ক) সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতির প্রতিশ্রুতিস্বরূপ শহর, বন্দর, গ্রাম, হাট-বাজার, গঞ্জ, ইত্যাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। ভূমি ব্যবহার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করতে শিক্ষক সচেষ্ট হবেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমাজের অগ্রগতিতে এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(খ) পরিবেশ পরিবর্তনে, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং মানব জীবনের উপর প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হতে সাহায্য করবেন এবং বিভিন্ন সভ্যতার উৎপত্তি ও বিলুপ্তির কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দান করবেন।

(গ) শিক্ষার্থীদের পাড়া/মহল্লা, গ্রাম ও ইউনিয়ন সম্পর্কীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক মানচিত্র ও নক্সার সাহায্যে থানা, মহকুমা, জিলা ও বিভাগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভে সাহায্য করবেন এবং উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্ণনার দ্বারা শিক্ষার্থীর নিজ থানা, মহকুমা, জিলাও বিভাগ সম্বন্ধে ধারণা লাভে সহায়ক হবেন। শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উন্নয়নমূলক কাজের সাথে পরিচিত করে উক্ত কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে সাহায্য করবেন।

(ঘ) আঞ্চলিক ও বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশের জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন এবং (সম্ভব হলে) পর্যবেক্ষণ ও উপকরণের মাধ্যমে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রয়োজনবোধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবি অংকন কাজে সহায়তা করবেন।

৫(ক)৪·৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

(ক) সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলস্বরূপ শহর, বন্দর, গ্রাম, হাট-বাজার, গঞ্জ ইত্যাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারণা লাভ করবে। ভূমি সংগঠন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমাজের উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

(খ) পরিবেশ পরিবর্তনে প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানব জীবনের উপর প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং বিভিন্ন সভ্যতার উৎপত্তি ও বিলুপ্তির কারণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে।

(গ) শিশু তার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও শিক্ষকের সাহায্যে নিজ থানা, মহকুমা, জিলা ও বিভাগ সম্বন্ধে ভৌগোলিক ধারণা লাভ করবে, উক্ত এলাকার স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত হবে এবং এদের তালিকা প্রস্তুত করবে। শিক্ষার্থী তার নিজ থানা, মহকুমা, জিলা ও বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সাথে পরিচিত হয়ে সেসব কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

(ঘ) আঞ্চলিক ও বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশের জীবনধারা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে এবং (সম্ভব হলে) পর্যবেক্ষণ ও উপকরণের মাধ্যমে অতীত ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয়ে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীরা ছবি অংকন করবে।

৫(ক)৪·৭ **মূল্যায়নঃ**

(ক) শিক্ষার্থীদের নিজ পরিবেশের গ্রাম, শহর, হাট-বাজার, গঞ্জ, বন্দর, ইত্যাদির ছবি অংকন করা। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ছবি অংকন করা, তালিকা প্রণয়ন করা ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত সচিত্র পোষ্টার প্রস্তুত করা।

(খ) সিন্ধু সভ্যতা, মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা ইত্যাদির ছবি অংকন ও বর্ণনা করা। বিভিন্ন পরিবেশে বিরাজমান গাছপালা, পশু-পাখীর বর্ণনা করা, ছবি অংকন করা ও তালিকা প্রস্তুত করা।

(গ) শিক্ষার্থীদের নিজ থানা, মহকুমা, জিলা ও বিভাগের তালিকা বর্ণনা করা ও মৌজা মানচিত্র তৈরী করা। নিজেদের পরিবেশের বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের ছবি অংকন করা। বর্ণনা করা ও লিখিতভাবে যাচাই করা। উক্ত অঞ্চলসমূহের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির দৃষ্টান্তমূলক তথ্যভিত্তিক জ্ঞান মৌখিক ও লিখিতভাবে বর্ণনা করা এবং উন্নয়নমূলক কাজে পরীচালিত সম্বন্ধে যাচাই করা।

বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবেশের জীবন ধারা ও সংস্কৃতির সচিত্র তালিকা প্রস্তুত করা। বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয় অধিবাসী ও তাদের সংস্কৃতির ছবি অংকন ও তালিকা প্রস্তুত করা।

শিক্ষার্থীদের নিকটস্থ ঐতিহাসিক স্থান বা যাদুঘরের বর্ণনা ও ছবি আঁকা।

৫(ক)৪·৮ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক) **ভাষা রীতিঃ** পাঠ্যপুস্তকে চলিত ভাষা রীতি ব্যবহার করতে হবে।

(খ) **বানান রীতিঃ** পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা রক্ষা করতে হবে। এক শব্দের বানান সর্বত্রই একরকম হবে।

(গ) **আকার ও মুদ্রণঃ**

গ·১ পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে অনধিক ৬০।

গ·২ বইটির আকার হবে ন্যূনতম ৮½"×৬½"।

গ·৩ অক্ষরের আকারঃ

পাঠ্য অংশ—১২ পয়েন্ট পাইকা।

অনুশীলনী অংশ—১২ পয়েন্ট পাইকা।

(ঘ) **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাঃ**

ঘ·১ প্রচ্ছদ উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হতে হবে।

ঘ·২ প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রয়োজন মত ছবি ও চিত্র থাকতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের অন্যান্য নির্দেশনা তৃতীয় শ্রেণীর ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ও ট-এর অনুরূপ।

৫(ক)৪·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(ক) পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)

৫(ক)৫ পঞ্চম শ্রেণী

৫(ক)৫·১ ভূমিকাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(ক)৫·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ-এর জাতীয় পতাকা, প্রতীক ও জাতীয় সঙ্গীত, অধিবাসী, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা এবং নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

(খ) প্রাচীনকাল হতে আধুনিক কালে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিবর্তন, উত্তরণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্বন্ধে জানা। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ এবং জাতীয় আদর্শ ও চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

(গ) বাংলাদেশের অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিচয় (যেমন প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, জনসংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা।

(ঘ) বিশ্বমানব সমাজ ও জাতিসংঘ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হওয়া এবং তাদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জানা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে জাতি সংঘের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

১। স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশঃ

১·১ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রঃ জাতীয় পতাকা, প্রতীক ও জাতীয় সঙ্গীত।
১·২ এখানকার অধিবাসীরা জাতিতে বাংলাদেশী।
১·৩ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা।
১·৪ নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ

২·১ প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশ—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন।
২·২ বাংলাদেশে ইউরোপীয়গণের আগমন—তাদের শাসন ও প্রভাব।
২·৩ ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান।
২·৪ পাকিস্তান আমলে বৈষম্য।
২·৫ ভাষা আন্দোলন।
২·৬ স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের সৃষ্টি।

৩। বাংলাদেশের অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিচয়ঃ

৩·১ অবস্থান—(প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহসহ)।
৩·২ প্রাকৃতিক পরিবেশঃ
৩·২·১ ভূমিরূপ।
৩·২·২ জলবায়ু ও মৃত্তিকা।
৩·২·৩ প্রাণী ও উদ্ভিদ।

৩·৩ অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও সম্পদ সংরক্ষণঃ
৩·৩·১ কৃষিজ, বনজ, খনিজ, জলজ ও সামুদ্রিক সম্পদ।
৩·৩·২ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প ও শিল্প কারখানা।
৩·৩·৩ ব্যবসা বাণিজ্য—আমদানী ও রপ্তানী।

৩·৪ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ
৩·৪·১ স্থলপথ, জলপথ, রেলপথ ও আকাশপথ।
৩·৪·২ ডাক, তার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও কৃত্রিম উপগ্রহ।
৩·৪·৩ সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন।

৩·৫ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশঃ
৩·৫·১ সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান, খেলা-ধুলা, বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান।
৩·৫·২ ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি।

৩·৬ জনসংখ্যার বিস্তরণঃ

৩·৬·১ বাংলাদেশে জনসংখ্যার পরিবর্তন ও বৃদ্ধি, জন্মহার ও মৃত্যুহার।

৩·৬·২ জনবসতি, ভূমিব্যবহার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর জনসংখ্যার প্রভাব।

৪। বাংলাদেশ ও বিশ্ব মানব সমাজঃ

৪·১ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন অংগ দপ্তর।

৪·২ বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে জাতিসংঘ।

৫(ক)৫·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

(ক) গ্লোব, পৃথিবীর মানচিত্র ও বাংলাদেশের মানচিত্র। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, প্রতীক (শাপলা) ও জাতীয় সঙ্গীত।

(খ) অবিভক্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র, ১৯৪৭ সালের উপমহাদেশের মানচিত্র ও ১৯৭১ সালের পরবর্তী কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র। ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ছবি, সচিত্র পোষ্টার ইত্যাদি।

(গ) বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনসংখ্যার মানচিত্র। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ছবি। বড় পরিবার ও ছোট পরিবারের ছবি, সচিত্র পোষ্টার ইত্যাদি।

(ঘ) জাতিসংঘের গঠন ও কাঠামোর সহজ সচিত্র চার্ট। এর সদর দপ্তর এবং সাধারণ সভার অধিবেশনের ছবি ও পতাকা। বাংলাদেশে জাতি সংঘের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা।

৫(ক)৫·৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, শিক্ষক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। এদেশের জাতীয় পতাকা, প্রতীক ও জাতীয় সঙ্গীতের সাথে পরিচয় ঘটাবেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে নিজস্ব জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবেন। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা এবং নাগরিক হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে এগুলো পালনের নির্দেশের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন।

(খ) প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের অবস্থা এবং এদেশে ইউরোপীয়দের শাসন ও তার প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। মানচিত্রের সাহায্যে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত করাবেন। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্য ও বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপকরণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

(গ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার তথ্য সম্বলিত মানচিত্র এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের মাধ্যমে একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে "বাংলাদেশ" সম্পর্কে দৃষ্টান্তমূলক তথ্যভিত্তিক জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

(ঘ) জাতিসংঘ ও এর অংগ দপ্তর গঠনের পটভূমি কাহিনী আকারে উপস্থাপন করবেন। বাংলাদেশের সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং জাতিসংঘের সহায়তায় এদেশে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের তালিকা শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করবেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা দান করতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রয়োজনবোধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবি অঙ্কনের কাজে সহায়তা দান করবেন।

৫(ক)৫.৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

(ক) শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এ ধারণা লাভ করবে। জাতীয় পতাকা, প্রতীক ও জাতীয় সঙ্গীতের সাথে পরিচিত হবে। নিজস্ব জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা এবং নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং এ সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

(খ) প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের অবস্থা এবং এদেশে ইউরোপীয়দের শাসন ও তার প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হবে। মানচিত্রের মাধ্যমে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, যুদ্ধের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

(গ) শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার তথ্য সম্বলিত মানচিত্র ও প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে "বাংলাদেশ" সম্পর্কে ভৌগোলিক জ্ঞান লাভ করবেন। মানচিত্র অঙ্কনপূর্বক উল্লেখযোগ্য বিষয়ে ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করবে।

(ঘ) জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ দপ্তর গঠনের পটভূমি সম্বন্ধে জানবে। বাংলাদেশের সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং জাতিসংঘোর সহায়তায় এদেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হবে এবং এ সকল কাজে সহায়তা দান করবে। সম্ভব হলে এসমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীরা ছবি অঙ্কন **করবে।**

৫(ক)৫.৭ **মূল্যায়নঃ**

(ক) বাংলাদেশের মৌজা মানচিত্র অঙ্কন করা, আমাদের জাতীয় পতাকা ও প্রতীক-এর বর্ণনা দেওয়া ও ছবি আঁকা এবং জাতীয় সংগীত মৌখিক ও লিখিতভাবে যাচাই করা। নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করা।

(খ) অবিভক্ত ভারতবর্ষের ১৯৪৭ সালের উপমহাদেশের ও ১৯৭১ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র অঙ্কন করা। ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণনা, ছবি ও সচিত্র তালিকা প্রস্তুত করা।

(গ) বাংলাদেশের অবস্থান বর্ণনা করা এবং মৌজা মানচিত্র অঙ্কন করা। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ছবি ও বর্ণনা। ছোট ও বড় পরিবারের ছবি আঁকা। এদের প্রভাব সম্বন্ধে বর্ণনা করা ও সচিত্র পোষ্টার প্রস্তুত করা।

(ঘ) জাতিসংঘের কাঠামোর সচিত্র চার্ট তৈরী করা। এর বিভিন্ন অঙ্গ দপ্তরের তালিকা প্রস্তুত করা। বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সম্বন্ধে মৌখিক ও লিখিতভাবে বর্ণনা করা।

৫(ক)৫.৮ **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ**

(ক) ভাষা রীতিঃ চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

(খ) বানান রীতিঃ চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

(গ) আকার ও মুদ্রণঃ

গ·১ পাঠ্যপুস্তকটি অনূর্ধ্ব ৭৫ পৃষ্ঠা হবে।

গ·২ বইটির আকার হবে ৮½"×৫½"।

গ·৩ অক্ষরের আকারঃ

পাঠ্য অংশ —১২ পয়েন্ট পাইকা।

অনুশীলনী অংশ—১২ পয়েন্ট পাইকা।

(ঘ) প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাঃ

ঘ·১ প্রচ্ছদ উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হতে হবে।

ঘ·২ প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রয়োজন মত ছবি ও চিত্র থাকবে।

অন্যান্য নির্দেশনা তৃতীয় শ্রেণীর ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট-এর অনুরূপ।

৫(ক)৫·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(খ) পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)

৫(খ)·৩ তৃতীয় শ্রেণী

৫(খ)·৩·১ ভূমিকাঃ

পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টির মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হবে। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সমস্যাবলী এবং এদের সমাধান সম্পর্কে অবহিত হবে। জীব ও জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তারা জানবে। একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে দু'টি ভাগে বিভক্ত হবেঃ

(১) পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) ও

(২) পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)।

উভয় বিভাগের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর কাজ এবং শিক্ষণের মূল্যায়ন পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের মৌলিক উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই চয়ন করা হয়েছে। এ বিভাগের শিক্ষাদান কাজ ঐ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিচালিত হবে। এ তিনটি শ্রেণীতে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়ার আনুষ্ঠানিক দিকটির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) বিভাগের বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক ভূগোল, জীববিদ্যা, কৃষি বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিদ্যার উপাদান সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিবেশ পরিচিতির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকলেও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে এর দু'টি বিভাগের জন্যই আলাদা পাঠ্যপুস্তক থাকবে। তদুপরি শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক কাজেও অংশ গ্রহণ করবে।

৫(খ)·৩·২ **উদ্দেশ্যঃ**

(ক) পৃথিবী ও বিশ্বজগতের প্রাথমিক পরিচয় লাভ।

(খ) মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন।

(গ) ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য—মাটি, পানি, বায়ু ও আবহাওয়া সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন।

(ঘ) জীবজগৎ এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ।

(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(চ) আবিষ্কারের কাহিনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের সাফল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন।

৫(খ)·৩·৩ **বিষয় বস্তুঃ**

(ক) **পৃথিবী ও বিশ্বজগৎঃ**

ক·১ পৃথিবীঃ পৃথিবীর আকার, অবস্থান ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং ভূ-গোলকের পরিচিতি।

ক·২ সূর্যঃ সূর্যের আকার, অবস্থান ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সূর্যই পৃথিবীর তাপ ও আলোর উৎস, সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। পৃথিবীর আপন মেরুতে আবর্তন এবং দিন ও রাত।

ক·৩ চন্দ্রঃ চন্দ্রের আকার, অবস্থান ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য, চন্দ্রের নিজস্ব আলো নাই, সূর্যের আলোয় চন্দ্র আলোকিত হয়। চাঁদে মানুষের অবতরণ।

ক·৪ তারকাঃ তারকার আকার, অবস্থান ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য, রাতে অসংখ্য তারকা আকাশে দেখা যায়, দিনে সূর্যের আলোর প্রখরতায় তারকা দেখা যায় না।

(খ) **মানুষ ও পরিবেশঃ**

খ·১ মানুষের আভাসভূমি হিসেবে পৃথিবী।

খ·২ প্রাকৃতিক পরিবেশ—জীব ও জড় পরিবেশ।

(গ) **জড় জগৎঃ**

গ·১ ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যঃ
জল ও স্থলভাগের পরিমাণ, মহাদেশ ও মহাসাগর, দ্বীপ, হ্রদ, নদী, খাল ও বিল।

গ·২ মাটিঃ ভূ-ত্বকের অন্যতম উপাদান হিসেবে মাটি, মাটির উৎপত্তি, মাটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ (রং ও টেকশ্চারের প্রেক্ষিতে) এবং মাটি ও উদ্ভিদের সম্পর্ক।

গ·৩ পানিঃ পানির উৎস, পানির প্রয়োজনীয়তা, দূষিত ও বিশুদ্ধ পানি, ফিটকারি, ছাকন ও ফিলটারের সাহায্যে পানি বিশুদ্ধকরণ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা।

গ·৪ বায়ুঃ বায়ুর বৈশিষ্ট্য, বায়ুর প্রয়োজনীয়তা, বায়ু দূষিত হওয়ার কারণ, বায়ু বিশুদ্ধ করায় বৃষ্টিপাত, সূর্য কিরণ ও জীবজগতের গুরুত্ব এবং বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।

গ·৫ আবহাওয়াঃ আবহাওয়ার পরিচিতি, দিবারাত্র ও ঋতুভেদে আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং দৈনন্দিন জীবনে আবহাওয়ার প্রভাব ও তার অভিজ্ঞতা।

(ঘ) জীবজগৎঃ

ঘ·১ উদ্ভিদ ও প্রাণীঃ

জীবের বৈশিষ্ট্য, জীব ও জড়ের সাধারণ পার্থক্য, স্থলজ, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে মাটি, পানি, আলো ও বায়ুর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য।

ঘ·২ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য (স্বভাব, খাদ্য, বাসস্থান ও গুরুত্ব)ঃ

(১) ঘাস, শাপলা, ধান, পাট, ইক্ষু, কলা, লেবু, নারিকেল, সুপারি, আম ও কাঁঠাল।

(২) মশা, মাছি, কেঁচো ও মাছ।

(৩) মোরগ, হাঁস, কবুতর, বিড়াল, কুকুর, ছাগল ও গরু।

ঘ·৩ স্বাস্থ্যবিধিঃ

(১) মানবদেহঃ দেহের বিভিন্ন অংশ, এদের গুরুত্ব ও যত্ন।

(২) পরিচ্ছন্নতাঃ বাসগৃহ, রাস্তাঘাট, পুকুর, শরীর, পোশাক, খাদ্য, ইত্যাদি।

(৩) নিয়মানুবর্তিতাঃ সময়মত খাওয়া, পড়া, খেলাধুলা, ঘুমানো, ইত্যাদি।

(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

ঙ·১ পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণ ও পরিণতি।

ঙ·২ পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায়।

ঙ·৩ পানির অপচয় ও দূষিতকরণ এবং এর প্রতিকার। পানি সম্পদের সংরক্ষণ।

(চ) আবিষ্কারের কাহিনীঃ

উড়োজাহাজ ও টেলিগ্রাফ যন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মঅভিজ্ঞতা লাভের কার্যক্রম থাকতে হবে।

৫(খ)·৩·৪ **শিক্ষার উপকরণঃ**

(ক) গ্লোব/ভূ-গোলক, বল/গোলাকার বস্তু, সৌরজগতের ছবি, মডেল, নক্সা, মানচিত্র, ছবি, মোমবাতি, দিয়াশলাই ও অন্যান্য উপকরণ।

(খ) ভূ-গোলক, মডেল, নক্সা, মানচিত্র, ছবি ও অন্যান্য উপকরণ।

(গ) ভূ-পৃষ্ঠের মডেল, ছবি ও স্কেচ, চিকন ও মোটামাটির এবং এদের উপযোগী গাছপালার নমুনা, পানি, বরফ ও জলীয় বাষ্পের নমুনা, দূষিত ও বিশুদ্ধ পানির নমুনা, ফিটকারী, ছাকন ও ফিল্টার, গ্রাম ও শহরের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ও এদের ছবি, বেলুন/বলের ব্লাডার ভর্তি বায়ু, চুন মিশ্রিত পানি এবং বিভিন্ন ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য পোশাক ও অন্যান্য উপকরণ।

(ঘ) স্থানীয় বিভিন্ন প্রকারের সাধারণ উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং গৃহ পালিত পশু-পাখীর ছবি ও নমুনা, পরিচ্ছন্ন দেহ, পোশাক, খাদ্য পরিবেশন ইত্যাদি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন উপকরণ এবং নিয়মানুবর্তিতা পালনের নিয়মাবলী।

(ঙ) শিক্ষক শিক্ষার্থী দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

(চ) উড়োজাহাজ ও টেলিগ্রাফ যন্ত্রের ছবি, মডেল ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

(ক) ছবি, মডেল, নক্সা, স্কেচ ও ছবি অঙ্কন সামগ্রী (যেখানে সম্ভব)।

(খ) স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহায়তায় অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করবে।

৫(খ)·৩·৫ **শিক্ষকের কাজঃ**

(ক) পর্যবেক্ষণ এবং উপকরণের সাহায্যে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা এবং দিন ও রাত সঙ্গঠন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

(খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবী সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দিবেন।

(গ) (১) পর্যবেক্ষণ ও উপকরণের সহায়তায় ভূ-পৃষ্ঠের জল ও স্থল, মহাদেশ ও মহাসাগর এবং দ্বীপ. হ্রদ ও নদী এবং উঁচু-নীচু স্থানের সহায়তায় ভূমির অসমতা এবং স্থানীয় পুকুর, নদী ও চরের সহায়তায় বিল, হ্রদ ও সমুদ্র সম্বন্ধে ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

(২) পর্যবেক্ষণ ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে মাটি, মাটির উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ, উদ্ভিদ ও মাটির সম্পর্ক জানতে এবং বিভিন্ন প্রকার মাটি চিনতে সাহায্য করবেন।

(৩) পরিবেশের অন্যতম উপাদান হিসেবে পানির উৎস, প্রয়োজনীয়তা, দূষিত হওয়ার কারণ, বিশুদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(৪) পরিবেশের অন্যতম উপাদান হিসেবে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা, দূষিত হওয়ার কারণ, ও বিশুদ্ধ-করণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(৫) বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দিন ও রাতের তাপ মাত্রা ও আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী ব্যবহৃত পোষাকাদি পরিবর্তনের কারণ এবং দৈনন্দিন কাজ কর্মে আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে সহায়তা করবেন।

(ঘ) (১) প্রাকৃতিক পরিবেশে বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় এবং বিভিন্ন জীব ও জড় পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিবেন।

(২) স্থানীয় গাছপালা ও পশু-পাখীর স্বভাব, খাদ্য ও বাসস্থান এবং এগুলোর উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে শিখতে সাহায্য করবেন। পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী সনাক্ত করতে সাহায্য করবেন।

(৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে সচেতন করে স্বাস্থ্যবিধি পালনে সহায়তা করবেন।

(৬) পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকা পালনে সাহায্য করবেন।

(চ) উড়োজাহাজ ও টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কারের কাহিনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের অবদান ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

৫(খ)·৩·৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

(ক) উপকরণ ও পর্যবেক্ষণের সহায়তায় পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সম্পর্কে সাধারণ পরিচিতি লাভ করবে।

(খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করবে।

(গ) (১) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জল ও স্থল, মহাদেশ ও মহাসাগর এবং দ্বীপ ও হ্রদ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করবে এবং সম্ভব হলে উচু-নিচু স্থান দেখে ভূমির অসমতা এবং স্থানীয় নদী, পুকুর ও চরের সাহায্যে সমুদ্র, হ্রদ ও বিল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

(২) পর্যবেক্ষণ ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় মাটি ও মাটির উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ এবং উদ্ভিদ ও মাটির সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবে। মাটির সাহায্যে খেলনা তৈরী করবে। বিভিন্ন প্রকার মাটি চিনতে সক্রিয় হবে।

(৩) পানির সাধারণ ধর্ম, উৎস, প্রয়োজনীয়তা, দূষিত হওয়ার কারণ, বিশুদ্ধ করার সহজ উপায় ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করবে।

(৪) বায়ুর সাধারণ ধর্ম, প্রয়োজনীয়তা, দূষিত হওয়ার কারণ, এবং বিশুদ্ধ করণের উপায় সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানার্জন করবে।

(৫) বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী ব্যবহৃত পোষাকাদি পরিবর্তনের কারণ অনুধাবন করবে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে আবাহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

(ঘ) (১) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান উপাদান হিসেবে জীব ও জড় পদার্থ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাধারণ পরিচয় লাভ করবে। বিভিন্ন জীব ও জড় পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করবে।

(২) স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এদের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করবে। স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী সনাক্ত করতে স্বচেষ্ট হবে।

(৩) স্বাস্থ্যবিধি পালনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যত্ন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

(চ) উড়োজাহাজ ও টেলিগ্রাফ যন্ত্র প্রত্যক্ষ করবে এবং এদের আবিষ্কারের কাহিনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের সাফল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহায়তার উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করবেন।

৫(খ)·৩·৭ **মূল্যায়নঃ**

(ক) পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও তারকা সম্পর্কে সাধারণ পরিচিতির ধারণা বর্ণনা।

(খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবীর ধারণা বর্ণনা করতে পারা।

(গ) (১) ভূ-পৃষ্ঠের জল ও স্থল, মহাদেশ ও মহাসাগর এবং দ্বীপ, হ্রদ ও নদী সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

(২) ভূ-ত্বকের অন্যতম উপাদান হিসেবে মাটি, মাটির উৎপত্তি, মাটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ এবং উদ্ভিদের সংগে মাটির সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

(৩) পরিবেশের অন্যতম উপাদান হিসেবে পানির উৎস, প্রয়োজনীয়তা, দূষিত হওয়ার কারণ, বিশুদ্ধ-করণ এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণার বর্ণনা।

(৪) পরিবেশের অন্যতম উপাদান হিসেবে বায়ু, বায়ুর প্রয়োজনীয়তা, দূষিত হওয়ার কারণ ও বিশুদ্ধকরণের উপায় সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান যাচাই করা।

(৫) বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী ব্যবহৃত পোষাকাদি পরিবর্তনের কারণ এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে আবহাওয়ার প্রভাব উপলব্ধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা।

(ঘ) (১) প্রাকৃতিক পরিবেশের জীব ও জড় পদার্থের সাধারণ পরিচয় এবং বিভিন্ন জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা বর্ণনা।

(২) স্থানীয় উদ্ভিদ, প্রাণী ও গৃহপালিত পশু-পাখীর বৈশিষ্ট্যের সাধারণ ধারণা বর্ণনা।

(৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা ও মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের গুরুত্ব ও যত্নের প্রয়োজনীয়তার ধারণা বর্ণনা।

(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে ধারণা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে শিক্ষার্থীর ভূমিকা সম্বন্ধে বর্ণনা করা।

(চ) উড়োজাহাজ ও টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কারের কাহিনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের সাফল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শিক্ষক উপরোক্ত মূল্যায়নের রেকর্ড নিয়মিতভাবে রাখবেন।

৫(খ)·৩·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

১। **ভাষা রীতিঃ** চলিত ভাষা রীতি পাঠ্য পুস্তকে ব্যবহার করতে হবে। বিজ্ঞান শব্দের সহজবোধ্য পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে।

২। **বানান রীতিঃ** পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা রক্ষা করতে হবে। একই শব্দের বানান সর্বত্রই একরকম হবে।

৩। **আকার ও মুদ্রণঃ**

(ক) তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক অনূর্ধ্ব ৬০ পৃষ্ঠায় হবে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক অনূর্ধ্ব ৮০ পৃষ্ঠায় হবে।

(খ) পাঠ্য পুস্তকে প্রত্যেক পাঠে প্রয়োজন অনুসারে ছবি ও নক্সা ব্যবহার করতে হবে।

(গ) বইয়ের আকার হবে ন্যূনতম ৯"×৭"।

(ঘ) অক্ষরের আকার হবে ১২ পয়েন্ট পাইকা।

(ঙ) প্রচ্ছদ উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হবে। প্রত্যেকটি পাঠ যথাসম্ভব সচিত্র হবে।

৫(খ)·৩·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(খ) পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)

৫(খ)·৪ চতুর্থ শ্রেণী

৫(খ)·৪·১ ভূমিকা:

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(খ)·৪·২ উদ্দেশ্য:

(ক) পৃথিবী ও বিশ্বজগতের গ্রহ সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় লাভ।

(খ) বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিবেশ পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা অর্জন।

(গ) ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য, মাটি, পানি, বায়ু, পদার্থ এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানার্জন।

(ঘ) জীবজগৎ এবং মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন।

(ঙ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(চ) পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ।

(ছ) আবিষ্কারের কাহিনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের সাফল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন।

৫(খ)·৪·৩ বিষয় বস্তু:

(ক) পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ:

ক·১ গ্রহ: পৃথিবী একটি গ্রহ, পৃথিবী নিজ কক্ষপথে প্রতি এক বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরার ফলে ঋতুর আবির্ভাব ঘটে।

ক·২ নীহারিকা—ছায়াপথ, উল্কা ও ধূমকেতু।

(খ) মানুষ ও পরিবেশ:

খ·১ পরিবেশের শ্রেণী বিভাগ—সামাজিক ও প্রাকৃতিক।

খ·২ পরিবেশ পরিবর্তনের কারণ—প্রাকৃতিক, কৃত্রিম, ইত্যাদি।

(গ) জড় জগৎ:

গ·১ ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য:

(১) পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, সমভূমি, নিম্নভূমি, প্লাবন ভূমি, বদ্বীপ, উপদ্বীপ, যোজক ও অন্তরীপ।

(২) ঝরণা, নদী, নদীর উৎস, নদীর মোহনা ও উপসাগর।

গ·২ মাটি:

(১) মাটির সাধারণ শ্রেণী বিভাগ—বেলে, কাঁদা, পলি ও দোঁয়াশ মাটি।

(২) বিভিন্ন প্রকার মাটি ও এর উপযোগী ফসল।

গ·৩ পানিঃ

(১) তাপের প্রভাবে পানির কঠিন (বরফ), তরল (পানি) ও বাস্পীয় (জলীয় বাস্প) অবস্থা, বিভিন্ন অবস্থায় পানি ব্যবহার এবং পানি চক্র।

(২) পানি বাহিত রোগ ও এদের বিস্তার রোধের উপায়।

(৩) পানি বিশুদ্ধকরণে দ্রবণ, থিতান, ছাকন ও ফুটান পদ্ধতি।

গ·৪ বায়ুঃ

(১) বায়ুর বিভিন্ন উপাদান ও এদের পরিমাণ।

(২) বায়ুতে জীবের প্রয়োজনীয় গ্যাস—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বণ ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাস্প, ইত্যাদি।

(৩) দহন ও জীবের শ্বাস কার্যে বায়ুর (অক্সিজেন) প্রয়োজনীয়তা।

(৪) বায়ু বাহিত রোগ ও এদের বিস্তার রোধের উপায়।

(৫) বায়ুর চাপ ও বায়ু প্রবাহ (নিয়মিত ও অনিয়মিত)।

গ·৫ পদার্থঃ

(১) পদার্থের সংজ্ঞা কঠিন, তরল ও বায়ুবীয় পদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ।

(২) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থের প্রকারভেদ ও উদাহরণ।

(৩) অনু ও পরমাণুর সাধারণ ধারণা।

গ·৬ আবহাওয়া ও জলবায়ুঃ

(১) আবহাওয়া ও জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের প্রাথমিক ধারণা।

(২) সূর্যের তাপের প্রভাব এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু।

(৩) জলীয় বাষ্প ও শিশির, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি ও শিলা বৃষ্টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।

(ঘ) জীব জগৎঃ

ঘ·১ উদ্ভিদঃ

(১) উদ্ভিদের সাধারণ প্রকারভেদ—লতা, গুল্ম ও বৃক্ষ।

(২) দীর্ঘ স্থায়ী, ওষধি ও অন্যান্য ফলদায়ী উদ্ভিদ।

(৩) উদ্ভিদের বিভিন্ন অংগ, এদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ।

(৪) বিভিন্ন পরিবেশে উদ্ভিদ ও তাদের বৈশিষ্ট্য।

ঘ·২ প্রাণীঃ

(১) প্রাণীর বিভিন্ন বাহ্যিক অংগ, এদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ—স্তন্যপায়ী পাখী, ব্যাঙ, মাছ ও তেলা পোকা।

(২) বিভিন্ন পরিবেশে প্রাণী ও তাদের বৈশিষ্ট্য।

ঘ·৩ উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুরুত্বঃ

(১) উপকারিতাঃ খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থান, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(২) অপকারিতাঃ মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগ, খাদ্য, পোষাক ও অন্যান্য সম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদি।

ঘ·৪ মানুষের খাদ্যঃ

(১) খাদ্য ও খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা—পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, শক্তি সরবরাহ ও রোগ প্রতিরোধ।

(২) খাদ্যের বিভিন্ন উৎস—ভাত, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, তরকারী, শাকসবজি, ফল, লবণ, পানি ইত্যাদি।

(৩) সুষম ও অসম খাদ্য। অসম খাদ্যের কুফল ও প্রতিকার।

(৪) খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায়।

ঘ·৫ মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাবঃ

(১) বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী মানুষের পোষাক পরিবর্তন।

(২) বিভিন্ন আবহাওয়ায় ভৌগোলিক অবস্থায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর অভিযোজন (খাপ খাওয়ান)।

(৩) ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শস্য, শাকসবজী ও ফলমূল এবং ফুলের চাষ।

(ঙ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশঃ

ঙ·১ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার।

ঙ·২ পানি ও বায়ু দূষিত হওয়ার কারণ এবং এদের সংরক্ষণে সতর্কতা অবলম্বন।

ঙ·৩ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘন বসতির সঙ্গে পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্পর্ক।

ঙ·৪ মশা ও মাছির উপদ্রব হতে স্বাস্থ্য রক্ষা।

(চ) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

চ·১ মাটির ক্ষয়ের কারণ ও তার প্রতিকার এবং মাটি সম্পদ সংরক্ষণ।

চ·২ শহর ও গ্রাম অঞ্চলের গাছপালা ও পশুপাখী এবং পরিবেশ সংরক্ষণ।

চ·৩ বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

(ছ) আবিষ্কারের কাহিনীঃ

বাষ্পীয় ইঞ্জিন, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও আমেরিকা মহাদেশ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কর্ম অভিজ্ঞতা লাভের কার্যক্রম থাকতে হবে।

৫(খ)·৪·৪ **শিক্ষার উপকরণঃ**

(ক) গ্লোব/ভূ-গোলক, বল/গোলাকার বস্তু, সৌরজগতের চিত্র, মডেল, নক্সা, ছবি, মোমবাতি, দিয়াশলাই ও অন্যান্য উপকরণ।

(খ) বিভিন্ন পরিবেশ ও তার ছবি এবং অন্যান্য উপকরণ।

(গ) বিভিন্ন ভূমিরূপের মডেল, ছবি, নক্সা ও চিত্র, বেলে, কাদা, পলি ও দোয়াঁশ মাটির নমুনা এবং এ-সব মাটির তৈরী খেলনা ও হাড়ি পাতিল পানি, বরফ ও জলীয় বাষ্পের নমুনা এবং দ্রবণ, থিতান ছাকন ও ফুটানো পদ্ধতির উপকরণ, বেলুন/বলের ব্লাডার ভর্তি বায়ু ও চুন মিশ্রিত পানি, বিভিন্ন পদার্থের নমুনা এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত ছবি, ইত্যাদি।

(ঘ) লতা, গুল্ম ও বৃক্ষ এবং দীর্ঘস্থায়ী ও ওষধি ফলদায়ী উদ্ভিদের নমুনা, ছবি ও চার্ট; বিভিন্ন প্রকার পরিবেশের বৈশিষ্টপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ছবি, ব্যাঙের ছবি, খাদ্য, বস্ত্র ও ঘর তৈরীর উপকরণ-সামগ্রীর নমুনা এবং রোগাক্রান্ত মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর ছবি, বিভিন্ন ঋতুতে ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ এবং গাছপালা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি।

(ঙ) মশা ও মাছির জন্মস্থান, পানির উৎস, ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও এর ছবি।

(চ) সংরক্ষিত পরিবেশ, গাছপালা, বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণীর ছবি।

(ছ) বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ছবি ও মডেল এবং আমেরিকা মহাদেশের মানচিত্র।

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ (ক) ছবি, নকসা, স্কেচ ও ছবি অংকন সামগ্রী (যেখানে সম্ভব);

(খ) স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহায়তায় অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করবে ও প্রস্তুত করবে।]

৫(খ)·৪·৫ **শিক্ষকের কাজঃ**

(ক) গ্রহ হিসেবে পৃথিবী ও ঋতুর আবির্ভাব এবং নীহারিকা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(খ) বিভিন্ন পরিবেশ ও তাদের বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন।

(গ) (১) উপকরণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রকার মাটি, এদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে এবং প্রধান মাটিসমূহ সনাক্ত করতে সাহায্য করবেন।

(২) পানির অবস্থার পরিবর্তন, দূষিত হওয়ার কারণ এবং বিশুদ্ধ করণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং পানি বাহিত রোগ ও এদের বিস্তার রোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(৩) বায়ুর বিভিন্ন উপাদান, জীবের প্রয়োজনীয় বায়ুর উপদানসমূহ, বায়ু দূষিতকরণ ও বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহ এবং বায়ু বাহিত রোগ ও এদের বিস্তার রোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(৪) বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা স্থানীয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

(৫) উপকরণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ গুণাবলী—মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ এবং অনু ও পরমাণু সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন।

(ঘ) (১) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের সাধারণ শ্রেণী বিভাগ, এদের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার, সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়তা করবেন। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ চিনতে সহায়তা করবেন।

(২) স্থানীয় একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংগ, এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভে এবং বিভিন্ন অংগ সনাক্ত করতে সহায়তা করবেন।

(৩) স্তন্যপায়ী, পাখী, ব্যাঙ, মাছ ও তেলাপোকার বাহ্যিক অঙ্গ, তাদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে এবং বিভিন্ন অঙ্গ সনাক্ত করতে সাহায্য করবেন।

(৪) মানুষের জীবনে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রাথমিক জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন।

(৫) মানুষের খাদ্য, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও খাদ্যের উপাদানসমূহ, সুষম ও অসম খাদ্য এবং খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন।

(৬) মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনে আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন।

(ঙ) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, পানি ও বায়ু নষ্ট হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘনবসতির সংগে পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে ও সচেতন হতে সাহায্য করবেন।

(চ) পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং মাটি, গাছপালা, বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, উপায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভে এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনে সাহায্য করবেন।

(ছ) বাষ্পীয় ইঞ্জিন, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও অন্যান্য আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সাফল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে এবং বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

৫(খ)·৪·৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

(ক) গ্রহ হিসেবে পৃথিবী ও বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব এবং নীহারিকা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

(খ) বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ ও তার বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করবে।

(গ) (১) উকরণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন প্রকার মাটি, এদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। প্রধান মাটিসমূহ সনাক্ত করতে চেষ্টা করবে।

(২) পানির অবস্থার পরিবর্তন, পানি দূষিত হওয়ার কারণ এবং বিশুদ্ধকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং পানি বাহিত রোগ ও এদের বিস্তার রোধের উপায় সম্পর্কে জানবে।

(৩) বায়ুর বিভিন্ন উপাদান, জীবের প্রয়োজনীয় বায়ুর উপাদানসমূহ, বায়ু দূষিত হওয়ার কারণ এবং বায়ুর চাপ ও বায়ু প্রবাহ এবং বায়ু বাহিত রোগ ও এদে রিস্তার রোধের উপায় সম্পর্কে জানবে।

(৪) উপকরণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদার্থের সাধারণ গুণাবলী, মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ এবং অনু ও পরমানু সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করবে।

(৫) বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা স্থানীয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।

(ঘ) (১) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, তাদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ চিনতে চেষ্টা করবে।

(২) একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ, এদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে। বিভিন্ন অঙ্গ সনাক্ত করতে চেষ্টা করবে।

(৩) স্তন্যপায়ী পাখী, ব্যাঙ, মাছ ও তেলাপোকার বাহ্যিক অঙ্গ, তাদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে। বিভিন্ন অঙ্গ সনাক্ত করবে।

(৪) মানুষের জীবনে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে।

(৫) মানুষের খাদ্য, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান, সুষম ও অসম খাদ্য এবং খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে।

(৬) মানুষ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনে আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ জ্ঞান লাভ করবে।

(ঙ) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, পানি ও বায়ু নষ্ট হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘন বসতির সঙ্গে পরিবেশদূষণের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

(চ) পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং মাটি, গাছপালা বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, উপায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

(ছ) বাষ্পীয় ইঞ্জিন, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের কাহিনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের অবদান ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে এবং প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহায়তায় উপকরণ সংগ্রহ করবে।

৫(খ)·৪·৭ মূল্যায়নঃ

(ক) গ্রহ হিসেবে পৃথিবী, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ, ঋতুর আবির্ভাব এবং নীহারিকা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা যাচাই করা।

(খ) বিভিন্ন পরিবেশ ও তাদের বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা।

(গ) (১) ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ পরিচিতি ও পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

(২) উপকরণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বেলে, কাঁদা, পলি ও দোয়াঁশ, মাটিসমূহ; এদের বৈশিষ্ট্য ও ফসলের উপযোগিতা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের বর্ণনা। প্রধান মাটিসমূহ চিনতে পারা।

(৩) পানির সাধারণ ধর্ম ও বিভিন্ন অবস্থা, পানির অবস্থা পরিবর্তনে তাপের প্রভাব, পানি দূষিত হওয়ার কারণ এবং বিশুদ্ধকরণের বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং পানি বাহিত রোগ ও এদের বিস্তার রোধের উপায় বর্ণনা।

(৪) বায়ুর বিভিন্ন উপাদান, জীবের প্রয়োজনীয় বায়ুর উপাদানসমূহ বায়ু দূষিত হওয়ার কারণ এবং বায়ুর চাপ ও প্রবাহ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এবং বায়ুবাহিত রোগ ও এদের বিস্তার রোধের উপায় বর্ণনা।

(৫) বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে অর্জিত প্রাথমিক জ্ঞানের বর্ণনা করা।

(৬) উপকরণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদার্থের সাধারণ গুণাবলী, মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ এবং অনু-পরমাণু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের বর্ণনা যাচাই করা।

(ঘ) (১) উদ্ভিদের সাধারণ শ্রেণী বিভাগ, বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান যাচাই করা। পরিবেশের বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ সনাক্ত করার অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করা।

(২) সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ, এদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ এবং পরিবেশে বিদ্যমান সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ সনাক্ত করা।

(৩) পাখী, ব্যাঙগ, মাছ, তেলাপোকা ইত্যাদির বিভিন্ন বাহ্যিক অঙগ, তাদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা যাচাই করা। প্রাণীর বিভিন্ন অঙগ সনাক্ত করা।

(৪) মানব জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, প্রভৃতির উৎস এবং বিভিন্ন প্রকার রোগের কারণ হিসেবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বর্ণনা।

(৫) মানুষের খাদ্য, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান, সুষম ও অসম খাদ্য এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান যাচাই করা।

(৬) মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাণু পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে অর্জিত সাধারণ জ্ঞানের বর্ণনা।

(ঙ) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, পানি ও বায়ু নষ্ট হওয়ার-কারণ ও তার প্রতিকার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘন বসতির সঙ্গে পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের বর্ণনা করা।

(চ) পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং মাটি, গাছপালা, বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, উপায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের সচেতনতা যাচাই করা।

(ছ) বাষ্পীয় ইঞ্জিন, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের কাহিনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের অবদান ও গুরুত্ব অনুধাবন এবং প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা বর্ণনা করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শিক্ষক উপরোক্ত মূল্যায়নের রেকর্ড নিয়মিতভাবে রাখবেন।

৫(খ)·৪·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(খ)·৪·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(খ) পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)

৫(খ)·৫ পঞ্চম শ্রেণী

৫(খ)·৫·১ **ভূমিকাঃ**

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৫(খ)·৫·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) পৃথিবী ও বিশ্বজগতের বৈচিত্র্যের ধারণা অর্জন।

(খ) মানুষ ও পরিবেশ এবং পরিবেশ ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার ধারণা লাভ।

(গ) ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য, মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং পদার্থ ও শক্তি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানার্জন।

(ঘ) জীবজগৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানার্জন।

(ঙ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অনুধাবন।

(চ) বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ।

(ছ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(জ) আবিষ্কারের কাহিনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের সাফল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন।

৫ (খ)·৫·৩ **বিষয়বস্তু ঃ**

(ক) **পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ ঃ**

ক·১ উপগ্রহ ঃ গ্রহকে প্রদক্ষিণরত বস্তুই উপগ্রহ, চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ, চন্দ্রে পৃথিবীর মত পানি, বায়ু ও জীবিত বস্তু নেই।

ক·২ কৃত্রিম উপগ্রহ।

ক·৩ আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ব্যাখ্যা।

ক·৪ ঋতু পরিবর্তন এবং বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্য।

(খ) **মানুষ ও পরিবেশ ঃ**

খ·১ মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

খ·২ পরিবেশ ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক।

(গ) **জড়জগৎ ঃ**

গ·১ ভূমিরূপের পরিবর্তন ঃ তাপ, শৈত্য, বৃষ্টি, বন্যা, বায়ুপ্রবাহ ও নদীর কার্যাবলী। ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি।

গ·২ **মাটি ঃ**

(১) মাটির আঞ্চলিক শ্রেণী বিভাগ ও তার বৈশিষ্ট্য (বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে)।

(২) বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গাছ-পালা, বনাঞ্চল ও জীবজন্তু।

(৩) মাটির উর্বরতা।

গ·৩ **জলবায়ু ঃ**

(১) জলবায়ুর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক।

(২) জল ও স্থলভাগের অবস্থানজনিত বিভিন্নতা ও তাৎপর্য

(৩) জল ও স্থলভাগ সংলগ্ন প্রধান প্রধান বায়ু প্রবাহ।

(৪) জলবায়ু ও কৃষি কাজ।

গ·৪ **পদার্থ ঃ**

(১) পদার্থ ও শক্তির গুণাবলীর সাধারণ ধারণা (তাপ, বিদ্যুৎ, আলো ও শব্দ)।

(২) তাপ ঃ তাপ ও তাপের উৎস, পদার্থের আয়তনের উপর তাপের প্রভাব, তাপে কঠিন বস্তর আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োগ, তাপমাত্রা, তাপমান যন্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী ও তার ব্যবহার।

(৩) শব্দ ঃ শব্দ ও শব্দের উৎপত্তি, শব্দ চলাচলের মাধ্যম, উচ্চ শব্দ ও নিম্ন শব্দ, প্রতিধ্বনি এবং শব্দের ব্যবহার।

(৪) বিদ্যুৎ ঃ বিদ্যুতের উৎস ও ব্যবহার।

(৫) আলো ঃ আলো ও আলোর উৎস।

(ঘ) জীবজগৎ ঃ

ঘ·১ উদ্ভিদ জগৎ ঃ

(১) সপুষ্পক উদ্ভিদ (একবীজ পত্রী ও দ্বি-বীজ পত্রী) এবং অপুষ্পক উদ্ভিদ (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক, মস্ ও ফার্ণ)-এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

(২) একটি উদ্ভিদের (সপুষ্পক) জীবন চক্র।

(৩) উদ্ভিদের জীবন ধারণের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক।

ঘ·২ প্রাণীজগৎ ঃ

(১) ব্যাঙের জীবন চক্র (ডিম হতে পূর্ণ বয়স্ক অবস্থা পর্যন্ত রূপান্তর)।

(২) পশু-পাখীর আবাস স্থান।

(৩) মৎস্যের বিচরণ ক্ষেত্র।

ঘ·৩ উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ঃ

(১) খাদ্য চক্র ও অন্যান্য কার্যাবলী।

ঘ·৪ স্বাস্থ্য বিধি ঃ

(১) সু-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

(২) কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, যক্ষা, আমাশয়, ইত্যাদি রোগ, রোগের কারণ ও প্রতিকার।

(৩) কাটা, পোড়া, পানিতে ডোবা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গা, সর্পদংশন, ইত্যাদির প্রাথমিক চিকিৎসা।

ঙ। খাদ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা ঃ

ঙ·১ পুষ্টিকর খাদ্যের বিভিন্ন উৎপাদন—শর্করা, প্রোটিন, খাদ্যপ্রাণ, স্নেহ জাতীয় খাদ্য, খনিজ লবণ ও পানীয় এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় এদের ভূমিকা। পুষ্টিহীনতার কুফল।

(১) প্রোটিন—দেহের ক্ষতিপূরণ ও বৃদ্ধিসাধন,উৎস—ডাল, বাদাম, দুধ, ডিম, মাছ; মাংস; ইত্যাদি।

(২) খাদ্যপ্রাণ ও খনিজলবণ—স্বাস্থ্য রক্ষা। উৎস—তরকারী, শাক-সব্জী, ফল, মূল, দুধ, ইত্যাদি এবং খাওয়ার লবণ।

(৩) স্নেহজাতীয় ও শর্করা—শক্তি বৃদ্ধি। শর্করার উৎস—চাউল, গম, আলু, চিনি, গুড়, ইত্যাদি এবং স্নেহজাতীয়ের উৎস—তেল, চর্বি, ঘি, মাখন, ইত্যাদি।

(৪) পানি ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য।

ঙ·২ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি ভঙ্গির গুরুত্ব।

(চ) কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন ঃ

চ·১ বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থা/পদ্ধতি।

চ·২ কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

(১) কৃষিতে সারের ব্যবহার—প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক।

(২) কীটনাশক ঔষধ ও তার ব্যবহার।

(৩) উন্নতমানের বীজ বপন, যথা—ইরি ধান।

(৪) কৃষিক্ষেতের আগাছা দমন।

চ·৩ নাইট্রোজেন চক্র।

চ·৪ কৃষিক্ষেতে পানি সেচ ও পানি সেচে বিদ্যুতের ব্যবহার।

(ছ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদঃ

ছ·১ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকারভেদ।

ছ·২ উদ্ভিজ্জ—খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, ঔষধ, জ্বালানী, কাগজ, কাঠ, ইত্যাদি।

ছ·৩ প্রাণীজ—খাদ্য, বস্ত্র, কৃষিজাত দ্রব্য, ইত্যাদি।

ছ·৪ খনিজ ও অন্যান্য—গ্যাস, লবণ (অপরিষ্কার লবণ হতে পরিষ্কার লবণ প্রস্তুত এবং খাওয়ার লবণের প্রস্তুত প্রণালী), চুণা পাথর, কয়লা, জলবিদ্যুৎ, ইত্যাদি।

ছ·৫ প্রাকৃতিক সম্পদের পুর্ণজাতকরণ ও পুনর্ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব।

(জ) আবিষ্কারের কাহিনীঃ

জ·১ রেডিও, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এবং পেনিসিলিন ও রোগ প্রতিষেধক টিকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মঅভিজ্ঞতা লাভের কার্যক্রম থাকতে হবে।

৫(খ)·৫·৪ **শিক্ষার উপকরণঃ**

(ক) গ্লোব/ভূ-গোলক, চন্দ্র ও কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি, মডেল ও স্কেচ, মোমবাতি ও দিয়াশলাই এবং অন্যান্য উপকরণ।

(খ) মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা ও জীবজন্তু এবং এদের ছবি ও অন্যান্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে অবলম্বন করতে হবে।

(গ) ঝড়, বন্যা, বায়ু প্রবাহ, নৌকার পাল, ও আগ্নেয়গিরির ছবি, বিভিন্ন প্রকার মাটির নমুনা, গাছপালা, বনাঞ্চল ও জীবজন্তুর ছবি, বিভিন্ন প্রকার জড় পদার্থের নমুনা, মোমবাতি, দিয়াশলাই, পানি, কাঁচের পাত্র, থার্মোমিটার, ঘণ্টা, বেল, বাদ্যযন্ত্র, ইত্যাদির ছবি ও মডেল।

(ঘ) সাধারণ উদ্ভিদ এবং ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, শেওলা, ছত্রাক, মস ও ফার্ণের নমুনা ও ছবি, এবং বিভিন্ন রোগাক্রান্ত মানুষের ছবি ও প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ সামগ্রী।

(ঙ) বিভিন্ন খাদ্য, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যের উৎসের তালিকা এবং জাতীয় সম্পদ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্যের বিবরণ।

(চ) কৃষিক্ষেত, কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ছবি ও নমুনা, বিভিন্ন প্রকারের সার, উন্নত জাতের বীজ, কীট নাশক ঔষধ এবং আগাছার নমুনা ও ছবি।

(ছ) উদ্ভিদ, প্রাণী, খনিজ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের নমুনা, চার্ট এবং অন্যান্য উপকরণ সামগ্রী।

(জ) উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মানচিত্র এবং রেডিও ও অন্যান্য উপকরণের ছবি, মডেল, ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ (ক) ছবি, মডেল, নক্সা, স্কেচ ও ছবি অঙ্কন সামগ্রী (যেখানে সম্ভব)।

(খ) স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহায়তায় অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করবে ও প্রস্তুত করবে।

৫(খ)·৫·৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) উপগ্রহ হিসেবে চন্দ্র ও চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, কৃত্রিম উপগ্রহ, আহ্নিকগতি ও বার্ষিক গতি এবং ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও উপকরণ সামগ্রীর সহায়তায় ব্যাখ্যার মাধ্যমে ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

(খ) মানুষ ও পরিবেশ এবং পরিবেশ ও বিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করতে সাহায্য করবেন।

(গ) (১) উপকরণ সামগ্রী ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করবেন।

(২) ভূমিরূপ ও কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মাটির আঞ্চলিক শ্রেণী বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বনাঞ্চল সম্বন্ধে ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

(৩) পদার্থ, পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও শক্তি এবং শক্তির উৎস ও ব্যবহার/প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করবেন।

(৪) উপকরণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু, জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক, বিভিন্ন সময়ের বায়ু প্রবাহ এবং কৃষির উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(ঘ) (১) উদ্ভিদ জগতের বিভিন্নতা ও উদ্ভিদের উপর জলবায়ু, মাটি ও মানুষের কার্যাবলীর প্রভাব সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবেন।

(২) ব্যাঙের জীবন চক্র, পশু পাখীর আবাসস্থান ও মৎসের বিচরণ ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানতে সাহায্য করবেন।

(৩) প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জানতে ও উপলব্ধি করতে সাহায্য করবেন।

(৪) স্বাস্থ্যবিধি পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার রোগ ও উহাদের প্রতিকার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সাহায্য করবেন।

(ঙ) খাদ্যের বিভিন্ন উৎস, পুষ্টিকর খাদ্য ও তার বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

(চ) বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি, উন্নত মানের বীজ, পানি সেচ, আগাছা দমন, বিভিন্ন প্রকার সার ও কীটনাশক ঔষধ এবং এদের প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা করবেন।

(ছ) বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ, তাদের উৎস, প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করবেন।

(জ) রেডিও, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এবং পেনিসিলিন ও রোগপ্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের কাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভংগি গড়তে সাহায্য করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে উপকরণ প্রস্তুত ও সংগ্রহে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

৫(খ)·৫·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) উপকরণ ও পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপগ্রহ হিসেবে চন্দ্র ও চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, কৃত্রিম উপগ্রহ, আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি এবং ঋতু পরিবর্তনের সাধারণ ধারণা লাভ করবে।

(ঙ) স্বাস্থ্যবিধি পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তাদের প্রতিকার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

(ঙ) খাদ্যের বিভিন্ন উৎস, পুষ্টিকর খাদ্য ও তার বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগির গুরুত্বের ধারণা লাভ করবে।

(চ) বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি, উন্নত মানের বীজ, পানি সেচ, আগাছা দমন, বিভিন্ন প্রকারের সার ও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

(ছ) বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ, তাদের উৎস ও প্রয়োজনীয়তা এবং প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে।

(জ) রেডিও, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু এবং পেনিসিলিন ও রোগপ্রতিরোধক টিকা আবিষ্কারের কাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ক'রে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগি গড়ে তুলবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহায়তায় উপকরণ প্রস্তুত ও সংগ্রহ করবেন।

৫(খ)·৫·৭ **মূল্যায়নঃ**

(ক) উপগ্রহ হিসেবে চন্দ্র, চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, কৃত্রিম উপগ্রহ, আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি এবং ঋতু পরিবর্তনের সাধারণ ধারণার বর্ণনা করা।

(খ) মানুষ ও পরিবেশ এবং পরিবেশ ও বিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা অর্জন করবে।

(গ) (১) উপকরণ সামগ্রী ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবে ও অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

(২) ভূমিরূপ ও কৃষির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মাটির আঞ্চলিক শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বনাঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

(৩) পদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও শক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার উৎস ও ব্যবহার/প্রয়োগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

(৪) উপকরণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু, জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক, বিভিন্ন সময়ের বায়ু প্রবাহ এবং কৃষির উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

(ঘ) (১) উদ্ভিদ জগতের বিভিন্নতা এবং উদ্ভিদের উপর জলবায়ু, মাটি ও মানুষের কার্যাবলীর প্রভাব সম্পর্কে জানবে।

(২) ব্যাঙের বৈশিষ্ট্য ও জীবনচক্র, পশু পাখীর আবাসস্থান ও মৎসের বিচরণ ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানবে।

(৩) প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে জানবে।

(খ) পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণ এবং মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাচাই করা।

(গ) (১) উপকরণ সামগ্রী ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ভূমিরূপ ও ভূমিরূপের পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞানের বর্ণনা যাচাই করা।

(২) ভূমিরূপ ও উদ্ভিদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মাটির আঞ্চলিক শ্রেণী বিভাগ এবং মাটির উর্বরতা ও উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে ধারণার বর্ণনা করা।

(৩) পদার্থ, পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও শক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার শক্তির উৎস ও ব্যবহারের সাধারণ ধারণা বর্ণনা করা।

(৪) জলবায়ু, জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক, প্রধান প্রধান বায়ু প্রবাহ ও কৃষি কাজের উপর জলবায়ুর প্রভাবের ধারণা বর্ণনা করা।

(ঘ) (১) উদ্ভিদ জগতের প্রধান শ্রেণী বিভাগ, সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদের পরিচয়, একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবণ চক্র এবং উদ্ভিদের উপর জলবায়ু, মাটি ও মানুষের কার্যাবলীর প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান যাচাই করা।

(২) স্বাস্থ্যবিধি পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তাদের প্রতিকার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে ধারণা।

(৩) ব্যাঙের জীবন চক্র, পশু-পাখীর আবাসস্থান ও মৎস্যের বিচরণক্ষেত্র সম্পর্কে পরিচিতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা।

(৪) প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাচাই করা।

(ঙ) (১) খাদ্যের বিভিন্ন উৎস, খাদ্য উৎপাদন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যায় আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের ধারণা যাচাই করা।

(২) পুষ্টিকর খাদ্য, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজনীয়তা ও বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা যাচাই করা।

(চ) বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকার সারও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ এবং নাইট্রোজেন চক্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা।

(ছ) বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ, তাদের উৎস, প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে বর্ণনা করা।

(জ) রেডিও, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এবং পেনিসিলিন ও রোগপ্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের কাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃতির রহস্য উৎঘাটনে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা বর্ণনা করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ শিক্ষক উপরোক্ত মূল্যায়নের রেকর্ড নিয়মিতভাবে রাখবেন।

৫ (খ)·৫·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৫ (খ)·৫·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয়ঃ শারীরিক শিক্ষা

৬· শারীরিক শিক্ষা

৬·১—প্রথম শ্রেণী

৬·১·১ ভূমিকাঃ

অঙ্গ সঞ্চালনা ও খেলাধুলা শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। স্বাধীনভাবে দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধুলা করে সে প্রচুর আনন্দ অনুভব করে। সুযোগ ও অবসর পেলেই সে খেলায় মেতে উঠে। খেলাধুলার প্রতি শিশুর এ স্বাভাবিক ও অফুরন্ত আগ্রহকে সুষ্ঠুভাবে ও সঠিক পথে পরিচালনা করে তাকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। শারীরিক শিক্ষা ব্যতিরেকে শিশুর দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সম্ভবপর নয়। তাই শারীরিক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই গণ্য করতে হবে।

শৈশবে ও বাল্যে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্রুত বেড়ে উঠে বলে অনেক সময় মাংসপেশীর সঙ্গে স্নায়ুর সমন্বয় ঘটেনা। এ জন্য ছেলেমেয়েদের অঙ্গ সঞ্চালনার ও খেলাধুলার বিশেষ প্রয়োজন।

একটানা দীর্ঘ সময় শ্রেণী কক্ষে পড়াশোনা শিশুর স্বাভাবিক আনন্দময় জীবন প্রবাহের অন্তরায়ই শুধু নয়, এতে তার দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার, যেমন—পরিপাক, শ্বাস, রক্ত সঞ্চালন ইত্যাদিরও ব্যাঘাত ঘটে। ফলে শিশুর দেহ-মন অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবসাদ দূর করার জন্য পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু খেলাধুলার একান্ত প্রয়োজন। এতে পাঠের একঘেয়েমী দূর হয়, মনের সজীবতা ফিরে আসে।

খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করে ছেলেমেয়েদের সামাজিক মনোভাবের উন্নতি হয়। গৃহের সীমাবদ্ধ পরিবেশের বাইরে এসে তারা নিজেকে অপরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে খেলাধুলার নানাবিধ আইন কানুন অনুসরণ করে শিশু শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে অভ্যস্ত হয় এবং সমাজ ও দেশের প্রতি তার দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

সাধারণতঃ ৫+ বৎসরের ছেলেমেয়েরা ১ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। এ বয়সে কোন জটিল ও নিয়ম কানুনে বাঁধা খেলাধুলাতে তারা উৎসাহ বোধ করে না। ড্রিল পি-টি বা এ রকম একই ধরণের ব্যায়ামের আধিক্যে শিশুর মনে একঘেয়েমী এসে যায়, পরিবেশ নিরানন্দ মনে হয় এবং আপন ক্ষমতা অনুযায়ী নতন করে সে কিছু ভাবতে বা সৃষ্টি করতে উৎসাহ বোধ করে না। তাই শিশুর সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের উপযোগী নানারূপ আনন্দদায়ক ব্যায়াম ও খেলাধুলা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক।

৬·১·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠন করা;

(খ) বহুবিধ শারীরিক কার্যকলাপের মাধ্যমে শিশুর সহজাত শারীরিক দক্ষতা ও সম্ভাবনার উন্মেষ সাধন করা;

(গ) দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণের ন্যূনতম কলাকৌশল অর্জনে সাহায্য করা;

(ঘ) শিক্ষার্থীর শারীরিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান;

(ঙ) শিশুর মনে সৎসাহস ও দলীয় একাত্ববোধ জাগানো;

(চ) খেলাধুলার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আনন্দ উপভোগে উৎসাহী করা;

(ছ) শিশুর পর্যবেক্ষণ ও বিচার ক্ষমতার উন্মেষ সাধন করা;

(জ) শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, সামাজিক কর্তব্যবোধ ও দেশাত্ববোধ জাগ্রত করা;

(ঝ) শিশুর কল্পনা, উদ্ভাবন ও সৃজন শক্তির বিকাশ সাধন করা;

(ঞ) তার মানসিক সজাগতা তীক্ষ্ণ করা; এবং

(ট) জাতির ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রতি মর্যাদাবোধ জাগানো।

৬·১·৩ **বিষয়বস্তুঃ**

(ক) **সরঞ্জাম বিহীন খেলাধুলা/ব্যায়ামঃ**

ক·১ **হাঁটাঃ** স্বাভাবিকভাবে হাঁটা, দ্রুত হাঁটা, আস্তে হাঁটা, পায়ের পাতা ও গোড়ালির উপর হাঁটা।

ক·২ **দৌড়ঃ** নির্দিষ্ট দূরত্বে স্বাভাবিক দৌড়, একই জায়গায় থেকে বিভিন্ন গতিতে দৌড়, দ্রুত দৌড়, পিছনে দৌড় ও পার্শ্বে দৌড়।

ক·৩ **লাফ ও অবতরণঃ** নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে এক পায়ে ভর দিয়ে উপরে, সামনে ও পিছনে লাফ এবং এক পায়ের উপর অবতরণ; দু'পায়ে ভর দিয়ে বিভিন্ন দিকে লাফ ও অবতরণ; দৌড়ে এসে এক পায়ে ও দুপায়ে ভর দিয়ে সামনে, পিছনে ও উপরে লাফ ও অবতরণ।

ক·৪ **শরীরের ভারসাম্য রক্ষা ও আকৃতি পরিবর্তনঃ** এক পায়ের উপর ভর করে দাড়ানো ও বসা এবং এ অবস্থায় শরীরের বিভিন্ন আকৃতি গঠন করা, এক পা ও এক হাতের উপর ভর করে নানারূপ আকৃতি গঠন করা; দুহাতের উপর সমস্ত শরীরের ওজন নিয়ে বিভিন্ন আকৃতি গঠন করা।

ক·৫ **গড়াগড়িঃ** খুশীমত গড়াগড়ি; ছোট ও বড় হয়ে গড়াগড়ি; শরীরের পার্শ্ব দিয়ে গড়াগড়ি; হাতের উপর ভর দিয়ে সামনে গড়ানো।

ক·৬ **কল্পনা ও অনুকরণমূলক খেলা ও ব্যায়ামঃ** কোন পশুর মত হাঁটা, কোন পাখীর মত উড়া, উড়োজাহাজের মত উড়া, জিরাফের মত বড় হওয়া, খরগোশের মত ছোট হওয়া এবং ঝড়ে গাছ নড়ার মত শরীর নড়ানো।

ক·৭ **ছন্দোময় ব্যায়ামঃ** হাততালি ও ছোট ছোট ছড়ার সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালন ও নাচ।

ক·৮ **সঙ্গীর সাথে ব্যায়ামঃ** এক হাতে টানাটানি, কনুই বাঁকিয়ে টানাটানি, হাটু বাঁকিয়ে বসা অবস্থায় দুই হাতে টানাটানি, হাঁসের লড়াই ও মোরগ-লড়াই।

দুপায়ের বা এক পায়ে ভর দিয়ে সঙ্গীর পিঠ, হাটু ও কাঁধের উপর বসা, দাঁড়ান ও বিভিন্ন আকৃতি গঠন।

(খ) **ছোট ছোট সরঞ্জামের সাহায্যে ব্যায়ামঃ**

খ·১ **রবার/টেনিস/প্লাষ্টিক বলঃ** দণ্ডায়মান অবস্থায় দুহাত দিয়ে বা পর্যায়ক্রমে এক হাত দিয়ে বল উপরে, সঙ্গীর কাছে, দেয়াল বা অনুরূপ কোন জিনিষে নিক্ষেপ করা ও ধরা; পিছনে পিছনে দাঁড়িয়ে দুহাতে বা এক হাতে সঙ্গীর কাছে বল দেওয়া ও নেওয়া; দৌড়িয়ে চলতে চলতে হাত দিয়ে ড্রিবলিং করা; চলমান অবস্থায় পা দিয়ে ড্রিবলিং করা।

খ·২ **লাফানোর দড়ি (স্কিপিং রোপ)ঃ** একই জায়গায় থেকে দুপা একসাথে, এক পায়ে ও পর্যায়ক্রমে দুপায়ে লাফানো; চলতে চলতে এক পায়ে, দুপায়ে বা পর্যায়ক্রমে ডান ও বাম পায়ে লাফানো।

খ·৩ **বাঁশ বা বেতের চাকা (হুপস) ৮ঃ** চাকা ফেলে রেখে বিভিন্ন কায়দায় এর ভিতর ও পাশ দিয়ে লাফানো ও দৌড়ানো; সামনের দিকে চাকা ঘুরায়ে দৌড়ানো; ধরে রাখা চাকার ভিতর দিয়ে লাফানো।

খ·৪ **কাঠিঃ** হাতের তালুতে ও হাতের পৃষ্ঠে লম্ব ও পাশাপাশিভাবে কাঠি রেখে দাঁড়ান, হাঁটা ও দৌড়ান; সামনা সামনি দাঁড়িয়ে সঙ্গীর কাছে কাঠি দূর থেকে দেওয়া ও নেওয়া; সঙ্গীর সাথে লাঠি ধরে টানাটানি ও ঠেলাঠেলি।

খ·৫ **হাতে তৈরী রিং বা রবার রিংঃ** রিং উপরে নিক্ষেপ করা ও ধরা; সঙ্গীর কাছে গড়িয়ে দেওয়া, নিক্ষেপ করা ও ধরা।

খ·৬ **ফলের বিচির থলে (বীনব্যাগ)ঃ** হাত ও পা দিয়ে সঙ্গীর কাছে দেওয়া ও নেওয়া; মাথা ও হাতের কোন জায়গায় রেখে ভারসাম্য রক্ষা করা ও দৌড়ানো।

খ·৭ ঝুলার দাঁড়ঃ দুহাতে দাঁড় ধরে ঝুলা।

(গ) ছোট ছোট খেলা (মাইনর গেইম্স্)ঃ

গ·১ শরীর গরম করার জন্য খেলাঃ এখানে-ওখানে-কোথায়, বন্দী-মুক্তি, বল দিয়ে ছোঁয়া (বলট্যাগ), তাকে ধর, ও লেজ ছোঁয়া (টেইলট্যাগ)।

গ·২ বিশ্রাম ও বিনোদনমূলক খেলাঃ রুমাল লুকানো, কুকুর ও হাড়, সুপ্রভাত (গুডমর্নিং), নেকড়েমশায় কটা বাজে ও মিনি ঐ বাড়ী যাও।

(ঘ) আঞ্চলিক খেলাঃ

ছেলেদের জন্যঃ গোল্লাছুট ও ডাণ্ডাগুলি (সহজ করে)।
মেয়েদের জন্যঃ এক্কা-দোক্কা ও গোল্লাছুট।

(ঙ) অঙ্গ বিন্যাস (পস্চারাল এ্যাক্টিভিটিজ)ঃ যথাযথভাবে হাঁটা, বসা, দাঁড়ানো ও শোয়া।

(চ) নীরব খেলাঃ পাল্টা ছোঁয়া, আমি খুব লম্বা, নেতা বের করা, কে গেল ও ঠাণ্ডা পানি।

(ছ) প্রাত্যহিক সমাবেশঃ ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীকক্ষ হতে শৃঙ্খলা রক্ষা করে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাড়ানো; হাত-পায়ের সামান্য হালকা ব্যায়াম করা (অনুকূল অবহাওয়া ও পরিবেশে) এবং সমাবেশ শেষে শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষে ফিরে যাওয়া।

(জ) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানঃ

জ·১ **ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যঃ** হাত, পা, নাক, মুখ, দাঁত, কান, চোখ, চুল, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইত্যাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গঠন।

জ·২ **স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (স্যানিটেশন)ঃ** পড়ার ঘর, শ্রেণীকক্ষ, বিদ্যালয় গৃহ, খেলার মাঠ, ইত্যাদি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান দান।

৬·১·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার উপযুক্ত মাঠ ও সরঞ্জামাদি নেই বললেই চলে। তবুও প্রাকৃতিক সীমিত সুযোগ সুবিধা এবং অতি অল্প ব্যয়ে বা বিনা খরচে সংগৃহীত সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা আধুনিক শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হতে পারে।

(ক) স্থান ও সরঞ্জাম (বিকল্প ব্যবস্থাসহ)ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	উপকরণের নাম	প্রয়োজনীয় সংখ্যা	বিকল্প ব্যবস্থা	মন্তব্য
১	৭৫ ফুঃ × ৫০ ফুঃ খোলা জায়গা বা ঘর।	১	..	
২	২০০ ফুঃ × ১০০ ফুঃ খেলার মাঠ।	১	..	থাকলে ভাল হয়।
৩	লাফানো দড়ি (স্কিপিং রোপ)	ক্লাশের প্রত্যেকের জন্য ১টা	যে কোন দড়ি সাইজ মতো কেটে উভয় প্রান্তে গিট দিয়ে নেওয়া চলে।	নমুনা দেখে শিশু নিজে যোগাড় করে আনতে পারে।

ক্রমিক নং	উপকরণের নাম	প্রয়োজনীয় সংখ্যা	বিকল্প ব্যবস্থা	মন্তব্য
৪	বাঁশ বা বেতের চাকা (হুপ্‌স	ক্লাসের প্রত্যেকের জন্য ১টি	..	নমুনা দেখে শিশু যোগাড় করে আনতে পারে।
৫	দু'হাত লম্বা বাঁশ বা বেতের কাঠি	ঐ	..	ঐ
৬	ফলের বিচির থলে (বীন ব্যাগ)	ঐ	সিম, তেঁতুল ইত্যাদির বিচি, মোটা কাপড় বা চটে বেঁধে নিয়ে তৈরী করা যায়।	ঐ
৭	রঙ্গীন ফিতা (খেলোয়াড় চিহ্নিত করার জন্য)।	ঐ	পাকা রঙের মোটা কাপড় কেটে বা মোটা দড়িতে রঙ করে তৈরী করা যায়।	ঐ
৮	রবারের রিং (টেনিকোয়েট রিং)	৫	বাঁশ বা বেতে পাট বা কাপড় মুড়ে তৈরী করা যায়।	ঐ
৯	বিভিন্ন মাপের রবার/প্লাষ্টিকের বল।	প্রত্যেকের জন্য ১টি	পুরাতন টেনিস বল বা স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তৈরী করা যায়।	ঐ
১০	ঝুলা বা বেয়ে উঠার দড়ি		স্থানীয় জিনিষ জোগাড় করে গাছের ডাল, খুটি ইত্যাদিতে বেঁধে নেওয়া যায়।	..
১১	৩ ফুঃ × ৪ ফুঃ × ৩ ইঞ্চি আকারের ছোবড়া বা খড়ের মাদুর।	৪	চট ও খড় দিয়ে তৈরী করা যায়। অন্যথায় ঘন ঘাসপূর্ণ মাঠ ব্যবহার করা যায়।	..
১২	ভারসাম্য রক্ষা করার কাঠের দণ্ড ব্যালেন্স বীম)।	২	বাঁশ বা সুপারীর গাছ দিয়ে তৈরী করে নেওয়া যায়।	
১৩	লাফানোর বাক্স (ভল্টিং বাক্স)	২	কাঠের বাক্স, মাটির ঢিপি বা নীচু বেঞ্চের উপর ম্যাট বিছিয়ে তৈরী করা যায়।	.
১৪	চামড়ার ফুটবল (২ নং)	২	..	..
১৫	বাঁশী/ঘন্টা	২	..	..
১৬	খেলাধুলার চার্ট/ছবি		হাতে অঙ্কন করেও নেওয়া যায়।	বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করলে ভাল হয়।
১৭	ঢোল, তবলা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র	১ সেট	..	সম্ভব হলে

ক্রমিক নং	উপকরণের নাম	প্রয়োজনীয় সংখ্যা	বিকল্প ব্যবস্থা	মন্তব্য
১৮	স্বাস্থ্য কার্ড (হেলথ কার্ড)	প্রত্যেকের	..	..
১৯	রেজিষ্টারী ও হাজিরা খাতা	১ সেট	..	..
২০	মাপার ফিতা	১	লম্বা বাঁশ বা কাঠিতে দাগ কেটে বা দড়িতে গিট দিয়ে নেওয়া যায়।	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এগুলো ছাড়াও খেলাধুলার জন্য ব্যবহার উপযোগী স্থানীয় বিভিন্ন জিনিষপত্র জোগাড় করে নেওয়া যেতে পারে।

(খ) **খেলাধুলার পোশাক:**

খ.১ **শিশুদের জন্য:** আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য খেলার উপযুক্ত পোশাকের উপর জোর দেওয়া যায় না। সুতরাং ছাত্রদের বিদ্যালয়ের পোশাক যাতে নষ্ট না হয় এবং খেলাধুলা করতে যাতে অসুবিধা না হয় সে জন্য যেখানে সম্ভব গাঢ় রঙের হাফপ্যান্ট ব্যবহারের সুপারিশ করা হ'ল, যেন খেলার সময় ছেলেরা তা ব্যবহার করতে পারে। সম্ভব মত মেয়েরা শাড়ী বাদে স্কুলের অন্য যে কোন পোশাক পরে খেলাধুলায় অংশ নিতে পারে।

খ.২ **শিক্ষকের জন্য:** শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের বাঞ্ছনীয় পোশাক সাদা প্যান্ট, সাদা জামা এবং সাদা কাপড়ের জুতা। যদি এ পোশাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব না হয় তাহলে ক্লাশ নেওয়ার সময় লুঙ্গী বাদে যে কোন রঙের প্যান্ট বা পায়জামা ব্যবহার করা যেতে পারে।

(গ) **টিফিন ব্যবস্থা:** কচি বয়সে শরীরের পুষ্টির এবং ব্যায়ামের পর আহারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রেক্ষিতে এই শ্রেণীর শিশুদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে টিফিন ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

১.৫ **শিক্ষকের কাজ:**

(ক) শিক্ষক কাজে, কথায় ও ব্যবহারে থাকবেন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আদর্শ স্বরূপ।

(খ) "শিক্ষক নির্দেশিকা" অনুযায়ী শিক্ষক প্রত্যেক ক্লাশের জন্য পাঠ-টীকা তৈরী করবেন এবং ক্লাশের শিক্ষণীয় বিষয় ও এর উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিবেন।

(গ) ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও মাঠ/ঘর ঠিক আছে কিনা তা পূর্বেই দেখে নিবেন।

(ঘ) ছেলেমেয়েদের নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ বাড়াবার জন্য ক্লাশের সময় ও ক্লাশের পূর্বে পর্যায়ক্রমে তাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দিবেন।

(ঙ) শিশু যাতে স্বাধীনভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে আপন প্রতিভা ও সৃজনী শক্তি বিকাশের সুযোগ পায় সেরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন।

(চ) শিশুর ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রতি জোর দিবেন।

(ছ) শিশুদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গঠনে তিনি থাকবেন উদাহরণস্বরূপ।

(জ) প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণ নির্ধারিত ক্লাশ নেওয়া সম্ভব না হলে তিনি বিকল্প বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

(ঝ) সম্ভব হলে প্রত্যেক পাঠের শেষে শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর মূল্যায়ন করবেন।

(ঞ) ক্লাশ শেষে সরঞ্জামাদি যথাস্থানে যথাযথভাবে রাখা হয়েছে কিনা শিক্ষক সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং এ ব্যাপারে শিশুদের অভ্যাস গঠনে সাহায্য করবেন।

(ট) সুযোগ সুবিধা ও সরঞ্জামাদির অভাবে "স্বউদ্ভাবিত পদ্ধতিতে" (ইমপ্রোভাইজড ওয়ে) কি করা সম্ভব সে সম্বন্ধে চিন্তা করবেন।

(ঠ) প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুকে তার নিজ শারীরিক ক্ষমতা ও দক্ষতা ধরিয়ে দিয়ে সুযোগ মত অনুশীলনীর পরামর্শ দিবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য পথ নির্দেশ করবেন।

(ড) উৎসাহ বর্ধনের জন্য মাঝে মাঝে শিশুর সাথে খেলায় অংশ নিবেন।
(ঢ) ছেলেমেয়েদের দলীয় মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করবেন।
(ণ) শিশুদের কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবেন।
(ত) শিশুরা যোগাড় করে নিতে পারে এরূপ খেলাধুলার জিনিষ পত্রের নমুনা তাদের দেখাবেন।

(থ) কোন ব্যায়াম বা খেলাধুলা শিখাবার সময় নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বর্ণনার শেষে তিনি শিশুদিগকে তাদের নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী প্রথমে অনুশীলন করতে বলবেন ও পরে প্রয়োজনমত যে শিশু সবচেয়ে ভাল করেছে তার দ্বারা বা তিনি নিজে নমুনা দেখাবেন।

(দ) কোন কাজ বর্ণনা করার বা নমুনা প্রদর্শনের জন্য দরকার ও সুবিধামত শিশুদের কাছে ডেকে বসিয়ে নেবেন।

(ধ) শিশুকে তার নিজের উচ্চতা, শক্তি ও পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গী বেছে নিতে বলবেন।

(ন) প্রত্যেক প্রকার খেলা বা ব্যায়ামে শিশুর চিন্তায় আসে এরূপ যত রকম বিভিন্নতা প্রদর্শন করা সম্ভব তার জন্য উৎসাহ দিবেন।

(প) যে কোন খেলা বা ব্যায়াম শিখাবার সময় যাতে সব শিশু খেলায় রত থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(ফ) কোন দলীয় খেলার নিয়ম কানুন বা এর কলা কৌশল শিখাবার সময় একটি দল দ্বারা নমুনা বা কৌশল দেখায়ে পরে সব শিশুকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে অনুশীলন করতে বলবেন।

(ব) শিশুদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করবেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের প্রতি তাদের অনুরক্ত করে তুলবেন।

(ভ) প্রত্যেক শিশুর "স্বাস্থ্য কার্ড" (নমুনা সংযোজিত) রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন।

৬.১.৭ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) সম্ভব হ'লে খেলাধূলার জন্য নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে আসবে।
(খ) আনন্দের সঙ্গে সমস্ত খেলায় অংশ নিবে।
(গ) খেলাধূলার জিনিষপত্র আনা নেওয়ার ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করবে এবং এগুলো যাতে নষ্ট না হয় সে বিষয় যত্ন নিবে।

(ঘ) দলনেতা এবং শিক্ষকের নির্দেশ মেনে চলবে।

(ঙ) খেলাধূলার নিয়ম কানুন মেনে চলতে অভ্যাস করবে।

(চ) সুযোগ মত খেলাধূলায় নতুনত্ব আনয়ন করতে, কিছু সৃষ্টি করতে বা নতুন পদ্ধতিতে খেলা করতে চেষ্টা করবে।

(ছ) টীম বা দলের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় রক্ষা করে চলবে।

(জ) প্রয়োজন অনুযায়ী খেলার মাঠ ও সরঞ্জামাদি তৈরী করে নিবে বা তৈরীর কাজে সাহায্য করবে।

(ঝ) খেলাধুলার ক্লাশে সব সময় বন্ধু ভাবাপন্ন থাকবে।

(ঞ) দলের বা ক্লাশের কেউ ব্যথা বা দুঃখ পেলে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তার কষ্ট লাঘবে সচেষ্ট হবে।

(ট) পরাজয়ে ভেঙে পড়বে না, বিজয়ে অত্যধিক উল্লসিত হবে না।

(ঠ) খেলাধুলার ক্লাশে স্বার্থপরতা দেখাবে না।

(ড) অসতর্কভাবে খেলাধুলা করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে দল বা শ্রেণী সঙ্গীদের দুর্ঘটনার সম্মুখীন করবে না।

(ঢ) কথা বা ব্যবহারে কাউকে কষ্ট দিবে না।

(ণ) বিদ্যালয় ও খেলার মাঠে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলবে।

(ত) খেলার মাঠ বা খেলার ঘর সব সময় পরিষ্কার রাখবে।

(থ) ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলবে।

(দ) কোন কিছু শেখা বা অনুশীলন করার সময় দরকার অনুযায়ী বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেবে ও তাদের সাহায্য করবে।

(ধ) প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় প্রতিদ্বন্দ্বী দল, ক্লাশ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পূর্ণ বন্ধুসুলভ ও খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব দেখাবে।

(ন) ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এমন কোন গণ্ডগোল বা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবেনা যাতে নিজ বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকের সুনাম নষ্ট হয়।

(প) কোন সমস্যা বা অজানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে দলের নেতা/ক্যাপ্টেন, শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবে।

৬.১.৭ মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

খেলাধুলা শিশু জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শারীরিক শিক্ষা ক্লাশে শিশু নানাভাবে তার অঙ্গ সঞ্চালনের সুযোগ পায়। নতুন নতুন খেলা খেলে সে আনন্দ পায় এবং শারীরিক শিক্ষা ক্লাশে অর্জিত আনন্দময় অভিজ্ঞতার জের টেনে সে যে কোন অবসর সময় নিজস্ব খেলাধুলায় মেতে উঠতে চেষ্টা করে। শারীরিক শিক্ষা ক্লাশে শিশুর এ আশা আকাঙ্খা কতখানি পূর্ণ হয়েছে এবং গোটা বছরে সে এ বিষয় কি উন্নতি ও দক্ষতা অর্জন করেছে তা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রত্যহ পাঠ শেষে, মাসিক বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অথবা বছর শেষের পরীক্ষার সময় এর মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

প্রত্যহ পাঠ শেষে মূল্যায়ন পদ্ধতি (শিক্ষক কর্তৃক)

(ক) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, যথা—

ক.১ অনুশীলনের সময় শিশুর আগ্রহ, উদ্যোগ, সাধনা, মনোযোগ ও শৃঙ্খলাবোধের মাত্রা লক্ষ্য করে।

ক.২ কঠিন ও উন্নততর কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা অবলোকন করে।

ক.৩ শিশুর বাহ্যিক স্বাস্থ্যোন্নতি ও কর্ম দক্ষতা লক্ষ্য করে।

ক·৪ ক্লাশের পূর্বে ও পরে অনুশীলনের ঝোঁক দেখে।

ক·৫ ক্লাশের অন্যান্যদের সাথে শিশুর ব্যবহার, দায়িত্ববোধ ও দলীয় মনোভাব লক্ষ্য করে, ইত্যাদি।

(খ) শিশুকে প্রশ্ন করে। যথা,—

খ·১ ক্লাশটা তোমার কেমন লেগেছে?

খ·২ আজ নতুন কিছু শিখেছ কি?

খ·৩ কোন খেলাটা বেশী ভাল লেগেছে? ইত্যাদি।

(গ) শিক্ষকের আত্ম জিজ্ঞাসার মাধ্যমে। যথা,—

গ·১ পাঠের উদ্দেশ্য লাভে আমি শিশুদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছি কি?

গ·২ আমি কি শিশুর ব্যক্তিগত শারীরিক দক্ষতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করেছি?

গ·৩ শিশুরা কি স্বাধীনভাবে আপন সামর্থ অনুযায়ী অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছে?

গ·৪ ব্যায়ামগুলি কি ছেলেমেয়েদের জন্য উপভোগ্য ও উপকারী ছিল?

গ·৫ আমি কি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি শিশুর কার্য পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি এবং ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছি? ইত্যাদি।

বিভিন্ন সাময়িক ও বছর শেষের পরীক্ষার সময় মূল্যায়ন পদ্ধতি। (শিক্ষক কর্তৃক)

(ক) ব্যবহারিক পদ্ধতিঃ

ক·১ সরঞ্জামসহ ও সরঞ্জামবিহীন একক ব্যায়াম বা খেলাধুলার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাধ্যমত কঠিন, উন্নতমানের ও নতুন নতুন খেলাধুলা দেখানো।

ক·২ দলীয় খেলাধুলার জন্য নির্দিষ্ট খেলায় ব্যক্তিগত ও দলীয় কলা কৌশল প্রদর্শন।

(খ) মৌখিক পদ্ধতিঃ

ক্লাশে শেখানো ও শিক্ষক নির্দেশিকার অনুশীলনীতে দেওয়া বিভিন্ন খেলাধুলার নাম, ইতিহাস, নিয়মাবলী, সংগঠন প্রণালী, ইত্যাদি, সম্বন্ধে প্রশ্নকরণ।

(গ) রেকর্ড পরীক্ষাঃ

শারীরিক শিক্ষা ক্লাশে উপস্থিতির হার, খেলাধুলায় দক্ষতামূলক সনদপত্র, আন্তশ্রেণী, আন্তহাউজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ও তার মাধ্যমে অর্জিত কৃতিত্ব, উচ্চতা ও ওজনের রেকর্ড, স্বাস্থ্য কার্ড, ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।

৬·১·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। তবে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।

৬·১·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

(ক) খেলার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক ঝোঁক, বয়স ও পরিপক্কতা অনুযায়ী সহজ থেকে কঠিন, কঠিন থেকে কঠিনতর এবং বৈচিত্রময় খেলাধুলা তালিকাভুক্ত করতে হবে।

(খ) যত অধিক সম্ভব ছবি ও নক্সা (ডায়গ্রাম) দিয়ে খেলাধুলার কলা কৌশল ও নিয়ম কানুন ব্যাখ্যা করতে হবে।

(গ) প্রতিটি খেলার বর্ণনায় এ খেলা (১) কোথায় (মাঠে না ঘরে), (২) কি পরিমাণ জায়গায়, (৩) কি কি উপকরণের সাহায্যে, (৪) কতজন খেলোয়াড় নিয়ে, (৫) কত সময়ের মধ্যে এবং (৬) কি কি নিয়মের মাধ্যমে খেলা যায় ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকবে।

(ঘ) প্রত্যেক প্রকার খেলা কোন্ কোন্, (১) নতুন কায়দা ও পদ্ধতি, (২) বিকল্প ব্যবস্থা এবং (৩) পরিবর্তিত উপায়ে শিক্ষা দেওয়া যায় তার উল্লেখ থাকবে।

(ঙ) কোন্ শ্রেণীতে কোন্ খেলা শিখাতে হবে তা বোঝার সুবিধার জন্য প্রত্যেক খেলার পাশে শ্রেণী অথবা সংকেতের উল্লেখ থাকবে।

(চ) বিভিন্ন বিভাগে উল্লিখিত খেলাধুলা ছাড়াও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য অনুরূপ কিছু কিছু সহজ খেলাধুলার বর্ণনা থাকতে পারবে।

(ছ) প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়ের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেখাতে হবে।

(জ) প্রত্যেক খেলার (১) উদ্দেশ্য, (২) ইতিহাস, (৩) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও (৪) মূল্যায়নের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকবে।

(ঝ) প্রত্যেক পাঠের শেষে অনুশীলনীর নমুনা দিতে হবে।

(ঞ) আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার পদ্ধতি ও খেলাধুলা সংক্রান্ত বিভিন্ন সনদ পত্রের নমুনা উল্লেখ করতে হবে।

(ট) খেলাধুলা সংক্রান্ত বিদেশী শব্দের পরিভাষার তালিকা দিতে হবে।

(ঠ) চলতি ভাষায় বই লিখতে হবে।

(ড) শিক্ষাদান পদ্ধতিঃ

শারীরিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা থাকবে এবং প্রতিটি শিক্ষাদানের জন্য আদর্শ পাঠটীকার নমুনা দেওয়া থাকবে।

(ঢ) শারীরিক শিক্ষা বিষয় কমিটি এবং এ বিষয় বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমন্বয় রক্ষা করে শিক্ষক নির্দেশিকা তৈরী করতে হবে।

৬· শারীরিক শিক্ষা

৬·২—দ্বিতীয় শ্রেণী

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের বয়স সাধারণতঃ ৬+ বৎসর। এ শ্রেণীতে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও শিক্ষক নির্দেশিকা ১ম শ্রেণীর অনুরূপ হবে।

স্বভাবতঃই দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে একটু স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। তাই অঙ্গ সঞ্চালন ও চলাফেরায় ইতিমধ্যেই তারা অনেকটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে শেখে এবং খেলাধুলায়ও কিছুটা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এজন্য প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত খেলাধুলার বিষয়বস্তু থেকে নতুন ও অপেক্ষাকৃত কিছু কঠিন খেলা এবং ব্যায়াম দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বেছে নিতে হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য প্রণীত নির্দেশিকায় এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া থাকবে।

৬· শারীরিক শিক্ষা

৬·৩—তৃতীয় শ্রেণী

৬·৩·১ ভূমিকাঃ

সাধারণতঃ ৭+ বছর বয়সের শিশুরা তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে খেলাধুলায় তারা অনেকটা তৎপর হয়ে উঠে। নতুন নতুন খেলা জানতে, শিখতে ও আবিষ্কার করতে তারা আরো বেশী আগ্রহী হয়। আত্মকেন্দ্রিকতা দূরীভূত হয়ে তাদের মনে দলীয় মনোভাব বেড়ে উঠে। চোখের সংগে হাত-পায়ের সমন্বয় শক্তি অনেকটা বৃদ্ধি পায়। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক খেলাধুলা করতে উৎসাহী হয় এবং পূর্বের জানা খেলাধুলায় তারা আরও উন্নতি করতে চায়। তাই পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনার মাধ্যমে এ শ্রেণীর শিশুদের জন্য তাদের পূর্বের জানা খেলাধুলাগুলি আরো উন্নতমানের করতে হবে। এ ছাড়াও শিশুর চাহিদা ও দক্ষতা অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত কঠিন ও আনুষ্ঠানিক খেলা এবং ব্যায়াম, সাঁতার, দৌড়, ঝাঁপ, নিক্ষেপ, ইত্যাদি বিষয়গুলি তাদের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬·৩·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠন করা।

(খ) বহুবিধ শারীরিক কার্যকলাপের মাধ্যমে শিশুর শারীরিক দক্ষতা ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করা।

(গ) দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণের ন্যূনতম কলা-কৌশল অর্জনে সাহায্য করা।

(ঘ) শিক্ষার্থীরা শারীরিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান।

(ঙ) শিশুর মনে সৎসাহস, দলীয় একাত্মবোধ ও নেতৃত্ববোধ জাগরণ করা।

(চ) খেলাধুলার মাধ্যমে অবসর সময় কাটাতে ও আনন্দ উপভোগে উৎসাহী করা।

(ছ) শিশুর পর্যবেক্ষণ ও বিচার ক্ষমতার উন্মেষ সাধন করা।

(জ) শৃংখলা, দায়িত্ববোধ, সামাজিক কর্তব্যবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা।

(ঝ) শিশুর কল্পনা, উদ্ভাবন ও সৃজন শক্তির বিকাশ সাধন করা।

(ঞ) শিশুর বিকশিত শারীরিক দক্ষতার উন্নতি সাধন করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।

(ট) জাতির ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রতি মর্যাদাবোধ জাগরণ করা।

(ঠ) শিশুর মানসিক সজাগতা তীক্ষ্ণতর করা।

(ড) সুন্দর, আনন্দময় ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে উদ্দীপ্ত করা।

৬·৩·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) সরঞ্জামবিহীন খেলাধুলাঃ

ক·১ হাঁটা—একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁটা; সামনে, পিছনে ও পার্শ্বে হাঁটা; পর্যায়ক্রমে পায়ের পাতা ও গোড়ালির উপর হাঁটা; হাঁটু ভেংগে হাঁটা; হাঁটু সোজা করে হাঁটা; নীচু হয়ে হাঁটা।

ক·২ দৌড়—পাল্লা দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে দৌড়, এক পায়ে দৌড়, দু'পা একসাথে দৌড়, নীচু হয়ে দৌড়, জোড়া বেঁধে দৌড়, দৌড়ের সঙ্গে বিভিন্ন আকৃতি পরিবর্তন।

ক·৩ লাফ ও অবতরণ—জায়গায় দাঁড়িয়ে এক পা ও দুপায়ে ভর করে উপরে লাফ দেওয়া ও বিভিন্ন আকৃতি পরিবর্তন করা, দৌড়ে এসে এক পা বা দুপায়ে ভর করে উপরে লাফ দেওয়া ও দিক পরিবর্তন করে অবতরণ করা, লাফিয়ে উপরে উঠে শরীরের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করা।

ক·৪ শরীরের ভারসাম্য রক্ষা ও আকৃতি পরিবর্তন—শরীরের যে কোন ছোট অংশের উপর সমস্ত দেহের ওজন নেওয়া ও আকৃতি পরিবর্তন করা, মাথার উপর দাঁড়ানো, হাঁটুর উপর দাঁড়ানো ও আকৃতি পরিবর্তন, বেঙের মত দাঁড়ানো।

ক·৫ গড়াগড়ি—হাত ও পা বিভিন্ন অবস্থানে রেখে সামনে ঘুরা, দৌড়ে এসে বা দূর থেকে লাফিয়ে সামনে ঘুরা, দূর থেকে লাফ দিয়ে পার্শ্বে ঘুরা।

ক·৬ **কল্পনা ও অনুকরণমূলক লেখা ও ব্যায়াম**—ক্যাঙ্গারু লাফ, খোঁড়া কুকুর, কাঁকড়া হাঁটা, গরুর গাড়ীর চাকা, লাথি মারা ঘোড়া, ভালুক হাঁটা।

ক·৭ ছন্দোময় ব্যায়াম—গান, বাজনা ও গল্পের সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালন ও নাচ।

ক·৮ সঙ্গীর সাথে ব্যায়াম—ঠেলাঠেলি, গোঁয়ার বাছুর, বেঙ লাফ (লিপ ফ্রগ), চীনা কুস্তি, হাঁটু ছোঁয়া (নী বক্সিং), নৌকা দোলন, বাহু বেঁকে কুস্তি (আরম লফ রেসলিং) ও করাত কাটা।

দাঁড়ানো সঙ্গীর হাঁটুতে ও কাঁধে দাঁড়ান, দু'হাত দুহাঁটুতে ভর দেওয়া, সঙ্গীর পিঠ ধরে পা উপরে তোলা, হাঁটু বেঁকে চিৎ হওয়া, সঙ্গীর উপর কাঁধের ভারসাম্য রক্ষা করা।

(খ) ছোট ছোট সরঞ্জামের সাহায্যে ব্যায়াম ও খেলা:

খ·১ রবার/টেনিস/প্লাষ্টিক বল:

বসা অবস্থায় দুহাত দিয়ে বল ড্রিবলিং করা, দণ্ডায়মান অবস্থায় শরীরের চতুষ্পার্শ্বে ড্রিবলিং করা, বাউণ্ড করে সঙ্গীর কাছে বল দেওয়া ও পরস্পর ডান এবং বাম হাতে ধরা, পা দিয়ে বিভিন্ন কায়দায় সঙ্গীর কাছে বল দেওয়া ও পা দিয়ে থামানো।

খ·২ লাফানোর দড়ি (স্কিপিং রোপ)—ভাঁজ করে গিট দেওয়া, দড়ি বিভিন্ন কায়দায় সঙ্গীর কাছে দেওয়া ও নেওয়া, দুদড়ি ফাঁক করে লাফানো, মাঝে বিট' দিয়ে দ্রুত লাফানো, দুই জনে একসাথে লাফানো।

খ·৩ বাঁশ বা বেতের চাকা ঘূর্ণায়মান চাকার উপর ও ভিতর দিয়ে লাফানো, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সাহায্যে চাকা ঘুরানো।

খ·৪ কাঠি—হাতের আঙ্গুল, পায়ের পাতা, কনুই ইত্যাদির উপর লম্বভাবে কাঠি রেখে ভারসাম্য রক্ষা করা ও চলা, ক্রমাগত অল্প ব্যবধান রেখে দুহাত দিয়ে কাঠি ধরে সামনে ও মাথার পিছনে নেওয়া, সঙ্গীর সাথে বিভিন্ন কায়দায় কাঠির সাহায্যে খেলা।

খ·৫ হাতে তৈরী রিং বা রবার রিং—লম্ব, পাশাপাশি ও তির্যকভাবে সঙ্গীর কাছে নিক্ষেপ করা ও ধরা।

খ·৬ ফলের বিচির থলে (বীন ব্যাগ)—দু হাঁটুর ভিতর দিয়ে উপরে নিক্ষেপ করা ও ধরা, চিৎ হয়ে শুয়ে পা দিয়ে পিছনের সঙ্গীর কাছে দেওয়া, হাত ও পায়ের বিভিন্ন অংশের উপর ভারসাম্য রক্ষা করে দৌড়।

খ·৭ ঝুলার দাঁড়ি—দুই বা এক দড়ি ধরে ঝুলা এবং পায়ের সাহায্য নিয়ে দড়ি বেয়ে উপরে উঠা।

(গ) ছোট ছোট খেলা (মাইনর গেইমস্)ঃ

গ·১ শরীর গরম করার জন্য—এড়ানো তাড়ানো (ডজ এন্ড মার্ক), মাছ ধরা জাল নাক ছোঁয়া না ছোঁয়া দৌড় ও নেতার অনুকরণ।

গ·২ বিশ্রাম ও বিনোদনমূলক- বিড়াল ও ইঁদুর, নতুন বল, নেতা বের কর, বল চলছে (ওয়ান্ডারিং বল), বল এড়ানো।

(ঘ) আঞ্চলিক খেলাঃ

ছেলেদের—গোল্লাছুট, ডান্ডাগুলি ও দাঁড়িয়াবাঁধা।

মেয়েদের—গোল্লাছুট ও বৌছি।

(ঙ) অঙ্গ বিন্যাস (পস্চারাল এ্যাকটিভিটিজ)ঃ

ঠিকভাবে দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা ও শোয়া।

(চ) নীরব খেলাঃ দাঁড়াও, কিমস্গেইম, বেত ধর, অন্ধের অনুমাণ ও বৈদ্যুতিক ছোঁয়া।

(ছ) আয়োজিত বড় খেলা (ম্যাজর গেমস্)—
ছেলেদের—ফুটবল ও সফট বল
মেয়েদের—টেনিকোয়েট ও বেইস বল

(জ) শ্রেণীগঠন—লাইন, ফাইল, বৃত্ত ও অর্ধবৃত্ত তৈরী।
(ঝ) ড্রিল—সোজা হওয়া, আরামে দাঁড়ানো, আরাম করা, ইত্যাদি।

(ঞ) প্রাত্যহিক সমাবেশ—ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীকক্ষ হতে শৃঙ্খলা রক্ষা করে সারিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ানো, হাত, পা ও ধড়ের সামান্য হাল্কা ব্যায়াম করা (অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে) এবং সমাবেশ শেষে পূর্বের ন্যায় নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষে ফিরে যাওয়া।

(ট) সাঁতার—সাঁতার শেখা সরঞ্জামের ব্যবহার এবং এর সাহায্যে পানিতে নামা, হাঁটা, ভাসা এবং খুশী মত সাঁতারের অভ্যাস করা।

(ঠ) দৌড়, ঝাঁপ ও নিক্ষেপ (এ্যাথলেটিক্স)ঃ

(১) ভারসাম্য রক্ষার দৌড়, অঙ্কের দৌড়, বিস্কুট দৌড়, এক পায়ে দৌড়, ৫০ গজ ছোট দৌড়।

(২) উচ্চ লম্ফ—দন্ডায়মান অবস্থায় ও দৌড়ে এসে বিভিন্ন উচ্চতায় লাফানো।

(৩) দীর্ঘ লম্ফ—দন্ডায়মান অবস্থায় ও দৌড়ে এসে লাফানো।

(৪) টেনিস বা রবার বল নিক্ষেপ।

(ড) ঘরের ভিতরের খেলাধুলা (ইনডোর গেমস্)—লুডু, বাগাডুলী, ক্যারাম, পাঁচগুটি ও বাঘ-হরিণ।

(ঢ) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানঃ

(১) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য—হাত, পা, মুখ, দাঁত, কান, চোখ, চুল, পোশাক পরিচ্ছদ, ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গঠন।
(পুনরালোচনা)।

(২) স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (স্যানিটেশন)—শ্রেণীকক্ষ, বিদ্যালয়, গৃহ, খেলার মাঠ, পড়ার ঘর, ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান দান। (পুনরালোচনা)।

(৩) পরিবর্জন অভ্যাস (ইলিমিনেশন হ্যাবিট)—পায়খানা, প্রস্রাবখানা, গোসলখানা, ইত্যাদি ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান দান এবং এগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গঠন। যথাস্থানে এবং সঠিকভাবে থুথু ফেলা, হাঁচি দেয়া, নাক ঝাড়া, ইত্যাদির অভ্যাস গঠন।

(৪) বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া।

(৫) প্রাথমিক চিকিৎসা—প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা এবং কাটা বা ক্ষতস্থানের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা দেওয়া।

৬·৩·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার উপযুক্ত মাঠ ও সরঞ্জামাদি নেই বললেই চলে। তবুও প্রাকৃতিক সীমিত সুযোগ-সুবিধা এবং অতি অল্প ব্যয়ে বা বিনা খরচে সংগৃহীত সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা আধুনিক শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হতে পারে।

(ক) স্থান ও সরঞ্জাম (বিকল্প ব্যবস্থাসহ)ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	উপকরণের নাম	প্রয়োজনীয় সংখ্যা	বিকল্প ব্যবস্থা	মন্তব্য
ক্রমিক নম্বর ১ হতে ২০ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকার অনুরূপ।				
২১	লাফ দেওয়ার জন্য খুঁটা (জাম্পিং ষ্টাণ্ড)	১ সেট	বাঁশ বা সুপারি গাছ দিয়ে তৈরী করা যায়	
২২	ভেসে থাকা বা সাঁতার শেখার সরঞ্জাম—যেমন বয়া, রবার টিউব ইত্যাদি।	৫ থেকে ১০ টা	শুকনা নারিকেল বা বাঁশ, কলাগাছ, মোটা দড়ি ইত্যাদি দিয়ে কাজ সারা যায়।	
২৩	সফ্‌টবল বা বেইসবল	৪টা	খড়, পুরাতন কাপড় বা কাগজ দিয়ে হাতে তৈরী করে নেওয়া যায়।	
২৪	সফ্‌ট বল বা বেইজ বল ব্যাট	৪টা	স্থানীয় কাঠ বা বাঁশ দিয়ে তৈরী করা চলে।	

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এগুলো ছাড়াও খেলাধুলার জন্য ব্যবহার উপযোগী স্থানীয় বিভিন্ন জিনিষপত্র জোগাড় করে নেওয়া যেতে পারে।

(খ) খেলাধুলার পোশাকঃ ১ম ও ২য় শ্রেণীর অনুরূপ।

(গ) টিফিন ব্যবস্থাঃ ১ম ও ২য় শ্রেণীর অনুরূপ।

৬·৩·৫ শিক্ষকের কাজঃ

১ম ও ২য় শ্রেণীর অনুরূপ।

৬·৩·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

১ম ও ২য় শ্রেণীর অনুরূপ।

৬·৩·৭ মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

১ম ও ২য় শ্রেণীর অনুরূপ।

৬·৩·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। তবে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।

৬·৩·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

১ম ও ২য় শ্রেণীর অনুরূপ।

৬· শারীরিক শিক্ষা

৬·৪ চতুর্থ শ্রেণী

চতুর্থ শ্রেণীর শিশুরা সাধারণতঃ ৮+ বয়সের হয়। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ভাবাবেগের দিক দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিশুদের সাথে এদের যথেষ্ট মিল আছে। তাই এ শ্রেণীতে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তুর ধরণ, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ, মূল্যায়ণ পদ্ধতি ও শিক্ষক নির্দেশিকা তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ হবে। খেলাধূলায় অধিকতর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রেক্ষিতে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য তালিকাভুক্ত খেলাধূলার বিষয়বস্তু থেকে নতুন ও অপেক্ষাকৃত কঠিন খেলা ও ব্যায়াম এদের জন্য বেছে নিতে হবে (তৃতীয় শ্রেণীর জন্য প্রণীত শিক্ষক নির্দেশিকায় এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকবে)।

৬· শারীরিক শিক্ষা

৬·৫ পঞ্চম শ্রেণী

৬·৫·১ ভূমিকাঃ

সাধারণতঃ ৯+ বয়সের শিশুরা ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। এ বয়সে তাদের কর্মদক্ষতা বেড়ে যায় এবং তারা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাধূলা করতে চায়। নিয়মতান্ত্রিক ও ধরাবাঁধা খেলাধূলায় তারা নিরানন্দ বোধ না করলেও নিজেদের পছন্দ করা খেলাধূলায় উন্নতি করে অধিক আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এ ব্যাপারে নিজ নিজ উন্নতির জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রশংসা লাভের আশা করে। বড়দের খেলাধূলায়ও অংশ নিয়ে আনন্দ পায়। তাই, তাদের পূর্বের জানা খেলাধূলার মধ্য দিয়ে এমন নতুনত্ব আনয়ন করতে হবে যা পরবর্তী পর্যায়ের বড় বড় খেলাধূলায় প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠিত খেলা, সাঁতার, নাচ, দৌড়, ঝাঁপ, নিক্ষেপ, ইত্যাদি তাদের শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা দরকার হবে।

৬·৫·২ উদ্দেশ্যঃ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৬·৫·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) সরঞ্জাম বিহীন খেলাধূলাঃ

ক·১ **হাঁটাঃ** বড় বড় ও ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে বিভিন্ন গতিতে হাঁটা, পায়ের অঙ্গুলির উপর হাঁটা, পাতি হাঁসের মত হাঁটা।

ক'২ **দৌড়ঃ** দিক ও গতি পরিবর্তন করে দৌড়, নির্দিষ্ট সমস্ত জায়গা ব্যাপী দৌড়, ঘোড়ার মত লাফিয়ে দৌড় (গ্যালোপিং), প্রতি বন্ধক দৌড়।

ক'৩ **লাফ ও অবতরণঃ** বিভিন্ন কায়দায় পায়ে ভর করে উপরে লাফিয়ে দুহাটু ধরা, পায়ের পাতা **স্পর্শ করা ও শরীর পিছনে বাঁকিয়ে ধনুকের** মত করা, ছোট আকৃতি থেকে লাফ দিয়ে বড় আকৃতি করা ও বিভিন্ন আকৃতিতে অবতরণ করা।

ক'৪ **শরীরের ভার সাম্য রক্ষা করা ও আকৃতি পরিবর্তন করাঃ** বাঘ ও ব্যাঙের মত ভারসাম্য রক্ষা করা, কাঁধে ভর করে দাঁড়ানো, সঙ্গীর সাথে বা অন্য কিছুতে ভর করে হাতে দাঁড়ানো।

ক'৫ গড়াগড়িঃ শরীরের বিভিন্ন অবস্থান নিয়ে পিছনে ঘুরা, দূর থেকে লাফ দিয়ে সামনে ঘুরা, লাফ দিয়ে উপরে উঠে সামনে ঘুরা (ডাইভ রোল)।

ক'৬ **কল্পনা ও অনুকরণমূলক খেলা ও ব্যায়ামঃ** ব্যাঙ লাফ, ব্যাঙ নাচ, বানর দৌড়, হাতি হাঁটা ও কচ্ছপ হাঁটা।

ক'৭ **ছন্দোময় ব্যায়ামঃ** গান, বাজনা, গল্প ও কবিতার সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালন ও নাচ।

ক'৮ **সঙ্গীর সাথে ব্যায়ামঃ** গোঁয়ার খচ্চর, পায়ে কুস্তি, ফায়ারম্যান-এর মত বহন, টেনে তোলা (পুল ওভার), হাওয়া দেওয়া (পাম্পিং) ও যন্ত্রপাতি (ম্যাসিন্স)।

দাঁড়ানো সঙ্গীর কাঁধে দাঁড়িয়ে আকৃতি পরিবর্তন, চিৎ হয়ে শোয়া সঙ্গীর পায়ে বিভিন্ন কায়দায় ভারসাম্য রক্ষা করা।

(খ) ছোট ছোট সরঞ্জামের সাহায্যে ব্যায়াম ও খেলাঃ

খ'১ **রবার/টেনিস/প্লাষ্টিক বলঃ** একই জায়গায় থেকে বা চলতে চলতে দুহাত দিয়ে বল শূন্যে ড্রিবলিং করা, হাত দিয়ে ব্যাট করে সঙ্গীকে বল দেওয়া, ভলিবলের সার্ভিসের কায়দায় সঙ্গীকে বল দেওয়া এবং ২ বনাম ২ বা ৩ বনাম ৩ জনে বল পাস করা।

খ'২ **লাফানোর দড়ি (স্কিপিং রোপ)ঃ** দড়ি পিছন থেকে সামনে এনে লাফানো, সামনে হাত আড়া আড়ি রেখে লাফানো (ক্রস স্কিপিং), সাপ লাফানো, তিনজন এক সংগে লাফানো, হাটু ভেঙ্গে নীচু হয়ে লাফানো।

খ'৩ **বাঁশ বা বেতের চাকাঃ** ঘূর্ণায়মান চাকার উপর ও ভিতর দিয়ে বিভিন্ন কায়দায় লাফানো এবং দেহের সাহায্যে চাকা ঘুরানো।

খ'৪ **কাঠিঃ** কাঠিকুস্তি, জানালা দিয়ে লাফ (উইন্ডো জাম্প), পোল জাম্প, বিভিন্ন রকম কাঠিনাচের কায়দায় অনুশীলন।

খ'৫ **হাতে তৈরী রিং বা রবার রিংঃ** টেনিকোয়েট খেলার পরিবেশন, মারা ও ধরার কায়দা অনুশীলন।

খ'৬ **ফলের বিচির থলে (বীনব্যাগ)ঃ** (৪র্থ শ্রেণীর অনুরূপ)।

খ'৭ **ঝুলার দড়িঃ** পায়ের সাহায্য নিয়ে দড়িবেয়ে উপরে উঠা ও অনুরূপভাবে নামা এবং ঝুলতে ঝুলতে দড়ি বদল করা।

(গ) ছোট ছোট খেলা (মাইনর গেইমস)ঃ

গ'১ **শরীর গরম করার জন্যঃ** জোড়ায় জোড়ায় ছোঁয়া, সবাই ছুঁয়ে এক হওয়া (অল ইন এ ট্যাগ), দলে দলে ছোঁয়া (টিম ট্যাগ) ফ্রেন্সটাচ, কে আগে বসে।

গ'২ **যুক্ত ছোট খেলা (রীলে)ঃ** দৌড় রীলে, ড্রিবলিং বল রীলে, এক পায়ে দৌড় রীলে, (কাকড়া রীলে), ভারসাম্য রক্ষার রীলে।

গ·৩ বিশ্রাম ও বিনোদনমূলক খেলাঃ মাকড়সার জাল, ম্যাজিক রিং, চীনের দেয়াল, কাঁড়ি, কয়েন, এক বনাম তিন।

(ঘ) আঞ্চলিক খেলাঃ

ছেলেদেরঃ দাঁড়িয়া বাঁধা, বৌছি ও হাডুডু (কাবাডি)।

মেয়েদেরঃ বৌছি ও দাঁড়িয়া বাঁধা।

(ঙ) দেশী ও বিদেশী আয়োজিত খেলাঃ

ছেলেদেরঃ ফুটবল, সফট্ বল ও ক্রিকেট।

মেয়েদেরঃ টেনিকোয়েট, ব্যাডমিন্টন ও বেইজ বল।

(চ) অঙ্গবিন্যাসঃ

যথাযথভাবে হাঁটা, বসা, দাঁড়ানো ও শোয়া।

(ছ) নীরব খেলাঃ

মুরগীর বাজার, মুরগী ও বন্য বিড়াল, অন্ধকারে মাছ ধরা এবং কিম্স্ গেইম।

(জ) শ্রেণী গঠনঃ

লাইন, ফাইল, বৃত্ত, দ্বিবৃত্ত, অর্ধবৃত্ত ও চতুর্ভুজ তৈরী করা।

(ঝ) ড্রিলঃ

সোজা হওয়া, আরামে দাড়ানো, ঘুরা, তালরাখা এবং সামনে চলা (মার্চিং)।

(ঞ) প্রাত্যহিক সমাবেশঃ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

(ট) সমবেত ব্যায়ামঃ

ট·১ সূচনামূলক ব্যায়ম (শরীর গরম করার জন্য) যেমনঃ নিজ জায়গায় থেকে দৌড়ানো, হাটু উঁচু করে লাফানো বা দৌড়ানো, ইত্যাদি।

ট·২ হাত ও কাঁধের ব্যায়াম, যেমনঃ মাথার উপরে মশা মারা, পর্যায়ক্রমে হাত উপরে তুলে ও নীচে নামিয়ে হাত তালি, হাত সামনে, নীচে ও পাশে দোলানো, ইত্যাদি।

ট·৩ পায়ের ব্যায়াম, যেমনঃ কোমরে হাত রেখে, পা ফাঁক করে লাফানো, পা পাশে, সামনে ও পিছনে দিয়ে লাফানো, ঝুলানো আম খাওয়া, ইত্যাদি।

ট·৪ ধড়ের ব্যায়াম, যেমনঃ শরীর মোচড়ানো, শরীর সামনে ও পিছনে ঝুকানো, ইত্যাদি।

ট·৫ হাত পায়ের সামঞ্জস্য আনার বা তালে রাখার ব্যায়াম, যেমনঃ দু-পা ফাঁক করে, দু-হাত পাশে তুলে তালে তালে লাফানো, পর্যায়ক্রমে হাঁটুর নীচে ও মাথার উপরে হাত তালি, হাত পাশে, নীচে, সামনে ও উপরে দোলানো ও তালে তালে লাফানো, ইত্যাদি।

(ঠ) দেশী বা আঞ্চলিক নাচ, যেমনঃ কাঠি নাচ, শাওতালী নাচ ও ঝুমুর নাচ।

(ড) সাঁতারঃ সম্মুখ ও চিৎসাঁতার (ফ্রন্ট ব্যাকক্রল)।

(ঢ) দৌড়, ঝাঁপ ও নিক্ষেপঃ

ঢ·১ ৭৫ গজ দৌড়, ১৫০ গজ দৌড় ও রীলে।

ঢ·২ উচ্চ লম্ফঃ দৌড়ে এসে বিভিন্ন উচ্চতায় লাফ (ষ্ট্রাডল বা বেলীরোল)।

ঢ·৩ দীর্ঘ লম্ফঃ দৌড়ে এসে লাফানো।

ঢ·৪ টেনিস বা রবার বল নিক্ষেপ।

(ণ) **ঘরের মধ্যের খেলা (ইনডোর গেইমস):** লুডু, ক্যারম, বাগাডুলী, দাবা ও পিংপং।

(ত) **স্বাস্থ্য বিজ্ঞান:**

ত·১ বিশুদ্ধ বায়ু, খাদ্য ও পানীয় এবং এর ব্যবহার বিধি।

ত·২ কলেরা, বসন্ত ও চর্মরোগের কারণ ও প্রতিকার।

ত·৩ স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনে ব্যায়াম, বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা।

ত·৪ **প্রাথমিক চিকিৎসা:** ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজ-এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার।

ত·৫ ক্ষতস্থান ও নাক, কান, দাঁত, ইত্যাদির রক্তপাত বন্ধের পদ্ধতি।

৬·৫·৪ শিক্ষার উপকরণ:
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৬·৫·৫ শিক্ষকের কাজ:
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৬·৫·৬ শিক্ষার্থীর কাজ:
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৬·৫·৭ মূল্যায়ন পদ্ধতি:
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৬·৫·৮ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা:
কোন পাঠ্য পুস্তক থাকবে না। তবে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।

৬·৫·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালা:
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

পরিশিষ্ট ক ('স্বাস্থ্য কার্ডের নমুনা')

(স্বাস্থ্য কার্ডের এ নমুনা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য দেওয়া হল, প্রয়োজন মত পূরন করে নিতে হবে)।

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা...

......................ছাত্র/ছাত্রীর নাম...................................বয়স...........

শ্রেণী...........শাখা.................ক্রমিক নং.......................।

ক্রমিক নং	বিষয়	ভর্তির সময়	১ম সাময়িকী তাং	২য় সাময়িকী তাং	৩য় সাময়িকী তাং	বছরের শেষ পর্যায় তাং	প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য ও দস্তখত
১	উচ্চতা						ভর্তির সময়
২	ওজন						
৩	শারীরিক দক্ষতার মান						
৪	খেলার (গেইমস্) মান						
৫	ব্যায়াম (জিমন্যাষ্টিক্স) এর মান						
৬	সাঁতারের মান						১ম সাময়িকী
৭	দৌড়, ঝাঁপ ও নিক্ষেপ (এ্যাথলেটিক্স) এর মান						
৮	স্কাউটিং বা স্কাবিং এর মান						
৯	খেলা ধুলার স্বাভাবিক আগ্রহ						২য় সাময়িকী
১০	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা						
১১	নেতৃত্ব ও সংগঠন ক্ষমতা						

ক্রমিক নং	বিষয়	ভর্তির সময়	১ম সাময়িকী তাং	২য় সাময়িকী তাং	৩য় সাময়িকী তাং	বছরের শেষ পর্যায় তাং	প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য ও দস্তখত
১২	সাধারণ স্বাস্থ্য						
১৩	সামাজিক আচার ব্যবহার						৩য় সাময়িকী
১৪	সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মন্তব্য ও দস্তখত						
১৫	স্কুল চিকিৎসকের মন্তব্য ও দস্তখত (যে বিদ্যালয়ে চিকিৎসক আছে সেখানের জন্য প্রযোজ্য)						
১৬	অভিভাবকের দস্তখত ও তারিখ						

পরিশিষ্ট—থ
সাপ্তাহিক বিস্তারিত সময় বন্টন ও বিভিন্ন বিষয়ের শতকরা হার।

শ্রেণী	রুটীনে অন্তর্ভুক্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের পিরিয়ড—সংখ্যা ও এর স্থায়ীত্বকাল	সমবেত ব্যায়াম (মার্চ পি টি) প্রাত্যহিক সমাবেশের সময়	আয়োজিত খেলা	শ্রেণী কক্ষের পড়া শেষে বা বৈকালিক ঐচ্ছিক খেলা	ইনডোর গেইমস	শ্রেণী ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের শতকরা হার	মন্তব্য
১ম	৩ দিন—৩ পিরিয়ড (প্রতি পিরিয়ড ২৫ মিঃ)	*	*	*	*	এডুকেশনাল জিমন্যাষ্টিক্স বা শিক্ষামূলক ব্যায়াম ১০০%	১) ১ম ও ২য় শ্রেণীতে এ বিষয়টি সঙ্গীত ও পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত থাকবে। ২) ১ম ও ২য় শ্রেণীতে প্রতি ২ পিরিয়ড পর পর খেলাধূলা দেওয়ার বন্দোবস্ত করলে ভাল হয়। ৩) যে সমস্ত স্কুল সকালে বসে সেখানে প্রথম পিরিয়ডের পরের পিরিয়ডগুলিতে খেলাধূলার ক্লাশ থাকা বাঞ্ছনীয়। ৪) যে সমস্ত স্কুল ১০টা বা ১১টায় আরম্ভ হয় সেখানে বিরতির পরে খেলাধুলার ক্লাশ দেওয়া ভাল। ৫) আয়োজিত খেলার ক্লাশ শেষ পিরিয়ডে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৬) বৈকালিক খেলাধূলা শ্রেণী শিক্ষকগণ পর্যায়ক্রমে তত্বাবধান করবেন।
২য়	৩ দিন—৩ পিরিয়ড (প্রতি পিরিয়ড ২৫ মিঃ)	১ দিন-১৫ মিঃ	১ দিন ৩০-৪০ মিঃ	*	*	ঐ (সমবেত ব্যায়াম সহ)	
৩য়	৩ দিন—৩ পিরিয়ড (প্রতি পিরিয়ড ৩০ মিঃ)	২ দিন-১৫ মিঃ করে	ঐ	প্রত্যহ ৩০-৪০ মিঃ	বিরতির সময়	১) শিক্ষামূলক ব্যায়াম ৫৫% ২) এ্যাথলেটিক্স—১৫% ৩) খেলা (গেইমস)—১৫% ৪) সাঁতার—১৫%	
৪র্থ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
৫ম	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১) শিক্ষামূলক ব্যায়াম-৪৫% ২) এ্যাথলেটিক্স—১৫% ৩) খেলা—২৫% ৪) সাঁতার—১৫%	

সপ্তম অধ্যায়

বিষয় : চারু ও কারুকলা

৭ চারু ও কারুকলা

৭·১ প্রথম শ্রেণী

৭·১·১ ভূমিকাঃ

শিশু প্রকৃতি সরল, সুন্দর এবং চঞ্চল। সে উন্মুক্ত সৌন্দর্যকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। বিচিত্র বর্ণ ফুলের সমারোহ, পাখীর গান, প্রকৃতির শোভা শিশু প্রকৃতিকে করে তোলে কল্পনাপ্রবণ এবং সৃজন প্রয়াসী। ক্রমে সে তার চার পাশের জগত ও বস্তুকে ভালবাসতে শেখে, তার পরিচিত প্রিয় বস্তুকে রঙে রেখায় নতুনভাবে রূপ দিতে চায়। বালি, মাটি, কাগজ, রঙ, তুলির সাহায্যে সে দৃশ্য জগতকে পেতে চায় হাতের মুঠোর, নিজের মত করে। এতে সে পায় অপার আনন্দ। এমনি স্বতঃস্ফূর্ত কর্মস্পৃহা ও প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়েই শিশু মনের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে।

চারু ও কারুকলা বিষয় শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য শিশুর এ কর্মস্পৃহা ও প্রাণচাঞ্চল্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা আর তার সরল, সুন্দর, সৃজনশীল, এবং কল্পনাপ্রবণ মনকে বাস্তবমুখী করে তোলা। চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে শিশুর মন হবে রুচিশীল এবং পরিমার্জিত।

হাতের কাজ, প্রয়োজনীয় সখের জিনিষ গড়া, ছবি আঁকা, ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিশুর মন ক্রমেই দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি কাজে যত্নবান হবে এবং উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হবে। তার চিন্তার একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, চোখের দৃষ্টি ও হাতের পরিচালন ক্ষমতার মধ্যে সুষম সমন্বয়সাধন হবে। এ সমন্বিত গুণের অধিকারী শিশু ভবিষ্যতে গঠনমূলক এবং সৃজনশীল কাজে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজকে নিয়োজিত করতে পারবে।

চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে প্রতিটি শিশু একজন বিশিষ্ট চারু বা কারুশিল্পী হিসেবে গড়ে নাও উঠতে পারে, কিন্তু চারু ও কারুকলা শিক্ষা প্রতিটি শিশুকে পরিপূর্ণ সৃজনশীল কর্মক্ষম পরিমার্জিত ও রুচিশীল মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

৭·১·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) শিশুর পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণের বিকাশ, তার মানবিক ও দৈহিক শক্তির সমন্বয় বিধান।

(খ) তার চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতিকে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করা।

(গ) সুন্দর যিনিস ও ভাবনার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা। বস্তুর আকার, গঠন, রঙ এবং ছন্দের বিবরণ ও এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করা।

(ঘ) শিশুর একাগ্রতা এবং পর্যবেক্ষণ শক্তির স্ফুরণ ঘটানো।

(ঙ) তার চক্ষু, হস্ত ও মস্তিষ্কের পরিচালন শক্তির মধ্যে সমন্বয় বিধান করা।

(চ) শিশুর মনে শ্রমের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি এবং তার আত্মনির্ভরশীল চেতনা সম্প্রসারণ করা।

(ছ) বাস্তবমুখী কাজে সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে তার আবিষ্কারের আনন্দ বিকশিত করা।

৭·১·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) অভিব্যক্তিমূলক ছবি অঙ্কনঃ

ক·১ শিশুর নিজের খেয়ালখুশীমত ছবি আঁকা।

ক·২ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পরিচিত বস্তুর ছবি আঁকা।

ক·৩ পাঠ্যপুস্তকের ছবি দেখে অনুরূপ ছবি আঁকা।

ক·৪ তুলি ছাড়া আঙ্গুলের সাহায্যে ছবি আঁকা।

ক·৫ বিভিন্ন রঙ দিয়ে সাদা ছবিকে চিত্রিত করা।

ক·৬ এক রঙ দিয়ে রেখা চিত্রকে চিত্রিত করা।

(খ) প্যাটার্ণ/ডিজাইন ও ছাঁচঃ

খ·১ অপ্রয়োজনীয় কাগজ/ছবি ছিঁড়ে ছবি তৈরী করা।
খ·২ রঙীন কাগজ কেটে আঠা লাগিয়ে ছবি তৈরী করা।
খ·৩ বিভিন্ন প্রকার ব্লকের সাহায্যে নকশা তৈরী করা।
খ·৪ কাগজ ভাঁজ করে প্যাটার্ণ অথবা খেলার বস্তু তৈরী করা।
খ·৫ ছাঁচের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর রেখা/নকশা/ছবি তৈরী করা।
খ·৬ রঙ ব্যবহার করে কাগজের ছবি/নকশা চিত্রিত করা।

(গ) বালি/মাটির কাজঃ

গ·১ বালিতে নকশা কাটা এবং অক্ষর লেখা।
গ·২ মাটি দিয়ে পুতুল/খেলনা অথবা দরকারী জিনিস তৈরী করা।
গ·৩ রঙ ব্যবহার করে নকশা, পুতুল ও খেলনাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা।

(ঘ) সখের জিনিষ গড়াঃ

ঘ·১ ঝিনুক, শামুকের খোল, বাঁশ, বেত, পাট, দড়ি, খেজুর পাতা, প্রভৃতির সাহায্যে সখের জিনিস গড়া।
ঘ·২ চাটাই, পাটি, কুলা ইত্যাদিতে ছাঁচের ছাপ দিয়ে রঙ করা।
ঘ·৩ সুতা দিয়ে ফুলের মালা, পুঁতির মালা, ইত্যাদি গাঁথা।
ঘ·৪ কাগজ/কাপড় দিয়ে মুখোশ, পুতুল ও খেলনা তৈরী করা।

৭·১·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

(ক) চকবোর্ড, রঙীন চক, রঙ, গুঁড়ো রঙ, তুলি, ক্রেয়ন, রঙ-পেন্সিল, শ্লেট, খাতা, রঙ তৈরী করার তেল ইত্যাদি।

(খ) অপ্রয়োজনীয় কাগজ, ছবির পত্রিকা, রঙীন কাগজ, ব্লক, ছাঁচ, হার্ডবোর্ড, রঙ, আঠা, কাঁচি; সুই-সুতা, তুলি ইত্যাদি।

(গ) বালি, মাটি, রঙ, তুলি, ইত্যাদি।

(ঘ) ঝিনুক, শামুকের খোল, বাঁশ, বেত, পাটের দড়ি, খেজুর পাতা, তালগাছের ডাগের আঁশ, পুঁতি, মাদুর, চাটাই, ফুল, সুই-সুতা, কাপড়, কাগজ, ব্লক, রঙ, তুলি, চাকু, দা, ইত্যাদি।

৭·১·৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের কাজ হবে সুচিন্তিতভাবে শিক্ষার্থীকে কাজে উৎসাহী এবং উদ্যোগী করা।

(খ) শিক্ষক বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পিরিয়ডে একক বা দলগতভাবে ছবি আঁকা এবং হাতের কাজ করার জন্য শিশুর কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ রাখবেন।

(গ) স্থানীয় পরিবেশ, মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, ফুলফল, ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করবেন।

(ঘ) রেখা অঙ্কন ও রঙ মিশ্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করবেন এবং তুলি, ব্রাশ, কাঠি, নক্সা, প্রভৃতি উপকরণের ব্যবহার শেখাবেন।

(ঙ) শিশুর আঁকা ছবি এবং হাতের কাজ দিয়ে শ্রেণীকক্ষ সাজাতে শিশুকে উৎসাহ দেবেন।

(চ) শিশুকে কাজের সময় সুন্দর ছবি ও হাতের কাজের নমুনা দেখাবেন।

(ছ) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যেন অপচয় না হয় সেদিকে নজর রাখবেন এবং শিশুকে এ ব্যাপারে সচেতন করবেন।

(জ) ছবি আঁকা বা হাতের কাজ করার জন্য নিজে এ'কে বা কাজ করে শিশুকে কাজের পদ্ধতি এবং উপায় শেখাবেন। বাংলা পাঠ্য পুস্তকের গল্প/কবিতার বা অন্য কোন অতি পরিচিত গল্প/কবিতার চিত্র আঁকবেন এবং শিশুকে আকতে বলবেন।

(ঝ) শিশুকে নিজের অথবা তার সহপাঠীর আঁকা ছবি এবং হাতের কাজ বর্ণনা করতে বলবেন এবং কাজের গুণাগুণ বিচার করতে তাকে উৎসাহিত করবেন।

(ঞ) শিশুর আঁকা ছবি এবং তৈরী করা হাতের ভাল কাজ বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করবেন এবং নিজের অঞ্চলের বার্ষিক প্রদর্শনীতে বা মেলায় এসব ছবি ও কাজের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। নিজ নিজ বিদ্যালয়েও এসব কাজের নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন।

(ট) শিশুকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান, ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, কারখানা, প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করাবেন এবং এসব স্থানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাকে সচেতন করবেন।

(ঠ) শিশু যেন আঁকা এবং গড়ার কাজে আনন্দ এবং আগ্রহবোধ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(ড) শিক্ষক শিশুকে ছবি আঁকা এবং জিনিস গড়ার কাজে তুলনামূলকভাবে কম সাহায্য করে তাকে এসব কাজে আগ্রহী করার জন্য বেশী করে উৎসাহ প্রদান করবেন।

৭.১.৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) শিশু খেয়াল খুশীমত আঁকবে।

(খ) রেখাঙ্কন শিখবে।

(গ) ছবির উপরে আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছবির নক্সাটি বুঝবার চেষ্টা করবে।

(ঘ) রঙ দিয়ে সাদা ছবিকে চিত্রিত করবে।

(ঙ) অপ্রয়োজনীয় কাগজ বা ছবি ছি'ড়ে প্রাণীর বা বস্তুর ছবি তৈরী করবে।

(চ) বিভিন্ন ব্লকের সাহায্যে নক্সা তৈরী করবে।

(ছ) বালিতে বা কাঁচা মাটিতে বিভিন্ন নক্সা আঁকবে এবং অক্ষরে লিখবে।

(জ) রঙ দিয়ে নক্সা/পুতুল/খেলনা রঙ্গীন করে আরো আকর্ষণীয় করবে।

(ঝ) ঝিনুক, শামুকের খোল, বাঁশ, বেত, পাটের দড়ি, খেজুর পাতা, ইত্যাদি দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করবে।

(ঞ) চাটাই, পাটি, ইত্যাদিতে ছাঁচের সাহায্যে রঙ দিতে শিখবে।

(ট) কাগজ/কাপড় দিয়ে মুখোশ, পুতুল, খেলনা, ইত্যাদি তৈরী করবে।

(ঠ) নিজের শ্রেণীকক্ষ সাজাবে।

(ড) স্থানীয় দৃশ্য, নদীর দৃশ্য, রাস্তাঘাট, পশু-পাখী, ফুল-ফল, ইত্যাদি খুব ভালভাবে দেখে এসব দৃশ্য, বস্তু ও প্রাণীর ছবি আঁকতে চেষ্টা করবে।

(ঢ) ছবি আঁকার রঙ-তুলি, কাগজ, কাপড় ও অন্যান্য বস্তু অযথা নষ্ট না করে যত্ন করে গুছিয়ে রাখবে।

(ণ) নিজের ছবি ভালভাবে আঁকতে এবং প্রকাশ করতে চেষ্টা করবে।

(ত) সহপাঠীদের ছবি দেখে গুণাগুণ বিচার করতে চেষ্টা করবে।

(থ) শিক্ষকের সঙ্গে স্থানীয় মেলা, বাজার, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ইত্যাদি দেখে এসে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এসব স্থানের বস্তু, প্রাণী, ইত্যাদির ছবি আঁকবার চেষ্টা করবে।

(দ) কখনও কখনও কয়েকজন সহপাঠীসহ যৌথভাবে কোন একটি পূর্ণ চিত্র আঁকবে।

(ধ) ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করে বা সুর দিয়ে গেয়ে বা শুনে ছবি আঁকতে চেষ্টা করবে।

(ন) মাটি দিয়ে পুতুল, খেলনা, সখের জিনিস, কাজের জিনিস ইত্যাদি তৈরী করতে চেষ্টা করবে।

(প) ছবি আঁকার জন্য ঘরের বা বিদ্যালয়ের দেয়াল, অথবা বই, কাপড়, ইত্যাদি ব্যবহার করে নষ্ট করবে না।

৭·১·৭ মূল্যায়নঃ

(ক) শিশুর কাজের হিসাব রাখতে হবে।

(খ) শিশুর কাজের মূল্যায়ন বৎসরের শেষে একত্রীভূত করতে হবে।

(গ) প্রতিমাসে শিশুর কাজের মূল্যায়ন অভিভাবককে জানাতে হবে।

৭·১·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

প্রথম শ্রেণীর জন্য চারু ও কারুকলা বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। ৭·১·৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়বস্তু এবং ৭·১·৫ ও ৭·১·৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শিক্ষকের কাজ ও শিক্ষার্থীর কাজ অনুসারে শিক্ষক শিশুকে চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন। এ স্তরের জন্য চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষক নির্দেশিকায় শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

৭·১·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

(ক) যেহেতু ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য চারু ও কারুকলা বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক থাকবে না, সেহেতু শিক্ষক নির্দেশিকায় এ বিষয়ের শিক্ষাসূচী, শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর কাজ এবং শিক্ষার উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা, ব্যাখ্যা এবং অনুশীলনী রাখা প্রয়োজন হবে।

(খ) নির্দেশিকায় প্রয়োজনীয় অঙ্কন এবং হাতের কাজের ছবিসহ নমুনা থাকবে।

(গ) ছবি আঁকা, রেখা অঙ্কন, হাতের কাজ, ইত্যাদি করার ক্ষেত্রে যে সব অসুবিধা দেখা দিতে পারে সে সবের উল্লেখসহ শিক্ষণ পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

(ঘ) যে শিশু আঁকা বা হাতের কাজে আশানুরূপ উৎসাহ প্রকাশ করে না তাকে কি কি উপায়ে আগ্রহী করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা থাকবে।

(ঙ) শিক্ষক নির্দেশিকায় ক্রমশঃ সহজ থেকে জটিল প্রক্রিয়ায় কাজ করার ও ছবি আঁকার দৃষ্টান্তসহ বিবরণ দিতে হবে।

(চ) ছবি আঁকার জন্য উপকরণসমূহ ব্যবহারের ধারা সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা থাকবে। শিক্ষক যেন স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করতে উৎসাহ বোধ করেন সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকবে।

(ছ) অক্ষর ও সংখ্যার মূল চিত্রকে অবলম্বন করে অন্য চিত্র আঁকার কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা থাকবে।

(জ) বিভিন্ন হাতের কাজ ও সখের জিনিস গড়ার পদ্ধতি ছবিসহ আলোচনা করতে হবে।

(ঝ) যেহেতু শিক্ষক নির্দেশিকা শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতির অন্যতম সহায়, একমাত্র অবলম্বন নয়—সেহেতু নির্দেশিকায় শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষক প্রয়োজনবোধে কিভাবে নব নব কলাকৌশল উদ্ভাবন করবেন তার ইঙ্গিত থাকবে। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ কয়েকজন শিক্ষকের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তিকরে কিছু কিছু ইঙ্গিতের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

৭ চারু ও কারুকলা

৭·২ দ্বিতীয় শ্রেণী

(প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অপেক্ষা ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বয়স, অভিজ্ঞতা এবং ধারণ ক্ষমতা কিছুটা উন্নত হবে। সেজন্য এ শ্রেণীতে চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক এ উন্নতির প্রতি সচেতন হয়ে শিশুকে ছবি আঁকা এবং জিনিষ গড়ার কাজে সামান্য উন্নত মান নির্দেশ করবেন।

৭ চারু ও কারুকলা

৭·৩ তৃতীয় শ্রেণী

৭·৩·১ ভূমিকাঃ

১ম ও ২য় শ্রেণীর অনুরূপ।

৭·৩·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) শিশুর মানসিক গুণের পূর্ণ বিকাশ সাধন এবং তার মানবিক ও দৈহিক শক্তির সমন্বয় বিধান করা।

(খ) তার চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতিকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করা।

(গ) সুন্দর জিনিষ ও ভাবনার প্রতি শিশুর অনুরাগ বৃদ্ধি করা। বস্তুর আকার, গঠন, রঙ ও ছন্দের বিবরণ এবং বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সম্পর্কে শিশুকে অধিকতর সচেতন করা।

(ঘ) শিশুর একাগ্রতা এবং পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ সাধন।

(ঙ) তার চক্ষু, হস্ত ও মস্তিস্কের পরিচালন শক্তির মধ্যে সমন্বয় বিধান করা।

(চ) শিশুর মনে শ্রমের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি এবং তার আত্মনির্ভরশীল চেতনা সম্প্রসারণ করা।

(ছ) বাস্তবমুখী কাজে সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুকে আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বুদ্ধ করা।

৭·৩·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) **অভিব্যক্তি মূলক ছবি অঙ্কনঃ**

ক·১ শিশুর নিজের খেয়াল খুশীমত ছবি আঁকা।

ক·২ অভিজ্ঞতাভিত্তিক পরিচিত ও কল্পিত বস্তুর ছবি আঁকা।

ক·৩ পুস্তকে উল্লেখিত গল্প/কবিতা/বর্ণনার উপর ভিত্তি করে ছবি আঁকা।

ক·৪ অঙ্কিত রেখাচিত্র রঙ্গ দিয়ে চিত্রিত করা।

ক·৫ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকা।

(খ) প্যাটার্ণ/ডিজাইন ও ছাঁচ:

খ·১ অপ্রয়োজনীয় কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে নানা প্রকার ছবি, নক্সা, প্যাটার্ণ, তৈরী করা।

খ·২ রঙ্গীন কাগজ কেটে বা ছিঁড়ে আঠা লাগিয়ে ছবি তৈরী করা।

খ·৩ বিভিন্ন প্রকার ছাঁচের সাহায্যে নক্সা তৈরী করা।

খ·৪ কাগজ ভাঁজ করে প্যাটার্ণ অথবা খেলার বস্তু তৈরী করা। (যেমন: দোয়াত, নৌকা, জাহাজ, এরোপ্লেন, পাখী. ঘুড়ি, ঠোঙ্গা. এনভেলাপ ইত্যাদি)।

খ·৫ রঙ ব্যবহার করে ব্লক দিয়ে কাগজের উপরে নক্সা তৈরী করা এবং তাতে রঙ ব্যবহার করা। (আলু, রবার. পেঁয়াজ. রবারের জুতোর তলা. ইত্যাদি ব্লক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে)।

(গ) এ্যালবাম:

গ·১ বিভিন্ন পুরাতন ও পরিত্যক্ত পত্র-পত্রিকা থেকে নানা প্রকার দরকারী সুন্দর ও তথ্যমূলক ছবি কেটে আঠা দিয়ে এ্যালবামে লাগানো।

গ·২ উল্লেখযোগ্য ঘটনার দৃশ্য, সন, তারিখ এ্যালবামে সুন্দরভাবে লাগানো এবং লিখে রাখা।

গ·৩ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ছবি এবং তার জন্ম ও মৃত্যুর সন, তারিখ এ্যালবামে লিখে রাখা।

(ঘ) লেখার আদর্শ:

ঘ·১ তেঁতুলের বীচি. ফলের বীচি. পুঁতি ইত্যাদি আঠা দিয়ে কাগজে লাগিয়ে লেখার আদর্শ তৈরী করা।

ঘ·২ দিয়াশলাইর পরিত্যক্ত কাঠি, বাঁশের কাঠি. ইত্যাদি ব্যবহার করে আঠা দিয়ে কাগজে লাগানো এবং তার নক্সা করা।

ঘ·৩ পাথরের নুড়ি বা আতার বীচি আঠা দিয়ে কাগজে বা নরম মাটিতে বসিয়ে লেখার আদর্শ তৈরী করা।

ঘ·৪ পাটের দড়ি ও তুলা. আঠা দিয়ে লাগিয়ে আদর্শ লেখা তৈরী করা।

(ঙ) মাটির কাজ:

ঙ·১ মাটি দিয়ে বিভিন্ন ফলমূল. লতাপাতা. ইত্যাদি তৈরী করা।

ঙ·২ মাটি দিয়ে সহজ নক্সা তৈরী করা।

ঙ·৩ মাটি দিয়ে দরকারী জিনিষ এবং খেলনা তৈরী করা (যেমন: পুতুল, পাখী, নৌকা ইত্যাদি)।

ঙ·৪ সমতল মাটির উপর চুন বা রঙ দিয়ে নক্সা তৈরী করা।

(চ) সহজ বুনন:

চ·১ গাছের পাতা (খেজুর. নারিকেল. কলা ও সুপারী ইত্যাদি) দিয়ে সহজ নক্সা বুনন করা।

চ·২ নারিকেলের ডালের আঁশ দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা।

চ·৩ তালের পাতা/খেজুর পাতা ইত্যাদি দিয়ে সহজ নক্সা বুনন করা।

চ·৪ তালের ডালের আঁশ দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা (যেমন: টুপি, ঢাকনা ইত্যাদি)।

চ·৫ পাট ও পাটের রশি দিয়ে সহজ নক্সা ও দরকারী জিনিষ তৈরী করা।

৭·৩·৪ **শিক্ষার উপকরণঃ**

৪·১ চকবোর্ড, রঙগীন চক, গুঁড়ো রং, তুলি, রং পেন্সিল, ক্রেয়ন, কাঠ কয়লা, পোড়ামাটি, খাতা, কাগজ, আঠা, কাঁচি ইত্যাদি।

৪·২ এ্যালবাম, অপ্রয়োজনীয় কাগজ, পুরাতন পত্রিকা, রঙগীন কাগজ, ব্লক/ছাঁচ, সিগারেটের প্যাকেটের ভিতরের ফেলে দেয়া কাগজ ইত্যাদি।

৪·৩ মাটি, তালের ও নারিকেলের পাতা, নারিকেলের পাতার আঁশ, তালের ডালের আঁশ, পাট, পাটের দড়ি ইত্যাদি।

৭·৩·৫ **শিক্ষকের কাজঃ**

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৭·৩·৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

(ক) (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ। তবে ক্রমশঃ উন্নত ধরণের কাজ ও উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।)।

(খ) শিক্ষার্থী স্বাবলম্বী হয়ে কাজ করবে এবং উপকরণসমূহ নিজেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করবে।

৭·৩·৭ **মূল্যায়নঃ**

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৭·৩·৮ **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক লাগবে না। ৭·৩·৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়বস্তু এবং ৭·১·৫ ও ৭·১·৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শিক্ষকের কাজ ও শিক্ষার্থীর কাজ অনুসারে শিক্ষক শিশুকে চারু ও কারুকলা বিষয় শিক্ষাদান করবেন। শিক্ষক নির্দেশিকায় শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিষয় বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

৭·৩·৯ **শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ**

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৭ চারু ও কারুকলা
৭·৪ চতুর্থ শ্রেণী

৭·৪·১ **ভূমিকাঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৭·৪·২ **উদ্দেশ্যঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৭·৪·৩ **বিষয়বস্তুঃ**

অভিব্যক্তিমূলক ছবি অঙ্কনঃ

ক·১ পরিচিত ও অন্তরঙ্গ পরিবেশের ছবি আঁকা। (যেমনঃ মা, বাবা, ভাই, বোন ও পরিচিত পশু-পাখী, ইত্যাদির ছবি)।

ক·২ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বস্তুর ছবি আঁকা।

ক·৩ গ্রাম বা শহরের চিত্র আঁকা।

ক·৪ বিভিন্ন প্রকারের যানবাহনের ছবি আঁকা। (যেমনঃ নৌকা, গাড়ী, এরোপ্লেন, ইত্যাদি)।

(খ) ষ্টেন্সিলিংঃ

খ·১ হার্ডবোর্ড বা শক্ত কাগজ দ্বারা ষ্টেনসিল তৈরী করে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে ছাপ দিয়ে নক্সা বা প্যাটার্ণ তৈরী করে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা।

(গ) নক্সা (কাগজের বা বোর্ডের)ঃ

গ·১ বিভিন্ন রঙের কাগজ বা বোর্ড কেটে সহজ ও সুন্দর আকারে নক্সা বা ছবি তৈরী করা।

গ·২ বিভিন্ন রঙের কাগজ বা বোর্ড কেটে নক্সা তৈরী করে ঘর ও আসবাবপত্র সাজানো।

(ঘ) লেখার আদর্শঃ

ঘ·১ পুঁতি, কড়ি, নুড়ি, ঝিনুক, তেঁতুলের বীচি, ইত্যাদি দিয়ে লেখার আদর্শ তৈরী করা।

ঘ·২ আদর্শ হস্তলেখা দেখে লেখা সুন্দর করা।

ঘ·৩ বিভিন্ন রঙ ও কালি ব্যবহার করে আদর্শ লেখার অভ্যাস করা।

(ঙ) মাটির কাজঃ

ঙ·১ মাটি দিয়ে থালা, বাসন, গ্লাস, মুছি, পুতুল, বাঁশী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা।

ঙ·২ মাটি দিয়ে পরিচিত পশু, পাখী বানানো এবং উপযুক্ত রঙ লাগিয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা।

ঙ·৩ মাটি দিয়ে বিভিন্ন ফলমূল, তৈরী করা এবং উপযুক্ত রঙ লাগিয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলা।

ঙ·৪ মাটি দিয়ে ফুলদানি, ছাইদানি, ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিষ তৈরী করা।

(চ) সূচীকর্মঃ

চ·১ জামার বোতাম লাগাতে ও ছেঁড়া-ফাটা কাপড়, পোষাক মেরামত করতে শেখা।

চ·২ চটের উপর নক্সা তৈরী করা।

চ·৩ সাদা কাপড়ে নক্সা তৈরী করে ব্যবহার করতে শেখা।

চ·৪ চটের বা কাপড়ের থলে তৈরী করতে শেখা।

চ·৫ পায়জামা, বালিশের ওয়ার, টেবিল ক্লথ, ইত্যাদি তৈরী করতে শেখা।

চ·৬ উলের সোয়েটার, মোজা, ইত্যাদি বুনতে শেখা।

(ছ) মুখোশ ও খেলনাঃ

ছ·১ ফেলে দেয়া কাগজে আঠা লাগিয়ে মুখোশ ও খেল্না তৈরী করা।

ছ·২ ফেলে দেয়া কাগজ ও বোর্ড দিয়ে ঠোঙ্গা, এন্‌ভেলাপ, ইত্যাদি তৈরী করা।

(জ) বই ও খাতা বাঁধানঃ

জ·১ বই ও খাতা, কাগজ দিয়ে বাঁধাই করতে শেখা।

জ·২ বই ও খাতা, কাপড়, হার্ডবোর্ডে আঠা লাগিয়ে বাঁধাই করতে শেখা।

(ঝ) বুনন:

ঝ.১ বাঁশ ও বেত দিয়ে চাটাই তৈরী করতে শেখা।

ঝ.২ বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি তৈরী করতে শেখা।

ঝ.৩ তাল পাতা বা খেজুর পাতা দিয়ে মাদুর তৈরী করতে শেখা।

ঝ.৪ ধানের ডগা বা খড় দিয়ে হ্যাট বা টুপী তৈরী করতে শেখা।

ঝ.৫ খাগড়া ও মুতা দিয়ে চাটাই, মাদুর, ইত্যাদি তৈরী করতে শেখা।

(ঞ) অনাবশ্যক জিনিষ দিয়ে নক্সা তৈরী করা:

ঞ.১ অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন রঙের টুকরা কাপড় আঠা লাগিয়ে বা সেলাই করে বিভিন্ন প্রকার পুতুল, পাপোষ ও দরকারী জিনিষ তৈরী করা।

ঞ.২ অপ্রয়োজনীয় কাপড় ও কাগজ দিয়ে নক্সা ও ছবি তৈরী করা।

(ট) ছাপ ও ব্লক তৈরী:

ট.১ আলু ও অন্যান্য তরকারী কেটে সহজ ব্লক তৈরী করে তার ছাপ দিয়ে নক্সা বা প্যাটার্ণ তৈরী করা।

ট.২ ব্লকে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা।

ট.৩ কড়ি, ঝিনুক, শামুক, ইত্যাদি ব্লক হিসেবে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা।

৭.৪.৪ শিক্ষার উপকরণ:

(ক) কাগজ, রঙ, ক্রেয়ন, রঙ পেন্সিল, চক্‌বোর্ড, চক, চুন, আঠা, ইত্যাদি।

(খ) হার্ডবোর্ড, টুকরা কাপড়, চট, উল, সুই, সুতা, ইত্যাদি।

(গ) মাটি, বাঁশ, বেত, খাগড়া, মোতা, খড়, তালের ডালের আঁশ, ইত্যাদি।

(ঘ) ফলের বীচি, তরকারী, নুড়ি, ঝিনুক, শামুক, ইত্যাদি।

৭.৪.৫ শিক্ষকের কাজ:

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ)।

(খ) শিক্ষক শিশুর কাজ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করবেন এবং উৎসাহ দেবেন।

(গ) শিক্ষক প্রয়োজনবোধে নমুনা নিজে এঁকে, তৈরী করে বা সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীকে দেখাবেন।

(ঘ) শিশুকে প্রয়োজনীয় সহজলভ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে উপদেশ দেবেন ও সাহায্য করবেন।

৭.৪.৬ শিক্ষার্থীর কাজ:

(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

(খ) শিক্ষার্থী নিজের খেয়াল খুশীমত আঁকবে।

(গ) শিক্ষার্থী অঙ্কনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ নিজে সংগ্রহ করবে, যত্ন সহকারে ব্যবহার করবে এবং সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) শিক্ষার্থীর মনে এই সব উপকরণ ও উপাদানসমূহের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও দরদ থাকতে হবে।

৭.৪.৭ মূল্যায়ন:

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৭·৪·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশিকাঃ

চতুর্থ শ্রেণীর জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। ৭·১·৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়বস্তু এবং ৭·১·৫ ও ৭·১·৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কাজ অনুসারে শিক্ষার্থীকে শিক্ষক চারু ও কারুকলা বিষয় শিক্ষাদান করবেন। ৪র্থ শ্রেণীর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকায় এ বিষয় শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

৭·৪·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

যেহেতু ৪র্থ শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না, সেজন্য শিক্ষক নির্দেশিকায় এ বিষয়ে শিক্ষাসূচী, শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর কাজ ও শিক্ষার উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও অনুশীলনী রাখা প্রয়োজন হবে। শিক্ষার্থীর অংকনে, গড়নে বা কোন কাজে অসুবিধা অনুভব করলে শিক্ষক কি করবেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইংগিত বা সাহায্য সম্পর্কে নির্দেশনায় আলোচনা থাকবে।

৭ চারু ও কারুকলা

৭·৫ পঞ্চম শ্রেণী

৭·৫·১ ভূমিকাঃ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৭·৫·২ উদ্দেশ্যঃ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৭·৫·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) অভিব্যক্তিমূলক ছবি অংকনঃ

ক·১ শিশু তার খেয়াল খুশীমত পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছবি আঁকবে।

ক·২ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিশু তার চিন্তাধারা সম্প্রসারণ করে উন্নত মানের ছবি আঁকবে।

ক·৩ শিশু তার দৃশ্য বস্তুর সার্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছবি আঁকবে।

(খ) স্মৃতি থেকে অংকনঃ

খ·১ ফলমূল, লতাপাতা, ইত্যাদির ছবি আঁকবে এবং উপযুক্ত রঙ দিয়ে বিচিত্র করে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা।

খ·২ সামাজিক অনুষ্ঠানের ছবি বা চিত্র আঁকা। (যেমনঃ মেলা, বিবাহ, মিছিল, ঈদের দৃশ্য, ইত্যাদি)।

খ·৩ গ্রামের বা শহরের ছবি আঁকা।

(গ) ব্লক, ডিজাইন ও নক্সাঃ

গ·১ আলু ও অনুরূপ তরি তরকারী/ফলমূল কেটে নক্সা বা ব্লক তৈরী করে রঙ লাগিয়ে কাপড় বা কাগজে ছাপ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে অনুষ্ঠানে ব্যবহার করবে।

গ·২ আলু ও অনুরূপ ফলমূল কেটে নক্সা বা ব্লক তৈরী করে কাগজে বা কাপড়ে ছাপ দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করে ঘরের দেয়ালে টাংগিয়ে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।

গ·৩ পেঁয়াজ, ঢেরশ, পেঁপে, ইত্যাদি কেটে শিশুর রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন রঙ লাগিয়ে ছাপ দিয়ে নক্সা তৈরী করা।

গ'৪ নরম কাঠ রবার কেটে ব্লক বানাবে এবং রঙের ছাপ দিয়ে বিভিন্ন নক্সা তৈরী করবে।

(ঘ) ষ্টেন্‌সিলিংঃ

মোটা কাগজে বা বোর্ডে বিভিন্ন নক্সা কেটে তার সাহায্যে কাপড়ে বা কাগজে নানা রঙের ছাপ দিয়ে নিজের বা সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার উপযোগী সুন্দর নক্সা তৈরী করবে।

(ঙ) মাটির কাজঃ

ঙ'১ মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিষ (যেমনঃ ফুল গাছের টব, ফুলদানী, ছাইদানী, পুতুল, ইত্যাদি) তৈরী করা।

ঙ'২ মাটি দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমনঃ প্রদীপদানী মুছি, ঢাকনা, ইত্যাদি তৈরী করা।

ঙ'৩ মাটির রশি (কয়েল) ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা। (মাটির কাজ শেষ করে করাতের গুড়ো এবং তুষের আগুণে ২/৩ দিন ধরে তৈরী জিনিষ-গুলি পুড়িয়ে ব্যবহার উপযোগী করা যায়। প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে নিকটস্থ কুমারের সাহায্য নেবে)।

(চ) বুননঃ

চ'১ বাঁশ, বেত, প্রভৃতির সাহায্যে সহজ বুনন (যেমনঃ ঝুড়ি, ব্যাগ, টুকরী, ইত্যাদি) শিখবে।

চ'২ পাটের রশি দিয়ে শিকা, ব্যাগ, ইত্যাদি তৈরী করা এবং রঙ দিয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা।

চ'৩ খাগড়া, মুতা, বেত, ইত্যাদি দিয়ে চাটাই ও মাদুর তৈরী করা।

চ'৪ সুতা দিয়ে জাল, ব্যাগ, থলি, ইত্যাদি তৈরী করা।

(ছ) সেলাইঃ

ছ'১ সহজ কাট এবং ছাঁট শেখা।

ছ'২ সহজ ও প্রয়োজনীয় সেলাই কাজ শেখা (যেমনঃ পায়জামা, ব্লাউজ, ফ্রক, ইত্যাদি তৈরী করতে শিখবে)।

ছ'৩ নিজেদের খাতাপত্র সেলাই এবং বাঁধাই করতে শিখবে।

(জ) মডেল তৈরীঃ

শক্ত কাগজ ও বোর্ড কেটে আঠা লাগিয়ে নানা প্রকার জীবজন্তু, ঘর, দরজার মডেল, ইত্যাদি তৈরী করা।

(ঝ) কাগজের মণ্ডের কাজঃ

পুরাতন ও অপ্রয়োজনীয় কাগজ পানিতে ভিজিয়ে এবং পানি নিংড়িয়ে ফেলে আগুণে জ্বাল দিয়ে মণ্ড তৈরী করা। মণ্ডের সঙ্গে আঠা মিশিয়ে তার দ্বারা নানা প্রকার পুতুল, মুখোষ, ইত্যাদি তৈরী করা।

(ঞ) বিভিন্ন আকৃতির বস্তু গঠনঃ

ঝিনুক, নুড়ি, পাথর, কাঠ, গাছের ডাল, প্রভৃতি (কাটুন কুটুম) সংগ্রহ করে বিভিন্ন নক্সা, পাখী, জীবজন্তু তৈরী করা। প্রয়োজন বোধে কোন অংশ কেটে এবং বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে জীব জন্তুর আকৃতি দেয়া।

৭·৫·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

(ক) রঙ, রঙ পেন্সিল, ক্রেয়ন, আঠা, ইত্যাদি।

(খ) কাঠ, রবার, ফলের বীচি, বিভিন্ন তরকারী।

(গ) বাঁশ, বেত, তালপাতা, খেজুর পাতা, তালের ডালের আঁশ, নারিকেলের ডালের আঁশ, গাছের শুকনা ডাল, ইত্যাদি।

(ঘ) মাটি, কাঠের গুড়া, তুষ, ইত্যাদি।

(ঙ) নুড়ি, ঝিনুক, শামুক, ইত্যাদি।

(চ) সুঁই, সুতা, পাট, পাটের রশি, কাঁচি, কাগজ, ইত্যাদি।

৭·৫·৫ শিক্ষকের কাজঃ

(তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)। এ শ্রেণীতে প্রথমে মডেল তৈরী করে, বুনে ও সেলাই করে শিক্ষার্থীকে দেখাবেন এবং প্রয়োজনমত নির্দেশ ও সাহায্য প্রদান করবেন।

৭·৫·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

(ক) কল্পনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে ছবি আঁকবে।

(খ) স্মৃতি থেকে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক উন্নতমানের ছবি আঁকবে।

(গ) সংগৃহীত উপকরণের সাহায্যে ছবি আঁকবে ও জিনিস তৈরী করবে।

(ঘ) শিশু নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন করে আঁকতে এবং জিনিষ গড়তে চেষ্টা করবে।

৭·৫·৭ মূল্যায়নঃ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৭·৫·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

পঞ্চম শ্রেণীর জন্যও কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। ৭·৫·৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়বস্তু এবং ৭·১·৫ ও ৭·১·৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর কাজ অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে চারু ও কারুকলা বিদ্যা শিক্ষাদান করবেন। পঞ্চম শ্রেণীর জন্য চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষক নির্দেশিকায় এ বিষয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

৭·৫·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

অষ্টম অধ্যায়

বিষয় ঃ সঙ্গীত

৮ সংগীত

৮.১ প্রথম শ্রেণী

৮.১.১ ভূমিকাঃ

শিশুর মানবিক গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করার জন্য পাঠ্যসূচীতে আবশ্যিক বিষয়রূপে সংগীতকে চারুকলার একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুমন স্বভাবতঃই কোমল ও সুরপিয়াসী। তাই বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য তাকে সংগীতাশ্রয়ী করা প্রয়োজন। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য সুকুমারবৃত্তির লালন ও সংস্কৃতিচর্চা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংগীত বিষয়ে সংগীত শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে। এছাড়া শিশুদের শেখানোর জন্য তাঁর বিশেষ প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

সপ্তাহের মোট পিরিয়ডের অন্ততঃ দুটি পিরিয়ড সংগীত শিক্ষাদানের জন্য রাখতে হবে। এছাড়া বাংলা বিষয় ক্লাসে ছড়া ও ছড়াগান ইত্যাদি অনুশীলনের সময় ছবি আঁকা ও ছড়ার গান ইত্যাদি মিলিয়ে যুক্ত ক্লাস নেয়া যেতে পারে।

৮.১.২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) সুকুমার মানসিকতা গড়ে তোলা ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করা।
(খ) আনন্দ দেওয়া ও আনন্দ পাওয়া।
(গ) ছন্দ ও তালবোধ জাগ্রত করা।
(ঘ) সুরের উঁচু পর্দা ও নীচু পর্দার সংগে পরিচিত হওয়া।
(ঙ) কাজ, খেলা ও পাঠের বিষয়সমূহে আনন্দময় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা।
(চ) মন দিয়ে শোনার অভ্যাস গঠণ করা।
(ছ) দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ বা কাজ করার অভ্যাস গঠণ করা।
(জ) পরিচিত পরিবেশ, প্রকৃতি ও প্রাণীজগতের সংগে আনন্দ সুরে পরিচিত হওয়া।
(ঝ) কল্পনাশক্তি প্রসারিত করা ও আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।
(ঞ) সংগীতের মাধ্যমে সাবলীল ভাবপ্রকাশে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
(ট) দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা।

৮.১.৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) ছড়া ও ছড়াগান।
(খ) জীবজন্তু ও পশু-পাখী সম্পর্কিত গান।
(গ) ঋতুভিত্তিক গান।
(ঘ) সহজ সুরে কাজের গান।
(ঙ) উৎসবের জন্য বিশেষ গান।
(চ) সহজ সুরে মূল বক্তব্যের উপর রচিত দু'চার লাইনের কবিতা ও গান।
(ছ) নীতি ও উপদেশমূলক গান।
(জ) দলগতভাবে আবৃত্তি, গান, নাচ ও অভিনয় উপযোগী নাট্যাংশ বা খুব ছোট গল্পের নাট্যরূপ।

(ঝ) বিভিন্ন পাঠের বিষয় ও গল্পভিত্তিক খেলার মধ্যে সমস্বরে ও এককভাবে আবৃত্তি উপযোগী ছড়া।

(ঞ) তালে তালে ঢোল, ঘণ্টা ও নূপুর বাজানো ও বল ছোঁড়া।

(ট) তালে তালে হাল্কা বল ছোড়ার খেলা, তালে তালে জোরে/আস্তে হাত তালি দেয়ার ও অংগভংগী করার খেলা।

(ঠ) জাতীয় সংগীত।

৮.১.৪ উপকরণঃ

(ক) ছড়ার বই।

(খ) সংগৃহীত ছড়া।

(গ) পাঠের বিভিন্ন বিষয়, খেলা, কাজ ও ছোট গল্পের অভিনয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত দু'চার লাইনের কবিতা ও গান।

(ঘ) ছবি, ছবির চার্ট।

(ঙ) মুখোশ, পোষাক ইত্যাদি।

(চ) চকবোর্ড, চক, রংগীন চক। রুমাল, বড় ও ছোট রিং, হাল্কা বল, তেঁতুল বীচি বা আতার বীচি ভর্তি ব্যাগ অথবা ছোট বালুর ব্যাগ ইত্যাদি।

(ছ) কাঠি, ঢাক, টিনের ঢোল, ড্রাম, মন্দিরা বা ঘণ্টা, নূপুর ইত্যাদি।

(জ) বাঁশী, বাঁশ পাতা, মাটির বাঁশী, একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি।

(ঝ) রং, পেন্সিল, ক্রেয়ন, কাগজ ইত্যাদি।

(ঞ) সম্ভব হলে কলের গান, রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি।

৮.১.৫ শিক্ষকের কাজ:

(ক) তালে তালে এককভাবে ও সমবেতভাবে ছড়া অংগভংগীসহ আবৃত্তি করতে শেখানো।

(খ) সহজ গান নিজে গেয়ে শোনানো অথবা শিশুদের দলগতভাবে ও এককভাবে গাইতে এবং শুনতে শেখানো।

(গ) পরিচিত প্রিয় গান অথবা সুরের সংগে ছবি আঁকানো বা খেলা করানো।

(ঘ) সুরের উঁচু পর্দা বা নীচু পর্দার সংগে পরিচিত করিয়ে খেলা করানো।

(ঙ) মৃদু টানা সুর বাজিয়ে বিশ্রাম নিতে সাহায্য করা।

(চ) হাত তালি, রুমাল, তেঁতুল বীচির ব্যাগ, কাঠি, ঢোল ঘণ্টা, নূপুর, বল ইত্যাদি দিয়ে তালের খেলা করানো। দ্রুত, মাঝামাঝি, ধীর ও গম্ভীর সুরের সংগে পরিচিত করার জন্য কাজ ও খেলার নির্দেশ দেয়া।

(ছ) গান, ছড়া, নাচ, বিভিন্ন অংগভংগীর সাহায্যে পরিচিত গল্প অভিনয় করানো এবং জন্মদিন, জাতীয় উৎসব, মনীষীদের জন্মদিন, ঋতু উৎসব পালন করানো।

(জ) সহজ গান বোর্ডে লেখা, গানের বিষয়ের ছবি আঁকতে দেয়া, গান পড়তে সাহায্য করা ও বোঝানো।

(ঝ) জাতীয় সংগীত শুদ্ধ উচ্চারণে ও সুরে গেয়ে শোনানো ও শেখানো।

৮.১.৬ শিক্ষার্থীর কাজ:

(ক) তালে তালে এককভাবে ও সমবেতভাবে অংগভংগীসহ ছড়া ও গান আবৃত্তি করবে।

(খ) গান শুনবে।

(গ) সহজ গান গাইবে।

(ঘ) সুর শুনে অংগ সঞ্চালন বা ড্রিল করবে।

(ঙ) মুখোশ, পোষাক, ইত্যাদি পরে সুর ও তালের সংগে নাচবে।

(চ) তাল ও সুরের সংগে খেলবে (বল ছোঁড়া, মিউজিক্যাল চেয়ার, কাঠিতে শব্দ করা, হাত তালি দেয়া, ছড়া আবৃত্তি করা ইত্যাদি)।

(ছ) বিভিন্ন ধ্বনি ও জীবজন্তুর আওয়াজ অনুকরণ করে সহজ সুরে ছড়া গান গাইবে।

(জ) ঘণ্টা, ঢাক, টিনের ঢোল ইত্যাদির শব্দ শুনে তালে তালে কাজ করা (লাইন করা, বসা, ওঠা, দাঁড়ানো, দৌড়ানো, ব্যাগ তোলা বা রাখা, জুতার ফিতা বাঁধা, ইত্যাদি)।

(ঝ) তালে তালে ঘণ্টা, ঢোল, নুপুর, কাঠি বাজানো এবং হাততালি দেওয়া।

(ঞ) হারমোনিয়াম, বাঁশী ইত্যাদির সুর শুনে পরিচিত ছড়া বা গান চেনা।

(ট) বোর্ডে লেখা, গান পড়া, গানের বিষয়ের ছবি আঁকা।

(ঠ) সম্ভব হলে ছোটদের গান রেডিওতে শোনা, কলের গান বা রেকর্ড প্লেয়ারে শোনা, ছড়া, গান, টেপ করে শোনা। গানের বিষয় বুঝা।

(ড) জাতীয় দিবস, জন্মদিন, ঋতু উৎসব ইত্যাদি পালন করা।

(ঢ) জাতীয় সংগীত শুনে সম্মান করতে শেখা ও গাইতে চেষ্টা করা।

৮·১·৭ মূল্যায়ন:

(ক) সুর শুনে পরিচিত গান গাওয়ার যোগ্যতা বিচার।

(খ) শিক্ষার্থীর গান গাওয়ার ইচ্ছা, আগ্রহ ও আন্তরিকতার বিচার।

(গ) এসব কাজে দ্রুত অনুশীলন গ্রহণ করার ক্ষমতার বিচার।

(ঘ) শিক্ষার্থীর শুদ্ধ উচ্চারণ বিচার।

(ঙ) তার অনুকরণ ও অনুসরণ করার নৈপুণ্য যাচাই।

(চ) শিক্ষার্থীর কাজের বিবরণ রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এ বিবরণ অভিভাবককে জানানো।

৮·১·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা:

প্রথম শ্রেণীতে কোন পুস্তক থাকবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক নির্দেশিকায় যথোপযুক্ত তথ্য ও নির্দেশ সংযোজিত হবে।

৮·১·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালা:

(ক) আনন্দময় মুক্ত পরিবেশ সব শিশুই ভালবাসে। নাচ, গান, খেলা, হাতের কাজ, ছবি আঁকা ইত্যাদি কাজে তাই শিশুর অপার উৎসাহ। এতদসত্বেও শিশুকে তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া যায় না বলেই কৌশলে তাকে নিয়মের মধ্যে আনতে হয়। এই নিয়ম যেন শিশুর জন্য শৃংখল না হয় সে বিষয়েও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে শিক্ষককে। সংগীত শিক্ষককে তাই এমনভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা করতে হবে যেন শিশুর আনন্দলোক অটুট থাকে, এবং সংগীত বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বর্ধিত হয়।

(খ) সংগীত বিষয়ে শিক্ষকের দক্ষতা থাকতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক ছড়া ও ছড়াগান তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী টানা ধীর সুর বা দ্রুত সুর বাজিয়ে শিশুকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া, শৃংখলানুগত করা অথবা বিশ্রাম নেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য নির্দেশিকায় শিশুর উপযোগী নির্বাচিত ছড়াও ছড়াগান সংযোজিত করা বাঞ্ছনীয়।

(গ) গানের সুরের উত্থান পতনের রেখাচিত্র আঁকার ধারণা থাকতে হবে শিক্ষকের। শিক্ষকের নিজের জন্য এই পদ্ধতির ছবিসহ নির্দেশনা থাকবে নির্দেশিকায়।

(ঘ) বাদ্য যন্ত্রাদির সঙ্গে শিক্ষকের পরিচয় থাকতে হবে। নির্দেশিকায় এগুলির ছবি থাকবে। শিক্ষক নিজে বাদ্যযন্ত্রাদির যত্ন নেবেন এবং শিশুরাও যেন যত্ন নেয় সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি থাকবে। টেপ রেকর্ডার ব্যবহার (যেখানে সম্ভব) করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাওয়ার দক্ষতা সঙ্গীত শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। সম্ভব হলে শ্রেণীকক্ষে বাঁশী, ঢোল, ড্রাম ইত্যাদি বাজিয়ে শিক্ষার্থীকে সঙ্গীতের ছন্দ বা লয় সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। শুদ্ধ উচ্চারণে ও ঠিক সুরে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে সঙ্গীত শিক্ষকের।

(ঙ) সকল শিক্ষার্থীর কণ্ঠে সুর থাকে না একথা মনে রেখেই অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে গান শেখাতে হবে। যার কণ্ঠে সুর আসে না তাকে ছবি আঁকা, খেলাধুলা বা হাল্কা বাদ্যযন্ত্র (ঢোল, বাঁশী, ড্রাম ইত্যাদি) বাজাতে উৎসাহ দিতে হবে। সে যেন কোন ক্রমেই সঙ্গীত ক্লাসে নিজেকে অসহায় বা অযোগ্য ব্যক্তি বলে ভাবতে না পারে সেদিকে শিক্ষককে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। নির্দেশিকায় এসব ব্যাপারে স্পষ্টোক্তি থাকবে।

(চ) মূল্যায়নের প্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি থাকবে। অভিভাবকের কাছে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানোর ব্যাপারে তাকে হতে হবে নিষ্ঠাবান।

(ছ) অনুষ্ঠানাদির আয়োজন ও পরিচালনা করার নির্দেশ থাকবে নির্দেশিকায়।

৮ সঙ্গীত

৮·২ দ্বিতীয় শ্রেণী

৮·২·১ ভূমিকাঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ (৮·১·১)।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বয়স ও ধারণক্ষমতা এ স্তরে বাড়বে বলে এই শ্রেণীতে সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষাদানের মানও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে এবং পাঠ্যসূচীর সামান্য পরিবর্তন হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীর সঙ্গীত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহের উপর যেন অধিকতর চাপ প্রয়োগ করা না হয়, সে বিষয়ে শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে। প্রাথমিক স্তরে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রয়োজনবোধে সঙ্গীত শিক্ষককে বিষয়গত প্রশিক্ষণ দানের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্র সেল খোলা যেতে পারে।

৮·২·২ উদ্দেশ্যঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ (৮·১·২-এর ক থেকে ট পর্যন্ত)।

(ঠ) শিশুর শিল্পী মনের পরিচর্যা করা এবং সৌন্দর্যবোধকে তীক্ষ্ণ করা।

(ড) জগত ও জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা।

৮·২·৩ বিষয়বস্তুঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ (৮·১·৩-এর ক থেকে ঠ পর্যন্ত)।

(ড) স্বরগ্রাম (স র গ ম) পরিচিতি।

(ঢ) (সম্ভব হলে) বাদ্যযন্ত্রাদির পরিচিতি।

৮·২·৪ উপকরণ।

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৮·২·৫ শিক্ষকের কাজঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ (৮·১·৫-এর ক থেকে ঝ পর্যন্ত)।

(ঞ) অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা এবং সেখানে শিশুকে অংশ গ্রহণ করতে প্রেরণা দেয়া।

৮·২·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ (৮·১·৬-এর ক থেকে ছ পর্যন্ত)।

(ণ) শিক্ষকের সহযোগিতায় সম্ভব হলে হারমোনিয়ামের সাহায্যে স র গ ম বাজানোর চেষ্টা করবে।

(ত) আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করবে।

৮·২·৭ মূল্যায়নঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৮·২·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

দ্বিতীয় শ্রেণীতেও কোন পুস্তক থাকবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক নির্দেশিকায় যথোপযুক্ত তথ্য ও নির্দেশ সংযোজিত হবে।

৮·২·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৮ সংগীত

৮·৩ তৃতীয় শ্রেণী

৮·৩·১ ভূমিকাঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৮·৩·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) আনন্দ পাওয়া ও আনন্দ দেওয়া।

(খ) অবসর মুহূর্তকে আনন্দময় করে তোলা।

(গ) পশু, পাখী, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ক গান ও গীতি নক্সা।

(ঘ) কথা, ভাব, সুর ও তালের সমন্বয় সাধন।

(ঙ) সুর শুনে তার উঁচু বা নীচু পর্দা চিনতে পারা।

(চ) সুরেলা ধ্বনি সম্পর্কে শ্রবণ শক্তিকে তীক্ষ্ণ করা।

(ছ) ছন্দ ও তালের সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস গঠন।

(জ) হারমোনিয়ামের সাহায্যে সুর গ্রাম চেনা, সেই সুরে গলা মেলান ও গলা সাধা।

(ঝ) বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

(ঞ) (সম্ভব হলে) গান গাওয়ার জন্য ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্রাদি, যেমন, ঢোল, হারমোনিয়াম, একতারা, দোতারা, বাঁশী, করতাল, নূপুর, মন্দিরা ইত্যাদির নাম ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

(ট) বাজনা ও তালের সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শেখা।

(ঠ) দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা।

(ড) খুব সংক্ষেপে বাংলাদেশের সঙ্গীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত করা।

(ঢ) সৃষ্টি-শক্তি ও কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন।

(ণ) সৌন্দর্যবোধ তীক্ষ্ন করা, জগত ও জীবনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করা।

৮·৩·৩ বিষয়বস্তু:

(ক) ছড়া-গান, কাজের গান।

(খ) নাচ ও অভিনয়োপযোগী গান।

(গ) পশু, পাখী ও প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ক গান ও গীতি নক্সা।

(ঘ) উপদেশ, নীতি ও সংকল্পমূলক গান।

(ঙ) জাতীয় সঙ্গীত।

(চ) উপজাতীয় নৃত্য, লোক নৃত্য ইত্যাদি।

(ছ) উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কিত গান।

(জ) সহজ সুরের সমবেত কণ্ঠ সঙ্গীত।

৮·৩·৪ উপকরণ:

(ক) সংকলিত ছড়া ও ছড়া গানের বই।

(খ) দেশী বাদ্য যন্ত্রাদি যেমন, একতারা, দোতারা, মন্দিরা, বাঁশী, ঢোল, ঢাক, বাঁয়া, তবলা, নূপুর, হারমোনিয়াম ইত্যাদি যেখানে যা সংগ্রহ করা যায়।

(গ) ছবি, মুখোস, পোশাক ইত্যাদি।

(ঘ) সম্ভব হলে টেপরেকর্ডার, টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করা গান, রেডিও ইত্যাদি।

৮·৩·৫ শিক্ষকের কাজ:

(ক) শিশুদের উপযোগী পর্যাপ্ত গান শিক্ষককে জানতে হবে।

(খ) শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে গান গাইতে উৎসাহ দিতে হবে।

(গ) সহজ সুরের গান বাছাই করে শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠের গান শেখাতে হবে যেন তারা উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে গান গেয়ে আনন্দ দিতে ও নিতে পারে।

(ঘ) মার্চ সঙ্গীতের সুর এবং তালের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে শিশুকে দ্রুত বা ধীরে হাঁটতে ও অঙ্গভঙ্গী করতে শেখাবেন।

(ঙ) সহজ সুরের ছড়াগান শেখাবেন এবং সে গানের তালে তালে হাল্কা নাচ, ব্রতচারী নাচ ইত্যাদি শেখাবেন।

(চ) জাতীয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করবেন ও শিক্ষার্থীকে তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহ দেবেন।

(ছ) ছড়াগান শুনে ছবি আঁকতে শেখাবেন।

(জ) জাতীয় সংগীত শুদ্ধ উচ্চারণে, শুদ্ধ সুরে ও সঠিক তালে গাইতে শেখাবেন।

(ঝ) বেশ কয়েকটি পূর্ণ গান যেন এ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে সে ব্যাপারে প্রথম থেকেই শিক্ষক যত্নবান থাকবেন।

(ঞ) সম্ভব হলে ঢাক, ঢোল, ড্রাম, মন্দিরা, একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম ইত্যাদির ব্যবহার শেখাবেন।

(ট) মূল্যায়নের প্রতি শিক্ষক যত্নবান হবেন।

৮·৩·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে একক ও সমবেতভাবে গান গাইতে হবে।

(খ) মার্চ সংগীতের সুর শিখবে এবং সে গানের তালে তালে হাল্কা নাচ, দ্রুত ও ধীরে হাঁটা, ব্রতচারী নাচ, হাল্কা ড্রিল ইত্যাদি করবে।

(গ) সম্ভব হলে বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বাদ্য যন্ত্রাদি বাজাবে।

(ঘ) ধর্মীয়, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করবে ও তাতে সক্রিয় অংশ নেবে।

(ঙ) ছড়া গানের কথা ও সুর শুনে বোর্ডে ছবি আঁকতে চেষ্টা করবে।

(চ) জাতীয় সংগীত যতটা সম্ভব শুদ্ধসুরে, শুদ্ধ উচ্চারণে ও ঠিক তালে গাইতে শিখবে।

৮·৩·৭ মূল্যায়নঃ

(ক) একক ও সমবেত কণ্ঠে গান গাওয়ার যোগ্যতা বিচার।

(খ) গানের সুর অনুকরণ করার নৈপুন্য যাচাই করা।

(গ) সমবেত কণ্ঠের গানে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা বিচার।

(ঘ) গানের তাল সম্বন্ধে ধারণার বিচার।

(ঙ) ষান্মাসিক বা বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ। পরীক্ষা হবে সর্বাংশে মৌখিক।

৮·৩·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

এ শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। শিক্ষক নির্দেশিকাই এক্ষেত্রে একমাত্র সহায়ক গ্রন্থ হবে।

৮·৩·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

ক হতে চ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

(ছ) সংগীত বিষয়ের পরিভাষা যেমন; স্বর, সপ্তক, আরোহী অবরোহী, স্বরলিপি, তাল, মাত্রা, পাল্টা, ইত্যাদির সংজ্ঞা সহজ ভাষায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে কণ্ঠে সুর তুলে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে, হাতে তাল দিয়ে অথবা বোর্ডে ছবি এঁকে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাকে সহজ ও বোধগম্য করার নির্দেশ দেয়া থাকবে নির্দেশিকায়।

(জ) পর্যাপ্ত ছবি সহযোগে নির্দেশিকা আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঝ) বাংলাদেশের সংগীত ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস খুব সহজ ভাষায় লেখা থাকবে।

৮ সংগীত

৮.৪ চতুর্থ শ্রেণী

৮.৪.১ **ভূমিকাঃ**

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৮.৪.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক হতে জ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

(ঝ) যেখানে সম্ভব হারমোনিয়ামের সাহায্যে আরোহী, অবরোহী, সপ্তক, উদারা, মুদারা, তারা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা।

(ঞ) শুদ্ধ ও কোমল স্বর সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা।

(ট) ছড়াগান, কাজের গান ও উৎসব অনুষ্ঠানের উপযোগী গান শেখা এবং জাতীয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে গাইতে পারা।

(ঠ) জাতীয় সংগীত বাজনা ও তালের সংগে গাওয়া এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

(ড) দাদরা ও কাহারবা তালের সংগে পরিচিত হওয়া।

(ঢ) দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা ও দেশজ সংগীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত করা।

(ণ) ললিতকলা হিসেবে সংগীতের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করা।

(ত) সুন্দর ও আনন্দময় জীবন যাপনের প্রতি আকৃষ্ট করা।

৮.৪.৩ **বিষয়বস্তুঃ**

(ক) স্বর (শুদ্ধ ও কোমল) সপ্তক, সপ্তকের স্থান, পাল্টা, আরোহী, অবরোহী ইত্যাদি।

(খ) ছড়াগান, কাজের গান, ঋতুভিত্তিক গান ইত্যাদি।

(গ) নাচ ও অভিনয়োপযোগী গান।

(ঘ) বয়স উপযোগী সহজ সুরের নজরুল গীতি, রবীন্দ্রসংগীত ও পল্লীগীতি।

(ঙ) (সম্ভব হলে মাত্রা ও ঠেকাসহ) দাদরা ও কাহারবা তাল।

(চ) উপজাতীয় নৃত্য, লোক নৃত্য, ইত্যাদি।

(ছ) তালের সংগে ছন্দ মিলিয়ে পদ সঞ্চালন।

(জ) জাতীয় সংগীত।

(ঝ) দেশাত্মবোধক গান।

(ঞ) উৎসব অনুষ্ঠানাদির জন্য সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার উপযোগী গান।

৮.৪.৪ **উপকরণঃ**

ক হতে ঘ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

(ঙ) সংকলিত গানের বই।

৮.৪.৫ **শিক্ষকের কাজঃ**

ক হতে ট পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

(ঠ) নির্বাচিত গানগুলো শিক্ষককে জানতে হবে।

(ড) বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর (স্বর, সপ্তক ইত্যাদি) সংজ্ঞা জানতে হবে।

(ঢ) লিখিত পরীক্ষার জন্য খুব সহজ ভাষায় ছোট ছোট প্রশ্নের লিখিত অনুশীলন করাতে হবে।

(ণ) পাঠ্যসূচী ভিত্তিক প্রণীত গানের বই-এ যে ক'টি গান থাকবে তা একে একে শিখিয়ে সিলেবাস শেষ করার জন্য শিক্ষক সচেষ্ট থাকবেন।

৮.৪.৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

ক হতে চ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

(ছ) নির্বাচিত গানগুলো গাইতে শিখবে।

(জ) পাঠ্যসূচীর আওতাভুক্ত বিষয় ও সংজ্ঞাগুলো শিখবে।

(ঝ) লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শিক্ষকের নির্দেশে ও সহযোগিতায় অনুশীলন করবে।

৮.৪.৭ **মূল্যায়নঃ**

ক হতে ঙ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

(চ) এ স্তরে লিখিত এবং মৌখিক দু'রকমের পরীক্ষাই হবে। মান বণ্টনে লিখিত পরীক্ষার জন্য তুলনামূলকভাবে নম্বর কম থাকবে।

৮.৪.৮ **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ**

কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। নির্বাচিত গানগুলো শিক্ষক নির্দেশিকায় থাকতে হবে।

৮.৪.৯ **শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ**

ক হতে ঞ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

(ট) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতির নমুনা থাকবে নির্দেশিকায়।

(ঠ) নির্বাচিত গানগুলো নির্দেশিকায় থাকবে।

৮ সংগীত

৮.৫ পঞ্চম শ্রেণী

৮.৫.১ **ভূমিকাঃ**

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৮.৫.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক হতে ঠ পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

(ড) দাদরা ও কাহারবা তালের পুনরাবৃত্তিসহ তেওড়া, ঝুমুর ও ত্রিতাল সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া।

(ঢ) বিখ্যাত গীতিকারদের নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনী জানা।

(ণ) দেশের বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার সঙ্গে গানের মধ্য দিয়ে পরিচিত হওয়া।

(ত) জাতীয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে গাইতে পারা।

(থ) মাত্রা ও তালসহ স্বরলিপি চেনা।

(দ) সঙ্গীতকে ললিতকলা ভাবতে শেখানো এবং গানের মাধ্যমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নমনীয় ও কোমল করে তোলা।

(ধ) দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা।

(ন) দেশজ সংগীতের ধারা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত করা।

৮.৫.৩ **বিষয়বস্তু:**

(ক) শুদ্ধ ও কোমল স্বর, তীব্র স্বর, সপ্তক, সপ্তকের স্থান, রাগ, বর্ণ, আরোহী, অবরোহী, পাল্টা, ইত্যাদি।

(খ) স্বরলিপি চিহ্ন ও আকার মাত্রিক স্বরলিপির পরিচয়।

(গ) মাত্রা ও ঠেকাসহ দাদরা কাহারবা, তেওড়া, ঝুমুর ও ত্রিতাল।

(ঘ) নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রখ্যাত গীতিকারদের বয়স উপযোগী বাছাই করা কিছু সাধারণ গান এবং কিছু রাগ ভিত্তিক গান।

(ঙ) দেশের বিখ্যাত গায়কদের গাওয়া সহজ সুরের কিছু গান।

(চ) সংগীত শিল্পীদের সাধনাগত জীবনের সামান্য কাহিনী।

(ছ) জাতীয় সংগীত। (শুদ্ধ সুর ও তালের সঙ্গে একক এবং সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাওয়ার চেষ্টা করতে হবে)।

(জ) যেখানে সম্ভব স্বরলিপি দেখে হারমোনিয়ামের পর্দা বাজানো।

(ঝ) দেশাত্মবোধক গান।

(ঞ) নাচের উপযোগী চটুল ছন্দের গান।

৮.৫.৪ **উপকরণ:**

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৮.৫.৫ **শিক্ষকের কাজ:**

ক হতে ণ পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

(ত) এ স্তরে গানের ব্যাকরণের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে গলা সাধা ও শ্রবণ শক্তিকে সুর সম্বন্ধে তীব্র করার ব্যাপারে শিক্ষক সচেষ্ট থাকবেন। সকল শিক্ষার্থী যাতে জড়তামুক্ত হয়ে গান শেখে এবং উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে গাইতে আগ্রহী হয়, সে ব্যাপারে শিক্ষক যত্ন নেবেন ও উৎসাহ দেবেন।

৮.৫.৬ **শিক্ষার্থীর কাজ:**

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৮·৫·৭ **মূল্যায়ন:**

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৮·৫·৮ **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা:**

এ শ্রেণীতেও কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। শিক্ষক নির্দেশিকাই হবে একমাত্র সহায়ক গ্রন্থ।

৮·৫·৯ **শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালা:**

ক হতে ঠ পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

(ড) নির্বাচিত গান এবং জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি থাকবে।

(ঢ) দেশের কিছুসংখ্যক গায়ক/গায়িকার সংক্ষিপ্ত জীবনী এতে থাকবে।

নবম অধ্যায়

বিষয়ঃ ইসলামিয়্যাত

৯ ইসলামিয়্যাত

৯.১ প্রথম শ্রেণী

৯.১.১ ভূমিকাঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, কতকগুলো অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়। একজন মুসলমানকে শৈশবকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক জীবনযাপন করতে হয়। সুতরাং মুসলমান নর-নারীর জন্য ইসলামিয়্যাতের জ্ঞান অপরিহার্য। জীবনের শুরু থেকে তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে হয়, কারণ ইসলামে যাজকত্বের স্থান নেই। সত্যিকারের মুসলমান হতে হলে তাকে জীবনের পথে চলতে হয় বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সাম্যের মনোভাব নিয়ে—উদার মানবতাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা এবং ন্যায় নীতির ইসলামী আলোকে। সুতরাং মুসলমান শিক্ষার্থীকে শৈশবকাল থেকেই ইসলামিয়্যাত বিষয়ে শিক্ষাদান একান্ত প্রয়োজন।

৯.১.২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) আল্লাহ তা'আলার একত্ব সম্পর্কে শিশুকে জ্ঞান দান করা।

(খ) তাঁর প্রেরিত রসূল ও নবীদের সম্পর্কে শিশুকে প্রাথমিক ধারণা দান করা।

(গ) পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেওয়া।

(ঘ) পাড়া প্রতিবেশী ও সহপাঠিদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেওয়া।

(ঙ) নামাজের প্রস্তুতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

৯.১.৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) আখলাকঃ সালাম ও জওয়াব, মুসাফাহা, কুশল জিজ্ঞাসা ও জওয়াব, শোকবীথা সহপাঠিদের সাথে সহমর্মিতা, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও শিষ্টাচার, ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি সম্মান, প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচার, রুগ্ন-দুঃস্থ-বিকলাঙ্গদের প্রতি সহৃদয়তা, অতিথি অভ্যাগতদের সম্মান ও আপ্যায়ন।

(খ) ইবাদাতঃ নামাযের প্রস্তুতি। (মৌখিক শিক্ষাদানের বিষয়ঃ তকবীর, ছানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা ছোট দু'একটি সূরা, রুকু-সিজদার তসবীহ)।

(গ) আকায়িদঃ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি সৃষ্টিকর্তা জীবিকাদাতা, মালিক ও পরিচালক। তিনি অদৃশ্য অথচ সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বজ্ঞ। সৃষ্টির মাধ্যমে এবং নবীর মারফত তাঁর পরিচয়।

৯.১.৪ শিক্ষার উপকরণঃ

(ক) শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা পুস্তক।

(খ) উন্মুক্ত প্রকৃতি পর্যালোচনা—আলো, বাতাস, পানি, গাছপালা ইত্যাদি।

(গ) নবী-সাহাবা-সালেহীনের জীবন কথা।

(ঘ) চক, চকবোর্ড, বড় বড় হরফে লেখা দেয়াল চার্ট, ইত্যাদি।

৯.১.৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) নির্দেশিকা অবলম্বনে শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদেরকে সরল ভাষায় বিষয়বস্ত বুঝিয়ে দেবেন। তাঁরা শ্রেণী কক্ষে প্রবেশের সাথে সাথে নিজে সালাম দেবেন ও সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করবেন।

(খ) শিক্ষার্থীরা যাতে তাঁদের অনুকরণ করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

(গ) দীন দুঃখীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করবেন।

(ঘ) প্রকৃতি পর্যালোচনার মাধ্যমে জীব জগতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর উপকারিতা ও তার সৃষ্টির নৈপুণ্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

(ঙ) জ্ঞনী-গুণী ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করে শিক্ষার্থীদের তাঁদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দেবেন।

(চ) মৌখিক শিক্ষাদানের বিষয়গুলি সমস্বরে আবৃত্তি বা পাঠের ব্যবস্থা করবেন।

৯'১'৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর আলোচনা মন দিয়ে শুনবে।

(খ) শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করার সময় শিক্ষককে এবং একে অপরকে সালাম করবে।

(গ) শিক্ষকের আদেশ/উপদেশ মত কাজ করবে।

(ঘ) সমবেত কণ্ঠে ও সমস্বরে সূরা, তাশাহ হুদ ইত্যাদি আবৃত্তি এবং পাঠাভ্যাসে অংশ গ্রহণ করবে।

৯'১'৭ মূল্যায়নঃ

মৌখিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার পর্যায়ে মূল্যায়ন সব সময় চলতে থাকবে। নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯'১'৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

প্রথম শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না।

৯'১'৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য একখানি নির্দেশিকা থাকবে। এই নির্দেশিকায় থাকতে হবেঃ

(ক) ব্যবহারিকভাবে আখলাক(সংস্বভাব শিষ্টাচার ও নৈতিকতা) শিক্ষাদানে শিক্ষদানের পদ্ধতি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের উপায়। ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন কাজের খতিয়ান গ্রহণ, সদাচারমূলক কাজের প্রশংসা, কদাচারের সস্নেহ সমালোচনা, কাহারো কোন শিষ্টাচারমূলক বাস্তব কর্ম অবলম্বনীয় কর্যক্রম, জীব-জন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহারমূলক কার্যক্রম।

(খ) নবী-সাহাবা-সালেহীনের কয়েকটি পূর্ণাংগ গল্প, অপর কয়েকটি গল্পের সংক্ষিপ্ত কাঠামো, ছোটদের জন্য লেখা নীতি উপাখ্যানমূলক বইয়ের একটি তালিকা যেন শিক্ষক সেই বইগুলি থেকে কাহিনী আহরণ করতে পারেন।

(গ) নামায শিক্ষা দানের পদ্ধতিঃ প্রয়োজনীয় সূরা, তসবীহ ইত্যাদির সরব ও সম্মিলিত আবৃত্তির পদ্ধতি, প্রতি পর্যায়ে মূল্যায়নের ধারা, প্রথমে কেবল দুই রাক'আত বিশিষ্ট নামাযের শিক্ষা, তারপর ক্রমে ফরয নামায কয়টির শিক্ষার মহড়া। প্রথম একটি মাত্র সূরা তারপর দু'টো ইত্যাদি। সূরা তসবীহাতের সরল অর্থ।

(ঘ) শব্দভিত্তিক পদ্ধতিতে আরবী বর্ণমালা ও স্বরচিহ্নের সাথে পরিচয়ের কায়দা ও ছোট ছোট শব্দ সংযোজন, পঠন ও লিখন শিক্ষা দানের কায়দা ও উপকরণ ব্যবহার পদ্ধতি।

(ঙ) সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার একত্ব ও প্রেমের অভিব্যক্তি প্রমাণের কলাকৌশল পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার ধারা ও পদ্ধতি, আলোচনার জন্য প্রশ্নমালার কয়েকটি নমুনা।

(চ) এই স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞাতব্য বিষয়।

৯ ইসলামিয়্যাত

৯·২ দ্বিতীয় শ্রেণী

৯·২·১ ভূমিকাঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৯·২·২ উদ্দেশ্যঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৯·২·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) **আখলাকঃ** মানুষের সাথে মানবিক ব্যবহার, জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার, গাছপালার প্রতি সযত্ন মনোভাব। নবী-সাহাবা-সালেহীনের কাহিনী—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিয়ম।

(খ) **ইবাদাতঃ নামাযের প্রস্তুতিঃ** (মৌখিক শিক্ষা দানের বিষয়ঃ ছোট সূরা—অন্ততঃ চারটি, তাশাহুদ ও সালাম)। (ব্যবহারিক শিক্ষাঃ নামায পরিচালনা করে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া)।

(গ) আকায়িদঃ আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান, দয়ালু—জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের তিনি জীবিকা দাতা। রসূল, ফিরিশতা ও কিতাব।

আরবী নাযিরা পঠন ও লিখনঃ শব্দভিত্তিক লিখন ও পঠন যুগপৎভাবে শিক্ষা দেওয়া।

৯·২·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৯·২·৫ শিক্ষকের কাজঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৯·২·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৯·২·৭ মূল্যায়নঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৯·২·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৯·২·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

৯ ইসলামিয়্যাত

৯·৩ তৃতীয় শ্রেণী

৯·৩·১ ভূমিকাঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ধর্ম কতকগুলো অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়। একজন মুসলমানকে শৈশবকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক জীবন যাপন করতে হয়। সুতরাং মুসলমান নরনারীর জন্য ইসলামিয়্যাতের জ্ঞান

অপরিহার্য। জীবনের শুরু থেকে তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে হয়, কারণ **ইসলামে যাজকত্বের স্থান নেই।** সত্যিকারের মুসলমান হতে হলে তাকে জীবনের পথে চলতে হয় বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সাম্যের মনোভাব নিয়ে—উদার মানবতাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা এবং ন্যায় নীতির ইসলামী আলোকে। আল্লাহ্‌র একত্ব, রসুলের জীবনাদর্শ এবং সামাজিক শিষ্টাচার ও আদব কায়দায় ইসলামী আখলাক এবং আকায়েদ অনুসরণ ইত্যাদি সম্পর্কে মুসলমান শিশুকে শিক্ষা দানের জন্য ইসলামিয়াত বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার।

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। মুসলমান শিশুকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের সার্বক্ষণিক কাজে সুন্দরভাবে অংশ গ্রহণ করার উপযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে হলে তাকে ইসলামি রীতি নীতির ব্যবহারিক দিকের প্রতি সচেতন হতে হবে।

এসব কারণে মুসলমান শিশুকে শৈশবকাল থেকেই ইসলামিয়্যাত বিষয়টি অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসাবে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

৯·৩·২ **উদ্দেশ্যঃ**

(ক) আল্লাহ্ তা'লার একত্ব মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

(খ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দান করা এবং রসুল, নবী, সাহাবা-সালেহীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগরণ করা।

(গ) আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব-সাম্য এবং সৌহার্দ সম্পর্কে সচেতন করা।

(ঘ) সৃষ্টির প্রতি সদয় ব্যবহার শিক্ষা দান করা।

(ঙ) ইবাদাত সম্পর্কিত রীতি-নীতির প্রাথমিক ব্যবহারিক জ্ঞান দান করা।

(চ) ইসলামী রীতি অনুযায়ী আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দান এবং তার অনুসরণে অভ্যস্ত করা।

(ছ) গরীব দুঃখীদের প্রতি সদয়াচরণ শিক্ষা দান করা।

(জ) স্ব স্ব পোষাক পরিচ্ছদ, শরীর এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দান করা।

৯·৩·৩ **বিষয়বস্তুঃ**

(ক) **আখলাকঃ** ব্যবহারিকভাবে সদাচার শিক্ষা চলতে থাকবে এবং ১ম ও ২য় শ্রেণীর বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করা হবে। এতদ্ব্যতীত কতগুলি মানবিক গুণের শিক্ষা যথা—আত্মীয় স্বজনের সহিত সৌজন্য, আত্মীয়তা বজায় রাখার উপায়, দুঃখীদের দুঃখ লাঘবের উপায়, চলার পথ থেকে জঞ্জাল সরানো, পথে বা জনসমাগমের স্থানে (যথা—বিদ্যালয়ে, বাজারে, ইত্যাদি) আবর্জনা নাফেলা, অসদাচরণ যথা—গালিগালাজ, কুৎসা, গীবত ইত্যাদি পরিহার। গল্পের মাধ্যমে সদাচারের সুফল ও অসদাচরণের কুফল বর্ণনা করা।

(খ) **ইবাদতঃ** নমাযের প্রয়োজনে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে যা শেখান হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি। নমাযের নীয়ত (আরবী নীয়তসহ), নীয়তের গুরুত্ব, নমাযে মনোসংযোগ ও তার উপায়, বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা সাধনের উপায়, গুরুত্ব, ইত্যাদি। আবৃত্তি ও মুখস্থ শিক্ষাঃ সূরা ফীল পর্যন্ত। (সূরাগুলো পাঠ্য পুস্তকে মুদ্রিত হবে না), তশাহ্‌হুদের পর সালাত,, দু'আ ও মুনাজাত শিক্ষা। কতগুলো বহুল ব্যবহৃত কথার শিক্ষা যেমন রাযাকাল্লাহ্, মাশাআল্লাহ্, ইনশাআল্লাহ্, ইন্নালিল্লাহ্, আলহমদুলিল্লাহ্, সুবহানাল্লহ্, নাউযুবিল্লাহ্, লা-হাউলা ওলা কুওয়াতা, ইত্যাদির সরল অর্থ ও ব্যবহার শিক্ষা—একাধারে ইবাদত এবং চারিত্রিক ভূষণ হিসেবে এই কথাগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা।

(গ) **আকায়িদঃ** আল্লার সৃষ্টি জীবজন্তু, তরুলতা, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও তাদের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে নিবিড় পরিচয়ের প্রচেষ্টা। আল্লার কয়েকটি গুণ ও

কর্মবাচক বিশেষণের সহিত পরিচয়—জালালী সিফাতকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাছাড়া কালিমা তাইয়েব, শাহাদাত, ঈমানে মুজাম্মাল ও মুফাস্সলের মুখস্থ শিক্ষা ও সহজ অর্থ ব্যাখ্যা।

আরবী পঠন ও লিখনঃ নাযিরা পঠন ও আনুষঙ্গিকভাবে আরবী লিখন শিক্ষা।

৯.৩.৪ শিক্ষার উপকরণঃ

(ক) অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তক।

(খ) শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা।

(গ) মহাপুরুষদের জীবন কাহিনী।

(ঘ) উন্মুক্ত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।

(ঙ) বড় বড় ও সুন্দর অক্ষরে লিখিত উপদেশাবলীর চার্ট, বর্ণমালার চার্ট, চক, রংগীন চক, পেন্সিল, ইত্যাদি।

৯.৩.৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) শিক্ষক নৈতিক শিক্ষার কর্মসূচী তৈরী করবেন এবং বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(খ) তাঁরা প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার এমন কার্যক্রম তৈরী করবেন যাতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে।

(গ) চার্টের ব্যবহার করবেন।

(ঘ) তাঁরা একক ও সমস্বরে আবৃত্তির ব্যবস্থা করবেন, যেমন, সূরা-কালিমা-হাম্‌দ-নাত নৈতিকতা-মূলক গান, ইত্যাদি।

(ঙ) শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে শিষ্টাচার ও নৈতিক আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এবং তারা যাতে অনুরূপ আচরণে অভ্যস্ত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

(চ) মুসলমান শিক্ষার্থীদিগকে নমায আদায়ের রীতিনীতি শিক্ষা দেবেন নমায পরিচালনার মাধ্যমে।

(ছ) নাযিরা পাঠের জন্য কায়দার ব্যবহার করবেন, শিক্ষার্থীরা যাতে এককভাবে ও সমস্বরে পাঠ্যভ্যাস করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

৯.৩.৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) তারা শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীর আদেশ/উপদেশ মন দিয়ে শুনবে এবং তাঁদের নির্দেশ মত কাজ করবে।

(খ) শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট চার্ট, ইত্যাদির ব্যাখ্যা শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নেবে।

(গ) শিক্ষার্থীরা নমাযে অংশ গ্রহণ করবে।

(ঘ) এককভাবে অথবা সমস্বরে আবৃত্তির মাধ্যমে কায়দা, সূরা, কালিমা, ইত্যাদি পাঠ এবং মুখস্থ করবে।

৯.৩.৭ মূল্যায়নঃ

শিক্ষার্থীদের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা মূল্যায়নমূলক সার্বক্ষণিক কাজ। এতদ্ব্যতীত নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯.৩.৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

অন্যূন ৪০ পৃষ্ঠার অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক থাকবে। এর প্রথম ভাগে চার পৃষ্ঠা আরবী কায়দার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। কায়দা লিখার পদ্ধতি হবেঃ প্রথমে শব্দ, তারপর অক্ষর ও হরকতের বিশ্লেষণ।

মুখস্থ শিক্ষার সূরাগুলো পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত হবে না। কি কি সূরা মুখস্থ করাতে হবে, শিক্ষকের অবগতির জন্য তা পাঠ্যপুস্তকে যথাস্থানে উল্লেখিত হবে। প্রতি পাঠের পর নস্খ টাইপের বড় হরফে লেখা কয়েকটি শব্দ এবং শব্দসমষ্টি থাকবে যা লেখার সময় শিক্ষার্থীরা অনুকরণ করবে এবং নাযিরা পাঠে কাজে লাগাবে। শব্দসমষ্টির বিন্যাস এমনভাবে হবে যাতে ব্যবহারিকভাবে তাজবীদ (তাজবীদের নিয়মকানুন নয়) শিক্ষা দেওয়া যায়। তজবীদের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে অর্থের তারতম্য ঘটে যে সকল ক্ষেত্রে, তার উপর বেশী জোর দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি থাকবে প্রয়োজনমত, রচনা হবে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞানের পরিধির মধ্যে।

৯.৩.৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

নির্দেশিকাতে উদ্দেশ্যভিত্তিক যথা--প্রযোজ্য উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কীয় ও পদ্ধতিগত ইঙ্গিত থাকবে। দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান সংগ্রহের সুবিধার জন্য নির্দেশিকাতে উপযোগী পুস্তকের তালিকাও থাকবে।

৯ ইসলামিয়্যাত

৯.৪ চতুর্থ শ্রেণী

৯.৪.১ ভূমিকাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

৯.৪.২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও মহিমা সম্পর্কে জ্ঞানদান করা।

(খ) মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দবোধ বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করা।

(গ) অসামাজিক কার্যাবলী সম্বন্ধে সচেতন করা এবং এগুলি পরিহার করতে উৎসাহিত করা।

(ঘ) শিশুকে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপনে আকৃষ্ট করা এবং ওয়াদা পালন, আমানত রক্ষা, ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

(ঙ) নমায, রোজা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করা।

(চ) ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য আনুষঙ্গিক করণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সচেতন করা।

(ছ) মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব—এ সম্পর্কে ধারণা দান করা এবং অন্যান্য ধর্মালম্বীদের প্রতি উদারতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করা।

(জ) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা সম্পর্কে সচেতন করা।

(ঝ) যকাত, হজ্জ, জিহাদ, ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

(ঞ) তওহীদ, শিরক, কুফর, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দান করা।

(ট) হযরতের জীবনের মহত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা।

৯.৪.৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) **আখলাকঃ** মুসলমানের প্রতি মুসলমানের মনোভাব, কর্তব্য, দায়িত্ব, একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। সৎকর্মে সহযোগিতা, অসৎকর্মে অসহযোগ, অসৎকর্মের প্রতিরোধ, ক্ষমাশীলতা, কলহ-কোন্দলের আপোষ

মীমাংসা, অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি, ওয়াদাপালন, আমানত রক্ষা, ব্যবসা ও চাকুরীতে সততা, প্রাপ্য মজুরী প্রদান, ইত্যাদি কল্যাণপ্রসূ সামাজিক চরিত্র। পরিহার্য অসামাজিক চরিত্র যথা—হিংসা, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, ছিদ্রান্বেষণ, লোভ, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, কৃপনতা, জোর জুলুম, ইত্যাদি।

(খ) ইবাদতঃ তাহারাত, সালাত ও সাওম—এগুলির আনুষ্ঠানিক রূপ এবং এদের দ্বারা যে চারিত্রিক ও সামাজিক কল্যাণ হয় তার ব্যাখ্যা। (আলোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ) উযু, গোসল, তায়াম্মুম, আওকাতে সালাত, আযান-ইকামত, জুমু'আ, দুই ঈদ, জানাযার নমাজ, রমযানের রোযা, তারাবীহ ও ই'তিকাফ। পুনরাবৃত্তিঃ তাশাহ্হুদ, দু'আ কুনুত, দু'য়া মাসুরা, ইত্যাদি।

(গ) আকায়িদঃ প্রকৃতির সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে আল্লার সিফাতের পরিচয় চলতে থাকবে। ঈমানে মুফাসসালের পূর্ণতর ব্যাখ্যা।

কুরআনের বৈশিষ্ট্যঃ প্রামাণ্যতা, সব নবীদের শিক্ষার সারসঙ্কলন, ইত্যাদি।

(ক) নাযিরা পঠনঃ মুখস্থঃ

ক'১ সূরা হুমাযা থেকে সূরা কদর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে সূরাগুলি মুদ্রিত হবে না। দ্রুত পঠনের গরজে আরবী লিখন ও শ্রুতলিপির ব্যবস্থা। শ্রুতলিপিতে আনুষঙ্গিকভাবে তজবীদ শিক্ষা-দান চলবে।

ক'২ কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি আয়াত যথা (১) সূরা বকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতের সমষ্টি আল-মুফলিহুন পর্যন্ত। (২) এবং শেষের দিকে "লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি" হতে "ইলাইকাল মাসীর" পর্যন্ত। (৩) সূরা বকারার শেষ আয়েতটি। এইরূপ পাঁচটি গুচ্ছে নমাযে পড়ার জন্য—যাতে এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয় যে একাকী নমাযে আমপারার ৮/১০টি সূরাই কেবল পড়তে হয়ঃ কুরআনের অন্য কোন সূরা বা অংশের ব্যবহার হয় না। নায়িরাঃ আমপারা সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত হবে না।

৯'৪'৪ শিক্ষার উপকরণঃ

(ক) অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা।

(খ) মহাপুরুষদের জীবন কাহিনী।

(গ) উন্মুক্ত প্রকৃতি।

(ঘ) সম্ভব হলে রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, কুরআন পাঠের রেকর্ড ও গ্রামোফোন ব্যবহার।

(ঙ) ব্ল্যাকবোর্ড, চক, রঙ্গীন চক, পেন্সিল, ইত্যাদি।

৯'৪'৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) শিক্ষক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের কর্মসূচী তৈরী করবেন। এ ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীরা যেন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

(খ) কুরআন হাদীস আল্লাহতাআলার সৃষ্ট জীব এবং প্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কে উল্লেখিত বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে শিক্ষার্থীদের তাঁর মহিমা সম্পর্কে অবহিত করবেন।

(গ) রসুল, সাহাবা ও সালেহীনের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী গল্পাকারে শিক্ষার্থীদের সামনে পেশ করবেন।

(ঘ) সম্ভব হলে রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির টেপ করা রেকর্ড, ইত্যাদি ছাত্রদের বাজিয়ে শোনাবেন।

(ঙ) স্থানীয় ধর্মভীরু ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণকে বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে দাওয়াত করে শিক্ষার্থীদের তাঁদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ দেবেন।

৯·৪·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে পাঠ্যপুস্তক পড়বে।

(খ) তারা শিক্ষকের সাথে পর্যবেক্ষণ কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে, এবং আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির অপার মহিমা সম্পর্কে অবহিত হবে।

(গ) জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিজেদের চরিত্রে প্রতিফলনের চেষ্টা করবে।

৯·৪·৭ মূল্যায়নঃ

(ক) ব্যবহারিক পদ্ধতিতে শিক্ষার মূল্যায়ন চলতে থাকবে।

(খ) শিক্ষার্থীদের আচার আচরণের রেকর্ড রাখতে হবে।

(গ) নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

৯·৪·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে অনূ্যন ৫২। বইগুলি চলিত ভাষায় রচনা করতে হবে। পাঠের বিষয় সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় হতে হবে।

৯·৪·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

চতুর্থ শ্রেণীর জন্য একটি নির্দেশিকা থাকবে। নির্দেশিকাতে উদ্দেশ্য ভিত্তিক যথা—প্রযোজ্য উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কীয় ও পদ্ধতিগত ইঙ্গিত থাকবে। দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান সংগ্রহের সুবিধার জন্য নির্দেশিকাতে উপযোগী পুস্তকের তালিকাও থাকবে।

৯ ইসলামিয়্যাত

৯·৫ পঞ্চম শ্রেণী

৯·৫·১ ভূমিকাঃ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৯·৫·২ উদ্দেশ্যঃ

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৯·৫·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) **আখলাকঃ** মানুষের মর্যাদা, আদম সন্তানকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, মানুষ এক জাতি। অমুসলিমের প্রতি মুসলিমের উদারতা, সহনশীলতা, সুবিচার, শান্তিতে সহ-অবস্থান। মুসলিম সামাজিকতা-নিরপেক্ষতা, সুবিচারের আদর্শ, দেশপ্রেম, রাষ্ট্রানুগত্য, শ্রষ্টার সম্পদ সকলের সম্পদ ও জনহিতে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান রক্ষার দায়িত্ব জনগণের। কল্যাণমূলক কর্ম ও চিন্তা ইবাদতের সামিল। খিদমতে খালক শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

(খ) **ইবাদাতঃ** যকাত, হজ্জ্, জিহাদ—আনুষ্ঠানিক রূপ-সমাজ কল্যাণের দিক। মসায়িলঃ যবাহ্, কুরবানী, আকীকা, নফল, ইবাদাত।

(গ) আকায়িদঃ প্রকৃতি পরিচয়ের মাধ্যমে আল্লার সিফাতের পরিচয় চলতে থাকবে। তওহীদের পূর্ণতর ব্যাখ্যা, শিরক ও কুফরের পরিণতি, আসমায়ে হুসনার অনুকরণে আখলাক গঠন, রসুলদের সিফাতে হামীদা।

(ঘ) ইতিহাসঃ হযরত (সঃ)-এর জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার সহজ এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শেষ নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য।

পঠন ও লিখন মুখস্থঃ চতুর্থ শ্রেণীর পাঠক্রমে বর্ণিত রূপ পাঁচটি নির্বাচিত আয়াতগুচ্ছ—নমাষ পাঠের জন্য। ইতিপূর্বে মুখস্থ করা সুরাগুলির পুনরাবৃত্তি। (সুরাগুলি পাঠ্য বইতে মুদ্রণের প্রয়োজন নেই)। আনুষঙ্গিকভাবে তাজবীদ শিক্ষা।

নাযিরাঃ প্রথম কমপক্ষে দ্বিতীয় পারা সম্পূর্ণ। (পাঠ্য বইতে মুদ্রণের প্রয়োজন নেই)।

লিখনঃ চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৯.৫.৪ শিক্ষার উপকরণঃ

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৯.৫.৫ শিক্ষকের কাজঃ

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৯.৫.৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৯.৫.৭ মূল্যায়নঃ

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

৯.৫.৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

এ-শ্রেণীর জন্য অন্যূন ৬০ পৃষ্ঠার একটি বই থাকবে। বই-এ আরবীতে নমাযের নীয়্যত একটিমাত্র স্থানে থাকবে যাতে শিক্ষার্থীরা এ মডেল দেখে বিভিন্ন নমাযের নীয়্যত তৈরী করতে পারে। (বাকী চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ)।

৯.৫.৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

দশম অধ্যায়

বিষয়ঃ হিন্দু ধর্ম

১০ হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

১০·১ ও ২—১ম ও ২য় শ্রেণী

(চূড়ান্ত খসড়া)

১০·১ ও ২·১ ভূমিকাঃ

মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তিগুলির যথাযথ ও সম্যক্ প্রস্ফুরণ, পরিণতি এবং সামঞ্জস্যেই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। মনুষ্যত্ব অর্জনই সকল প্রকার দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

মানুষের বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন হলে ইহার সকলই ঈশ্বরমুখী হয়; অথবা, ঈশ্বরমুখতাই এদের উপযুক্ত অনুশীলন। ভক্তি, প্রীতি ও দয়া মনুষ্যবৃত্তিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই বৃত্তিগুলি যখন ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।

অনুশীলন-ধর্মের মর্ম এই যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নেই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম। ইহাই নিত্যানন্দ বা স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ "ভক্তি, প্রীতি, শান্তি"। ইহাই মনুষ্যের ধর্ম,—ইহা ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মান্তর নেই। বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নেই এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হলেও মনুষ্যত্ব নেই। উভয়ের মসাবেশেই মনুষত্ব। "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" (ভগবত)=তাই বিদ্যা যা দ্বারা ঈশ্বরে মতি হয়। "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" (গীতা)=সকল বিদ্যার মধ্যে আত্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ। "আত্মৈবেদং সর্বম্। আত্মানং বিধি (উপনিষদ)—আত্মাই এসব কিছু। আত্মাকে জান।

শিশুর জাগতিক বস্তুনিচয়ের সাথে পরিচয় ও বাকস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তার জন্মগত বৃত্তিগুলির স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুশীলন হতে থাকে। এই অনুশীলন যাতে বহির্মুখী হয়ে অনভীপ্সিত ফল প্রসব না করে সেজন্য শিক্ষার প্রারম্ভেই প্রধানতঃ ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন। অপর, ধর্মশিক্ষা মূলতঃ অধ্যয়ন বা মৌখিক উপদেশের ব্যাপার নয়, এটা প্রধানতঃ চর্চা, আচরণ ও অভ্যাসের বিষয়। এই অভ্যাস শৈশব থেকেই শুরু হলে অধিক মঙ্গলপ্রদ হওয়ার আশা থাকে। কারণ, বালক বালিকাদের কোমল মনে যে ধারণা, উপদেশ ও বিশ্বাসের ছাপ পড়ে তা গভীর ও স্থায়ী হয়। আমাদের বর্তমান সমাজে সৎ চরিত্র ও সদাচারের যেরূপ ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে তা রোধ করার জন্যেই প্রথম থেকেই ধর্মশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

১০·১ ও ২·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) বালক বালিকাদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের সঞ্চার করা।

(খ) তাদের মধ্যে ধর্মীয় জীবন-যাপনের প্রেরণা জাগানো ও সদভ্যাস গড়ে তোলা।

(গ) ত্যাগ ও তিতিক্ষার অভ্যাস করান।

(ঘ). পরবর্তীকালে দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য প্রবল আকাঙ্খার সৃষ্টি করা।

(ঙ) সুস্থ, সুন্দর, উন্নত ও সুখী ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি স্থাপনের জন্য সচ্চরিত্র, সদাচারনিষ্ঠ ও সহৃদয় ব্যক্তি গড়ে তোলা।

(চ) ঈশ্বরের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা।

(ছ) অবতারের অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।

(জ) মুনি-ঋষিদের প্রভাব বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদান করা।

(ঝ) পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেওয়া।

(ঞ) সৎপ্রতিবেশী ও সৎসঙ্গী হতে শিক্ষা দেওয়া।

(ট) নিত্যকর্ম, প্রার্থনা ও পূজা-অর্চনা বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদান করা।

(ঠ) সর্ব ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে ঐক্য প্রতিপাদন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

১০·১ ও ২·৩ বিষয়বস্তুঃ (প্রথম শ্রেণী)

(ক) গুণ ও দোষের আলোচনা।

(খ) জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ।

(দ্বিতীয় শ্রেণী)

(ক) অবতার ও মুণি-ঋষিদের কথা।

(খ) ঈশ্বর-মাহাত্ম্য ও আদর্শ প্রার্থনা বিষয়ক স্তোত্র।

(গ) নিত্য কর্ম, বিবিধ প্রণাম ও প্রণাম-মন্ত্র।

১০·১ ও ২·৪ **শিক্ষার উপকরণঃ**

(ক) শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা পুস্তক।

(খ) মহাপুরুষদের শিশুপাঠ্য সচিত্র জীবনী পুস্তিকা।

(গ) চিত্রে রামায়ন, চিত্রে মহাভারত প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সচিত্র পুস্তক।

(ঘ) মহাপুরুষদের ছবি।

(ঙ) চক, চক-বোর্ড, বড় বড় অক্ষরে লেখা উপদেশমূলক দেয়াল-চার্ট ইত্যাদি।

(চ) নীতিমূলক ছড়া বা কবিতার বই।

১০·১ ও ২·৫ **শিক্ষা পদ্ধতিঃ**

(ক) এই স্তরে মুখস্থ ও বিশুদ্ধ আবৃত্তি করার উপর বেশী জোর দিতে হবে।

(খ) এই স্তরের সকল শিক্ষাকার্য কথোপকথন, মৌখিক আলোচনা, গল্পবলা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

(গ) মাত্রা ও স্বর ঠিক করে বর্ণগত বিশুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে আবৃত্তি শেখাতে হবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ উচ্চারণের অনুশীলন করাতে হবে।

(ঘ) কথিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনুশীলন করাতে হবে এবং সেগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মস্থ করাতে হবে।

(ঙ) প্রসঙ্গক্রমে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করে বালক-বালিকাদের নিকট সেগুলি পরিচয় সাধন করতে হবে।

(চ) বালক-বালিকাদের যথাবিহিত ধর্মীয় নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে হবে। শিক্ষার্থীর যথাবিহিত নিত্যকর্মের অভ্যাস গড়ে ওঠার জন্য সর্বদা সদুপদেশ দিতে এবং প্রেরণা জোগাতে হবে।

(ছ) আচার-ব্যবহার সকল প্রকার দোষ-ত্রুটির সংশোধন করে শিক্ষার্থীদের সদাচার ও সদ্ব্যবহারের অভ্যাস করাতে হবে।

(জ) প্রসঙ্গক্রমে মহাপুরুষদের জীবনীভিত্তিক গল্প আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

(ঝ) শিক্ষার্থীদের সর্বজীবে দয়া, সহপাঠীদের প্রতি প্রীতি ও সহনশীলতা এবং প্রতিবেশীদে প্রতি নমনীয় আচরণ করতে শেখাতে হবে।

(ঞ) শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয় অথবা গল্প শুনে নিজের মত করে নিজের ভাষায় তাহা বলার অভ্যাস করবে। যৌথভাবেও বলতে পারে।

(ট) শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার অভ্যাস করতে হবে।

(ঠ) বালক/বালিকাদেরকে আদর্শ প্রার্থনা শেখাতে হবে এবং সম্ভব হলে তাদেরকে স্থানীয় উপাসনালয়ে নিয়ে গিয়ে তা অনুশীলন করাতে হবে।

১০.১ ও ২.৬ মূল্যায়নঃ

(ক) পরীক্ষা মৌখিক হবে।

(খ) ত্রৈমাসিক পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। ষন্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা অবশ্য নিতে হবে।

(গ) সাধারণতঃ মৌখিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার পর্যায়ে মূল্যায়ন সব সময় চলতে থাকবে। এজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের নিয়মিত রেকর্ড রাখতে হবে।

১০.১ ও ২.৭ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। কিন্তু শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য একটি নির্দেশিকা থাকবে।

১০.১ ও ২.৮ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

(ক) পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বিষয়বস্তুগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা থাকবে।

(খ) যে-সকল পুস্তকে পাঠ্য বিষয়গুলির পরিপূর্ণ বিবরণ আছে নির্দেশিকায় যথাস্থানে তাদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

(গ) পুরাণ ও উপনিষদ থেকে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ গল্প ও কয়েকটি গল্পের সংক্ষিপ্ত কাঠামো নির্দেশিকায় সংযোজিত করতে হবে।

(ঘ) ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আচার-ব্যবহারের বিশদ বিবরণ থাকবে।

(ঙ) শিক্ষার্থীদের মনে ধর্ম বিষয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব জাগানোর জন্য শিক্ষককে ধর্মের প্রাত্যহিক কাজগুলো করার নির্দেশ দেয়া থাকবে।

(চ) প্রাথমিক স্তরে ধর্মকলা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনে ধর্মবোধ জাগানোর জন্য ধর্ম-সংক্রান্ত ও মহাজীবনীসংক্রান্ত চিত্তাকর্ষক গল্প বলার নির্দেশ থাকবে। শিক্ষক নির্দেশিকায় এরূপ গল্প কিছু সংখ্যক থাকবে।

(ছ) শিক্ষকের সুবিধার্থে কিছু ধর্মীয় কাহিনীসহ অর্থবোধক সহজ মন্ত্র বা শ্লোকের সংযোজন থাকবে।

(জ) ধর্মীয় তত্ত্ব সহজভাবে উপস্থাপন করা ও তা শিক্ষার্থীর মনে প্রোথিত করার কৌশল ও সহজ পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশিকায় বিস্তারিত আলোচনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঝ) সম্ভবপর স্থলে, প্রয়োজনবোধে শিক্ষক স্থানীয় ধর্মীয় উপাসনালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যেতে পারেন—নির্দেশিকায় এমন নির্দেশও থাকবে।

(ঞ) পূজা-অর্চনা মন্ত্র পাঠ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে শিক্ষার্থীরা যাতে অংশ নেয় সে ব্যাপারে শিক্ষককে সচেতন করে দিতে হবে।

(ট) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ নির্দেশিকায় থাকবে। কারণ, মনে রাখতে হবে এই নির্দেশিকাই হচ্ছে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উপকরণ।

(ঠ) ধর্মীয় গোঁড়ামী নয় বরং উদারতা ও পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্যে ধর্ম-শিক্ষার শিক্ষক যাতে সতত সচেতন ও প্রস্তুত থাকেন সেজন্য নির্দেশিকায় স্পষ্ট নির্দেশ থাকবে।

(ড) মোট কথা এদেশে বর্তমানে হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তকাদি যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না মনে রেখে এবং এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের একান্ত অভাব বিবেচনা করে শিক্ষক নির্দেশিকায় পড়ানোর উপযোগী প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই সন্নিবেশিত করতে হবে।

১০ হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

১০·৩ তৃতীয় শ্রেণী

১০·৩·১ ভূমিকাঃ

মানুষ সৃষ্টির সেরা প্রাণী। তাই এই শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধিতে, বিবেচনা বিবেকবোধে, বিচার-ক্ষমতায় ও সৃজনী প্রতিভায় প্রভাসিত। মানুষের এসব গুণের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন হয় সুশিক্ষা, সুসঙ্গ, নীতি ও আদর্শের সংস্পর্শে। ধর্মশিক্ষা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা দান করতে পারে।

প্রত্যেক ধর্মেই মানুষকে উন্নত ও সৎ জীবনযাপনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে সংযম অভ্যাস করতে ও মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে। মানব জীবনকে সঠিকভাবে সফল ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য বিস্তারিত পথ নির্দেশও আছে ধর্ম কথায়। এজন্য পর্যাপ্ত ভাল কথা, ভাল উপদেশ, জাগতিক ও পারলৌকিক সুখ শান্তির আশ্বাস ধর্মশিক্ষায় থাকে। শৈশবেই শিশুকে এসব ভাল কথা শোনাতে হবে যাতে করে শিশুর মনে মানবিক গুণাবলীর বীজ অঙ্কুরিত হয়, সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে শিশুর মনে শ্রদ্ধা জাগে, মানবতাবোধে মন কোমল ও স্পর্শকাতর হয়। শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানুষ রূপে গড়ে তুলতে চাইলে ধর্ম শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এজন্য শিক্ষা জীবনের সূচনা কাল থেকেই ধর্ম শিক্ষাও চলতে থাকবে।

১০·৩·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) ঐহিক ও পারত্রিক সুখের পথ নির্ধারণ;

(খ) মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষ সাধন;

(গ) শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ, যুক্তি ও অনুভব দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে শাস্ত্রে, অবতার-পুরুষে ও মুনি-ঋষিতে বিশ্বাসের সৃষ্টি করা;

(ঘ) মনুষ্যত্বের সর্বতোমুখী ক্রমবিকাশ সাধন;

(ঙ) সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা;

(চ) শাস্ত্রীয় ও লৌকিক উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণের মাধ্যমে ধর্মের জয় ও অধর্মের বিপর্যয় প্রতিষ্ঠিত করা;

(ছ) চিত্তাকর্ষক উপদেশ, কথা ও কাহিনীর উদ্ধৃতি এবং বর্ণনার দ্বারা বেদ, পুরাণ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় সাধন;

(জ) মনুষ্যের সকল বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠাংশে ভক্তি, প্রীতি ও দয়ার বিশেষভাবে অনুশীলন এবং ঈশ্বর-মুখী করণ;

(ঝ) সকল বৃত্তি ঈশ্বরে সমর্পণের চেষ্টা দ্বারা মনুষ্যত্ব অর্জনের অনুশীলন;

(ঞ) মনুষ্যত্ব বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জাতীয় কৃষ্টির পরিপোষণ ও আদর্শের বাস্তবায়ন;

(ট) জাতীয় ঐক্যবোধ ও দেশহিতৈষণা জাগ্রতকরণ;

(ঠ) সর্ব ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে ঐক্য প্রতিপাদন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

১০·৩·৩ বিষয়বস্তু:

(ক) শাস্ত্র পাঠবিধি।

(খ) ধর্মের স্বরূপ।

(গ) ধর্মের লক্ষণ।

(ঘ) স্তোত্রপাঠ ও আবৃত্তি।

(ঙ) রামায়ণ।

(চ) মহাভারত।

(ছ) চরিত্রগত কয়েকটি গুরুতর দোষের আলোচনা।

(জ) নিত্য উপাসনা ও কয়েকটি সাধারণ প্রণাম-মন্ত্র।

(ঝ) নিম্নলিখিত বিষয়ে পৌরাণিক উপাখ্যানঃ
মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, ভগবদ্‌ভক্তি, ত্যাগ এবং মাতাপিতার সেবা।

১০·৩·৪ শিক্ষার উপকরণ:

পাঠ্যপুস্তক, মহাপুরুষদের জীবনী পুস্তিকা, শিক্ষক নির্দেশিকা, এবং চিত্রে রামায়ণ, চিত্রে মহাভারত, মহাভারতের গল্প, রামায়ণের গল্প, উপনিষদের গল্প, পুরাণের গল্প, প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সচিত্র পুস্তক ইত্যাদি।

১০·৩·৫ শিক্ষকের কাজ:

(ক) আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী—এই ন্যায় অনুসারে এই স্তরে বিশেষভাবে প্রাথমিক স্তরে বোঝানো অপেক্ষা মুখস্থ ও বিশুদ্ধ আবৃত্তি করানোর দিকে বেশী জোর দিবেন।

(খ) এই স্তরের অধিকাংশ শিক্ষাকার্য কথোপকথন, মৌখিক সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিচালিত করবেন।

(গ) সংস্কৃত ভাষায় রচিত মন্ত্র, স্তব-স্তুতি, প্রার্থনা ও প্রমাণ-শ্লোকগুলি মুখস্থ করিয়ে বিশুদ্ধ আবৃত্তি শেখাবেন।

(ঘ) মাত্রা ও স্বর ঠিক করে বর্ণগত বিশুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে আবৃত্তি শেখাবেন, বিশুদ্ধ উচ্চারণের অনুশীলন করাবেন।

(ঙ) এই স্তরে পঠিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনুশীলন করাবেন। পাঠ্যপুস্তকাস্থিত অনুশীলনীগুলির অন্তর্গত প্রশ্নের উত্তর বার বার শেখাবেন ও তা সংশোধন করে দেবেন।

(চ) প্রত্যেক পাঠ বা অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলির সারমর্ম এবং গল্প/উপাখ্যানের শিক্ষাগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মস্থ করে দিবেন।

(ছ) প্রসংগক্রমে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ এবং প্রশংসা করে ঐগুলি পড়বার জন্য বালক/বালিকাদের মনে একটি অদম্য আকাঙ্খা জাগ্রত করতে চেষ্টা করবেন।

(জ) বালক/বালিকাদের যথাবিহিত ধর্মীয় নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য ধর্মীর অনুষ্ঠান বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে হবে। শিক্ষার্থীর যথাবিহিত নিত্যকর্মের অভ্যাস যাতে গড়ে ওঠে সে ব্যাপারে শিক্ষক সর্বদা সদুপদেশ দেবেন; ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেয়ার জন্য শিক্ষককে প্রেরণা জোগাতে হবে।

(ঝ) আচার-ব্যবহারের সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, সংশোধন করে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের অভ্যাস করাবেন।

(ঞ) শিক্ষক পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে মহাপুরুষদের জীবনী ভিত্তিক গল্প আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

(ট) সর্বজীবে দয়া, সহপাঠিদের প্রতি ক্ষমা ও প্রতিবেশীদের প্রতি নমনীয় আচরণ করতে শেখাবেন।

১০.৩.৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) শিক্ষকের সংগে সংগে শুদ্ধ উচ্চারণে ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ছোট ছোট স্তোত্র ও মন্ত্র বার বার বলবে এবং মুখস্থ করবে।

(খ) আগ্রহ ও মনোযোগের সংগে শ্রেণীকক্ষে আলোচিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দানে সক্রিয় অংশ নেবে।

(গ) মাত্রা ও স্বর ঠিক রেখে বর্ণগত বিশুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে আবৃত্তি করতে শিখবে। ধৈর্যের সংগে এর অনুশীলন করবে।

(ঘ) পঠিত গল্প বুঝে নিজের মত করে নিজের ভাষায় বলার অভ্যাস করবে। (প্রয়োজনবোধে যৌথ-ভাবেও গল্প বলা বা দলগতভাবেও গল্প বলা যেতে পারে)।

(ঙ) ধর্মীয় নিত্যকর্মের আচার আচরণসহ ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানবে এবং পারতপক্ষে তা পালন করার চেষ্টা করবে। শিক্ষকের সহযোগিতায় ছোট ছোট ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করবে।

(চ) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার অভ্যাস করবে। ধর্মীয় নিত্য ক্রিয়াকর্ম পালনের প্রতি সজাগ হবে।

(ছ) পাঠ্যপুস্তকের পড়ার বিষয়কে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে সদাচারণ ও নম্র ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

(জ) শ্রেণীকক্ষের সকল সহপাঠীদের প্রতি সহনশীলতার মনোভাব পোষণ করবে এবং সহ-অবস্থানের পরিবেশ গড়ে তুলবে।

(ঝ) সম্ভব হলে শিক্ষকের সংগে স্থানীয় উপাসনালয়ে যাবে।

(ঞ) পরিবেশের জীব-জন্তু, সহপাঠী ও পাড়া প্রতিবেশীদের প্রতি দয়া, ক্ষমা ও নমনীয় আচরণের অভ্যাস গড়ে তুলতে যত্নবান হবে।

১০.৩.৭ মূল্যায়নঃ

(ক) মৌখিক ও লেখ্য উভয় রীতিতেই পরীক্ষা হবে।

(খ) পাঠ্যপুস্তকের অধীত পাঠ থেকে এবং অনুশীলনীর মধ্য থেকে মৌখিক পরীক্ষা নিতে হবে।

(গ) মাসিক বা দ্বিমাসিক পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে।

১০.৩.৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক) পাঠ্যপুস্তক খুব আকর্ষণীয় হতে হবে। এতে রেখাচিত্রের সংযোজন থাকলে ভাল হয়।

(খ) প্রত্যেক অধ্যায় বা পাঠ পড়ার ফলে সেই সেই বিষয়ে যেন শিক্ষার্থীদের মনে অধিকতর জ্ঞান লাভের আকাঙ্খা ও অনুসন্ধিৎসা জাগে এমনভাবে পাঠ রচনা করতে হবে।

(গ) শিক্ষার্থীর চিন্তাশীল ও সৃজনশীল মনন যেন ক্রমশঃ প্রসারিত হয় পাঠ্যপুস্তকের পাঠ বিন্যাস সেরকম ক্রমে সাজানো থাকবে।

(ঘ) ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকগুলো ভাষা, বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারার বিষয়ে ক্রমান্বয়ে অধিকতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের উপযোগী হতে হবে।

(ঙ) ছাত্র/ছাত্রীদের সার্বিক ও সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের মূল্যায়নের জন্য প্রত্যেক অধ্যায় বা পাঠের পরে ব্যাপক ও নৈর্ব্যক্তিক অনুশীলনী সংযোজন করতে হবে।

(চ) শিশুপাঠ্য বলে কেবল সোজা করতে গিয়ে ধর্মীয় তত্ত্বগুলি যাতে খেলো না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে পুস্তক রচনা করতে হবে।

(ছ) জীবনের প্রারম্ভেই জীবনের মহাসিদ্ধান্ত জানা ভাল বলে যেসব মুখ্য তত্ত্বের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে তার কিছু কিছু প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে যথোপযুক্তভাবে পরিবেশন করতে হবে।

(জ) যেসব মুখ্য তত্ত্বের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে বাল্যকালেই তা যাতে শিশুর অন্তর স্পর্শ করে পরবর্তী জীবনের পথ সুগম করে সেইভাবে এই স্তরের পুস্তকগুলো লিখতে হবে।

(ঝ) মহাসিদ্ধান্তগুলোর প্রমাণ স্বরূপ মহাগ্রন্থগুলো থেকে শ্লোক, শ্লোকাংশ, বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করে প্রয়োজন অনুসারে সেগুলোর সরল অর্থ সংযোজন করলে ভাল হয়।

(ঞ) কোন দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধর্ম-সংস্কার কিংবা বাংলাদেশের আদর্শের বিরোধী কোন কথা এই পুস্তকে থাকবে না।

(ট) পুস্তক সর্বাংশে বাংলা ভাষায় রচিত হবে এবং বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হবে।

(ঠ) পুস্তকে ৬৪ পৃষ্ঠার বেশী থাকবে না। বড় পাইকা অক্ষরে পাঠ ছাপা হবে।

(ড) যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জিত সরল বাক্যে পাঠ রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১০.৩.৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

(ক) ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আচার-আচরণের বিশদ বিবরণ থাকবে নির্দেশিকায়। শিক্ষার্থীদের মনে ধর্ম বিষয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব জাগানোর জন্য শিক্ষককে ধর্মের প্রাত্যহিক কাজগুলো করার নির্দেশ দেয়া থাকবে।

(খ) শিক্ষকের সুবিধার্থে কিছু ধর্মীয় কাহিনীসহ অর্থবোধক সহজ মন্ত্র বা শ্লোকের সংযোজন থাকবে নির্দেশিকায়। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে মহাজীবনী সংক্রান্ত চিত্তাকর্ষক গল্প বলার নির্দেশ থাকবে।

(গ) ধর্মীয় তত্ত্ব সহজভাবে উপস্থাপন করা ও তা শিক্ষার্থীর মনে প্রোথিত করার সহজ কৌশল পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নির্দেশিকায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) প্রাথমিক স্তরে কথা শেখানোসহ শিক্ষার্থীর মনে ধর্মবোধ জাগানোর জন্য ধর্মভিত্তিক নানাবিধ চিত্তাকর্ষক গল্প বলতে হবে। প্রয়োজনবোধে স্থানীয় ধর্মীয় উপাসনালয়ে তাদের নিয়ে যেতে পারেন শিক্ষক (পুস্তকে সে নির্দেশও থাকবে)।

(ঙ) পূজা-পার্বণ, মন্ত্র পাঠ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে শিক্ষার্থীরা যেন অংশ নেয় সে ব্যাপারে শিক্ষককে সচেতন করে দিতে হবে নির্দেশিকায়।

(চ) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ নির্দেশিকায় থাকবে। কারণ মনে রাখতে হবে এই নির্দেশিকাই হচ্ছে শিখার অন্যতম প্রধান উপকরণ।

(ছ) ধর্মীয় গোঁড়ামী নয় বরং উদারতা ও পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ধর্ম শিক্ষার শিক্ষক যেন সচেতন ও প্রস্তুত থাকেন সে ব্যাপারে নির্দেশিকায় স্পষ্ট নির্দেশ থাকবে।

১০ হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

১০.৪ চতুর্থ শ্রেণী

১০.৪.১ ভূমিকা:

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০.৪.২ উদ্দেশ্য:

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০.৪.৩ বিষয়বস্তু:

(ক) বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী, গীতা প্রভৃতি হইতে ঈশ্বর মাহাত্ম্যসূচক স্তবাস্তোত্র ও প্রার্থনা।

(খ) শাস্ত্রে বিশ্বাস।

(গ) ঈশ্বরের একত্ব।

(ঘ) অবতার ও মুনি-ঋষি।

(ঙ) পরলোক ও জন্মান্তর।

(চ) প্রাতঃস্মরণীয় মন্ত্রাদি।

(ছ) আর্তের সেবা, জীবে দয়া ও শরণাগত রক্ষণ।

(জ) আতিথ্য।

(ঝ) মিতব্যয়িতা।

(ঞ) ধর্মে প্রার্থনার স্থান।

(ট) দান-ধর্ম।

(ঠ) সেবা-ধর্ম।

(ড) পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, ভগবদভক্তি ও চরমত্যাগ বিষয়ে পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

১০.৪.৪ শিক্ষার উপকরণ:

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০'৪'৫ শিক্ষকের কাজঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০·৪·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০'৪'৭ মূল্যায়নঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০'৪'৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

ক হইতে ট পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

(ঠ) পুস্ককের পৃষ্ঠা সংখ্যা হবে আনুমানিক ৮০।

১০'৪'৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০ হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

১০'৫ পঞ্চম শ্রেণী

১০'৫'১ ভূমিকাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০'৫'২ উদ্দেশ্যঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০'৫'৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) পাঠাভ্যাস ও আবৃত্তিঃ বেদ, উপনিষদ, চন্ডী ও গীতা হতে কয়েকটি বন্দনাত্মক সরল শ্লোক।

(খ) ধর্মে বিশ্বাস।

(গ) অবতার-তত্ত্ব।

(ঘ) দেব-দেবী।

(ঙ) স্বর্গ ও নরক।

(চ) জন্মান্তর ও কর্ম ফল।

(ছ) তীর্থক্ষের ও তীর্থ-মাহাত্ম্য।

চরিত্র-গঠন—(ধর্মের অঙ্গ)ঃ

(জ) সত্য রক্ষা।

(ঝ) বিশ্বাস রক্ষা করা।

(ঞ) সময়ানুবর্তিতা।

(ট) সরলতা।

(ঠ) উদারতা।

(ড) স্বদেশ প্রেম ও জাতীয় ঐক্য।

(ঢ) শিষ্টাচার।

(ণ) পূজা-পার্বনের সাধারণ নিয়ম।

(ত) কয়েকজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও উপদেশ।

১০.৫.৪ শিক্ষার উপকরণঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১০.৫.৫ শিক্ষকের কাজঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

এ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বয়স, বুদ্ধি, যুক্তি ও ধারণ ক্ষমতা কিছুটা বেশী বলে তুলনামূলকভাবে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর চেয়ে ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব ও তার ব্যবহারিক দিকের উপর শিক্ষক বেশী গুরুত্ব দেবেন।

১০.৫.৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

তবে তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় এ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সার্বিক পরিপক্কতা কিছু বেশী বলে শ্রেণীকক্ষের কাজে এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদির আয়োজন কর্মে তাদের কাজ করতে হবে এবং দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১০.৫.৭ মূল্যায়নঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ। এ শ্রেণীতে লেখ্য রীতির পরীক্ষাই প্রাধান্য লাভ করবে।

১০.৫.৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

ক হতে ট পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

(ঠ) পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা অনধিক ১০০।

১০.৫.৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

একাদশ অধ্যায়

বিষয়ঃ বৌদ্ধ ধর্ম

১১ বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা

১১.১ ও ২—১ম ও ২য় শ্রেণী

১১.১ ও ২.১ ভূমিকা:

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তাদের গৃহপ্রাঙ্গন ও নিকটতম পরিবেশ ছেড়ে বিদ্যালয়ের নূতন জগতে প্রবেশ করে। তারা কোমলমতি; পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, তখন তারা অনেক কিছু শেখে। এ সময় তাদের মানসিকতা ও মননশীলতা বিশিষ্ট একটা রূপ নিতে থাকে। তাই এ পর্যায়ে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাদের জন্য অপরিসীম। কারণ এ সময়ে তাদের চরিত্র যেভাবে গঠিত হতে থাকবে এবং পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, সচ্চরিত্র, মনুষ্যত্ব-অমনুষ্যত্ব প্রভৃতি তাদের কোমল অন্তরে যেভাবে দাগ কাটবে সেভাবেই তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে উঠবে। ভগবান বুদ্ধ তাঁর ছেলে রাহুলকে তাঁর সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই নিজের ধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যেভাবে গল্পাকারে, উপমার সাহায্যে নিজের ছেলেকে ধর্মশিক্ষা দিয়ে ছিলেন, তা পুত্রের প্রতি মহান পিতার উপদেশ ও ধর্ম শিক্ষায় আদর্শ হিসাবে প্রত্যেক ধর্ম শিক্ষকের অনুধাবন যোগ্য।

বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মে নীতি ও আচরণ দুই-ই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই বালক-বালিকাদের বুদ্ধবাণী শিক্ষা করার সংগে তদনুযায়ী তাদের সদাচারণ শিক্ষা ও অভ্যাস করার প্রতিও বিশেষ নজর দিতে হবে এবং তাদের এই সদাচরণকে স্বভাবে পরিণত করতে হবে। এই হল বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার মূল কথা।

শিক্ষার্থীদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর করাতে হলে, অন্যসব ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি শিক্ষা, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও ধর্ম শিক্ষার প্রভাব অনুপেক্ষণীয়।

১১.১ ও ২.২ উদ্দেশ্য:

(ক) বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ।

(খ) এই ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্মের স্থান কোথায় তা জানা।

(গ) ধর্ম ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা।

(ঘ) মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, ভিক্ষু, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, বিদ্যালয়ের সহপাঠী, সহপাঠিনী ইত্যাদির সঙ্গে আচার ব্যবহারের ধর্মত "শীল" নির্দেশ করা।

(ঙ) গৃহ পালিত পশু-পাখী, অন্যান্য স্থলচর-জলচরদের প্রতি মৈত্রী ও করুণার সম্বন্ধ স্থাপন করা।

(চ) কুশল ও অকুশল কর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করে প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনে অকুশল বর্জন ও কুশল অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

(ছ) পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে, পাপে লজ্জা, ভয় এবং পুণ্যে সাহসিকতা ও চরিত্র গঠনে যত্নশীল হওয়া এবং আত্মসম্মানবোধে সচেতন হওয়া।

(জ) গ্রাম, দেশ, সমগ্র পৃথিবী ও বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর সামগ্রিক হিত ও সুখের জন্য উদার হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।

(ঝ) অন্য সহপাঠী, সহপাঠিনীর মধ্যে ভাই-বোন রূপে সহঅবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(ঞ) ত্রিশরণ ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রাত্যহিক পূজা-বন্দনা, দান ইত্যাদি ধর্ম কর্মে অনুপ্রাণিত হওয়া।

১১·১ ও ২·৩ **বিষয়বস্তু:**

প্রথম শ্রেণী:

(ক) গল্পাকারে বুদ্ধের জীবন ও বাণী এবং সংঘ সম্বন্ধে আলোচনা এবং ত্রিরত্নের ব্যাখ্যা প্রদান।

(খ) কয়েকটি জাতক কাহিনী (অনধিক পাঁচটি)।

(গ) ত্রিশরণ গ্রহণ ও ত্রিশরণ গ্রহণের তাৎপর্য।

(ঘ) মহাপুরুষদের বন্দনা, পূজা, সৎকার ইত্যাদির তাৎপর্য এবং ত্রিরত্ন বন্দনা, ফুল, পূজা, প্রদীপ পূজা, অন্ন পূজা ইত্যাদি।

(ঙ) শীলের তাৎপর্য। গল্পাকারে, উপদেশছলে, নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে পঞ্চশীল পালনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকার এবং তা পালন না করার অপকার বর্ণনা।

দ্বিতীয় শ্রেণী:

(ক) দানের তাৎপর্য-গল্পাকারে। উপদেশছলে, নানা প্রসংঙ্গ ও জাতক কাহিনীর অবতারণা করে দানের উপকারিতা ও কার্পন্যের অপকারিতা বর্ণনা।

(খ) মাতা-পিতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা; প্রতিবেশী, সহপাঠী, সহপাঠিনীদের প্রতি আচার-আচরণ।

(গ) ইহলোক, পরলোক, স্বর্গ, নরক, সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে সামান্য আভাস।

(ঘ) পাপ কি, পুণ্য কি, ধর্ম কি, অধর্ম কি, কুশল কি, অকুশল কি, এদের মূল কি ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

(ঙ) মহামঙ্গল সূত্র, করণীয় মৈত্রী সূত্র ও ধর্মপদ থেকে কয়েকটি সুনির্বাচিত শোক। (পদ্যে ও গদ্যে বঙ্গানুবাদসহ)।

(চ) ধর্ম চর্চার মাধ্যমে কিভাবে দেশের, দশের ও সমাজের মঙ্গল সাধন করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা।

১১·১ ও ২·৪ **শিক্ষার উপকরণ:**

(ক) বুদ্ধের জীবনী পুস্তক।

(খ) জাতক কাহিনী।

(গ) ধর্মপদ।

(ঘ) সদ্ধর্ম রত্নাকর, সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য।

(ঙ) বুদ্ধের জন্ম, বিবাহ, গৃহত্যাগ, উপশ্চর্যা, বুদ্ধত্বলাভ, ধর্ম প্রচার ও পরিনির্বানের মনোজ্ঞ ছবি।

(চ) চক, চকবোর্ড, বড় বড় অক্ষরে লেখা উপদেশমূলক দেয়াল-চার্ট, ইত্যাদি।

(ছ) নীতিমূলক ছড়া বা কবিতার বই।

১১·১ ও ২·৫ **শিক্ষা পদ্ধতি:**

(ক) এই স্তরে মুখস্থ করা ও বিশুদ্ধ আবৃত্তি করার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। আর আবৃত্তি মাত্রা ও সুর ঠিক করে বিশুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে শেখাতে হবে।

(খ) এই স্তরের সকল শিক্ষাকার্য পরিচালিত হবে কথোপকথন, মৌখিক আলোচনা, গল্প বলা ও প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে।

(গ) বিষয় বস্তু পুনঃপুনঃ আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনুশীলন করাতে হবে এবং সেগুলোকে বালক-বালিকাদের আত্মস্থ করাতে হবে।

(ঘ) প্রসঙ্গক্রমে ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর নামোল্লেখ করে বালক-বালিকাদের সেগুলোর সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে।

(ঙ) প্রাথমিক স্তরের ধর্ম কথা শেখানোসহ বালক-বালিকাদের মনে ধর্মবোধ জাগানোর জন্য ধর্মভিত্তিক নানাবিধ চিত্তাকর্ষক গল্প বলতে হবে।

(চ) আচার ব্যবহারের অভ্যাস করাতে হবে।

(ছ) বালক-বালিকাদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার অভ্যাস করাতে হবে।

(জ) বালক-বালিকাদের উপাসনা শেখাতে হবে এবং সম্ভব হলে তাদেরকে স্থানীয় বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে যেতে হবে।

১১.১ ও ২.৬ মূল্যায়নঃ

(ক) পরীক্ষা মৌখিক হবে।

(খ) ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা অবশ্য নিতে হবে। ত্রৈমাসিক পরীক্ষা ও নেয়া যেতে পারে।

(গ) সাধারণতঃ মৌখিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মূল্যায়ন সব সময় চলতে থাকে বলে বালক-বালিকাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের নিয়মিত রেকর্ড রাখা বাঞ্ছনীয়।

১১.১ ও ২.৭ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বালক-বালিকাদের জন্যে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। কিন্তু শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য একটি নির্দেশিকা পুস্তক থাকবে।

১১.১ ও ২.৮ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

(ক) পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বিষয়বস্তুগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আলোচনা থাকবে নির্দেশিকায়।

(খ) যে সকল পুস্তকে পাঠ্যবিষয়গুলোর পরিপূর্ণ বিবরণ আছে নির্দেশিকায় যথাস্থানে তাদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

(গ) জাতক ও ধর্মপদের আর্য কথা থেকে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ গল্প ও কয়েকটি গল্পের সংক্ষেপ নির্দেশিকায় সংযোজিত হবে।

(ঘ) বুদ্ধের জীবনী এবং শ্রাবক-শ্রাবিকাদের জীবনী থাকবে নির্দেশিকায়।

(ঙ) পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে বুদ্ধের জীবনী অথবা শ্রাবক-শ্রাবিকাদের জীবনী এবং জাতকের গল্প বলার নির্দেশ থাকবে।

(চ) শিক্ষকের সুবিধার্থে—ধর্মপদের অর্থকথা থেকে গল্পসহ ধর্মপদের শ্লোক সংযোজন থাকবে নির্দেশিকায়।

(ছ) ধর্মীয় তত্ত্ব সহজভাবে উপস্থাপন করা এবং তা শিক্ষার্থীর মনে প্রোথিত করার পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ নির্দেশিকায় থাকবে।

(জ) সম্ভবপর হলে শিক্ষার্থীদেরকে স্থানীয় বৌদ্ধবিহারে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ থাকবে।

(ঝ) ত্রিরত্ন পূজা, ত্রিশরণ গ্রহণ, উপাসনা ও শীল গ্রহণে যাতে বালক-বালিকারা অংশ নেয় সে ব্যাপারে শিক্ষককে সচেতন করে দিতে হবে নির্দেশিকায়।

(ঞ) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা, উপাসনা প্রভৃতি পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ নির্দেশিকায় থাকবে।

১১ বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা

১১.৩ তৃতীয় শ্রেণী

১১.৩.১ ভূমিকাঃ

ধর্ম ত্রিলোকের শরণ। ধর্ম পরম রস ও শ্রেষ্ঠ রত্ন। ধর্ম মানুষের প্রতিষ্ঠা। ধর্ম ত্রিভবের দুঃখ বিনাশের হেতু স্বরূপ। ধর্ম অনুসরণকারী ব্যক্তিকে ধর্মই রক্ষা করে। ধর্ম ব্যতীত মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব। ধর্মের দ্বারা সুগতি লাভ হয়। ধর্মই ভোগ সম্পদ লাভের হেতু। ধর্ম পালনের দ্বারাই নির্বান লাভ হয়। ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক এই ধর্ম সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ধর্ম সংদৃষ্টিক, অকালিক ও অনির্বাচনীয়। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আত্মানুশীলনের দ্বারাই এটা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। দুর্লভ মানব জীবন লাভ করে যদি ধর্ম পালন করা না হয় তবে জীবনের সার্থকতা কোথায়? কোমল মতি বালক-বালিকারা জীবনের প্রথম থেকেই ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত হলে ভবিষৎ জীবনে সমাজ ও জাতির পক্ষে তা অতীব মঙ্গলকর হবে। এই জন্যই ধর্ম শিক্ষার উপযোগিতা অত্যধিক।

১১.৩.২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) মানবত্বের চরম বিকাশ ও মনুষ্যত্ব বোধের উদ্বোধন।

(খ) ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লাভের উপায় নির্ধারণ।

(গ) সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষার মাধ্যমে মানব সেবায় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা।

(ঘ) সুকুমার বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন এবং উপযুক্ত নাগরিক হওয়া।

(ঙ) জাতীয় ঐক্য, সামাজিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক হিতাকাংখা, সৌভ্রাতৃত্ব, দেশ হিতৈষণা জাগ্রতকরণ

(চ) শাস্ত্রীয় ও লৌকিক উদাহরণের সাহায্যে সধর্মের জয় ঘোষণা।

(ছ) মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও জাতীয় কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অনুপ্রাণিত করা।

১১.৩.৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) বুদ্ধের আবির্ভাব ও বৌদ্ধ ধর্ম।

(খ) বুদ্ধ বন্দনা।

(গ) শরণাগমন।

(ঘ) প্রার্থনা ও পূজা।

(ঙ) সূত্রঃ (২/৩টি সূত্রের বেশী নয়।)

(চ) গল্প সংগ্রহঃ জাতক, অবদান ও ধর্ম পদট্‌কথা।

মানবন্টনঃ

(ক) বন্দনা, শরণাগমন, প্রার্থনা ও পূজা	
সূত্র	৪০
(খ) গল্প সংগ্রহ	৬০
মোট ...	১০০

১১·৩·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

শিক্ষার উপকরণ নানা প্রকার। ছোট ছোট বালক-বালিকাদের সৎশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে হলে বহুবিধ উপকরণের উপোযোগিতা অনস্বীকার্য। বৌদ্ধ ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নিম্নের উপকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

ছবিঃ বুদ্ধ, শ্রাবক ও মহাশ্রাবকদের ছবি। (এতে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা অতি সহজে ধর্মের মহাত্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, অপরদিকে তেমনি তার অঙ্কন অভ্যাসের দ্বারা নিজের কল্পনা শক্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে।)

১১·৩·৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ও আবৃত্তি বিষয়ে বেশ জোর দিতে হবে। শিক্ষকদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(খ) কথোপকথন, মৌখিক পঠন পাঠন যথাযথ হচ্ছে কিনা তা' শিক্ষকদের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক নিজে আবৃত্তি করে উচ্চারণ শেখাবেন।

(গ) প্রার্থনা, গাথা, সূত্রসমূহ পালিভাষায় পুনঃ পুনঃ আবৃতি করাবেন।

(ঘ) প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বিষয় বস্তুর সারমর্ম, গল্প বা উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত সার ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মস্থ করিয়ে নিতে হবে।

(ঙ) মধ্যে মধ্যে শিক্ষকগণ মহান ব্যক্তিদের জীবনীসমূহ শুনিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে উচ্চাভিলাষ জাগ্রত করাবেন।

(চ) আচার ব্যবহারের ত্রুটি, গুরুভক্তির অভাব, উশৃঙ্খল স্বভাব প্রভৃতি ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে ছাত্র-ছাত্রীদের সৎ ব্যবহার শিক্ষা দিতে হবে।

(ছ) ধর্মীয় আচার আচরণের অনুশীলন শেখাবেন।

(জ) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করতে শিশুদের উৎসাহ দেবেন এবং তাতে শিক্ষার্থীরা যাতে সক্রিয় অংশ নেয় সেদিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।

(ঝ) বুদ্ধ, শ্রাবক ও মহাশ্রাবকদের ছবি আঁকতে শিখাবেন।

১১·৩·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) মনোযোগের সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ের অধ্যয়ন, অনুশীলন, যথারীতি পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া, ইত্যাদি শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্তব্য।

(খ) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের আদেশ, উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ শিখবে এবং পুনঃ পুনঃ আলোচনার দ্বারা তা আত্মস্থ করে নেবে।

(গ) নিজ নিজ শিক্ষককে মান্য করবে এবং মাতাপিতার ন্যায় ভক্তি করবে।

(ঘ) পিতা পুত্রের ন্যায় ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) পাঠ্য বিষয় ভবিষ্যতের জন্য কখনও ফেলে রাখবে না।

(চ) ধর্মীয় আচার আচরণের অনুশীলন করবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করবে এবং তাতে সক্রিয় অংশ নেবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবে।

(ছ) বুদ্ধের ছবি, শ্রাবক ও মহাশ্রাবকদের ছবি আঁকতে চেষ্টা করবে।

১১·৩·৭ মূল্যায়নঃ

(ক) পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুশীলনের প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য মাসিক বা দ্বিমাসিক পরীক্ষা নিতে হবে।

(খ) পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয় থেকেই পরীক্ষা নিতে হবে।

(গ) লেখ্য ও মৌখিক উভয় রীতিতেই পরীক্ষা হবে।

(ঘ) বর্ণ বা শব্দের সঠিক ও শুদ্ধ উচ্চারণ এবং সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য নম্বর থাকবে।

(ঙ) বিনয়ী ও সদাচার পুরায়ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা ভাল।

১১·৩·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক) তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পুস্তকসমূহ ক্রমান্বয়ে ভাষা, বিষয়বস্তু এবং চিন্তাধারা বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) পুস্তক সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। আবশ্যকবোধে ছবি ও রেখাচিত্র সংযোগ করতে হবে।

(গ) পুস্তকের ভাষা যতদূর সম্ভব সহজ, সরল ও সাবলীল হবে। অহেতুক জটিল বাক্যের ব্যবহার সর্বদা পরিত্যাজ্য।

(ঘ) জাতক, অবদান, অট্ঠকথার গল্পসমূহ কিম্বা থের-থেরী গাথা, শ্রাবক-শ্রাবিকাদের জীবনী কখনও দীর্ঘ হবে না। এতে প্রয়োজনবোধে পালি শ্লোক ও গাথার উদ্ধৃতি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

(ঙ) সূত্রসমূহ খুব ছোট হতে হবে। দুই তিনটির চেয়ে বেশী সূত্র দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না। এদের বঙ্গানুবাদ অবশ্যই দিতে হবে।

(চ) জীবন চরিত্র ৫/৬টির বেশী দেওয়া উচিত হবে না। গল্পগুচ্ছ অর্থাৎ জাতক, অবদান, ধর্মপদটঠকথা ইত্যাদির গল্প ৫/৬টির বেশী দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না।

(ছ) পাঠ্য বিষয় সংকলনে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতা বিষয়ে দৃষ্টি রাখা পুস্তক প্রণয়নকারীর অবশ্য কর্তব্য।

(জ) প্রত্যেক পাঠের শেষে অনুশীলনী থাকবে।

(ঝ) যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষায় এবং বঙ্গাক্ষরে পুস্তক রচনা করতে হবে। প্রার্থনা, সূত্র, গাথা প্রভৃতি প্রয়োজনানুসারে অবশ্যই থাকবে এবং তাদের বঙ্গানুবাদ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঞ) বাংলাদেশের আদর্শ কিম্বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নকারক কোন কথা পুস্তকে থাকতে পারবে না।

১১·৩·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

শিক্ষকের মননশীল ভূমিকা এই ক্ষেত্রে অপরিহার্য। গল্পচ্ছলে সহজ সরল ভাষায় নানা কাহিনীর সূত্রপাত করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট ধর্মীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে হবে। ধর্মীয় তথ্য ও তত্ত্বের গুরুত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের মনে ধর্মবোধ জাগরিত করা একান্ত প্রয়োজন। বৌদ্ধ মন্দির, বিহার ও উপসনালয়, পূজা পার্বন, ইত্যাদি দর্শনে ও সূত্রীবৃত্ত, প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম প্রত্যক্ষভাবে ধর্মবোধ জাগ্রত করতে সহায় হবে। তাই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এ অবশ্য প্রয়োজন, আর তা শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে, ফলে শিক্ষার্থী হয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ের জটিলতা হতে মুক্ত হয়ে সহজ সুন্দর ধর্মীয়ভাবে জগতে প্রবেশ করতে পারবে। এসব ব্যাপারে নির্দেশিকায় বিশদ আলোচনা থাকবে।

কেবল আচার নয় আচরণের মাধ্যমে ও শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের ধর্মবোধ প্রতিফলিত হতে পারে সেদিকে মনযোগ রাখবেন এতে ধর্মনীতির সঠিক বাস্তবায়ন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশের সৃষ্টি করে। ফলে তারা সর্বপ্রকার গোঁড়ামী মুক্ত হয়ে ধর্মকে মানবতাবোধের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিবে। শিক্ষক যেন এ বিষয়ে সদা সতর্ক ও সচেতন থাকেন সে বিষয়ে নির্দেশিকায় স্পষ্ট নির্দেশ থাকবে।

ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামী মুক্ত মন শিক্ষার্থীকে আরও সুদৃঢ়ভাবে ধর্মনীতি আচরণে উদ্বুদ্ধ করবে। শিক্ষক এ ক্ষেত্রে যেন তাঁর উদার ধর্মীয় মনোভাবের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন সে সম্বন্ধেও নির্দেশিকায় বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

১১ বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা

১১·৪ চতুর্থ শ্রেণী

১১·৪·১ ভূমিকাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৪·২ উদ্দেশ্যঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৪·৩ বিষয়বস্তুঃ

(ক) ত্রিরত্ন বন্দনা।

(খ) শীল ও শীল পালনের উপযোগিতা।

(গ) ধর্মীয় কর্তব্যাকর্তব্য।

(ঘ) সূত্র (২/৩টি—সূত্রের বেশী নয়)।

(ঙ) বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব।

(চ) গল্প সঙ্কলনঃ জাতক, অবদান ও ধর্মপদট্ঠকথা।

মানবণ্টনঃ

(ক) ত্রিরত্ন বন্দনা হতে—বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব	৪০
(খ) গল্প সঙ্কলন	৬০
মোট ...	১০০

১১·৪·৪ শিক্ষার উপকরণঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৪·৫ শিক্ষকের কাজঃ

ক হইতে ঝ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৪·৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

ক হইতে ছ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৪·৭ **মূল্যায়নঃ**

ক হইতে ঙ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৪·৮ **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ**

ক হইতে ঞ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৪·৯ **শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১ বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা

১১·৫ পঞ্চম শ্রেণী

১১·৫·১ **ভূমিকাঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৫·২ **উদ্দেশ্যঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৫·৩ **বিষয়বস্তুঃ**

(ক) বুদ্ধ বন্দনা, ধর্ম বন্দনা ও সঙ্ঘ বন্দনা।

(খ) জীবন চরিতঃ থের-থেরী, শ্রাবক-শ্রাবিকা এবং অপরাপর বিশিষ্ট বৌদ্ধদের জীবনী।

(গ) চতুর আর্যসত্য।

(ঘ) সূত্র সংগ্রহঃ (২/৩টি সূত্রের বেশী নয়)।

(ঙ) গল্প গুচ্ছঃ জাতক, অবদান ও ধর্মপদট্ঠকথা এবং অপরাপর পালিগ্রন্থ অবলম্বনে ছোট ছোট গল্প।

মানবণ্টনঃ

(ক) বুদ্ধ বন্দনা—সূত্র সংগ্রহ	... ...	৪০
(খ) গল্প গুচ্ছ	... ...	৬০
	মোট ...	১০০

১১·৫·৪ **শিক্ষার উপকরণঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৫·৫ **শিক্ষকের কাজঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৫·৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বয়স একটু বাড়বে বলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা এবং তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের দায়িত্ব তাদের উপর বেশী করে দিতে হবে।

১১·৫·৭ মূল্যায়নঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

এ পর্যায়ে লেখ্যরীতির পরীক্ষার উপর একটু বেশী জোর দিতে হবে।

১১·৫·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১১·৫·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয়ঃ খৃষ্টান ধর্ম

১২ খৃষ্টান ধর্ম শিক্ষা

১২·১· ১ম শ্রেণী

১২·১·১ ভূমিকাঃ

মানুষের সৎ চরিত্র ও সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সব বিষয় শিশুকাল থেকেই মানব জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে ধর্মের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে তারা নিজ নিজ ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিকতায় প্রবুদ্ধ হয়ে জীবন গঠন করতে সক্ষম হবে। খৃষ্টীয় ধর্ম শিক্ষা খৃষ্টান শিক্ষার্থীকে সজ্জন ও সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। ধর্মীয় শিক্ষার ফলে তারা সৎ চরিত্র গঠন করে জাগতিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভে সক্ষম হবে এবং দেশ ও সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

১২·১·২ উদ্দেশ্যঃ

(ক) যীশুখৃষ্টের শিক্ষানুযায়ী শিশুকাল থেকেই ঈশ্বরকে ভক্তি করতে এবং সকল মানুষকে আত্ম-তুল্য প্রেম করতে শেখা।

(খ) পবিত্র বাইবেলের কাহিনীর মাধ্যমে ঈশ্বর ও তার প্রেরিত পুরুষদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শেখা।

(গ) যীশুখৃষ্ট এবং ঈশ্বর প্রেরিত অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচয় লাভ ও তা অনুসরণ করতে শেখা।

(ঘ) শিক্ষক ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে শেখা।

(ঙ) আদর্শ খৃষ্টীয় জীবনযাপনে অনুপ্রেরণা লাভ।

১২·১·৩ বিষয়বস্তুঃ

(১) ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। (আদি পুস্তক ১ ঃ ২৬—২৮।)

(২) আমাদের বাবা-মা যেমন আমাদের ভালবাসেন তেমনি ঈশ্বরও আমাদের ভালবাসেন। তাই তিনি যীশুকে পাঠালেন আমাদের কাছে। (লূক ২ ঃ ১—২০।)

(৩) ছেলে বেলায় যীশুর খুব বুদ্ধি ছিল। (লূক ২ ঃ ৪১—৫২।)

(৪) যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণ। (মথি ৩ ঃ ১৩—১৭।)

(৫) যীশু ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন। (মার্ক ১০ ঃ ১৩—১৬।)

(৬) বিধবার ছেলের জীবন দান। (লূক ৭ ঃ ১১—১৬।)

(৭) যীশু দুজন অন্ধকে সুস্থ করেন। (মথি ২০ ঃ ২৯—৩৪।)

(৮) যীশু সমুদ্রে ঝড় থামান। (মথি ৮ ঃ২৩—২৭।)

(৯) কয়েকটি প্রার্থনা।

১২·১·৪ উপকরণঃ

(ক) ছোটদের বাইবেল, অসীম ক্ষমতা, অসীম ভালবাসা, অসীম দান, ধন্য সেই রাজা, খৃষ্টের সঙ্গে পিতার কাছে, আমাদের মধ্যে, খৃষ্টের জীবন ইত্যাদি সচিত্র পুস্তকাদির প্রাসংগিক ব্যবহার।

(খ) পাঠ্য বিষয় সহজ করে বুঝিয়ে দেবার জন্য ছবি, ছায়া ছবি, টেপ, স্লাইড, গান, কবিতা, ছড়া, অভিনয় ইত্যাদি আনুসঙ্গিক ব্যবহার।

১২'১·৫ শিক্ষা পদ্ধতিঃ

(ক) শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় এবং গল্প, বাস্তব ঘটনা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থী যেন বাইবেলের শিক্ষা ও যীশুর জীবনাদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(খ) পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত গল্পগুলোর মর্ম কথা সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করবেন।

(গ) জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ আলোচনা করবেন।

(ঘ) পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ধর্মীয় বিষয়ের উপর অন্যান্য পুস্তক পাঠে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন।

(ঙ) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সম্ভাবমত গির্জা ইত্যাদি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

(চ) শিক্ষক নিজে ধর্মীয় আদর্শ প্রতিপালন করে শিশুদের তা পালনে অনুপ্রাণিত করবেন।

১২'১·৬ মূল্যায়নঃ

মৌখিক পরীক্ষা সময় সময় নেয়া যেতে পারে।

১২'১'৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

প্রথম শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকবে না। তবে শিক্ষকদের সুবিধার জন্য একটি নির্দেশিকা থাকবে।

১২'১'৮ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

নির্দেশিকায় পাঠ্যবস্তুর ধরণ সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে। পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এবং চলিত ভাষায় এটি রচিত হবে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপন করার ও পাঠ দানের পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশনা ও আলোচনা থাকবে।

১২· খৃষ্টান ধর্ম শিক্ষা

১২·২ ২য় শ্রেণী

১২·২'১ ভূমিকাঃ প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

১২·২'২ উদ্দেশ্যঃ প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

১২'২'৩ বিষয়বস্তুঃ

১। হেবলের (আবেলের) সুমতি। (আদি ৪ ঃ ১—১২।)

২। ঈশ্বর ভাল মানুষের যত্ন নেন। জলপ্লাবন থেকে উদ্ধার। (আদি ৬ ঃ ৯—৮ ঃ ১৪।)

৩। যোসেফের পিতৃভক্তি। (আদি ৩৭ ঃ ১—৩৬।)

৪। যোসেফের অপূর্ব ভ্রাতৃপ্রেম। (আদি ৪২ ঃ ১—৪৫ ১৫।)

৫। পণ্ডিতেরা যীশুকে দেখতে আসলেন। (মথি ২ ঃ ১—১২।)

৬। ঈশ্বর আমাদের পিতা। (মথি ৬ ঃ ৮—১২।)

৭। যীশু অবশ লোককে সুস্থ করেন। (মার্ক ২ ঃ ১—১২।)

(ঙ) ঐ ১৬ ও ১৭ অধ্যায়—ঈশ্বর খাদ্য ও পানীয় দিলেন।

(চ) ঐ ১৯ অধ্যায় ও ২০ঃ১—১৭—দশ আজ্ঞা প্রদান।

২য় ভাগ (নূতন নিয়ম)

(ক) লূক ১৫ঃ১১—৩২ অপব্যায়ী পুত্র।

(খ) ঐ ১০ঃ২৫—৩৭ দয়ালু শমরীয়।

(গ) মথি ১৪ঃ২২—২৬ যীশু সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন।

(ঘ) মার্ক ২ঃ১—২২ পক্ষাঘাতী।

(ঙ) মথি ১৪ঃ১৩—২১—যীশু পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ালেন।

(চ) লূক ৭ঃ১১—২৩—বিধবার মৃত পুত্র জীবন পেল।

(ছ) মথি ৮ঃ৫—১৩—শতপতির দাস।

(জ) ঐ ২১ঃ১—৯—যীশু বিজয় যাত্রা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ পূর্ণমান ১০০ঃ নূতন নিয়ম—৬০

পুরাতন নিয়ম—৪০

১২.৩.৪ উপকরণঃ

(ক) পবিত্র বাইবেল (পাঠ্যপুস্তক) ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স অনুসারে অন্যান্য পুস্তক, যেমন—ছবি ও গল্পে যীশুর জীবন, বাইবেলের দীপ্তি, নাসারতীয় যীশু, ইত্যাদি পুস্তক।

(খ) পাঠ্য বিষয় সহজবোধ্য করার জন্য ছবি, গান, ছায়াছবি, টেপ, স্লাইড, ইত্যাদি উপকরণের ব্যবহার।

১২.৩.৫ শিক্ষকের কাজঃ

(ক) বাইবেল শিক্ষার উদ্দেশ্য যেন শিক্ষার্থীরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে শিক্ষক সেভাবে শিক্ষা দান করবেন।

(খ) বাস্তব জীবনে এ শিক্ষাকে প্রয়োগ করার জন্য দৃষ্টান্তসহ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করবেন।

(গ) শিক্ষার্থী যেন বাইবেল শিক্ষা এবং যীশুর জীবনের আদর্শ প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(ঘ) শিক্ষার্থীকে সজ্জন ও শিষ্টাচার সম্পন্ন করার জন্য বাইবেলের আদর্শ অনুযায়ী সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি শিক্ষা দেবেন।

(ঙ) নিজে খৃষ্টীয় আদর্শ প্রতিপালন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে সে আদর্শ পালনে অনুপ্রাণিত করবেন।

১২.৩.৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

(ক) শিক্ষার্থী গভীর শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে বাইবেল শিক্ষা গ্রহণ করবে।

(খ) পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও এ প্রসঙ্গে অন্যান্য পুস্তক পাঠ করতে চেষ্টা করবে।

(গ) সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে বাইবেলের শিক্ষা এবং মহান যীশুর জীবন আদর্শ অনুসরণ করবে।

(ঘ) দৈনন্দিন জীবনে শিষ্টাচার পালন করবে।

(ঙ) শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহপাঠীদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করবে।

১২·৩·৭ মূল্যায়নঃ

ব্যবহারিক শিক্ষার রেকর্ড রাখা যেতে পারে। নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী মৌখিক এবং প্রয়োজন-বোধে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২·৩·৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক) তৃতীয় শ্রেণীর জন্য অন্যূন ৪০ পৃষ্ঠার একটি বই থাকবে।

(খ) পাঠ্যসূচী ভিত্তিতে বইটি রচিত হবে। বইটি চলতি ভাষায় রচনা করতে হবে।

(গ) প্রত্যেক পাঠের শেষে বিষয়বস্তু অনুসারে অনুশীলনী অংশে ছোট ছোট প্রশ্ন থাকবে।

(ঘ) পাঠের বিষয় উপযোগী ছবি, স্কেচ, মানচিত্র থাকবে।

(ঙ) পাঠ্য বিষয় সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য ভাষা এবং বর্ণনা যথাসম্ভব সহজ ও সরল হবে। গল্পের ভঙ্গিতে বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে হবে।

(চ) বাইবেলের পুরাতন এবং নতুন নিয়মের সামঞ্জস্য নির্দেশ করতে হবে।

১২·৩·৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

নির্দেশিকা বই থাকবে না।

১২ খৃষ্টান ধর্ম শিক্ষা
১২·৪ চতুর্থ শ্রেণী

১২·৪·১ ভূমিকাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২·৪·২ উদ্দেশ্যঃ তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২·৪·৩ বিষয়বস্তুঃ

প্রথম ভাগ (পুরাতন নিয়ম)

(ক) যিহোশূয় ১ অধ্যায়—প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের প্রস্তুতি।

(খ) ঐ ৩ঃ ১৪; ৪ঃ ১—২৪ ও ৩৫ঃ ১০—১২—ইস্রায়েলরা যর্দান নদী পার হ'ল।

(গ) ঐ ৫ঃ ১৩—১৫—যিহোশূয়ের দর্শন।

(ঘ) ঐ ৬ ১—২৫—যিরাহোর পতন।

(ঙ) ঐ ২৪ঃ ১—৩১, বিচার ২ঃ ৮, ৯—সিকিমের জনসভা ও যিহোশূয়ের মৃত্যু।

(চ) ১ শমূয়েল ১ঃ ১—২৩ পদ—শমূয়েলের জন্ম।

(ছ) ১ শমূয়েল ১ঃ ২৪—৩৪; ২ঃ ১৮—১৯, ১—২১ শমূয়েলের বাল্যকাল ও দর্শন।

(জ) রূতের বিবরণ ১ঃ ১—১২ পদ—নয়মী ও রূত।

(ঝ) রূতের বিবরণ ২ঃ অধ্যায়—বোয়সের ক্ষেতে রূতের শস্য আহরণ।

২য় ভাগ (নূতন নিয়ম)

(ক) মার্ক ১ঃ ১—১৫—যীশুর অগ্রগামী দূত যোহন বাপ্তাইজক। যীশুর বাপ্তিস্ম, পরীক্ষা ও ঈশ্বরের রাজ্যের ঘোষণা।

(খ) মার্ক ৫ঃ ২১—৪৩—যায়ীরের কন্যা ও রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোক।

(গ) ঐ ৪ঃ ১—২, ২৬—৪১—যীশু ঝড় থামান ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

(ঘ) ঐ ৭ঃ ২৪—৩৭, ৮ঃ ২২—২৬ যীশু তিনজন রোগীকে সুস্থ করেন।

(ঙ) ঐ ৯ঃ ২—৮, ১৪—২৯—যীশুর রূপান্তর।

(চ) ঐ ৯ঃ ৩৩—৪২, ১০ঃ ১৩—১৬—কে শ্রেষ্ঠ।

(ছ) ঐ ১০ঃ ১৭—২৭, ৪৬—৫২—যীশুর পশ্চাদগামী হওয়া।

(জ) ঐ ১১ঃ ১—১১, ১৫—১৯—যীশুর যিরূশালেম প্রবেশ ও মন্দির পরিষ্কার।

(ঝ) ঐ ১২ঃ ২৮—৩৪, ৪১—৪৪—সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা ও বিধবার দান।

(ঞ) ঐ ১৪ঃ ১২—২৫, ৩২—৫০—শেষ ভোজ ও গেৎশিমানী বাগান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পূর্ণ নম্বর ঃ ১০০

নতুন নিয়ম ৬০

পুরাতন নিয়ম ৪০

১২'৪'৪ উপকরণঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২'৪'৫ শিক্ষকের কাজঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২'৪'৬ শিক্ষার্থীর কাজঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২'৪'৭ মূল্যায়নঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২'৪'৮ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ

(ক) চতুর্থ শ্রেণীর জন্য অন্যূন ৪৮ পৃষ্ঠার একটি বই থাকবে।

(খ—চ) তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২'৪'৯ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২ খৃষ্টান ধর্ম শিক্ষা

১২'৫ পঞ্চম শ্রেণী

১২'৫'১ ভূমিকাঃ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ।

১২'৫'২ উদ্দেশ্যঃ

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২'৫'৩ বিষয়বস্তুঃ

প্রথম ভাগ (পুরাতন নিয়ম)

(ক) ১ শমূয়েল ৯ঃ ১—২৭—রাজা সৌল।

(খ) ঐ ৩ঃ ১—১৯—শমূয়েল ভাবাবাদী।

(গ) ঐ ১৭ঃ ১৭—৫৪—দায়ূদ ও গলিয়াৎ।

(ঘ) ঐ ২০ অধ্যায়—দায়ূদ ও যোনাথন।

(ঙ) ঐ ৩১ অধ্যায় রাজা দায়ূদ
২য় ঐ ২ ও ৬ অধ্যায়

(চ) ঐ ১৫ ও ১৭ঃ ২৪—২৯ ও ১৮ অধ্যায়—অবশালোমের বিদ্রোহ।

(ছ) ১ রাজাবলি ৫, ৬ ও ৮ অধ্যায়—সলোমনের যিরূশালেম বন্দর নির্মাণ।

২য় ভাগ (নূতন নিয়ম)

(ক) মথি ৩ঃ ১—১২, মার্ক ১ঃ ৩—৮, লূক ৩ঃ ২—১৬—যোহন অবগাহক।

(খ) ঐ ১ঃ ১৮—২৫, লূক ১ঃ ২৬—৩৮, লূক ২ঃ ৯—২০—যীশুর জন্ম।

(গ) লূক ২ঃ ৪০—৫২—যীশুর যিরূশালেম যাত্রা।

(ঘ) ঐ ৪ঃ ১—১৩—যীশুর পরীক্ষা।

(ঙ) লূক ৫ঃ ১—১১, মার্ক ১০ঃ ৪৬—৫২, যোহন ১১ঃ ১—৫৪—যীশুর কয়েকটি আশ্চর্য কাজ (জালে বিস্তর মাছ, অন্ধ রূমিয় ও মৃত লাসারের কাহিনী)।

(চ) লূক ১০ঃ ২৫—৩৭—দয়ালু শমরীয়।

(ছ) ঐ ১৫ঃ ১১—৩২—অপব্যায়ী পুত্র।

(জ) ঐ ১৯ঃ ৯—১০—সবেকর গল্প।

(ঝ) ঐ ২৩, মথি ২৭, মার্ক ১৫, যোহন ১৮ঃ ২৯—৩৭ ও ১৯ অধ্যায়। যীশুর মৃত্যু।

(ঞ) লূক ২৪, মথি ২৮, মার্ক ১৬, যোহন ২০—যীশুর পুনরুত্থান।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ পূর্ণ নম্বর ১০০ঃ নূতন নিয়ম—৬০, পুরাতন—৪০।

১২·৫·৪ **উপকরণঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২·৫·৫ **শিক্ষকের কাজঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২·৫·৬ **শিক্ষার্থীর কাজঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২·৫·৭ **মূল্যায়নঃ**

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২·৫·৮ **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনাঃ**

(ক) পঞ্চম শ্রেণীর জন্য অন্যূন্য ৫৬ পৃষ্ঠার একটি বই থাকবে।

(খ—চ) তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

১২·৫·৯ **শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নীতিমালাঃ**

নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজন নেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিষয়ঃ ইংরেজী

13. English

13.3. Class III

13.3.1. Introduction.

Provision has been made for teaching English from class III because it is felt that there is a need for a good foundation in this language which is an international language today. The study of English at the Primary level, however, should as far as possible be functional and complete in itself in providing the students with skills which can be used in real life situations outside the schools.

13.3.2. Objectives:

(i) Listening—to acquaint children with the sounds, stress and intonation of English, and to enable them to follow simple instructions.

(ii) Speaking—to enable children to recite rhymes, report the teacher's sentences and take part in simple conversations.

(iii) Reading—to enable children to read out aloud with correct pronunciation and with understanding what is in their text book.

(iv) Writing—to enable children to write the small letters and the capitals as required (not cursively) in order to be able to write their own names and to copy samples from the text book and from the blackboard.

13.3.3. Contents:

(i) Structures—Simple sentences as shown on page 250.

(ii) Topics: These should be carefully chosen so as to appeal to the children of this age group (7 plus). Suggested topics are : greetings, introduction of self, of members of the family, of friends; pets, dress; home, playgoround and classroom environment and objects and cleanliness. As far as possible natural language in a connected context should be used. These should be related to children's environment.

(iii) Vocabulary—A maximum of 225 words may be introduced. These vocabulary items are to be chosen according to the demands of the topics in the syllabus. In the selection of the vocabulary items the children's interest and ease of learning should be kept in mind. Simple English words assimilated into Bengali may profitably be used. Please see appendix I.

(iv) Numbers—1—100 (in words only upto twenty).

(v) Letters of the alphabet, both capital and small, are to be given at one place after about ten lessons. The children will have to memorize them in proper order. This will help them to consult dictionary in future and use them serially wherever necessary.

(vi) Rhymes—not exceeding five for memorisation only and not to be used initially for reading or writing or translation into Bengali.

13.3·4 Teaching Aids and Teacher's Guide:

(a) Teaching Aids :

(i) Real objects, people, animals and real places outside the classroom.

(ii) Models made from clay, wood, plastic, paper; picutures, charts, flash cards (to be prepared by teachers and students).

(b) Teacher's Guide: There will be notes in the introduction and body of the text book which will thus be able to stand on its own as a guide for teachers. In addition, Guides in Bengali should be prepared giving practical instructions for teaching each lesson. These would have two functions: they should serve as source books in the teacher training institutions, and as means of improving the skills and knowledge of teachers in service.

(c) Student's work books: There should be a cheap replaceable book giving exercises to accompany the text book.

13.3.5. Teacher's Work:

Certain things are essential for effective teaching. The teacher must make the sounds and sentences in English as models. He must use aids to create situations and to stimulate interest. He must write (not cursively) using lines on the board. He must ensure that students use ruled exercise books. He must go round the class and help the children to copy and write accurately. He must help, praise and encourage the children to improve and never discourage them. (A sample lesson is in appendix 2).

13.3.6. Student's work:

The students must learn actively, they must all speak and write in class, ask each other questions, ask the teacher questions, play games, read and act out what they are learning whenever possible.

13.3.7. Evaluation:

Daily—at some point in every lesson the teacher should check up on the student's grasp of each lesson's materials by asking questions and by looking at the writing done in their copy books.

Monthly tests—these should consist of one third oral, one third reading out aloud and one third writing.

Annual examination—as for the monthly tests.

13.3.8. Directions for the textbooks:

(i) Textbook size—no bigger than the present NME book II.

Number of pages—50

Paper—good quality

Colours—three

Illustrations—must be indegenous, lifelike, and

closely related to the text.

Type—as in NME I

Proof reading—great care must be taken to ensure that there are no errors.

Appendix—there should be an appendix containing samples of appropriate tests for students at this level.

Trying the new books out—An indispensible part of the preparation should be trying out experimental lessons in schools which are representative of the majority of Bangladesh Schools.

13.3.8. (ii) **Student's work book:**

The work book will contain plenty of exercises on the lessons of the text-book. The students will work out the exercises in the work book itself. (where it is not possible for the children to buy it they will be helped by teachers to make it)

Colour—black; size—same as the text-book.

Illustrations—simple line drawings as needed for the exercises.

Type—as above:

Paper—cheap, suitable for writing with ink.

Proof reading—great care mast be taken to ensure that there are no errors.

13.3.9. **Directions for teacher's guide:**

Size—same as present teacher's notes for class III.

Number of pages—125.

Paper—same as the present book.

Colour—black.

Illustrations—simple line drawings as needed for examples.

Type—as in the present books.

Paper—ditto.

Contents—this should include a detailed commentary on each lesson giving aims, new structures and words, situations, aids and the actual words to be used in the class.

LIST OF STRUCTURES FOR CLASS III

Note : The text book writers have freedom to rearrange the structures according to the demands of topics.

Book-I Alphabet—Every few lessons two pages will be devoted to an alphabet frieze for six letters until the alphabet is complete. Models of letters in printing only will be provided after about ten lessons.

1.	Greetings and imperatives	Affirmative and negative of a few common verbs.
2.	NP 1+be+NP 2, COMPLEMENT This is Ali/a book	Q.—yes/no, Long short answers and contracted forms, NEGATIVE,
3.	NP 1+be+NP 2, COMPLEMENT His name is Ali/Her/My/Your	Q.—What (before 3), Q.—Who (before 7).
		He is a boy, Q.—yes/yes/No, answers, neg, Q.—what
4.	NP+be+ADJ He is short/good/right/wrong/red	Q.—yes/no, Q.—What colour (delay) Q.—yes/no, answers, neg.
5.	NP 1+be+NP 2, COMPLEMENT It is a red book.	Q's as above.
6.	NP+be+ADV—P It is on the table/in/under/over/there/here.	Q.—yes/no, Q.—where.
7.	NP (Plurals) They/We are boys	These/those (Delay irregular plurals), Q's as above.
8.	NP 1+be+NP 2, COMPLEMENT I am Ali/Your brother, You are	Q.—who
9.	NP+VI (PROGRESSIVE ASPECT) I am walking/sleeping/going	Q.—yes/no, NEG Q.—who Q.— where (after 9).

13. ENGLISH

13.4. Class IV

13.4.1. General Introduction :

As in class III.

13.2.2. Objectives :

Listening—as in class III.

Speaking—as in class III, also to enable children to give simple instructions.

Reading—as in class III *plus* recognition of cursive letters.

Writing—to enable the children to write cursively their addresses, fathers' names and to copy from the textbooks and do exercises in the text-book.

13.4.3. Contents :

(i) Structures—Please see page 252

(ii) Topics—These should appeal to children of this age group (8 plus).

Suggested topics are : days of the week, food and nutrition, games, holidays and picnics, birds and animals, father at work, mother at work, relatives, festivals, Eid day , etc.

(iii) Vocabulary—as in class III but with additional 250 words.

(iv) All cardinal numbers in words and figures.

(v) All letters, small and capital, in printing and cursive.

(vi) Rhymes—Not exceeding five including the one on the days of the week.

13.2.4. Teaching Aids and Teacher's Guide:

As in class III.

13.4.5. Teachers's work :

In addition to what he did in class III, the teacher should introduce cursive writing towards the middle of the year showing the children how to join the letters together—Simplified dictation may be used; short sentences related to one context should be used and unknown words and sentences should be avoided.

13.4.6. Student's work :

As in class III.

13.4.7. Evaluation:

As in class III. Suggestions are appended, (Appendix 3).

13.4.8. Directions for the Text books :

(i) Textbook—as for class III except that number of pages should be 75.

(ii) Workbook—100 pages, otherwise as in class III.

1 3.4.9. Directions for teachers' Guide book :

As for class III.

BOOK II (Structures for class IV.)

Note : The textbook writers are free to rearrange these structures according to the demands of the topics.

10. NP+VI+ADV-P (motion) — Q.—yes/no, Q.—where (Delay question with prepositions where ....to 7).
I am going to the river.

11. Imperative

Go there/Don't come here/Sit down

12. NP+be+POSSESSIVE PRONOUN — Q.—(Pronoun+Premodifier)

This is mine/yours.

13. Here+Pers. Pronoun+be, Here+ } be+NP — There+be NP+ADV-P.
There — There

14. NP+VI+ADV—PARTICLES

I am sitting down.

15. NP1+Vt+NP 2. OBJECT — Q.—What *plus* ADV—P

I am reading a book

16. ADV—TIME FREQUENCY — Time—what time is it?,everyday (after21)

Now, at 7 O'clock.

17. and—joining parts of a simple sentence. — Ali and Aslam

18. FUTURE – Will/Shall — All Q's taught so far.

13. ENGLISH

13.3. Class V

13·5.1. General Introduction:

As in class III.

13.5.2. Objectives:

Listening—to enable the children to understand simple instructions and questions, and to grasp the gist of a simple story.

Speaking—to enable children to answer simple questions, describe what they are doing or what some one else is doing and give directions.

Reading—to enable children to read out aloud and with understanding dialogues, word game and simple meaningful rhymes, and to read short stories silently.

Writing—to enable children to sign their own names and to write cursively what they have already spoken and read, and also to write some guided composition.

13.5.3 Contentss :

(i) Structures—Please *see* page 254.

(ii) Topics—These should be appropriate for children aged 9 *plus*: as well as previous topics, there should be hygiene, population, nutrition, seasons, months, weather, gardening and looking after animals, fables (as culturally appropriate) adventure stories, a simple letter, shopping, telegrams, etc.

(iii) Vocabulary—As in classes III and IV with the addition of a further 250 words.

(iv) The ordinals upto 'twelfth'.

(v) Revision of difficult letters.

(vi) No rhymes but instead simple poems which can be easily understood without much translation.

13.5.4. **Teaching Aids and Teacher's Guides ;**

As in class III.

13.5-5. **Teachers' work :**

As in class IV but also with dictation of sentences already wellknown and in a connected context. Silent reading should also be used: the teacher will first say to the students 'After your reading I will ask you questions'.

13.5.6. **Student's work :**

As in class III but with dictation and silent reading, and with composition given in the workbook.

13.5.7. **Evaluations :**

Daily—As in class III. Monthly—one-third oral and two thirds silent reading, comprehension and writing.

Annual—As for the monthly tests.

13.5.8. **Text book ;**

As in class IV except that there will be 100 pages and the type will be smaller.

Student's workbook—As in class IV.

13.5.9. **Teacher's Guides :**

As in class III.

English V

BOOK III (Structures for class V)

Notes The textbook writers have freedom to rearrange these structures according to the demands of the topics.

19.	SIMPLE PAST OF be, etc.	There was/were
20.	SIMPLE PAST OF do/get.	All Q's. *plus* Q—When NEG. Teach have after 21.
21.	SIMPLE PAST OF COMMON VERBS.	Work, Stop, go, come..............etc.
22.	NP 1+have+NP 2, OBJECT (POSSESSION ONLY)	Q.—What Q.—yes/no,/Q.—how many, Cardinal numbers.
23.	MASS NOUNS have + some/only	of+ countable and uncountable. Q.—How much
24.	MODAL CAN I can *see*.	Q.-yes/no, NEG Q.-who Q.—What 'May' may be introduced later.
25.	SIMPLE PRESENT TENSE (HABITUAL ONLY).	Q.—yes/no, NEG Q.—what
26.	NP 1+ want + NP 2 I want a mango.	

APPENDIX I

English III—V

Some English words used in Bengali

Army
balcony
bag
ball
bank
basin
bathroom
battery
bell
belt
bible
bishop
bill
biscuit
blouse
bottle
board
bowl
brush
bulb
bus
busstop
cake
captain
carpet
cantonment
chair
chairman
cheque
cinema
class
clerk
coat
coller
college
commission
contract
contractor
constable
control
cook
court
cream
cricket
cup
cutlet
cycle
cyclone
dish
doctor
double
election
electric
engine
engineer
fan
fee
fine
flat
football
gas
glass
goal
gown
hall
hat
horn
hospital
hostel
hotel
injection
inspector
icecream
jail
jam
jelly
jumper
judge
kerosene
kettle
lace
launch
laundry
magistrate
manager
master
meeting
mile
military
minute
miney order
motor
note
nurse
office
officer
operation
orderly
pant
paper
parcel
passport
party
pen
pencil
peon
pipe
plate
platform
police
postcard
post office
powder
power
president
pudding
pump
railway
rubber
road
salad
slate
saucepan
sandal
school
second
secretariat
secretary
shirt
snow
shoe
sofa
soup
stadium
station
stationmaster
steamer
street
suitcase
sweater
switch
table
tailor
taxi
team
telegram
telephone
tennis
tie
ticket
tiffin
time
tin
toothbrush
tomato
towel
train
tubewell
university
vote

Items of local Bengali vocabulary used in English

Aman (Winte Rice)
Aus (early rice)
Bazar; Begum,
bigha (1/3 of an acre)
Chattak
coolie
dal, dhoti
bidi, ghat
ghee
godown
hindu
hookah
lakh
lichi
lungi
maidan
maund
maulvi
mussalman
ramzan
rickshaw
salam
sari
seer (dry weight about 2 lbs)
thana
tola
verandah

APPENDIX 2

This is lesson 15 (class III)

1. Remember :

Teacher gives a bag of rice to Ali	.. ..	Put the.... ......there
Teacher says "Put the bag here"	.. ..	Bring the...........here
Students tell each other. (upto 10)	.. ..	The............is here
		(line drawings of a bag)

2. Listen and watch :

Teacher says, "Shut your books"		
Teacher says, "Look at the Picture"		
Teacher explains that the mother		
is cooking and her son comes in.		
Teacher reads and shows the		
action (2) (Mother's picture)		This is my pot The water is in the pot.

3. Read and Repeat :

Teacher says, "Open your books"	(Child's picture)	Where is the rice? Is it in the pot?
Teacher says, "Say after me".		
Teacher reads one part and	Do.	No, it is n't.
Students repeat all together.	Do.	The rice is in the bag.
Teacher asks one student to		Put it in the pot.
read one part	Do.	I am hungry.
		Oh, the water is cold. Where is the kerosene?

4. Write :

Teacher syas, "Salim, say this word"	Do.	It is there.
Teacher writes on board :	Do.	
—ice, the—e, wate—, Ke—osene		The kerosene is in the tin.
Teacher says, "Write them in your copy book".	Do.	Oh, yes, it is. It is in the tin.
Teacher checks on the writing.	Do.	Bring it here.

APPENDIX 3

Suggested questions for class IV Evaluation.

Oral :

(1) Teacher says : Come here, sit down (Student obeys).

(2) Teacher says : What's your name ?	Student answers.
What's your roll No. ?	
How old are you ? ..	I am........................
What class are you in ?	I am in class........
(3) Teacher puts a book on the table and asks questions.	Where is the book ? It is on the table.
He shows a picture of three boys with names below them, *e.g.*, Ali, Ahmed, Hasan Ahmed is in the middle.	Where is Ahmed ? He is between Ali and Hasan.
A picture of a dog under a tree and a bird flying over the tree.	Where is the dog? It is under the tree.
	Where is the bird ? It is flying over the tree.

Reading :

(1) A passage, not from the book. but containing words and sentence structures from the book is given for loud reading. Teacher checks for correct pronunciation pauses and intonation.

(1) Fill in the blanks :

Use <u>is</u> <u>am</u> <u>are.</u>

1. Mahmud————walking.
2. Yo[illegible]
3. The bird ——flying.
7. I————going to school.
5. What————they doing ? They————singing.

<u>Over</u> <u>under</u> <u>between.</u>

1. The fan is————our heads.
2. The dog is————the tree.
3. He is————Rahim and Karim.
4. The bird is flying————the tree.
5. The tree is   the house and the gate.

(2) Complete the sentences :

My name is Kamal. I am a...................
My father's name is Mr. Mustafa.
I am his................
My mother's name is Mrs. Mustafa.
I am............son.
Rehana is my sister.
She is my mother's ....
Mr. Karim is my teacher.
I am his.........

(3) Underline the correct words :

Tomorrow is Sunday,
will be
are

Rahim will come to my house.
is coming
are coming

We shall sit between he mango tree.
under
over

(4) Complete the sentences :

1. I am giving my books........him
   He is getting it........me.
2. What..........he doing?
   He........drawing a picture.
3. This is Nasima.
   ....is my sister
4. This........orange.

APPENDIX 4

Class-room instructions for the teacher's use.

The following notional list of items, some of which occur in the primary syllabus are intended primarily for use by the teacher in the classroom. They need only be understood by the pupils—though if the need arises many will certainly pass into active use.

The selection of 'command' or 'request' forms is left to the teachers' discretion who may want to be abrupt or polite according to the nature of the situation.

1. Open /shut the door, etc.
2. Sit down, stand up, come in/here, go over there/outside, get out.
3. Open your books at page X.
4. Pick up........ put down........ Ask him........
5. Give........ to get........ from
6. Put........ in/on, take out/off........
7. Bring, take to
8. Stop (talking), listen, look, say (after me), write........ with (your pens), draw,
9. Right, wrong.
10. Can you hear/see........
11. Do/did you understand........?
12. Absent/present.
13. What is he saying ?
14. Give me the big one.
15. What is this called ?
16. Good, Again, Thank you, I'am sorry, Good morning, etc.

APPENDIX 5

BIBLIOGRAPHY

(1) R. Mackin .. .. An alternative Syllabus in English for classes VI, VII and VIII.

(2) L.G. Alexander .. A reconsideration of some basic assumptions affecting course design. (ELT, 1976 Jan.).

(3) D. R. Bradley .. A Revision Syllabus for pupils in class VI.

(4) D.C. King .. .. Anomalies in the English Teaching Syllabus in East Pakistan (E.E.C. Paper).

(5) O'neill, Alexander, Close and Allen. English Grammatical Structure.

(6) Bangladesh School Textbook Board. Teacher's Guide on English Reader foı class IV and V.

(7) Do. .. .. Teacher's Guide on English Reader for class III.

(8) L. A. Hill .. .. Selected Articles on the Teaching of English.

(9) Hill and Fielden .. ELT Games.

(10) Gonokendra Newspaper (BRAC).

35483

Bangladesh Administrative Staff College Library DACCA

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

12 APR 1987